

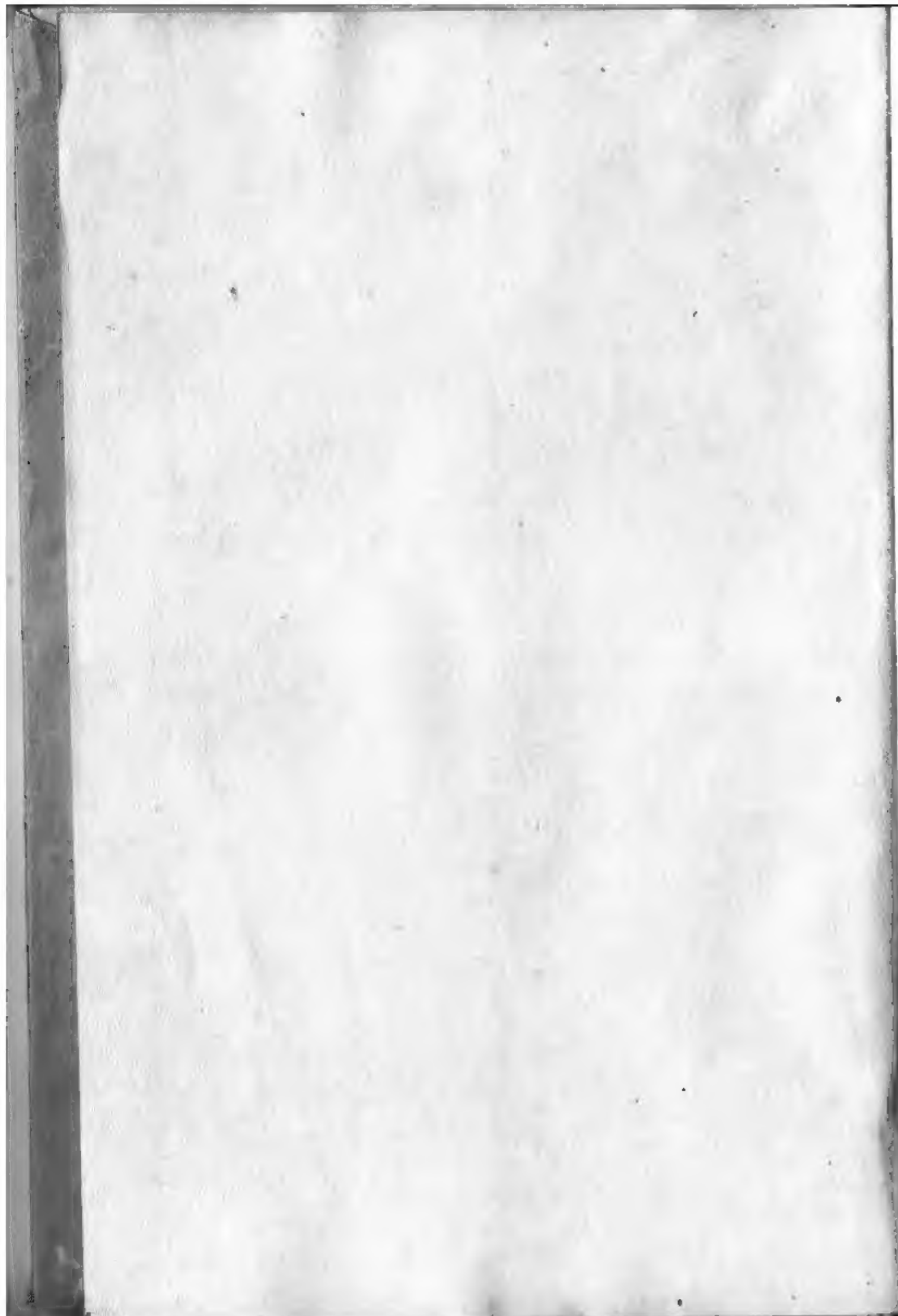
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ
স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদনা : সুশীলকুমার সিংহ





MB
13/12/2012



মনীন্দ্রনাথ মিত্র-

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ স্মারকগ্রন্থ

Handwritten text, possibly a title or header, is visible at the top of the page. The text is faint and appears to be written in a cursive or script style.

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ স্মারকগ্রন্থ

সুশীলকুমার সিংহ সম্পাদিত

পৌরি

ঘোড়ামারা, ডাক : আদমপুর বাজার

উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার, বাংলাদেশ।

ইমেইল : pouri100@gmail.com

[এ সংকলন এহান গৌহাটিৰ বনামধন্য বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠন "মিত্ৰাল" বারো
গৌহাটিৰ বামুনি-ময়দাননিবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবী
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বৰ শৰ্মা গিৰকৰ আৰ্থিক পালেকে প্রকাশিত অইল]

পৌৰি প্রকাশনা-১৭

সম্পাদনা
সুশীলকুমার সিংহ

সম্পাদনা সহযোগী
হেমন্তকুমার সিংহ

প্রচ্ছদ
শক্তিকুমার সিংহ, গৌহাটি

মেম্বেক হাজানিং
হামোম প্রবিত, আদমপুর বাজার
সজ্জিত সিংহ, গোলের হাওর

প্রকাশকাল
বিকুপ্রিয়া মণিপুরী ভাৰাশহিদ দিবস
১৬ মার্চ ২০১২ খ্রি.

ছাপানিং
মুদ্রণবিদ কম্পিউটার অ্যান্ড অকসেট প্রিন্টার্স
কলেজ রোড, শ্রীমঙ্গল, বাংলাদেশ।

মূল্য
বাংলাদেশে ২৫০ টাকা, ভারতে ২০০ টাকা

DR. KALIPRASAD SINHA SMARAKGRANTHA
Dr. Kaliprasad Sinha Commemoration Memento Book
Edited by Sushil Kumar Singha
Published By **POURI,**
Kamalganj, Moulvibazar, Bangladesh.

সম্পাদকর কথা

প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক, গবেষক, লেখক বারো দার্শনিক ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে তার বহুমাত্রিক প্রতিভা উভার বহুবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করিয়া বিমুগ্ধিয়া মণিপুরীর সঙ্গে কুস্তিরাং জাত আহানরে মিমাত্তে কাকরেদেসিল। গিরকর সাদে ব্যক্তিত্ব আগ আমার মাঝে জরম অসিল উহান আমার সৌভাগ্যহান। গিরকে সমাজ এহানরে নিয়ামপারা দিয়া গেলগাও আমি গিরকরে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অবহেলা ছাড়া আরতা কিছুউ দিয়া নুয়ারেসি। সমাজর হাবি থাকর মানুয়ে গিরকর অবদান নাউ ছারপাসি। গিরকর অবদান উহানরে সম্মান জানানিরকা 'ড. কালীপ্রসাদ সিংহ স্মারকগ্রন্থ' এহান প্রকাশ করানি অইল পৌরিত্ত। গৌহাটির নাঙপান্না বেজোসেবামূলক সংগঠন 'মিডাল' বারো গৌহাটির বামুনি-ময়দাননিবাসী সমাজসেবী ডাক্তরিয়া শ্রীবিবেকধর শর্মা গিরকে রূপাল পাংলাক করানিরে স্মারকগ্রন্থ এহান চলাক করে পাঠকর আতে কৌকরে দেনা সম্ভব অইল। তানুর ভূমিকা এহানরে হুন্না ধন্যবাদ জানেরা লেই না করতাত্তাই। একেয়ে মধ্যপ্রাচ্যবাসী গৌহাটির তরুণ সমাজকর্মী বিজিত শর্মা গিরকরে মি প্রজ্ঞাল নিংশিং অউরি। নুরেইং থারাউ গিরকে আমারে বেসাদে খৌতাল দিয়া যারগা উহানে আমিচৌ উজ্জীবিত অরার।

সংকলন এহানাত ড. কালীপ্রসাদ গিরকর মারুপ, ছাত্র-ছাত্রী, গিরকর ভক্তবন্ধানে সিএইচডি করেসিলা গবেষক বারো আমার সমাজর সমাজকর্মী, লেখক, শিল্পী গিরিগিধানির লেখা ফলম পাসে। আরতাউ অনেক গিরিগিধানির লেখা আমি যৌকরে নুয়ারলাং, সময়মত হাবির লগে বোগাবোগ করে নুয়ারলাং— উহানে মি ক্ষমাপার্থী। সংকলনর লেখা এতাত পেইতাত্তাই ড. কালীপ্রসাদ গিরকর জীবনেতিহাস আলোচনা, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ, তার রচনা বা সাহিত্যকর্মর মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয় এতা। সংকলন এহানর হাবি লেখকরেও মি ধন্যবাদ

জানাউরি, তানু সময়মত লেখা দিয়াপেঠেরা সংকলন এহানরে ঝঙ্ক করেদিলা। সংকলনহানর কলেবরগ চিত্তা করিয়া কোন কোন লেখকর লেখা খানি সামকরানি অইল, নিংকরোরি সংশ্লিষ্ট লেখক উতাই কমানুন্দর মিষ্টেংল বিষয় এহান চা'দিতাঙাই। সংকলন এহানর সম্পাদকগ হিসাবে মি কতিহান সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করলু যাতে মুরারভৌ ভবে দশ গিরিগিধানির লেখাল সংকলন আহান প্রকাশ করানি কতিহান কঠিন কামহান উহান এতার লগে জড়িত আসি উতাই হারপাসি। দশ গিরিগিধানির দশরকম বানান, তারো লেখা উতার বানান সংহত রূপ আহানাং আনানির চেষ্টা করেসি। উতাউ খানি সমস্যা থা গেলগা। বানানরীতি আহান লেপ মাসে পেয়া সমস্যা এহান থা যিতইগা। লেখা সম্পাদনর ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির আধুনিক বানানশক্তি অনুসরণ করানি অইল। আশা কররি ছবিবিরে স্নাকরতাঙাই। সংকলন এহান সর্বাদসুন্দর করানিরকা মোরে শুধ্য, ছবি বারো পরামর্শ দিয়া পাংকরলা গিরিগিধানির মাঝে কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, শ্যামানন্দ সিংহ, ড. স্মৃতিকুমার সিংহ, প্রভাসকান্তি সিংহ (শিলচর), চিত্রশিল্পী সুনীল সিংহ, দিলীপকুমার সিংহ (শিলচর), দেবযানী সিংহ, কবি সন্তোষ সিংহ, কবি কাঞ্চনবরণ সিংহ, প্রতিভা সিংহ (গৌহাটি), চন্দ্রকুমার সিংহ (বাংলাদেশ) প্রমুখর নাঙ মি শ্রদ্ধা উল্লেখ কররি। অ্যালাবমে দেসি ছবি উতা ফটোশপে সম্পাদনা করিয়া ছাপানির উপযোগী করেদিলা আলোকচিত্রশিল্পী রঞ্জিত সিংহই। তার পাংলাক এহানরকা কৃতজ্ঞতা জানাউরি। সংকলন এহানর প্রচ্ছদগ আকৈদিলা প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শক্তিকুমার সিংহ গিরকে। গিরকরেউ ধন্যবাদ জানাউরি।

সংকলন এহানর মাধ্যমে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর মঙ্গলবার্তাহান উত্তর-প্রজন্মরাং ফৌকরে দেখা পারলে আমার শ্রম সার্থক অইতই বুলিয়া নিংকরতাঙাই।

সুশীলকুমার সিংহ

সূচিপত্র

Professor Kaliprasad Sinha and Anundoram Borooah Institute of Language, Art & Culture	
Dr. Dilip Kumar Kalita	১১
KALIPRASAD SINHA : A TRIBUTE	
Dr. Swapna Devi	১৩
DR. KALIPRASAD SINHA : AN EXTRA-ORDINARY SCHOLAR- PHILOSOPHER	
Dr. Sujata Purkayasth	২৩
Reading between the lines	
Ramlal Sinha	৩২
আমার শিক্ষণভরুর স্মরণে প্রকাশলি	
ড. মুক্তা বিশ্বাস	৩৮
বিকল্পিতা মণিশূরী জাতির জনক কালীপ্রসাদ	
ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ	৪১
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ	
বনীন্দ্রকুমার সিংহ	৫৩
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ : নিঃশিঃ নিঃশিঃ	
বরেন্দ্রকুমার সিংহ	৫৭
অজা কালীপ্রসাদ গিরকর মিঃ	
হেমকান্তি সিংহ	৬০
ড. কালীপ্রসাদ গিরকর সাহিত্য-সাধনা	
হরিন্দাস সিংহ	৬৩
ড. কালীপ্রসাদদার নিঃশিঃ বি-আকটুটি কথা	
অধ্যাপক বীরেন্দ্র সিংহ	৬৭

এ মালেমর করুণতম এলাহান	
কুমকুম সিংহ	৭০
বিকুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রদূত ড. কালীপ্রসাদ সিংহ	
গজেন্দ্রকুমার সিংহ	৭৪
ভাষাচার্য ড. কালীপ্রসাদ সিংহ	
শ্যামানন্দ সিংহ	৭৮
ড. কালীপ্রসাদ দাদার নিঙে দ্বি-আকচুটি	
ব্রজগোপাল সিংহ	৮২
বিতর্কিত প্রতিভা আহান	
চাম্পালাল সিংহ	৮৫
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ : জীবন আহান	
মথুরা সিংহ	৮৭
কালীপ্রসাদদা : সমাজদরদি মানু আগ	
কালাসেমা সিংহ	৯০
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ : বিকুপ্রিয়া মণিপুরীর শাচক আগ	
অনুষ্ঠান সিংহ	৯৫
মেঘালা জোনাক	
সমরজিৎ সিংহ	৯৮
জ্ঞানতপস্বী ড. কালীপ্রসাদ	
ড. রণজিত সিংহ	১০০
এলার মালা, কবিতামালা, প্রবন্ধমালা আদির প্রদীপে স্মৃতিমালা আকডাল	
ড. স্মৃতিকুমার সিংহ	১০৮
বিতর্ক বারো ড. কালীপ্রসাদ সিংহ	
দিলুস লক্ষ্মীন্দ্র সিংহ	১১৬
ড. কালীপ্রসাদ : নিঙে-নিংগিঙে	
সুধন্য সিংহ	১২৩
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর নিঙে প্রজ্ঞাঞ্জলি	
প্রভাসকান্তি সিংহ	১৩১
পূজনীয় কালীপ্রসাদ গিরকর নিংগিঙে	
সুনীলকুমার সিংহ	১৩৩
কালীপ্রসাদ অজার নিংগিঙে	
বিমল সিংহ	১৩৯
মোর নিংগিঙে কীর্তিমান ড. কালীপ্রসাদ সিংহ	
মণিলাল সিংহ	১৪৬

জড়িয়া পড়িল ধুবভৈরাগ	
রাজকুমার অনিলকৃষ্ণ সিংহ	১৪৮
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ বার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ	
চন্দ্রকুমার সিংহ	১৫০
কাদাস কালীপ্রসাদদাসের	
অমিতা সিংহ	১৫৩
স্বর্গীয় অজ্ঞা কালীপ্রসাদ গিরকর নিঃশিঃ-তর্পণ	
ড. তরুণকুমার সিংহ	১৫৭
দিকদর্শক লালফাশী ড. কালীপ্রসাদ	
শিবেন্দ্র সিংহ	১৫৯
ড. কালীপ্রসাদ অজার নিঃশিঃ দ্বি-আকচুটি	
ডা. সুকুমার সিংহ বিমল	১৬১
অমৃতস্য পূজা	
সুশীলকুমার সিংহ	১৬৩
ড. কালীপ্রসাদ অজার নিঃশিঃ	
আত্মকান্তি সিংহ	১৭৪
আ গ্রেট অ্যাকাডেমিসিয়ান !	
শুভাশিস সিনহা	১৭৮
মোর দেহা আচানক প্রতিভা আহান	
সন্তোষ সিংহ	১৮১
পাঠক আগর মূল্যায়ন আকচুটি	
কাঞ্চনবরণ সিংহ	১৯২
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পদাবলি-সাহিত্যর বিবর্তন : নীতিস্বামীশ্বর কালীপ্রসাদ	
হেমন্তকুমার সিংহ	১৯৪
পরিশিষ্ট	
১. ড. কালীপ্রসাদ সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি	১৯৯
২. ড. কালীপ্রসাদ সিংহের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থতালিকা	২০২
আলোকচিত্র	২০৯

*

.

**Professor Kaliprasad Sinha and
Anundoram Borooah Institute of Language,
Art & Culture
Dr. Dilip Kumar Kalita**

Anundoram Borooah Institute of Language Art & Culture, Assam (acronym ABILAC) was established by the Govt of Assam in the hallowed memory of Anundoram Borooah, the great Sanskrit Scholar and civilian. The Institute is engaged in Research in the fields of language, art and culture of Assam. Almost all the scholars from Assam have come into contact with this Institute at one point of time in their lives.

Prof. Kaliprasad Sinha was one of the brightest scholars Assam has even produced. He worked in the University of Gauhati as well as Assam University, Silchar. Though he shifted to Silchar while working in Assam University, his love for Gauhati University did not decrease as Gauhati was his first place of work. He donated his personal collection of Books and Journals to the Krishna Kanta Handique Library of Gauhati University while he was at Silchar. The authorities of the Krishna Kanta Handique Library of the Gauhati University had gone to Silchar at Prof. Sinha's invitation to bring his collection of books and journals.

Prof. Sinha had contributed to the field of Philosophy as a professor of Philosophy and this contribution alone would have immortalized him. But Prof. Sinha was not satisfied with

this position as a renowned Philosopher. He wanted to do something for his own people, the Bishnupriya Manipuri people.

He had completed a dictionary of the Bishnupriya Manipuri and it was published from Kolkata under the title "An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri" in the year 1986. After his retirement in 2003 he started working on the published Dictionary and enlarged and revised it. By that time he was old and weak and needed some support as he was passing his retired life without any pension. He submitted this revised and enlarged Bishnupriya Manipuri-English Dictionary to ABILAC and I readily agreed to publish it and paid a small amount towards royalty. I also suggested him to incorporate Assamese meanings. Dr. Sinha wanted Bengalee meaning also to be incorporated. It was finally agreed upon that Assamese and Bengali meanings also will be incorporated in the Dictionary.

But before he could begin the work of including the Assamese and Bengali meanings his health deteriorated and he could not carry out the work any more. He could not even do the proof reading of the work. His adopted daughter and son-in-law, his brother Shyamananda Sinha and few others helped us after his demise in continuing the work of bringing out the dictionary. In fact Sri Shyamananda Sinha is painstakingly doing the proof reading of the Dictionary at present. The Bishnupriya Manipuri Sahitya Parishad, the Bishnupriya Manipuri Students Union and many noted Bishnupriya Manipuri scholars have shown concern for the Dictionary which has encouraged us in continuing with the work.

I feel that the soul of the great philosopher and scholar will rest in peace only if we can bring out the Dictionary of his dreams.

Dr. Dilip Kumar Kalita : Director, Anundoram Boroosh Institute of Language, Art & Culture, Gauhati, Assam.

KALIPRASAD SINHA : A TRIBUTE

Dr. Swapna Devi

At the outset, I would like to congratulate POURI (Manipuri Tathya O Gabesana Kendra), Bangladesh, for publishing the present volume in honour of Professor Kaliprasad Sinha, a renowned academician of the Barak Valley, whose contribution in field of Sanskrit education is reat indeed. I convey my sincere gratitude to Sushil Kumar Singha for inviting me to contribute a paper in the same and thus giving me a scope to pay me tribute to Dr. Kaliprasad Sinha, my teacher. My revered teachers from school level up to university level, whose immense contribution only has made me where do I exist today and Prof. Sinha is one of them.

I came in contact with Prof. Sinha in the year 1968, when I was admitted in B.A. 1st year class as a student in the Department of Sanskrit, where Prof. Sinha had been serving as a lecturer. I remember Prof. Kshitish Chandra Paul Choudhury, Prof. Kaliprasad Sinha, Prof. Sukhamay Bhattacharya, Prof. Rameswar Brahmachari and the days with pleasing memories, since we can taken by them, their selfless love and affection for students, their Dedication for building up students career and character, which made the whole environment of the department of Sanskrit heavenly indeed.

The Department of Sanskrit, Assam University, Silchar was established in 1995, with four (04) faculty members. Professor Kaliprasad Sinha joined as Head of the Department of Sanskrit in July, 1995. Dr. Swapna Devi and Dr. Hanpada Chakrabarty as Readers and Dr. Snigdha Das Roy as lecturer joined the department in July, 1995. Later Dr. Bhagirathi Biswas, Dr. Shanti Pokhrel as lecturer and Govind Sharma as Assistant Professor joined the Department. Professor Kaliprasad Sinha, guided us to run the Department. He served as Head of the Department for three years. It is under his able leadership that the Department of Sanskrit started its journey. He contributed much, during these days, for the academic development of the Department and always remained as a source of inspiration to us. He retired from the department as the Dean, School of Languages, Assam University, Silchar.

Professor Kaliprasad Sinha was a successful teacher. Before joining in Assam University, he served in the Department of Sanskrit, Gauhati University and the Department of Sanskrit, Tripura University also. A number of students have been awarded the Ph.D. degree. Professor Kaliprasad Sinha was a successful teacher and Research guide. He was extremely methodical. It is only from him that none can reach one own's goal without being methodical. He took special care in keeping office files. He used to keep carefully a piece of small paper even. I learnt a lot from him as an able administration.

Professor Kaliprasad Sinha has established 'Divyaśram' in his village, which is situated in the rural area of Silchar town and inhabited mainly by Bishnupriya Community. The said Āśram is having a Children School and organizes different programmes based Bishnupriya Manipuri cultures.

Prof. Sinha has written a number of research papers and composed many books. Apart from Indian Philosophy he has in his credit the books on Veda and Scientific Literature in Sanskrit. His contribution especially in the field of Indian Philosophy and Bishnupriya Manipuri literature, has been recognized not only in Barak Valley and whole of the state of Assam and Tripura but throughout India and abroad.

The number of books, composed Prof. Sinha, in our knowledge, is seventeen (17). These books are as follows :

1. Nyāyadarśana-vimarsaḥ
2. Śāṅkaravedānte Tatṭvamīmāṃsā
3. Śāṅkaravedānte Jñānamīmāṃsā
4. Absolute in Indian Philosophy
5. Thoughts on Tantra and Vaiṣṇavism
6. Śrīcāitanya's Vaiṣṇavism and its sources
7. The Philosophy of Jainism
8. Indian Theories of Creation
9. Reflexions on Indian Philosophy
10. Nairātmyavāda – The Buddhist Theory of Not-self
11. Darśanatraya
12. A Critique of A. C. Bhaktivedānta
13. Veda-pariciti
14. Science in Ancient India
15. The Bishnupriya Manipuri Language
16. The Bishnupriya Manipuris : their Language,
Literature and Culture
17. An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri

In the next few pages, we will make an humble attempt to give a brief introduction of the works of Prof. Sinha, available to us.

1. Nyāyadarśana-vimarśaḥ :

The Nyāyadarśana-vimarśaḥ or work in Sanskrit is based on Nyāyavaiśeṣika darśana. The book is an easy exposition of the main topics discussed in two texts, viz., The Tarkasaṃgraha of Annambhaṭṭa and the Bhāsāpariccheda of Viśvanātha Pañcānana Bhattacharya. In this work, the writer, collecting different commentaries, has clearly explained the topics. The book can be treated as a compilation work for clear understanding of the readers. The work has been helping the students and researchers of the field.

2. Śāṅkaravedānte Tatṭvamīmāṃsā :

The Śāṅkaravedānte Tatṭvamīmāṃsā has been composed in Sanskrit and based on Advaita vedānta darśana. The main tenets and general problems of Advaita vedānta have been dealt with in the work. Prof. K.P. Sinha himself has confessed that it is not an original work rather it is a compilation of some topics found in original texts of the school of Advaita vedānta and explains the topics clearly in simple Sanskrit. The book is based on the commentary of Śāṅkara on the Brahmasūtra, the Vedānta-paribhāṣā and Vedāntasāraḥ. He has incorporated some topics from the Advaitasiddhi and the Tatṭvaprādīpikā in the work.

In this work, the Advaita concepts of the world, the individual Self (Jīvātmā), Brahman (Paramātmā) and liberation have been discussed mainly and reconciled the views of different philosophers of the school. Here, the credit of the writer lies in the fact that he has composed this compilation work with the sole intension of helping the students and researchers of the field in easy understanding the original texts without facing any difficulties found in the commentaries on the original texts.

3. Śaṅkaravedānte Jñānamīmāṃsā :

Vedānta epistemology is the topic of the work Śaṅkaravedānte Jñānamīmāṃsā. The work in Sanskrit has dealt with the general problems of the Vedānta epistemology and is based mainly on the Śaṅkara's commentary on the Brahmasūtra, the Vedānta-paribhāṣā and the Vedāntasāraḥ.

4. The Philosophy of Jainism :

In the Philosophy of Jainism Prof. K.P. Sinha has discussed elaborately the topics viz., the theory of knowledge, the world, categories, the concept of self. Practices, problem of Isvara and the concept of liberation in Jainism. The work incorporates exhaustive quotations from the original texts such as the Ācāranga-sūtra, the Brhaddravvyasamgrahaḥ, the epitome of Jainism, the gommata-sāra, the Jainadarśana, the Jaina Tarkabhāṣā, the Nyāyāvatāra, the Prameya-Kamala-Mārtanda, the Pravacana-sāra, the Sarva-darśana samgrahaḥ, the Syādvādamāñjarī, the Sarvārtha-siddhi, the Tarkabhāṣā, the Viśvataṭṭvaprakāśa etc. The book has been helping a lot the readers and researchers in the field of study and research.

5. Absolute in Indian Philosophy :

In the Absolute in Indian Philosophy Prof. Sinha endeavored to give a comprehensive idea of the concept of Absolute; the personal Isvara and the impersonal Brahman after the twenty schools of Indian thought. They are as follows :

- i. The Vedic Samhitā, the Upaniṣad and the Bhagavadgītā.
- ii. The School of Buddha Philosophy.
- iii. The School of Nyāyāvaiśeṣika Philosophy.
- iv. The School of Sāṃkhya Philosophy.
- v. The School of Yoga Philosophy.

- vi. The Philosophical School of Viṇṇābhikṣu.
- vii. Śaṅkara's Philosophical School.
- viii. Bhāskara's Philosophical School.
- ix. Nimbārka's Philosophical School.
- x. Madhava's Philosophical School.
- xi. Vallava's Philosophical School.
- xii. Śrī Caitanya's School of Philosophy.
- xiii. The School of Pāśupata Śaivism.
- xiv. The School of Śaivasiddhānta.
- xv. Śrīkantha's Philosophical School.
- xvi. The School of Vīra-Śaivism.
- xvii. The School of Pratyabhijñāna Śaivism.
- xviii. The School of Śaktism.
- xix. The School of Grammar.

In composing the book, the original texts consulted by the author are – i. Rgveda, ii. The Bhagavatpurāṇa, iii. The Brahmasūtra, iv. Śaṅkara Bhāṣya on Brahmasūtra, v. Nyāyadarśana and vi. The Charakasamhitā etc. He has provided exhaustive quotations from these texts in support of his discussions also.

6. Thoughts on Tantra and Vaiṣṇavism :

This book incorporates essays in two sections. Section – I deals with Tantra and Vaiṣṇavism has been dealt with in section II.

In the Section – I, the author has concentrated on the topics viz., Śiva as a Vedic god, Vedic origin Śakti – the mother goddess, Vedic origin of Tāntrik practices, Śivaliṅga, Tāntric practice with Makāras, Animal sacrifice, three Śakti's and the Granthis, energy as the material cause of the world and sound as the absolute.

In the section – II has been covered by the author are The love between Śrīkṛṣṇa and Gopis,

Experience of Rasa as means of liberation.

The concept of Bhakti or devotion.

Śaṅkara and Śrīcāitanya on philosophical problems.

The philosophy of Bādarāyana Brahmasūtra.

Sāṅkhya's prakṛiti as the material energy.

Pātañja Yoga's real self as Brahman and Yogācāra view of Viññāna and the objective world.

In the section-I of the book, the author made an attempt to show that Tāntrik practices are not as horrific, it is believed sometimes, rather they are divine.

The section-II explained that – Śaṅkara puts emphasis on some aspects of the Absolute while Śrīcāitanya put emphasis on another aspect of the Absolute. Śaṅka deals with the doctrines of Akhaṇḍa, Nirguṇa, Nirākāra and Nirviśeṣa aspects of the Absolute while Śrīcāitanya deals with the Aśvarya, Vīrya, Yaśas, Śrī, Jñāna and Vairāgya aspects of the Absolute. Prof. Sinha has made an attempt to show that there is not contradiction between Śaṅkara Philosophy and Śrīcāitanya Philosophy.

7. A Critique of A. C. Bhaktivedānta :

Śrīcāitanya's religion has been recognized, in general, as the finest development of Vaiṣṇava Cult in India. A. C. Bhaktivedānta, the founder of the International society of Kṛṣṇa consciousness (Iskcon), has taken Vaiṣṇava religion to every corner of the world and has practically established it as a world religion.

But, A. C. Bhaktivedānta has misinterpreted other systems of Indian Philosophy. He also made remarks against the Non-vaiṣṇavite religious system of India, particularly against Advaita-vedānta.

In the present work, Prof. Sinha has recorded his observations pointing out those misinterpretations and

provided the correct views of the relevant concepts of the system of Advaita-vedānta.

8. Śrīcāitanya's Vaiṣṇavism and Its sources :

It is an undeniable fact that Śrīcāitanya's Vaiṣṇavism has earned the world wide popularity and attracted thousands and thousands of devotees from all over the world. It is also true, however, that, this philosophy has been misinterpreted by some thinkers in different ways, creating doubts in the minds of readers about the real nature of this philosophy.

In this book Prof. K. P. Sinha has presented his own views regarding Śrīcāitanya Philosophy.

Śrī Caitanyacaritāmṛta informs that according to Śrīcāitanya, the root of philosophy lies in the Vedas, the Upanisads, the Pañcarātragamas, the Brahmasūtras, the Bhāgavat Purāṇa and the Śrīmadbhagavatgītā.

Prof. Sinha, in this work, has dealt with, elaborately, the sources of Śrīcāitanya's Vaiṣṇavism while explaining the doctrine of Śrīcāitanya's Vaiṣṇavism. He finds that the views of Kṛṣṇadāsa are right.

9. Darśanatraya :

This work, in Assamese language, is based on the philosophy of the Vedas, the Upanisads and the Śrīmadbhagavatgītā. In the Veda section the gods, the theory of creation, Absolute, self and the doctrine of Action have been discussed. The Upanisad section incorporates the discussions on the Brahman, self the manifested world, Bondage and Liberation. The topics under discussion in the Gītā section are the doctrine of Action, Self, the Absolute, the Illusion, the Manifested world and Meditation.

This work, small in size, has been helpful for the beginners, interested in the field of Indian Philosophical Study.

10. Veda-pariciti :

The Veda-pariciti, written in Bengali is a small book but with valuable information's about all the Vedas along with Vedāṅgas. Selected Mantras from the R̥gveda, revealing human values, the Upanisads along with Bengali translations have been incorporated in the book. The book will be helpful not only for those, engaged in Vedic studies but also for the lovers of Veda.

11. Science in Ancient India :

The Science in Ancient India, is also a small work and which is based on the scientific literature in ancient India. The book incorporates the topics of all the sciences, discussed from the Vedic age upto later Sanskrit literature.

The book may be small in size, but informative enough with regard to science in ancient India. The book may be serving as a catalogue for the readers and researchers of the concern field.

Professor Kaliprasad Sinha along with his great contribution in the field Indian Philosophical studies, had expertise in speaking and writing four languages viz., Sanskrit, English, Bengali and Assamese.

Professor Kaliprasad Sinha has a great contribution in different field of Indian Philosophical literature, which has been revealed in his works. His credit lies in the fact that the objective of his works on Indian Philosophy was to help the readers and researchers in the field in understanding easily the original philosophical texts and different commentaries. which the readers and researchers will remain ever

him. Not only the Bishnupriya Community but also the whole state of Assam including Barak Valley, his birth place, is proud of Professor Kaliprasad Sinha.

REFERENCES :

1. Sinha, K.P., 'Nyāya Darśan-vimarsaḥ', Sanskrit Book Dipo Pvt. Ltd, Calcutta, 1980.
2. Sinha, K.P., 'Śaṅkaravedānte Tatṭvamīmāṃsā', Viśvavidyalaya Prakāśan, Varanasi, 1982.
3. Sinha, K.P., 'Śaṅkaravedānte Jñānamīmāṃsā', Varanaseya Sanskrit Sansthan, 1983.
4. Sinha, K.P., 'The Philosophy of Jainism', Punthi Pustak, Calcutta, 1990.
5. Sinha, K.P., 'Absolute in Indian Philosophy', Choukhamba, Varanasi, 1991.
6. Sinha, K.P., 'Thoughts on Tantra and Vaiṣṇavism', Punthi Pustak, Calcutta, 1993.
7. Sinha, K.P., 'A Critique of A. C. Bhaktivedānta', pp Calcutta, 1997.
8. Sinha, K.P., 'Śrī Kṛṣṇadāsa Kavirāj Goswami, Śrī Caitanyacaritāmṛta, Śrī Caitanya Gaudiya Maṭh,' Isodyān, Mayapur (Nadia), 3rd edition, 517 Śrī Gaurābda.
9. Sinha, K.P., 'Śrī Caitanya's Vaiṣṇavism and Its Sources'
10. Sinha, K.P., 'Darśanatraya', A.B.R. printers, Tezpur, 2005.
11. Sinha, K.P., 'Vedapariciti', Barak Upatyaka Vaidik Samiti, Silchar, 1406 Bangābda, 1999.
12. Sinha, K.P., 'Science in Ancient India'

Professor Swapna Devi : Head, Department of Sanskrit & Dean, Rabindranath Tagore School of Indian Languages & Cultural Studies, Assam University, Silchar, Assam.

DR. KALIPRASAD SINHA : AN EXTRA-ORDINARY SCHOLAR-PHILOSOPHER

Dr. Sujata Purkayasth

The Department of Sanskrit of Gauhati University is fostering many scholars of repute since its inception. It has provided a platform to the scholars like Dr. Jogiraj Basu, Prof. Mukunda Madhava Sharma, Prof. Ashok Kumar Goswami, Prof. Apurba Chandra Borthakuria etc. who contributed a lot to the field of Indology. Among this galaxy of scholars Professor Kali Prasad Sinha stood out brilliantly for his extra-ordinary scholarship and vast contribution to the field of Indian philosophy. Actually Prof. Sinha was one of the two great scholar-philosophers who made the department proud by their dedicated service to the cause of Sanskrit. The other was Dr. Priyanshu Prabal Upadhyaya. Both these scholars were devoted philosophers and dedicated teachers.

Prof. Sinha was born in a Bishnupriya Manipuri family of Silchar. Completing his B.A. from Silchar he went to Jadavpur University to pursue his study for attaining Master's degree. A brilliant student, he readily attracted the attention of the teachers of the Department of Sanskrit of the University, especially of Prof. Rama Ranjan Mukherjee and Prof. Sukumari Bhattacharjee. Prof. Rama Ranjan Mukherjee loved him as a son and always referred to him as 'mama putra'(my son). Prof. Sinha did his Ph.D. on Bisnupriya

Manipuri Language. He was the first exponent of Bishnupriya Manipuri Linguistics.

After a short stint as lecturer in the Department of Sanskrit of Cachar College, Silchar, Dr. Sinha joined as lecturer in the Department of Sanskrit of Gauhati University in 1974. He remained in this Department till 1989, after which he joined as Professor in Tripura University. When Assam University was established he left Tripura University and joined Assam University as Professor and Head in the Department of Sanskrit. He retired from this University in the year 2003. At that time he was the Dean of the School of Languages of Assam University.

My association with Sinha Sir dates long back since 1977 when I took admission in M.A class in the Department of Sanskrit of Gauhati University. I was the first student registered under him for Ph.D degree though Dr. Pratima Choudhury of Ladykeane College, Shillong was the first to get Ph.D under him. Sinha Sir was an excellent teacher and devoted to the cause of teaching. Actually teaching was as if his life and soul. I met very few teachers of Sinha Sir's caliber in my life. Whoever has attended his class will not forget his teaching. Sinha Sir's method of teaching was very refreshing and attractive. Prof. Sinha taught us Indian philosophical works like *Bhasa Pariccheda*, *Samkhya Karika*, *Brahmasutra-sankarabhasya*, Jainism etc. As a teacher he knew that it was not easy for the students to grasp Indian philosophy in the class. So he wanted to make it easily understood by the students. For this purpose he developed a method which was simple and lucid. His commitment to the subject he taught made him try his utmost to make the subject understandable to all the students. The students who have studied under him still relive his lectures and continue to feel inspired.

Sinha Sir was very serious about his studies and also about his teaching. Before entering every class he would mentally prepare for the class. In every class he repeated one topic several times so that everybody could grasp the meaning fully. He explained the philosophical topics with examples of day to-day life which made the subject more enjoyable. His dedication to teaching was so great that if he felt that even a single student in the class could not understand what he taught he became much perturbed. Let me cite one such example. Once when I was a research student under him I found him engrossed in deep thought in his room in the department. I asked him what the matter was. His reply was really surprising. He said that as one student in the Previous year class could not understand what he taught in his class he was thinking of some way to teach the subject more easily. Sinha Sir was always like this.

English was the medium of instruction in Post Graduate classes in Gauhati University. Besides English Sinha Sir could speak Sanskrit fluently and used that language also in his classes. But as the students were mostly Assamese and came from Assamese colleges, he also switched to Assamese language whenever necessary. He had mastered the language and could speak it fluently. However, it is a well-known fact that as he came from Manipuri and Bengali background, he also made some mistakes initially. Actually some jokes are prevalent in our Department regarding his usage of some words even today. When he was here these jokes were narrated by Sir himself and he used to laugh uproariously to his own joke. He was a jolly fellow and laughed heartily to the slightest of jokes.

Sinha Sir loved his students very much and was always ready to help them with books and other study materials. After a class was over he would call the students to his room

and discuss with them in a friendly manner about their problems in studies, in hostels and such other things. He liked the company of his students very much and encouraged them to go to his residence also. We also availed of his invitation in the slightest of pretexts. Rather than study our main attraction was the tea and snacks which he served whenever we went to his residence. His niece Krishna was there to entertain us with tea. He mixed with us in a friendly manner laughing and joking and discussing many things. He was a favourite teacher of the students. Students were also very dear to him and he participated in all the functions which the students organized. He also went to the picnics organized by them and joined in their merriment. He could make mridanga sounds with his mouth and entertained us with such things. He was a strict vegetarian and had to be satisfied with 'dal and sabji' only in those picnics. But then he did not mind it as he was happy being with his dear students.

Sinha Sir had a big personal library and helped the students lending them books from that library. I was also a beneficiary of that library. Sir gave me books whenever I needed them. He also encouraged me to buy books. He told me to make it a habit of buying books. This habit grew in me and I follow sir's advice even now. Sir also helped me with his notes on grammar which he prepared for his M.A. examination. I was really astonished seeing the vast range of his studies in his student life itself. His study was not restricted to the text books only, but he also extensively studied reference books which was noticeable in his notes.

Reading was his passion. However, his whole attention was devoted to the study of Indian philosophy. Once he told me that he went to Jadavpur University for Post Graduate studies instead of Gauhati University only because at that time philosophy as special paper was not taught here. In spite

of his devotion to Indian philosophy, he did his Ph.D on Bishnupriya Manipuri language. Like a true researcher he did extensive field work. He had visited almost all Bishnupriya Manipuri villages of Assam, Manipur, Tripura and Bangladesh for collecting vocabulary of the language and to study dialectical differences. He had to endure immense hardship in doing so. He sometimes described to me the problems and hardships which he faced during those field tours. His sincerity, his perseverance and his hard work produced his intended result and he got Ph.D degree for his thesis entitled *A Study on Bishnupriya Manipuri Language*. This was really a pioneering work in this direction. His contribution to Bishnupriya Manipuri language cannot be overestimated. However about this phase of his career others from his own community will discuss as it is out of my jurisdiction. I only want to throw some light on his philosophical works.

As a Philosopher Sinha Sir had studied extensively all the systems of Indian philosophy and made notable contribution to that field. He had his own view-point on various topics of Indian philosophy which were presented by him in his books.

I have already said that reading was his passion. Whenever, I went to his residence I found him engrossed in books. Many a time his attention was fully given to some problem of philosophy and his mind could not rest unless and until that problem was solved. When I was a research scholar under him, sometimes I went to him with some queries about my studies. But he started talking about the problem of philosophy which was in his mind. He was just thinking aloud and I was the silent hearer. At the end my queries remained to be solved at a later date. Nevertheless I was much benefited from these deliberations of Sinha Sir and my views, enriched. I have gathered much knowledge about Indian philosophy in this way. Actually Sinha Sir was

preparing his D.Litt. thesis at that time. The topic of his research was Concept of Absolute in Indian Philosophy which was later on published as *Absolute in Indian Philosophy*. This was a marvelous piece of scholarly presentation of the concept of Absolute or the Highest Reality in the philosophical domain of India. As Prof. Sinha dealt with all the philosophical systems in his thesis, so he used to discuss all these concepts with me, which to a great extent has moulded my viewpoint to philosophy also.

Prof. Sinha's most important contributions, according to him, were *Reflexion on Indian Philosophy* and *Indian Theories of Creation - A Synthesis*. He always told me that his philosophical views were presented in these two books and he believed that the value of his works will definitely be appreciated by the posterity. However, he said this before the publication of his other works. Actually his other works were no less valuable.

First of all I must mention here his three Sanskrit works, viz., *Nyaya-Darsana-vimarsah*, *Sankara-vedante Tatvaimamsa* and *Sankara-vedante Jnanaimamsa*. Though written basically for the students of M.A. class, these works also testify to the extensive study and exhaustive knowledge of Prof. Sinha in the field of Nyaya-Vaisesika and Advaita Vedanta systems. Written in simple Sanskrit these works are very much helpful to the students who otherwise find no path in the great forest of original Sanskrit commentaries and independent treatises of the great masters of Indian philosophy. Besides being helpful to the students these serve the purpose of the researchers too as they also possess the glimpses of Prof. Sinha's original and independent mode of thinking.

"*Reflexion on Indian Philosophy*" is Prof. Sinha's masterpiece in the field of Indian Philosophy. This work consists of the collections of some of his research papers published in

different journals. Here he has dealt with some pertinent problems of different philosophical systems of India. Almost all the systems have attracted his philosophical acumen and he has discussed different problems pertaining to these systems threadbare. Notwithstanding the opinion of the scholars – both traditional and modern – he pronounced his own conclusion in all cases, his own independent thinking. His opinions are thought-provoking and call for extensive research on his works.

Another noteworthy contribution of Prof. Sinha is *Indian Theories of Creation – A Synthesis*. In this book Prof. Sinha has discussed the creation theories propounded by various systems starting from the Nyaya-Vaisesika, Samkhya Yoga etc. In his view, behind all these diverse opinions about creation of the world there is a synthetic theory of creation, which corresponds to the theories propounded in Pratyabhijna Saivism and Bengal Vaisnavism.

Not only the Astika schools, Prof. Sinha's contribution to Nastika schools is also noteworthy. *Nairatmyavada- The Buddhist Theory of Not- self* deals with some very important issues in Buddhism. *The Philosophy of Jainism* is an excellent work on the philosophy of Jainism. There are very few works on Jaina Philosophy which deals so extensively on all the philosophical texts of Jainism.

His Absolute in Indian Philosophy embodies his findings of his D.Litt. research. This is actually a condensed form of his thesis for which he got D.Litt. Degree from Burdwan University. Here he deals with twenty two schools of Indian Philosophy. The book is the proof of the extensivity of Prof. Sinha's scholarship. His other books on Indian Philosophy are *The Self in Indian Philosophy* and *Saktism* which also provide us an idea of Prof. Sinha's varied interest in Indian philosophical views.

Prof. Sinha had also planned to bring out a series of books in Assamese dealing with different schools of Indian Philosophy. He mentioned to me that there were very few works in Assamese language presenting Indian Philosophical systems. So he wanted to publish some books on Indian Philosophy in Assamese. With this purpose he submitted a Major Research Project to University Grants Commission which was sanctioned immediately. He started work in 1986. Professor Sinha selected me as a Project Fellow to work under him. Afterwards when I left for joining in a college as lecturer, Khagendra Nath Sarma was given the job. Sinha Sir's main intention was to bring out a popular series which would be intelligible to all. However, he did not forget the advance researchers and as such included in these works minute expositions of different philosophical topics. Sir provided us all the material in English or Sanskrit. Our duty was to translate them. As I did my Ph.D. on Advaita Vedanta he asked me to prepare the whole manuscript of Advaita Vedanta independently, which I did. I also completed Buddhism and Saktism with his help. Collecting material, systematizing and translating them were almost complete within the stipulated time. But the series could not be published as Sinha Sir left for Tripura University in the year 1989. Only one or two volumes were published. It was Sir's dream project and he tried his best to publish them. But as he left Gauhati and later on because of his ill health it was not possible for him to bring them out in published form. I have heard from Sir that he has entrusted the task of publishing these to some student of his at Lakhimpur. If published these will no doubt be a treasure of Assamese literature.

I can go on telling about the scholarship and personality of Sinha Sir. I have not come across a second person equal to Sinha Sir in scholarship and brilliance. The versatile genius of

Prof. Sinha will be appreciated only when researches on his works will be carried out with sincerity. I shall conclude this write up by paying tribute to him through the following verses.

বন্দে কালীপ্রসাদং তং দার্শনিকশিৰোমণিঃ ।
আলোভ্য দৰ্শনাক্ৰিঃ কুতৈঃ বহুভিঃ ঐহৈঃ সদা ॥
ভাষাতত্ত্বেন কুতং বিশ্বন্বনোরক্তনং কিল ।
দেববাণীময়ে ঐহৈ ন্যায়বৈশেষিকাশ্ৰয়ে ॥
বেদান্তদৰ্শনে চৈব কুতং যেন হ্যাহিতম্ ।
সদাহস্যময়ং দেবং গুরুং নৌষি দয়াময়ম্ ॥

Dr. Sujata Purkayasth : Professor, Sanskrit Department, Gauhati University,
Assam

Reading between the lines

Ramlal Sinha

The highly-expected feel-good factor eluded me after completion of my first-and-last one-to-one with a highly scholarly Indologist of repute, Dr Kali Prasad Sinha, for The Sentinel on September 27, 2009 (the Navami of Durga Puja) in Guwahati. Dr Sinha topped the list of Bishnupriya Manipuri who's who given to me by The Sentinel to be focussed and given wide coverage as cover stories of its Sunday megazine, The Mélange. The factors that robbed me of the feel-good taste on that day were the age and the not-so-sound mental health of the researcher because of his prolonged ailment, accompanied by loss of retentive memory. That he was intelligent and farsighted was evident from his 'delayed and well-thought responses to the queries' as he was well aware of his retentive memory not providing him the right support. Some sort of intermediary role played by his daughter (not Biological) Debojani Sinha did ease the situation to a considerable extent, yet I had to put an end to the interview with a feeling that his health condition robbed me of many a 'disclosure' that would have much to do in the field of literature and research for those who are and would be in the field.

It would be honest to admit that, I had been under the notion — the real meat of the writer's literary, research and personal life lies in something that is unexplored, untold or undisclosed due to his health reasons or otherwise — and that left me high and dry. This precarious situation has led me to read between the lines that he had uttered in the very interview. If the proven known-to-unknown approach in education or any other fields concerning intellectual pursuits has anything to go by, I believe that this reading between the lines will come with certain facts that will serve as essential raw materials for making deeper inroad into the life and philosophy of the Indologist in the long run, if not in the near future.

This scholarly personality who has over 60 books to his credit was not satisfied with the works that he had accomplished for the development of Indian philosophy, with a decisive thrust on research on Bishnupriya Manipuri language.

While responding to a query, Dr Sinha handed over to me his list of books well documented by his student and litterateur Santosh Sinha. I was simply amazed at the length of the list. "So much of research works in one life!" I uttered such an exclamation to Mr Rajkumar Sinha, who was accompanying me at the interview. That utterance didn't escape the notice of the scholar. "This is just a minute traction of what I wanted to do. What pains me now is that I haven't written anything about my spiritual guru. That remains a virgin chapter in my literary world. I have left that chapter totally unstained," said Dr Sinha who had a harrowing time to hold his tears back.

Curious that I was about this disclosure that was hitherto unknown to me, I started to bank on the very topic so as to unearth more and more facts that might have been under the

wraps over the years. The scholar then said that Maipak Sadhu, a BA and BT passed sadhu, was his Gurudev. The learned sadhu had been the headmaster of a high school.

The interview yielded the fact that Dr Sinha had been away from his literary pursuit since 1998 for health reasons, and which was why he was unable to write anything concerning his spiritual guru at that time. It seemed that he was haunted by a guilty conscience for his lapses concerning his gurudev. This can be called a "realization in him that came too late" when he was left with little age and energy to make an inroad into yet another literary domain, probably in the form of guru-shishya parampara, the gurutatva (the concept of gurudev), dehataatva (human physiology from the spiritual point of view), so on, so forth. This is indeed a huge loss for the Bishnupriya Manipuri literature. Apart from humanitarian ground, it is not for nothing that most of the developed societies and the government extend large amount of cash for the treatment of greatmen when any of them have to battle for life.

"Will you take me to Badan?" a question pointed at me from him caused an ache in the core of my heart, not because I wasn't the right person to take him to his beloved Badan (writer Shyamananda Sinha, one of the younger siblings of Dr Sinha) but because of his helplessness like a kid that I did notice in him. Stunned that I was at the unexpected query from an unexpected person, my response turned out to be an inept one that totally failed to prove to be a solace for him. This gives an indication that 'home sickness' was one of the most tormenting factors in the last part of his life. This behaviour on the part of the scholar made me feel to the core that "truth is naked, and no sort of education or knowledge is thick and wide enough to wrap it up".

"It's the Bishnupriya Manipuri-English dictionary that is in the press, and it will be of immense help for the Bishnupriya Manipuri readers and writers," was the response from the scholar with a heavy heart to a question about his 'most precious contribution' to the Bishnupriya Manipuri community. It was followed by some informal talks that made me know that the Bishnupriya Manipuri-English Dictionary had been sent to Tripura to one of his students in order to get it proof read. It also came to light that the manuscript of the Dictionary had been taken by another litterateur who had to keep it with him at least for a few days. What I had guessed on that very moment was that Dr Sinha was a sad man for not being able to see his dictionary printed and published. His outbursts, albeit informally, also let me know that offers to bear the expenditure of the publication of the dictionary had come from some quarters — while some of them stepped back later, some were ready to go ahead with the mission, but not without a rider. Be that as it may, much after the interview when the scholar was alive, I was happy to know that he had given copies of the dictionary to at least a few safe hands, including one that reached his beloved 'Badan' from Tripura. In such a backdrop, what else can be the most befitting tribute to the researcher other than publishing his Bishnupriya Manipuri-English Dictionary with no distortion whatsoever, as the very dictionary will continue to stand testimony to the very school of thought he belonged to. Any distortion now will be an injustice to the late researcher and the posterity as well.

"It's the blessing that I got from Swami Swarupananda in Calcutta, whose daughter (not Biological) Sangeeta (Mamon) was my classmate, and I came in contact with Swamiji through Mamon only," was the response from an elated Dr

Sinha to a question about his most memorable incident in life.

A Brahmachari being overwhelmed to meet another Brahmachari has every reason to be a natural inclination or otherwise. An interesting analogy that can be drawn here is that each of the two Brahmacharis has a manas kanya. If Sangeeta (Mamori) has anything to be proud of for being the daughter of Swami Swarupananda, Debojani Sinha has every reason to feel proud to be the daughter of a Brahmachari, researcher and litterateur Dr KP Sinha. Playing makebelieve is such a sacred means through which even a four-year-old girl can "taste motherhood and suckle an infant."

The very moment, I got stuck to a question — what led Dr Sinha to lead the life of a bachelor (Brahmachari)? One might heard or spoke wild on the grapevine on this very issue. Leaving such an opportunity unavailed can't be a right decision. "Is there any reason behind leading a bachelor life?" I put a question.

A pin drop silence enveloped the entire ambience, at least I felt so, even though Dr Sinha wasn't that prompt to respond to other queries also in that one-to-one. It would be honest to admit on my part that — even though I did take it for granted at the interview that the significant loss of retentive memory on the part of Dr Sinha was the main reason behind his abysmally delayed response to the queries on that day, the delayed response to this particular query led me to think otherwise.

"It wasn't connected to any particular incident or event. Since my childhood days, I had been nurturing a wish to remain a bachelor," so said Dr Sinha, and that was enough to calm the unusual anxiety in me at that very moment.

The bottom line is that I had to return home on that Navami night after the interview with a mixed fortune — a bit of his literary works, a bit of research works, a bit of information latent in the scholar and largely a feeling of not being able to rescue bulk of valuable information due to the researcher's memory that was fading away fast at that time.

Ramlal Sinha : Associate Editor, The Seven Sisters Post, Gauhati, Assam.

আমার শিক্ষাগুরুর স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি ড. মুক্তা বিশ্বাস

প্রথিতযশা প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, সংস্কৃতজ্ঞ, পণ্ডিত, গবেষক, সাহিত্য-সমালোচক ড. কে পি সিন্হা, এমএ, পিএইচডি, ডিলিট, গীতাচার্য আধুনিক আসামের বরেন্দ্র এবং অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় তথা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ড. কে পি সিন্হা প্রাচ্যবিদ্যার বিবিধ বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন এবং গবেষণার নিমগ্ন হয়ে সংস্কৃতজ্ঞ তথা প্রাচ্যতত্ত্ববিদরূপে আন্তর্জাতীয় খ্যাতি এবং গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন।

এই সেদিন খবর পেলাম পণ্ডিতপ্রবর ড. কে পি সিন্হা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। প্রয়াত ড. কে পি সিন্হা ছিলেন আমার শিক্ষাগুরু। সিন্হা স্যারের মৃত্যু কেবল এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষতি নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন স্যারের পাণ্ডিত্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সাড়া জাগিয়েছিল। তাই স্যারের সান্নিধ্যে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিই আজ মর্মান্বিত। স্যারের মৃত্যু আমার ব্যক্তিগত জীবনের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

ছাত্রজীবনে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসে নিজেকে ধন্য মনে করেছি, যে কয়েকজন শিক্ষকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছি তাদের অন্যতম হলেন ড. কে পি সিন্হা। স্যারের কথা লিখতে বসে ভাবছি কোথায় শুরু করব আর কোথায় শেষ করব। স্যারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক কথা, অনেক স্মৃতি ১৯৭৬ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে ভর্তি হওয়ার পরই স্যারের সান্নিধ্যে এসেছিলাম। পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে অতি ঘনিষ্ঠভাবে খুব কাছে থেকে স্যারকে পেয়েছি।

শ্রেনিকক্ষে স্যার আমাদের ভারতীয় দর্শন পড়াতেন। ভারতীয় দর্শনের গভীর থেকে গভীরতম তত্ত্বগুলোকে প্রাঞ্জলভাবে ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দিতেন। অধ্যাপক হিসেবে স্যার ছিলেন অনন্যপুরুষ। স্যারের জ্ঞানের গভীরতা, অসাধারণ বিশ্লেষণ

শক্তি, ছাত্রছাত্রীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করার দক্ষতা আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত।

স্যারকে পেয়েছি দিনের পর দিন কত সামনে থেকে। স্যারের বাড়িতে ছাত্রছাত্রীদের ছিল অবাধ বাতায়ন। স্যার তখন থাকতেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নিকটে সুন্দরবাড়িতে। কত স্মৃতি সেই বাড়টিকে নিয়ে! আমরা সেই বাড়িতে কখনও অধ্যয়ন করেছি স্যারের সঙ্গে বসে, কখনও বা হাসিঠাট্টা করে খাওয়া-দাওয়া করেছি। স্যারের বাড়িতে একটা বিশাল ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল। স্যার সবসময় সেই লাইব্রেরি থেকে মানাধরনের বই দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। আমাদের ছাত্রাবস্থার সংকূত পাঠ্যবই এবং রেকারেন্স বই গৌহাটিতে খুব একটা পাওয়া যেত না। স্যার আমাদের অসুবিধে বুঝতে পেরে কখনও ব্যক্তিগতভাবে বই দিয়ে কখনও বা কলকাতা, বারানসী থেকে ডাকবোগে বই আনিতে আমাদের সাহায্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি থেকে নিজের নামে বই ইস্যু করে আমাদের দিয়ে বহুবার সাহায্য করেছেন। মা-বাবার স্নেহছোঁরা থেকে দূরে ছাত্রীনিবাসে থাকাকালীন স্যারকে স্নেহশীল অভিভাবকরূপে সর্বদা প্রত্যক্ষ করেছি। স্যার ছিলেন আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী; সে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেই হোক, মৈত্রিক শিকার ক্ষেত্রেই হোক অথবা ভবিষ্যৎ জীবনের পথপ্রদর্শক হিসাবেই হোক। স্যারের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসার কথা আজও ভুলতে পারি না। স্যার আমাকে স্নেহ করে সবসময় ‘বপ্পা’ বলে ডাকতেন। আমি প্রায়ই স্যারকে আমার নাম স্মরণ করিয়ে দিতাম। কিন্তু স্যার তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিতে বলতেন— ‘বপ্পা নামটা তো বেশ ভাল। অন্যরাতো মুক্তা বলে ডেকে থাকে। আমার কাছে না হয় তুমি বপ্পা হয়েই থাকলে!’ এরপর আর কখনও স্যারকে মুক্তা বলে ডাকতে অনুরোধ করিনি। তাই শেষদিন পর্যন্ত আমি স্যারের কাছে ‘বপ্পা’ হয়েই রইলাম। এখনও আমার সহপাঠীরা স্যারকে অনুকরণ করে আমাকে ‘বপ্পা’ বলে ডাকে।

অধ্যাপক কে পি সিন্ধা সংস্কৃত, অসমিয়া, হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার অনেক মননশীল এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্যকৃতি রেখে গেছেন। সিন্ধা স্যারের সারস্বত সাধনার ক্ষেত্র ছিল অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক। যদিও বিশেষভাবে সাহিত্য-সমালোচনা, ভাষাতত্ত্ব, ভারতীয় দর্শনের সমীক্ষাত্মক আলোচনা তথা শাস্ত্রীয় তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তসমূহের চর্চার আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্যারের A Critique of A.C Bhaktivedanta বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি এক অসাধারণ সাহিত্যকৃতি। ভক্তিবাদ প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীভাষ্যে বৈষ্ণবদর্শনভিত্তিক অন্যান্য দর্শন বিশেষত অদ্বৈতবেদান্তের সমালোচনা করে যে অভিমত দিয়েছেন তার প্রত্যুত্তরে ড. কে পি সিন্ধা এই গ্রন্থের মাধ্যমে প্রভুপাদের প্রত্যেকটি অভিমত বা সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা পরীক্ষা করে বখাব

দার্শনিক ভাষ্যপৰ্য্য বিশ্লেষণের দ্বারা সেই সিদ্ধান্তসমূহকে যুক্তিপূর্ণভাবে স্বীকৃত করেছেন। দর্শনের যথাযথ স্বরূপ এবং ধারা সম্পর্কে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ড. কে পি সিন্হা'র বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাগ্রন্থসূত এই গ্রন্থটি পরবর্তী গবেষকদের যে দৃষ্টিদর্শন করবে এই বিষয়ে বিশ্বাসমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

সিন্হা স্যারের *Reflexion on Indian Philosophy* নামে আরেকটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য সংযোজন। চব্বিশটি দার্শনিক গ্রন্থ-সম্বলিত এই গ্রন্থটি ড. কে পি সিন্হা'র অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য বহন করে। এই গ্রন্থগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বিষয়বস্তুর গভীর বিশ্লেষণ এবং তাত্ত্বিক সমালোচনা। ঠিক একই বৈশিষ্ট্যে স্যারের 'ন্যায়দর্শনবিমর্শঃ' গ্রন্থটিও সমৃদ্ধ। পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার সমৃদ্ধ স্যারের 'শাক্তবৈদান্তে তত্ত্বমীমাংসা', 'শাক্তবৈদান্তে জ্ঞানমীমাংসা' গ্রন্থ দুখানি নতুন নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। দর্শনের গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা নিত্যন্ত সরল ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে উপস্থাপিত হওয়ার এই তিনখানা গ্রন্থই গবেষক তথা ছাত্রমহলে অতি সুখপাঠ্য এবং সমাপ্ত। এছাড়া স্যারের 'Indian Theories of Creation', 'Absolute in Indian Philosophy', 'The self in Indian Philosophy', 'The philosophy of Jainism' ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যাপক কে পি সিন্হা'র পাণ্ডিত্যগ্রন্থসূত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বপ্রখ্যাত মনিপুরী সাহিত্যেও স্যারের অবদান এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সিন্হা স্যারের রচিত 'The Bishnupriya Manipuri Language', 'The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature & Culture', 'An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri' গ্রন্থগুলোতে পণ্ডিতপ্রবরের বৌদ্ধিক অনুশীলনের সাক্ষ্য বহন করে। উল্লেখিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও স্যারের আরও অনেক প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র ও গ্রন্থ রয়েছে। এই স্বল্প পরিসরে স্যারের এই বৃহদায়তন রচনাসম্ভারের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। স্যার যদিও আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর কর্মযোগী ড. কে পি সিন্হা বিদ্যায়তনিক চর্চার ক্ষেত্রে সত্যতাই উত্তরপ্রজন্মের আদর্শ এবং প্রেরণা হয়ে থাকবেন।

আজ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরম শ্রদ্ধের আমার গুরুকে জানাই প্রজ্ঞাপ্রতি। মঙ্গলময় ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই চিরশান্তি লাভ করুক তাঁর আত্মা। স্থিতি লাভ করুক পরম জ্যোতির্ময় পরমানন্দের আশ্রয়ে।

ড. যুক্তা বিশ্বাস : অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতির জনক কালীপ্রসাদ ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের পরম সৌভাগ্য ড. কালীপ্রসাদ সিংহর সাদে পণ্ডিত, জ্ঞানী, বিদ্বান আগ আমরাং জরম অছিল যেগরেল আমি নানান সমস্যাংত উদ্ধার পাছি। এসাদে ভাষাতাত্ত্বিক আগ আমরাং না জরম অইলইহতে আমি আজি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বুলিয়া নিজরে পরিচয় দেনা নুয়ারনাং অইছ। আমার পরম দুর্ভাগ্যহান গিরকর বিশালত্ব ঔহান আমি অনুধাবন করে নুয়ারেছি। আমি ক্ষুদ্র, অজ্ঞান, লেরিক-নাজ্ঞানি ঔতাই চিকারিল তার বিরোধিতা করিয়া গর্ববোধ করিয়ার। গিরকর মৃত্যুর আগে মানু আগ তার লগে সাক্ষাৎ করাং গেছিলগাতা। গিয়া মাতলতা- হাই, আমারমা মতভেদ আছিল... ইত্যাদি। গিরক ঔগ জীবনে তদ্ধ কথা আহান না মাতেছে, য়েপেই য়েবাকা য়েহান মাতেছে ঔহান ভুল মাতেছে। প্রমথ চৌধুরীয়ে মাতেছিল- মানু আগই তিন অক্ষরর শব্দ আগর বানান ইকরতে চারিহান ভুল করেছিল। 'ঔষধ' ইকরতে 'অউসদ' ইকরেছিল। কথা ঔহান এ গিরক এগ সম্পর্কে প্রযোজ্য। ঔগই কালীপ্রসাদর লগে মতভেদ আছে বুলল। বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ঔতারে অস্বীকার করের কিন্তু নিজে পারেও আহান ইকরিয়া নিজর মত ঔহান প্রতিষ্ঠা না করেছে। কালীপ্রসাদর দুর্ভাগ্যহান ঔসাদে মানু ঔতার সমর্থন পানার আকাঙ্ক্ষা করল গিরকে। এসাদে মানুয়ে তার বিরুদ্ধে লেরিক ইকরিয়া ঈর্ষার পরিচয় দিলা- ঔতারে অগ্রাহ্য করে নুয়ারেছে। করলইহতে সমাজহানর কতিহান মজল অইলইছ ঔহান হার মাপেইল গিরকে। গিরকর ৩৭ ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়র সাদে বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক বার জাতীয় অধ্যাপক আগই হারপাছিল। হারপেয়া গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষারে বাংলার উপভাষাহান বুলল ঔহান পিছেদে মত পরিবর্তন করিয়া সম্পূর্ণ তড়াল ভাষা আহান বুলেছিল। ড. কালীপ্রসাদ সম্পর্কে মাতেছিল- 'His [Kaliprasad] unique contribution has bear his historical study of the vishnupriya

speech of North Eastern India which look like being an independent Branch in the Bengali-Assamese group of Indo-Aryan neither a dialect of Assamese nor Bengali.' ভারতৰ Linguistic science-ৰ interest-ৰকা তেওঁ গবেষণা ঔতা প্রকাশৰ ব্যবস্থা কৰানি সালেদে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিশনৰাং অনুরোধ কৰেছিল। আমাৰ সাদে জ্ঞাত আহানৰ ভাষাৰ গবেষণাৰকা, যেভাৰতা ডাঙৰ শক্তি আহানে বিৰোধিতা কৰতারা ঔতাবে, কিগই সাহায্য কৰতাইতা। যেপেই আমাৰ নিজৰ গিৰক আগই তাৰে ডট্টৰেট নাদানিৰকা সুনীতি চম্পোপাধ্যায় গিৰকৰাং চিঠি দেছিল। উত্তৰে সুনীতিবাবুৰে ঔগৰ বিদ্যাবুদ্ধিৰ নিন্দা কৰিয়া জ্বত্ৰ ভাষাল চিঠি ইকৰানিৰ উপদেশ দিয়া মাতেছিল- 'K P Sinha has presented the thesis in such a scientific way that it is sure to enhance the prestige of the speakers.' মি কালীপ্রসাদৰ বিৰোধী ঔভাৰ লগে তৰ্ক কৰিয়া যামপাৰা মানুৰ লগে থিনা অছু। ঔহানৰকা মি গৰ্ব অনুভব কৰুৰি।

তেওঁ গবেষণাহান লয়নিৰ পিছেদে তৎকালীন 'অমৃতবাজাৰ পত্ৰিকা'ং বিতৰ্ক আৰম্ভ অইল। আকখুলাগই ঔ বিতৰ্ক ঔভাৰ উত্তৰ দিল- তাৰ বৈজ্ঞানিক মতবাদ ঔতাং প্রতিপক্ষ জুগৎ কৰে দুয়াৰিয়া এৰলা। অমৃতবাজাৰেউ বিতৰ্ক এহান আৰ না চালেইল। ঔবাকা আহানৰ পিছেদে আহান লেৰিক ইকৰিয়া তাৰ মত ঔতা স্থাপন কৰেৰ। সমাজহানে এহানৌ হাৰনেই হৌহানৌ হাৰনেই বিৰোধিতাং খেঙইলা। মোৰেল বিৰোধিতাৰ নমুনা ঔভাৰ উদাহৰণ আহান দিৎ। আমাৰ সমাজৰ সাহিত্য সংস্থা আহানৰ সহ-সাধাৰণ সম্পাদক আগই মোৰে চিঠি দেছিলতা- 'তোৰ সাহিত্য এভাৰকা ভবিষ্যতে সমাজে তোৰ গজে সেপ কাছ বেলাদিতাই।' মিভে ঔতা উপেক্ষা কৰিয়া গেলুগা, কালীপ্রসাদে এসাদে এভাল নিয়াম দুখ পেইল।

বিখ্যাত গিৰক আগৰে থাইল্যান্ডৰ বৌদ্ধ-সম্মেলন আহানাং বৌদ্ধ-নৈরাত্ম্যবাদল বজ্জতা আহান দেনাৰকা বার্তন দেছিলতা। গিৰক ঔগৰ বজ্জতা ঔহান ড. কালীপ্রসাদে ইকৰেদেছিল। ঔভাৰ পিছেদে নিকুলিলতা বৌদ্ধ-নৈরাত্ম্যবাদৰ গজে ড. সিংহৰ লেৰিকহান।

গিৰকে ইংৰেজি, অসমিয়া, বাংলা বার সংস্কৃতল দৰ্শনহাং রচনা কৰেছে। ঔতা ভারতীয় দৰ্শনৰ অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোচনাহাং অয়া থাইতই। আসামে সংস্কৃতল পূৰ্ণাঙ্গ লেৰিক ইকৰেছে একমাত্র গিৰকগ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ। ভারতীয় দৰ্শনৰ গজে তাৰ এহু আছেতা একুইশহান। অন্যান্য বিষয়ে, যথা- 'On the need of Sanskrit' বার 'বেদপরিচিতি' বুলিয়া লেৰিক আছে। বিভিন্ন ভাষাং গিৰকৰ পেপাৰৰ সংখ্যা গাংখেইহানৰ চুৰা।

আকতাই বিষুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজে জ্বৰম অয়া ঔ পরিচয় ঔহান পুছিয়া বেলানিৰকা চেটী কৰতারা। নিজৰ প্রথাহান ত্যাগ কৰিয়া বাংলাৰ আঞ্চলিক ভাষা আহান শৌৰে হিকেরা আত্মপ্রসাদ অনুভব কৰতারা। আৰাক আকতাই জ্বৰম অছি সমাজ ঔহানৰ ঋণ পরিশোধ কৰিয়া সমাজহানৰে ঋণী কৰিয়া যিতাৰাণা। ড.

কালীপ্রসাদ বিশ্বর দরবারে গিয়া দর্শনল বক্তৃতা দেহেগা। ঔহানাং কৰ্তব্যহান লই নাকরিয়া ভারতৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী ভাষাৰ গজে বক্তৃতা দিয়া আমাৰে মানুহাং পৰিচয় কৰে দেনাৰ চেটী কৰেহে। Indian Linguistics-অৰ সাদে সম্মানিত পত্ৰিকাং বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী ভাষা-সাহিত্যৰ গজে প্ৰবন্ধ ইকৰেহে। আত্মপ্ৰচাৰ, ভণ্ডামি, মল কৰানিল নাগই-- নীৰব, নিৰলস, নিৰন্তৰ চেটীল সমাজহানৰে মানুহাং চিনুয়াহে, আমাৰে আত্মসম্মান আহান দেহে। ভাৰাং সমাজহান হাবিৰে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ নাকরিয়া তা নিজে বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী ভাষাল ৱাস লেংকরিয়া কৰতে নেতাৰ আদেশে হিল উৱাছিগা। ভ. কালীপ্ৰসাদে হ-বৰ্ণ ব্যবহাৰ কৰেৰ অন্তএব আমাৰ হাবিৰ গজৰ ঔগই মাংল- 'হ' নাগই দন্ত্য-স। হাবিৰে ঔহান ৱাকৰলা। গিৱকে বৈজ্ঞানিক গবেষণাল প্ৰমাণ কৰেদিগ বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী ভাষা এহান মাগধীংত আহেহেহান- অন্তএব আমি মাতানি- 'এহান শৌৱসেনীংত আহেহেহান।' কিন্তু আজি পেয়া আগই তাৰ যুক্তিৰ উত্তৰ আহান দেনা নুৱাৰেছি। পণ্ডিত আগই অতি হাস্যকৰ যুক্তি আহান দেহিলতা- 'ঔহান অইলেতে কিতা আমি ধীবৰে পড়লাংগাতা?' অভিজ্ঞান শকুন্তলমে ধীবৰ ঔগই মাগধী-প্ৰাকৃতল টটৱাহে থাংতে পণ্ডিত ঔগৰ ধাৱণাহান ধীবৰে শিচিল টটৱতাৱা ভাষাহান। এতা যুক্তিল তাৰ বিৰোধিতা কৰতাৱা সমাজ ঔহানৰে কিহানতে মাতানি। অৰ্থাং ইতিহাস বুলিয়া অমুকে আবিজ্ঞাবি খানি ইকরিয়া গেহেগা- ঔতা সমৰ্থন নাকৰেৰ মানু ঔগৰে বিৰোধিতা কৰতাঙাই। কৱাসি কৰি লা ফতেনৰ কবিতা আহান আহেতা- মুৰুক আগই মণি আগ পেয়া আংকৰেৰতা, ঠটগল না বাগেৰ এৰে অশ্ৰয়োজনীৰ বাৰ এহান কিহান? আমি মণি নাচিনলাং। ঔহানেই আমাৰ পৰিচয়হান।

গিৱকে বে গবেষণাল ডক্টৰেট পেইল ঔহান সম্পৰ্কে বুজান ঔগই প্ৰচাৰ কৰলতা এহান সমাজবিৰোধীহান। সমাজহান বেছিৱা ডক্টৰেট পাছেগ। ঐৰ্ষাপৰায়ণ ক্ষুদ্ৰ লিলিপুট সমাজে এসাদে মুখৰোচক মতবাদ আহান নিৱাম হাৰৌ অয়া গ্ৰহণ কৰিয়া অতি আনন্দিত অইলা। অবশ্য সমাজহান হাবিৰে বুলানি ঔহান অন্যায় অইতই। আমাৰ আন্দোলন অকৰানিৰ দ্বিতীয় সভাহান বে হিল্যি পাঠশালাং অছিল ঔবাকা ভাৱাকান্তদাই মাতেছিলতা- ঔৰে কালীপ্ৰসাদ বাৰ এজেন্দ্ৰ আহি, তানু আশ্বানৌ কৰেদিতাই। ঔহানাংতহে নেতা ঔগই তাৰ নেতৃত্বহান যিতইগা বুলিয়া কালীপ্ৰসাদ ব্ৰজেন্দ্ৰ সমাজৰ শত্ৰুগি, তানু ভাষাহান নাকৰতাৱা বুলিয়া প্ৰচাৰ কৰলতা। কৰিয়া কন্যাকশৌৰ মনে বিষবৃক্ষ ৰুৱাদিলতা। ঔসাদে ঔতাই 'কালীপ্ৰসাদে ভাষাহান বেছিৱা ডক্টৰেট পাছে' কথা এতা হাৰৌ অয়া গিল্লা। বজ্জকষ্টীৰে মাডলতা- য়েপেই দেখতাৱাই ঔপেই কালীপ্ৰসাদৰে অপমান কৰিয়ো। আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰ আগই মোৱাং নিৱাম দুগুণ প্ৰকাশ কৰিয়া তানুৰ সঙ্গ এয়া দিল। কালীপ্ৰসাদ-বিৰোধিতাৰ কাৰণ আহান- সাহিত্যিকগ মি,

পবেষকগ মোর অমুক ঔগ, লেরিক যি ইকরিয়া ধমেকু। ঔতাং কালীপ্রসাদে বার
কুরাংত নিকুলিলগ। অর্থাৎ আমি করামি আমি পানা- আমারতাই নাইলে না।
সাহিত্য করলে বিরোধিতা করতাতাই, তুমি হবাহান করলে করামি নামতাতাই।
কতহান প্রমাণ দিহ। পইলা আন্দোলনর সভাহান অইল দিন ঔহান যি সভাপতিত্ব
করল। একদফা সালহিতা ঔতারে হয়দফা দাবির প্রস্তাব দিলু। তৎকালীন
অমৃতবাজার পত্রিকাং ঔতা নিকুলিল। ঔ সভা ঔহানর কার্যবিবরণী দত্তগং করিয়া
মোরাং দিয়া পেঠাহি। ঔতা হাবি মোরাং। ঔতাউ মোরে আন্দোলনবিরোধীগ,
ভাষাবিরোধীগ, সরকাররাং ভাষাহান নাদিরো বুলিয়া চিঠি দিরোরিগ বুলিয়া প্রচার
করলা। মানুয়েউ য়াকরলা। ঔবাকা 'প্রতিক্রতি' নিকুলিল। যি তানুর বন্ধকটী
নেতা ঔগরে মাংলু- তি শত্রুতা করিয়া 'প্রতিক্রতি' বন্ধ করেদে নুরারতেই।
কারণ যি মনেইলে কপি আকহান নিকালতৌ।

হিঙ্গারির নরেন্দ্র সিংহই 'আরতি' বুলিয়া কাব্যগ্রন্থ আহান নিকালাহিল।
সাহিত্য পরিষদর সাধারণ সম্পাদক বরুণকুমার সিংহই ঔহানাং 'সাধারণ
সম্পাদক, বিষ্ণুপ্রিয়া সাহিত্য পরিষদ' বুলিয়া প্রসংসাপত্র আহান দেছিল। 'ফাত'
পত্রিকা ঔবাকা প্রায় দশবছরর চুয়া অয়া হদাছিল- ঔহানাং বাইলতা 'বিষ্ণুপ্রিয়া
ভাষার মুখপত্র'। ঔবাকা তানুর আকাশবাণীং আমার ভাষার অনুষ্ঠান দিতাই বুলিয়া
কথা আহান চালু অইল। অইলতাই ভগংপুরে আকতাই ধন লয়া অভিশন লনা
অকরলা। এলাহানাং রূপা দশহান। ১৯৭৬ সালে বিজ্ঞাপন দিয়া বেতারে
বিষ্ণুপ্রিয়া অনুষ্ঠান-ঘোষকরকা। মোরাং চিঠি আহান আহিল- ইন্টারভিউ লনার।
ঔহানাং মিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভার সভাপতির জিলকর নাঙ আছে।
আন্দোলন পরিষদর সাধারণ সম্পাদকর (বা সভাপতির) নাঙ আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া
মণিপুরী সাহিত্য পরিষদর সভাপতির পুতকর নাঙ আছে। ইন্টারভিউর দিন ঔহান
সংকৃতি পরিষদর সভাপতি সুরনাথ সিংহই আয়া পরীক্ষার্থীরে উৎসাহ দিল। মোরে
পরীক্ষক আগ করে দেখলাতাই সন্দেহ করলা তানুর সাহিত্য পরিষদর সভাপতির
পুতকে মাপেইতই। অথচ তারে বাড়িল করলতাই অন্যতম পরীক্ষক কেন্দ্র
অধিকর্তা গিরকে। তার নার ঔগ মাইকর উপযুক্ত নাগই বুলিয়া। (এবাকাউ টেপ
রেকর্ডার আগং তার নারগ পরীক্ষা করিয়া চা পারতারা যে কোনো আগই) সাহিত্য
পরিষদর সভাপতি গিরক স্বয়ং অবতীর্ণ অয়া গজেদে ইকরলতা- 'বিষ্ণুপ্রিয়া'
বুললে আমি গ্রহণ নাকরতাতাই। 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' বুলানি লাগতই। ঔবাকা
বার সাহিত্য পরিষদর সাধারণ সম্পাদকে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রোগ্রাম একজিকিউটিভরকা
দরখাস্ত করল। ঔ পোস্ট ঔহানরকা বিজ্ঞাপন দেছিলতা 'বিষ্ণুপ্রিয়া প্রোগ্রাম
একজিকিউটিভ'। সভাপতিগই মাতেরতা 'মণিপুরী' শব্দ এগ নেয়ইলে আমি গ্রহণ
নাকরতাতাই। সাধারণ সম্পাদকে মাতেরতাই 'বিষ্ণুপ্রিয়া অয়াউ থাক, যি গ্রহণ
করতৌ'। অর্থাৎ আমি পেইলে যেহানৌ হই। তানুর প্রার্থীরে নাপেইলাতাই

মাংলা- 'মনিপুরী' নাথাইলে না। হৌতাই মাংভাৱা 'মনিপুরী' শব্দ এগ থানা না। পাংকালতে তানুরতাই নিয়াব।

কালীপ্রসাদে ঔবাকা কলমগ ধরল। যুক্তিল প্রমাণ করানি অকরল- বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষা এহান নিশ্চিত মনিপুরে সৃষ্টি অছেহান। 'মনিপুরী' শব্দ এগৎ মেইতেই বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বিত্যভাৱতাই সমান অধিকার। 'A note on the term Bishnupriya Manipuri' বার বিভিন্ন লেখিক ইকরিয়াও নিন্দাবাদেংত রক্ষা নেই। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী সমাজৰ প্রকৃত সমাজদৰদি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষাতত্ত্বৰ জনক কালীপ্রসাদ তাৰ সারস্বত তপস্যাংত বিৰত নায়া কাম করিয়া গেলগা। তাৰ আভে সমাজৰ চিন্তাৰ নবজাগরণ অইল। আমি আত্মসম্মান পেইলাং। এরে সমাজৰ ৱেনেসালৰ অমদুত এগৱে, এরে জ্ঞানব্রতী এগৱে সম্মান মানিয়া তাৰ প্রতি অপমানসূচক উক্তি করিয়া নিজৰ ক্ষুদ্রতা, হীনতা বার ইৰ্ষাপরায়ণতাৰ পরিচয় দিলাং।

কৌলি লাগলে উত্তৰ দেনা সম্ভব। গালেইলে আলথক করে গালানি সম্ভব কিন্তু তথ্য বার যুক্তিৰে তথ্য বার যুক্তি নায়া কাপানি সম্ভব নাগই। কালীপ্রসাদৰ তথ্য বার যুক্তিৰে বিৰোধীশব্দই কাপে নুৱাৱিয়া নিরুত্তৰ থাইলা। কিন্তু লেখিকশৌ কিতা নিকালেৱা হাৱে নাৱে গালানিতে না এৱেছি। আগৰতলা বইমেলাং এসাদে লেখিকশৌ আহান দেখলু। ঔহান বিমলৰ নাঙে ৱসিদ কাপিয়া দিলা আরো বিমলে মাতেছিল- আমাৰে গালাছো ঔহান মি পইসা মাংকরিয়া লইতু? বইমেলাং আৱাক ঘটনা আহান ঘটাইলতা। বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীৰ স্টল ঔগৱ কাদাং আমাৰ বিৰোধিতা কৰতারা ঔতাৰ বুজন আগ আহিলতা। বিমলে ঔগৱে মাভল- কাকা তুমি আমাৰ ভাঙৰ উপকাৰ আহানতে কৰলাই। ইচুদিন আমাৰতা কিংতাউ নেয়া আহিলগ নাই, তুমি বিৰোধিতা কৰানি অকরলাই আরো আমাৰ ভাষাং হবা হবা গ্রহ নিকুলানি অকরল। ঔৱে চা ড. কালীপ্রসাদৰ Etymological Dictionaryহান। বুজন ঔগ য়ুৱ বুলেৱা হেইফি নাইফি করিয়া আৱাক আগৰ সাহায্য লয়া মেলাহানাংত বেলেৱা গেলগা। কালীপ্রসাদ আমাৰ অহকাৰ। অন্য সমাজৱাং তাৱেল ভাঙৰ অৱাৱ। তাৱেল নাপাল করিয়াৱ।

বিষ্ণুপ্রিয়া এতা মনিপুরী নাগই, ঔহানে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' শব্দগৰ আগে উপসৰ্গ হিসাবে বা শব্দান্তং 'মনিপুরী' শব্দ এগ ব্যবহাৰ করানি থক নেই। বার বিষ্ণুপ্রিয়া এতাৱে মনিপুরী বুলিয়া OBC-ং স্থান দেনা উচিত নেই বুলিয়া Assam Backward Classes কমিশনাৱাং আপত্তি দিলাগা। বিষ্ণুপ্রিয়াৰ পক্ষংত দাখিল করলা প্রমাণ অইলইতাই ড. কালীপ্রসাদ সিংহৰ লেখিক। কমিশনে বিষ্ণুপ্রিয়া এতাৰ পক্ষে ৱাৱ দিতেগা মাভল- 'The objectors have not filed any counter on the statement and book referred to above of Dr. kaliprasad Singha in spite of service of copy on them'.

আজি তার সালেদে, একষাত্র তার সালেদে আমি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে জরী অরা 'বিক্ষুপ্রিয়া মনিপুরী' পরিচয়হান পেইলাংতা। বিক্ষুপ্রিয়া মনিপুরী জাতির জনকগ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ। তারেল বিশ্বং আমার পরিচয়। আজি আমেরিকার কোলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে তার গবেষণাল আলোচনা অর।

ঔগরে অনাচার ঠার, পাপর ঠারল কবিতা বুলিয়া কতপারেং ইকরিয়া 'নুয়া এলা' পত্রিকাং ছাপেরা নিজর পরিচয়হান দিলাং। সমাজহান হাবি মুক দর্শক অরা আমোদ করলাং। শ্রী সুধাংতশেখর সিংহই ঔহানর প্রতিবাদ করিয়া দেহিল চিঠি ঔহান সম্পাদকে না ছাপেইল। সুধাংতরে কটোকপি করিয়া মোরে দিল ঔতাল সমাজর বিভিন্ন মানুর লগে আলোচনা করতে উত্তর পেইলুতা- 'অ'।

কালীপ্রসাদর কথা মাথুতগা ব্যক্তিগত য়ারি, মি রৌঅহু ঔতা আহের। কারণ সময় আহানাং (এবাকা পেরাও) কালীপ্রসাদ বার মি অভিন্নাত্মা বুলিয়া খালকরলা মানুরে। কথাহানৌ হাইহান।

তার লগে মোর পরিচয়র সূত্রপাত রামকৃষ্ণদেবরেল। আকস্মিক কালীপ্রসাদ হাইলাকান্দির সিবরাঙ্গনে আহেছেতা। মি সিবরাঙ্গনে খাউরি। ঔপেই য়ারি-দিল মানু নেই। কালীপ্রসাদ আহেছে বুলিয়া উনা অইলুগা, আমরাং আহানির বার্তন দিয়া আইলু। কালীপ্রসাদে মোরে ঔবাকা অমাটিক গ্রাহ্য নাউ করল। যেতাউ অক, আমরাং আহিল আরো তার প্রির বিবরণহান রামকৃষ্ণ বার উপনিষদল রাগি অকরলু। ঔদিনেংত তার লগে মোর প্রগাড় বন্ধুত্ব অইল। মি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভায়করলু ঔবাকা তা মোর হোস্টেলে আহিল এমএ ভায়করানিরকা। মোর হোস্টেলে কতদিন থারা কলিকাতা বার যাদবপুরে ভর্তি অনারকা বিভিন্ন মানুর লগে দেহা করলাংগা। প্রির কামেউ তারে শাপত জানেইলা। কালীপ্রসাদ কিতারকা কিগই জামে যাদবপুর পছন্দ করিয়া ঔপেই ভর্তি অইলগা।

মি সময় ঔহানাং নানা কবির লগে পরিচয় অরা সাহিত্যর সমুদ্র আহানাং পড়েছুতা। কতি সুযোগ। ঔবাকা খালকরলুতা বাংলাং ইকরিয়া কানাহানতে কিহান। মোর মাতৃভাষাহানর কাম করলেছে ঔতা কামে লাগত নাই। বিক্ষুপ্রিয়া মনিপুরীল ইকরিয়া খাতা আহান বুজেরা বহু, পাকরয়েইল মানু নেই। বুদ্ধি আহান খালকরিয়া কালীপ্রসাদরে মাংলু- 'দেহর নাইরে মোর আডর লেখা এহানর অনাচার এহান। মি এতা লেরিকহান করে নিকালেইং করে। তি নুয়া করে কপি করে দিতেইতা?' উদ্দেশ্যহান কপি করতে পাকরিয়া মন্তব্য করক। কালীপ্রসাদে বিরক্তি শাকরিয়া কপি করে দিল। কবিতার হবা সাক্ষি সম্পর্কে মামাতল কিংতাউ। মোর উদ্দেশ্যহান ব্যর্থ অইল। কালীপ্রসাদ বেলাদিয়া গেলগা নরেন্দ্রপুর হোস্টেলে। ঔতার পিছেদে আর কলিকাতাং তার লগে দেহা নাছে। মি ঔবাকা

‘লেখাও কুলগরে’ কাব্যগ্রন্থের শেটারিং করিয়েইলু। বিসারেরা পানিশারৌ প্রাণ পেয়া হুদাছিলু।

মি আরা হাইলাকান্দি এস এস কলেজে চাকুরি পেইলু। পিছেকার বছর তা এমএ পরীক্ষা লইকরিয়া রেজাল্ট নিকুলানির আগে কাছাড় কলেজে চাকুরি পেইল। এপেই আরা ছিগি আরাকৌ কাদাকাদি আইলাং। কোনো উদ্দেশ্যল নাগই- এতা মাঙো যিতইগা বুলিয়া প্রবাদ, বরন ভাহানির এলা, ধাড়ু, জিয়াপদ, নল বার ঔতার ব্যংগতি সংগ্রহ করানি অকরলু। মোর ইচ্ছা আহান রবীন্দ্রনাথর ‘শব্দভণ্ড’র সাদে লেরিক আহান নিকালনি। সম্ভব অইলে অভিধান আহান সংকলন করিয়া থনা। ঔ কাম ঔহানাং মুরখুলি দেখু। ঔবাকা মোর বিয়াহান ঠিক অইল, বিয়ার দিনে কালীপ্রসাদে ছাতিগ ধরেছিল। শিলচরে গেলগা কালীপ্রসাদরাং খাউরি। তাউ গবেষণা করের বিস্ময়িয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বল। আকদিন মাংল- দ্বিতে মি মেরইতে মোর কাগজপত্র এতা চার পাউরি। তা ভাষাতত্ত্বল গবেষণা করেরহান হারপেরা মি ভার লগে এতাল না টটরাউরি না আংকরুরি- কাগজ চনাতে দুরেইর রারিহান। পিছেদে মানুরে না মাতকা এতা কালীপ্রসাদরাংত পাছেতা বুলিয়া। মোর আলোচনাং কালীপ্রসাদর খল নাখাক এহান মোর উদ্দেশ্যহান। পিছেদেতে তাই তাই আলোচনা করানি অকরল। মিরো এতাল কাম করৌরি মি হারপাতু কিহান বিজ্ঞানহান, কিহান হংকরা কথাহান। ছিগিয়ো এতাল আলোচনা করিয়া নুঙেই পেইলাং। আকখুরুম ছিগিয়ো সমস্যাং পড়েছিতা ‘বৌ নড়ানি’ শব্দ এগল। মি আকখুরুম কুরাং থাং ট্রেনে যিতেগা হুনলু হিন্দুহানি আগই ‘ভাও’ বুললতা। ভাব (ভাও) > বৌ আহেছে এহান নিশ্চিত অইলু। তারাং রারি এহান দিলু আরো ভাও পরম আশ্রয় গ্রহণ করল। দ্বি-তিনবছর পিছেদে মোরে বুজেইল ‘বৌ’ শব্দ এগ ‘ভাব’ শব্দংত আহেছেতা বুলিয়া। অর্থাৎ আমি এতাল কিসাদে মন্ত অরা থাইলাং ঔহানর রারিহান।

ঔবাকা ইশ্বরর আরাক আশীর্বাদ আহান পেইলু- কৈলাশহরর অধ্যক্ষ রামকুমার সিংহর লগে পরিচয় অইলু।

ঔবাকা মিরো অন্যতম সম্পাদকগ ধায়া হাইলাকান্দিংত ‘সাহিত্য’ বুলিয়া বাংলা পত্রিকা আহান নিকুলিল। দুহান তিনহান সংখ্যা নিকুলানির পিছেদে মি খালকরলুতা বাংলা পত্রিকাং শ্রম দিয়া মোর লাভহান কিহান! ঔহান খালকরিয়া মি আমার ঠারে ‘প্রতিশ্রুতি’ নিকাললু। লেখক বিসারতে মাণাউরি- কালীপ্রসাদ, সেনারূপ বার মি। আরভাতে কই। ঔবাকা আবির্ভাব অইলতা ধনঞ্জয় রাজকুমার। ‘প্রতিশ্রুতি’ং পৌরেই নিকুলানি অকরল। মানান মানুরে পৌরেই দিয়া পেঠেইতারা ঔতা ছাপা অর। (বহুদিন পিছেদে ঔতা অর্থসহ লেরিকহান করে নিকালেইং বুলিয়া খালকরলু ঔপেই জিপুরার বিমলে মি ছাপাদিংগা বুলিয়া নিজর নাঙহান পজে দিয়া ছাপেইলগা)। কালীপ্রসাদরে বাধা করলু ভাষাতত্ত্বল ইকরানিরকা।

পিছেদে ঔ প্রবন্ধ ঔতার লগে আরতাউ দিয়া নিকুলিলতা কালীপ্রসাদর 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা'।

কালীপ্রসাদে ঔবাকা অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী স্থাপন করল। মি কতবহর আগেত ওমর খৈয়ামর রুবাইয়ৎ এতা ভাষান্তর করিয়া থকুতা। সাহস নাপেরা নিকালি মুরারিয়া আছু। প্রসন্নদা (অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সিংহ) বার কালীপ্রসাদ হাইলাকামিং আইলা। হনুয়েইলু আরো প্রসন্নদাই উচ্ছসিত প্রশংসা করল। সাহস পেরা লেরিকহান করে নিকালানিরকা প্রেসে দিলুগা। 'রুবাইয়ৎ-ই-ওমর খৈয়াম' অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনীর প্রথম লেরিকহান। ঔবাকার কালীপ্রসাদ বার প্রসন্নদার লগে সম্পর্কহান 'এনার খুৎতল' লেরিক ঔহানর উৎসর্গ কবিতা ঔহানত হারপানি রাবরের।

মিরো ভাষাতত্ত্বল কাম খামি করেছিলু ঔতাল 'প্রতিশ্রুতি'র প্রবন্ধ নিকুলিল। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রত্যয়, ধাতু সংগ্রহ বার পিছেদে অসমাপিকা ক্রিয়া বার আরতাউ নিকুলিল 'আমার পৌ' পত্রিকাং, 'কাণ্ড'র নিকুলেছিলতানা কিতা নিহসিং নাউরি। কালীপ্রসাদে ভাষাতত্ত্বল ইকরের বুলিয়া মি ঔতাল ইকরানি বাদ দিলু, এহান তারেল অহংকারর কথাহান। তা করল ঔতা বিজ্ঞানসম্মত, মি করলু ঔতা 'অ্যামেচারিশ'। আসলে মি নুঙেই পেইলুতা সৃষ্টিশীল কামে। এসাদে কাম করের বুলিয়া কালীপ্রসাদরেল গর্বিত আইলু। মানুর লগে খিনা আইলু।

'আমার পৌ' পত্রিকাং আগই ইকরলতা- বাবাইসেনা ঔগ কোনদিন অজ্ঞাপ আইলতা? মরেছে বাবাইসেনা ঔগই কিসাদে আয়া লেরিক নিকাললতা ইত্যাদি। এতা আইলতা আমার সমাজর সমালোচনার আদর্শ। এতা হাবি বিরোধিতা এতাই তারে তার কর্তব্যত বিচ্যুত নাকরেছে। পিছেদে কবিসম্মেলন আহান আয়োজন করেছিলু ঔপেই সমাজহান হাবিয়ে কসকালি বাদিয়া ঔহান পণ্ড করানিং খেঙইলা ঔবাকা মাতেছিল- 'শত্রু নাখাইলে কাম করিয়া নুঙেই নেই।' শত্রুরে আসলে পাংকাল সিভারা ঔহান হারপেয়া মনে মনে শক্তি পেইলু। তার খিসিস ঔহানল চারিবেদে প্রতিবাদ উঠিল কালীপ্রসাদে সমাজহান বেছিয়া ডক্টরেট পেইল বুলিয়া- ঔবাকা কবিতাশৌ আহান ইকরলুতা-

এতা হাবি জিনজিনি আমি খাইতেগা।
জোনাকহানৌ কিয়া গজে কাইতেগা।
আমারেল নাইলেতে আধার অয়া থাক।
হাদিং তি গজে কায় নাঙ পানা নাক।

এহান 'ড. কালীপ্রসাদ সিংহরে' শিরোনামে পত্রিকাং নিকুলিল। নিম্নকর সালেদে পিছেদে ইকরলুতা-

ডাহে ডাহে মাভেরতা রাত্তি বিধুতিতু।
বেলি এহামরে মিতে কতি গালাদিতু।
লাজপেয়া কালি চেয়ো নাহিতই আর।

বিয়ানে দেহের বেলি বার গজে কার ।

কালীপ্রসাদ এলা ইকরানি অকরল । মতিলাল সিংহরেল এলা ঔতা সুর দিয়ৌয়েয়া শ্রমলিপিসহ লেরিক আহান নিকুলিল । ঔহানর ভূমিকাহান মোরে ইকরানিরকা দিল আরো মি ইকরেদিলু । মোর মাটিক অনুযায়ী প্রশংসা করিয়া ইকরেছ ভূমিকা ঔহানে তারে ক্ষুণ্ণ করল । হৌদিনৌ কবি আগই টেলিকোনে মাতল-- 'অজ্ঞা মোরে আরাক খানি বিশেষণতে কিয়া নাদে দিলে ।' আরাক আগর ভূমিকা ইকরে দিলু আরো ঔগ মোর চিরশ্রুত অইল । কালীপ্রসাদে পিছেদে এলা ঔতা ছত্রছাত্তীরেল দিয়ৌরানিরকা মাহুতগা অজ্ঞা ঔগই আর নাকরল । মুরা অন্য এলাং সুর দেনাউ নাকরল । মোর অভিজ্ঞতাল মাতুরিতা- আকতাই গিয়া নিশ্চয়ই বন্ধ করে দেখিগা । ঔ দলর মানু ঔতা নিজরতা ছাড়া অন্যরতা প্রচার অনা নাদভারাতা । কালীপ্রসাদে গারিকা আগরেল ঔতা প্রচার করানির ব্যবস্থা করল । মিয়ৌ অতি নাগই খেলতাম আহানাং ঔগরাং 'এলার খুন্তল' ঔহান দিয়া মাতলু- 'কতহান এলা সুর দিয়াদে ।' তেই আরাক নাগই কাম আহান করলতা, ঔহান অইলতাই- তেই কালীপ্রসাদরে মাতে বেললতা- 'দাদার এলা ঔতাংত এতা কতি নুখনি অছেতা!' কালীপ্রসাদে নানান ধরনর এলা ইকরিয়া আমার সাহিত্যহান সমৃদ্ধ করেছে এহান অনস্বীকার্য । কিন্তু তার সাহিত্যর মত ঔতা অন্যতাই রাকরানি বুলানি এহান হুনানিহান খানি ওয়াইচিলর । তার দুহান বিষয়ে মোর আপত্তি আছিল । আহান অইলতাই সাহিত্য পরিষদর শিলচর শাখার অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে অন্যরে নিন্দা করানি । মি মাতুরিতাই ইমে প্রবন্ধ ইকরিয়া নিন্দা কর কতি নেই, কিন্তু সভাপতিগর আসনে বরা নিন্দা নাকরি । ঠিক নাপেইলে উল্লেখ নাকরি । কিন্তু কালীপ্রসাদে কথা এহান গ্রাহ্য নাকরল ।

কালীপ্রসাদর আরাক মত আহান অইলতাই বৈষ্ণব পদাবলি লেংকরতে নিয়াম নিয়াম সংকৃত শব্দ করানি থকর । মি এহানর লিখিত প্রতিবাদ করলু 'কাকেই' পত্রিকাং । ঔহানলৌ তা নিয়াম নুঙেই মাইল । কিন্তু তারতা যেসাদে নিজর মত প্রকাশ করানির অধিকার আছে ঔসাদে আরাক মানু আগৌ তার নিজর মতহান প্রকাশ করে পারের । মোর প্রতিবাদ ঔহান নিকুলানির পিছেদে দুগ মানু মিয়াম হারৌ অইলা । আগই মাহ আগল মোরে উনা অনিঃ আহেছিল । ঔগর মাঙহান উল্লেখ করানি মনহানে নাকরের । সাহিত্যর বিভর্ক এহানরে মনান্তর বুলিয়া খালকরানি এহানাং মি খানি দুঃখ পেইলু ।

এলা এতাল কালীপ্রসাদ আর হাবিতা পাহরল । এতাই তারাং কালহান অইল । মিয়ৌ খানি মানি এলা লেংকরেছ । তার এলা দিল নিঙল ঔগ অতি গণবতীগ । লেইরাহানে সুযোগ সুবিধার অভাবে তেইর প্রতিভা ঔহান এবাকাতে বিলুপ্ত অইল । হাইলাকান্দিং ডাঙর অনুষ্ঠান অইলে তেইরে আনিয়া এলা দেমার

ব্যবস্থা করে দিলু। আকস্মিক অনুষ্ঠান আহ্বানঃ ‘ছারানট’ রাগে খেয়াল আহ্বান দিল ঔহানাৎ সমঝদার শ্রোতা মুগ্ধ অছিল। মোর ইচ্ছাহান ভেইর প্রতিভার বিকাশ অক। ভেইর প্রতিভার উপযুক্ত মর্যাদা পাক। কবি সেনারূপ, স্বয়ং কালীপ্রসাদর ক্ষেত্রতোঁ মি মোর কর্তব্য করেছ। আরাক কবি আগরে চেষ্টা করিয়া চেইলু, মল করতেগা মাঙরা গেলগা, তার প্রতিভাহান কানা নাইল। এরে নিঙলশৌ এগর ক্ষেত্রতোঁ ঔহান মনেয়া করেছিলুতা। কালীপ্রসাদে মনেইলতাই মোর এলা দিয়োরানিরকা ভেইরে ব্যবহার কররি। ‘লজ্জা’ বার তার জীবনী আহ্বানঃ তা নিঙলশৌ ঔগরে ভাড়া নাদিয়া খেদেছ বুলেছে ঔহান সর্বৈব মিথ্যাহান। ঔসাদে অন্ততঃ তারাত আশা নাকরেছিলু। মোর আত্মজীবনীঃ এহান ইকরতোঁ বুলতে তা দৌ অরা গেলগা। জিহতা অরা খাইতে উত্তর দেলা নুয়ারলু। পিছেদে নিঙল ঔগরে মিথ্যা আশ্বাস আহ্বান দিয়া মোর লগে খিনা করে দিল। কালীপ্রসাদে হার মাপাছে নিঙল ঔগ অনাহারে ধারা এলা হিকেছেগ। ভেই সঙ্গীতগুরুরাংত যেতা বকনা পাছে ঔতার রারি নাহনেছে। ঔজা রারি হনিয়া মোর গৃহিনী ঔগই সহানুভূতিপরায়ণ অরা বিভিন্ন ছুতাং ভেইরে আনানিরকা মোরে বাধ্য করেছেগ। মানুষে নাঙ করলে মি হারৌ অউরি। সেনারূপ গাঙে পড়িয়া আছিল। অন্য মানুষে বিক্রম করলা তারে। তারে ঔ বনবাসেংত আনিয়া প্রতিষ্ঠা করানির চেষ্টা করেছ ঔতার প্রমাণ ‘প্রতিক্রিতি’ঃ আছে।

স্বয়ং কালীপ্রসাদর বেরকে মোর প্রশংসা আহ্বানঃ বেরকরে যৌকরিয়া দিলতাউ প্রতিবাদ নাকরেছ। সাহিত্য পরিষদ সিন্ধারি নাখার উদ্যোগে অছিল অধিবেশনর স্মারকপত্রর মলাটে দেছে উদ্ধৃতি ঔহান মোর নাঙে মাতেছিলাহান। বেরকর কথা যৌকরেছে ঔহানর প্রকাশ্য প্রতিবাদ নাকরেছ। ‘প্রতিক্রিতি’র তৃতীর সংখ্যাঃ ষড়ির বিজ্ঞাপন আহ্বানঃ কালীপ্রসাদে মাতের... বুলিয়া দেছিলু। বেসাদে অন্যভাষার বিজ্ঞাপনে ‘অমুকে মাতের এরে চাপাতা এতার হরাংহান... ইত্যাদি। কালীপ্রসাদ অতি গুণবান বার মহৎ প্রতিভার অধিকারীণ। তা মোর বিন্দু আগ সহায়তা এতাল ডাঙর অছেগ নাগই। মি নাখাইলেউ তা বেলিহানর সাদে ভাল। কিন্তু তার একাকিত্বর দিনে কাদাং আছিলাং মি বার শ্যামানন্দ। আমারে তার মামসকন্যা ঔগর সালেদে পরম শ্রদ্ধা নিংকরল। এরে বিপরীতবুদ্ধি এহান অত্যন্ত দুঃখসায়ক।

হাইলাকান্দিং সংস্কৃত-বিষয়ক অনুষ্ঠান সভা-সমিতি অইলে তারে প্রধান বক্তা বা প্রধান অতিথি হিসাবে আনুরেইলু। মি হাইলাকান্দি এস এস কলেজে অধ্যাপক থাইতে তা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আছিল। এপেই দর্শনর প্রধান অধ্যাপক ঔগরে মাংলুতা- ‘হবা কাম আহ্বান কর। তি শিক্ষক দিবসে অনুষ্ঠান আহ্বানর আয়োজন কর। ড. রাধাকৃষ্ণন গিরকর অনুমতিদে দর্শনর বিশ্বখ্যাত অধ্যাপক আগরেল বক্তৃতা আহ্বানর ব্যবস্থা করে দি। খান্ন শিলা খান্ন ঔতা মোরতা। তি

ব্যক্তিগতভাবে খানি দে, মি খানি দিহ।' মি কালীপ্রসাদর অনুমতি লয়া কলেজে প্রচুর করল। সাড়ে দশটাং মিটিংহান। ছাত্র-অধ্যাপক হাবি তার বক্তৃতা হুমানিরকা বাসেরা থাইলা। হলগং তিল ধারণর কাম নেই। সাড়ে দশটাং বাজিল। এগারটা। বারটা। একটা। তা নাহিল। দর্শনর অধ্যাপক ঔগই মাংল- স্যার মানুরৌ হাবি গেলাগা। স্যারে বক্তৃতা আহান দে ভারতীর দর্শনর গজে। আরাক অধ্যাপক আগই মাংল বরেংত আনুরেরা ফেইচম পিদ। বরেংত কুতি আনুরেরা পিদৌরি ঔবাকা কলেজর গেইটহানাং তা, মানসকন্যা বার মানস আরা লামলা। উৎসাহী অধ্যাপক পাচল বাসেরা আহি। বক্তৃতাহান অকরলতা- 'মিতে আগে হার নাপাছু। তোমার অধ্যাপকই আজি বিয়ানেহে মোরে বাগার।' মি সভাপতিগ। প্রতিবাদ নাকরল। 'মি প্রকৃত অমার সময় নাপাছু'- বুলিয়া অসংলগ্ন বক্তৃতা আহান দিল। মোরে খানি ইমিতে বিদ্রূপ করল। ঔতার পিছেদে ইসকমর মিনা অকরলতাই আহিলা শোভা ঔগি বেলা দিয়া গেলাগা। আসলে- মানসকন্যা ঔগরে লগে আনৌরি বুলতেগা অনুষ্ঠানহান পও করে দিলতা। তাউ বক্তৃতার ঔগদে নাইলতা মানসকন্যার সালেদে। বরে আইলাং। খানাং বহেছি। কালীপ্রসাদে বক্তৃতা মনোবোগ বার সম্মান পেইতই ঔহান অন্যতাই আশা করানি উচিত নেই। মানসকন্যারে মাতানিহান কালীপ্রসাদরাংত কমইল পাউরি।

কালীপ্রসাদ কতদিন খায়া অতি কুৎসিত ভাষাল মোরে চিঠি আহান দিল। ঔহানাং আছেতা 'তোর সীমাহীন নীচতা' ইত্যাদি। মি কবি সম্মেলনর সময় তারাত্তৌ, তার বেরকরাংতৌ চন্দা নেছুগা। তা মোরে অর্থসাহায্য করেহে, তানু মোরে সমর্থনা দেছি- আরতাউ অভিযোগ মাংহেই। মি কতদিন হতভম্ব অয়া থাইল। ঔতার পিছেদে সুদীর্ঘ উত্তর আহান ইকরল। মিরো তার গবেষণাকালে হুনা গিরো থয়া রূপা সাহায্য করেছু ইত্যাদি কথা উল্লেখ করিয়া ইকরল চিঠি ঔহান বরর ঔগই পাকরিয়া বেলা দিল। মাংল- তুমি এসাদে চিঠি ইকরা-ইকরি নাদিরো। তোমারতা এহান শোভা নাপার। চিঠিহান ইকরিয়া কান্ধিহান কমিল। মাউ দিহ। তার হাবি কথার উত্তরতে আছে নাই। এহানাং শান্তি পেইলু নিরাম। মোরে ঔসাদে চিঠি আহান দিয়া কালীপ্রসাদ আরাকৌ আকখুলাগ আইল। পিছেদে বাংলাদেশে পৌরির অনুষ্ঠানে গিয়া মোর লগে চন্দা অনির চেটা করল। মোর মুখহান নাগেছেগা। মি চন্দা অনা নাকরল।

"তোর দোষ-ত্রুটি হাবি ক্ষমা করিয়া তোমকা মানুর লগে লাগলুগা তোম সালেদে। ঔহানর প্রতিদানহান এহান। তোম 'বিকুখিরা মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা' গ্রন্থর সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ আহান ইকরলু হুন্নাঙে। মি বিরোধিতা করলে তোম মারূপ মেই।"

হাদি হাদিং মোরে কটো কোনে দিরাপেঠানিরকা মাভের। মোর জীবনী ইকরতৌ বুলের। পিছেদে কপর্দকশূন্য অয়া রোগগ্রস্ত অসহায় অয়া মরানি বিহতা

অইল ঔবাকা তারে উনা অনিঃ গেলুগা । নানা মানুয়ে তারে অৰ্থ সাহায্য করলা ।
মোরে দেহিরা কাদিয়া হয়াদিল । বেরক জিতেম আরা বহিল । কথায় কথায়
কোমো সংকৃত শ্লোক আহান উঠলে লগে লগে চুমকরে দেব । অর্থাৎ নুরারাই তার
মেথার হানি করে নুরারেছে ।

এমাটিক পণ্ডিত প্রতিভাবান মনীষী এগ মানসকল্যায় সালেদে এসাদে অইল
এহান অত্যন্ত বেদনাদায়ক । অথচ বুদ্ধিহীনগ নাগই । তার চমকপ্রদ সেন্স অব
হিউমার ঈর্ষণীয় । আমরাঃ কতদিন জেলাশৌ আগ আহিলিতা । ঔবাকা ভিলিট
বিসিসর কামে তা হাইলাকানিঃ আহেছেতা । আরাক আকপেই ধাইল । আকদিন
রাতি আরা মিঙলশৌ ঔগরে লাংকরতে লাংকরতে ঔগই জারে নুরারিয়া মাংল-
এ সেইতা আজি রাতি এহানাঃ বরিং-এ । গিছেকার দিনে কালীপ্রসাদ বিরান্ত
আরা মাভেরতা- হুহুমেউ মরলিতা না কিতা চানাঃ আহেছেতা । এসাদে সূক্ষ
হাস্যরসিক মানু আগ কিরা অমাটিক পাঙইলতা?

সমাজর শ্রেষ্ঠ পুরুষ এগর অবদান আমি না পাহরতাঙাই । তা আমারে
গৌরবান্বিত করেদিল । আমার পরিচরহান আনে দিল । তার প্রতি সমাজর অসীম
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়ার । কালীপ্রসাদর বানান সমাজর অংশ আহানে নাকরলা
এহান সমাজর ডাঙর পরাজয় আহান ।

ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ : কবি, লেখক বারো প্রাক্তন অধ্যক্ষ, হাইলাকানি এস. এস কলেজ, আসাম ।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ মণীন্দ্রকুমার সিংহ

জাত আহানর বৈশিষ্ট্য হারপানি মনেইলে ঐ জাতে জরম অছি মনীষী উভার জীবনী, তানুর ইকরা শেরিক-শেইশৌ, বক্ততা, তানু দেছি রারি-পরি, তানুর ধর্ম-কর্ম, জীবনচর্যা কুশকরে অনুধাবন করানি আবশ্যক। আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর শিক্ষা, দর্শন, সংস্কৃতি, সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থা, সমসাময়িক রাজনীতি, মানসিকতা, দায়-বদ্ধ আদি হারপানি মনেইলে গদীশ্বর সর্বানন্দ মুখার্জি, ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর, গুণ্ডরীকাক শর্মা, গোকুলানন্দ গীতিশ্রামী, তনুবাবু, সমরজিৎ, মন্দকিশোর, জগৎমোহন, খনসেনা, তনুকীর্তনি, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, মদনমোহন মুখার্জি বারো ড. কালীপ্রসাদ সিংহ আদিরে অতি-অবশ্য অনুধাবন করানি থক।

একবিংশ শতাব্দী পেরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতে জরম অ'গেছিগা মনীষীরমা ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, পিএইচডি, ডিপিট গিরক একাধারে শিক্ষাবিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, গবেষক বারো লেখক আগ হিসাবে বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর থরা সমাজ এহানরে সমৃদ্ধ করেছিল। অতি কর্মব্যস্ততার হাদিৎ হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনধর্ম বারো ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রর গজে আককুড়িহানর গজে শেরিক, বিভিন্ন বিষয়র প্রবন্ধসম্মিলিত প্রবন্ধমালা (৬হান খণ্ড), কবিতামালা, এলার মালা (১ম ভাগ, ২য় ভাগ, সম্পূর্ণ), কীর্তনমালা (৮হান খণ্ড), বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী (ইতিহাসগ্রন্থ), বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অভিধান, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ, To the Meiteis and the Bishnupriyas, The Bishnupriya Manipuri Language, The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture আদি তথ্যবহুল শেরিক ইকরিয়া ভাষা বারো জাতির স্বীকৃতি আদায়ে অকাট্য বৃত্তি দর্শেরা ভাষা বারো জাতির স্বীকৃতির পথগ সুগম করে দিয়া গেছেগা, এসাদে মনীষী আমার জাতে কমেই দেহিয়ার।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীৰ ধাৰাবাহিক ইতিহাস আহান। এহেন বিয়াট মনীষী গিরক এগ ভগবানৰ অশেষ কৃপাৰ আমি অসহায় ক্ষুদ্র জাতিৰ হাদিৎ জন্ম অৱা, মৱানিৰ আগে আমাৰে পৃথিৱীৰ বুকুগৎ সূত্ৰতিষ্ঠিত কৰিয়া থৱা দেলগা। আমি তাৱাং চিৰঞ্চনী। গিরকৰ প্ৰৱাণে আমাৰ সমাজ তথা ভাৰতীয় দৰ্শন, বৌদ্ধিক জগৎ তথা শৈক্ষিক জগতে য়ে অপৰিসীম শূন্যতাৰ সৃষ্টি অইল, উহান কুশে কালেউ পুৰণ নাইটে। গিরকৰে আমি নতমন্তকে শ্ৰদ্ধা জানেৱাৰ।

অদম্য জেদ, অপৰিসীম মানসিক বলে বলীৱান মানু আগ আছিল ড. কালীপ্রসাদ সিংহ। নাইলে গত শতাব্দীৰ চত্বিংশ দশকে কচুধৰমৰ পৰিবেশেত, উৰাকৰ দুৱতিফম্য গ্রামীণ আৰ্থিক সঙ্কটেত, অপ্রসাৱিত শিক্ষাৰ ঘোৰ আধাৰেত, যোগাযোগ বাৰো পৰিবহনৰ দুৰ্ভজ্য প্ৰাচীৰ লালগা, শিক্ষাৰ অভ্যুচ্চ শিখৰে আৰোহণ কৰানি কথমপি সম্ভৱ নাইলৈহ। উহান বাদেউ সদাচ্ছাত্ত সমাজদৰদি আত্মা আগ তাৰ অন্তৰে সদাই কাদিয়া আছিল আৰো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মানুৰ জাৰা, ভাষাৰ প্ৰচলন, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা সাহিত্যৰ বৈজ্ঞানিক সংস্কাৰ, শিল্প কলা-সংস্কৃতিৰ শাস্ত্ৰসম্মত বিকাশ, বাৰো এতাৰ গবেষণাৰ বিকাশ, প্ৰচাৰৰ সালে আজীবন অক্লান্ত পৰিশ্ৰম, ত্যাগ, আজীবন অৰ্জিত ধনৰ শেষ কপৰ্দক পেয়া ব্যৱ কৰিয়া 'দিব্যাশ্ৰম' স্থাপন কৰিয়া নিঃসম্বল অৱা দেহ সংবৰণ নাউ কৰলৈহ। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰে নিয়ামপাৱা সমাজসেবক আমাৰ সমাজে থাইতে পাৰে, কিন্তু ভাষাৰ প্ৰচলন, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতি বাৰো ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ সালে তাৰ নিঃস্বার্থ অবদান আপনভোলা, সাংসাৱিক বিষয়বুদ্ধিবিরহিত মানু এগৰে অজ্ঞাতসাৰেই কামহান এৱে দেখি। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বুলিয়া আজি জাতহান স্বীকৃত। তাৰ ইকৰা The Bishnupriya Manipuri : their Language, Literature and Culture লেৱিক উহান নাইলে হুন্দা বিষ্ণুপ্রিয়া অৱা থাইলাউহে, 'বিষ্ণুপ্রিয়া' শব্দগৰ মুণ্ডে পিঠিৎ 'মণিপুরী' শব্দ এগ নাপকৰে নুইলাউহে জাত এহানৰে পৃথিৱী এহানৰ বুকুগৎ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী হিসাবে পৰিচয় বৰ্তেয়া থদেনাং তাৰ যুগান্তকাৰী অবদানৰকা গিরকৰে আমি 'জাতিৰ জনক' বুলিয়া নিঃশিৎ অৱাৱতা।

১৯৬০ খ্ৰিস্টাব্দ। সৌকৱাৰ বন্ধ। দিনতাবিধ নিঃশিৎ নেই মাদান আহান। 'বন্দি বলাকা'ৰ নৈমিত্তিক বিহাৱসেলে বেকিগৰ পাৰে কৰসিং অজ্ঞাৰ পাঠশালা প্ৰাৰম্ভে বাউৰিগা। লগে বীৰেন, বিনোদ, পুলিন, অনিল, নামদেব, মহিম, কৃষ্ণকুমাৰ বাৰো কানী। শান্তিপুৰৰ হেইনৌ সপাৰ হেৱাং মিকুপ আহান উৰা অইলাং উপেই পেৱেজাদাই ডাকদিল- মণি, খানি উৰা। তানু ধিৰোগিৰে চিনৱতা? তাৰ কাদাং খানি জেঠ, কেইচম পাঞ্জাবি পিদেছি গাবুৱাপুয়েই দুগ। পেৱেজাদাই মাতল- হাই। নাউ চিনতেই। তানু কলিকাতাত তামকৱতাৱতা। বাৰো তি গৌহাটিং। পুজাৰ বন্ধাং, গৱমৰ বন্ধাং পাণ্ডে আহৱাই। কিসাদেউ বা আগৰে আগই

চিন্তাই। যি পরিচয় করে দিঙ। এরে আহিং আনক লাগাছে এগ ব্ৰজেন্দ্ৰ, ঔরে মন্তকগ লামকরিয়া কেইচম পিদেছে উগ কালীপ্রসাদ।

আমার প্রথম পরিচয়। ঔদিন কুলই হারপাহি, শান্তিপুৰৰ আশ্রুকুণ্ডতলে পরিচয় অছিল। দশগ পাবুৰাপুৰেইহমা দুগ আহান কালজয়ী অইতাই। ঔ কালজয়ী যিযোগি- ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, পিএইচডি, ডিপিট বারো অধ্যক্ষ ব্ৰজেন্দ্ৰকুমার সিংহ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি সাহিত্যিক।

কিন্তু আশ্রুকুণ্ডতলৰ ঔ পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লেকচার, ল্যাবরেটরি, লাইব্ৰেৰিৰ হাদিং আকদিন মাঙছিল। কালীপ্রসাদ মাঙছিল গবেষণা বারো 'স' 'হ'ৰ আবৰ্তে। ব্ৰজেন্দ্ৰ মাঙছিল 'প্রতিপ্রতি' বারো 'এতা হাবি জিনজিনি থাইতে, জোনাকহান কিয়া গছে কাইতে' এ প্রশ্নবোধে। বাণী মাঙছিল আইআইএম কলিকাতাত। মণীশ্ব মাঙছিল ইন্ডিয়ান কলেজ অ্যাণ্ড কলেজটুৱাৰ্চ ইনস্টিটিউটে। ১৯৬০ সালেংত ১৯৭২ সাল পেয়া হাদি হাদিং দেহা সাক্ষাৎ অইলৈগায়ৌ আমি অতি কৰমাল আছিলো। ব্ৰজেন্দ্ৰৰ তুল অতি বনিষ্ঠ অছিল ২০০৩ সালেংত, সাহিত্যসভাৰ সভাপতি অনাৰ পিছেদেংত বারো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভাৰ পত্রিকা 'অপৰূপা'ৰ যুগেংত। কালীপ্রসাদৰ তুল অতি বনিষ্ঠ অছিল ১৯৬৭ সালেংত তার শেবদিন পেয়া। জীৱনে পরিচয় পরিচিতি অছিল অনেক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাৰ তুল। এবাকাউ নুয়া নুয়া পরিচয়-পরিচিতি অর। ড. কালীপ্রসাদ সিংহৰে শ্রদ্ধা কৰেছিল, স্নেহ কৰেছিল, দণ্ড দেছিল, যুক্তি-পরামৰ্শ দেছিল, গালাছিল, সহযোগিতা কৰেছিল, তারকা মানুহ তুল কৌলি কৰেছিল। বারো ভাৰতীয় দৰ্শনৰ গছে তার গভীৰ জ্ঞানগভীৰ পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বক্তৃতা হনিয়া অবাক বিন্ময়ে মুগ্ধ অছিল। শ্রীমত্তাগবত, শ্রীমত্তাগবদগীতাৰ গুহ্যতম বিষয়ৰ গছে আধ্যাত্মিক আলোচনা, ব্যাখ্যা, অন্তৰ্নিহিত ভাবৰ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, আধিতৌতিকতাৰ লগে উভাৰ ধাৰ্মিকতা, জিজ্ঞাসুৰ প্রশ্নৰ যুক্তিমায়া সদুত্তৰ, পণ্ডিতবৰ্গৰ প্রশংসা, আভাৰ চাপৰিং সুদৰ্শন হলপ চৌচিৰ অছিল উপেই মি তারেল অতি গৰ্ববোধ কৰেছিল। ন্যায়দৰ্শন, নৈয়ায়্যবাদ, শাক্তবৈদান্তে তত্ত্বমীমাংসা, শাক্তবৈদান্তে জ্ঞানমীমাংসা, ভাৰতীয় দৰ্শনে আত্মা, এতাৰ গছে তার অগাধ পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বক্তৃতা, তত্ত্বৰ ন্যায়িক বিশ্লেষণ, ন্যায়িক মীমাংসা বারো আত্মাৰ দাৰ্শনিক উপস্থাপনা হনলে অভিজ্ঞত মন আগ্ৰানেই শ্রদ্ধাল তারাং মলৰ।

তার 'ইটাইমোলজিক্যাল ডিক্শনারি অফ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' লৈয়ক উহামাৰ ইনোভেশনে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা, ভাষাতত্ত্ব, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ, অক্ষর, ধ্বনি, শব্দপ্রকরণ, শব্দবিন্যাস, শব্দৰ বিবৰ্তন, শব্দার্থ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাং বৈদেশিক-পারিপার্শ্বিক শব্দ কিসাদে আহেছে, শব্দৰ রূপান্তর কিসাদে অছে, দৃষ্টান্তল তা বেবাকা দেহয়েইল উবাকা ভাষাতত্ত্বৰ গছে তার অপৰিসীম জ্ঞান দেহিয়া শ্রোতাদৰ্শকমণীয়ে ভূয়সী প্রশংসা কৰেছিল।

এৱে জ্ঞানভণ্ডাৰী দাৰ্শনিক গিৱক এগই যেদিন ঠুৱে ৰাতি কীৰ্তনৰ এলা দিয়া দিয়া ডাকৰ পুংলৈল অৱা অৱা মোৱ তুল গৌহাটিংত হাফলং পেয়া মোৱ জিগহানাং আহিল উবাকা ভাৱ ৰসময় সুকোমল প্ৰবৃত্তি, সুমধুৰ ললিতকলাসিক্ত শিল্পময় আহানৰ পৰিচয় পেয়া মি যুগপৎ আমন্দ বাৱো বিশ্বয়ে নিৰ্বাক অছিল। দৰ্শনৰ কাঠখোঁটো মানু এগৰ ভিতৰে এলা বাৱো কথাশিল্পৰ ৰস কিসাসে উপজিল খালকৰিয়া পাৱ মাণেইল। নাৱগৌ নুশি, তাল-মান-লৱৌ ভৱপুৱ। নম্ৰচৰনে নিপুণ, পট নিৰ্বাচনে পাৱজম, ছন্দে বন্দে সুললিত, স্বমকে বলিয়ে প্ৰাণচঞ্চল, সম্পূৰ্ণ ৰসোসীৰ্ণ। নাৱিকলৰ কঠিন আবৰণৰ ভিতৰে সুস্বাদু শাস বাৱো ঠুং পানি মিংশিও অইল। কুংগই মাতে পাৱতাই কালীপ্ৰসাদ কাঠখোঁটো মানুগ। ভাৱ 'এলাৱ মালা'ৰ 'যে দুয়াৱহান খুলেদিলু- চিৱদিন খুলা থাক', এলাহানে ভাৱ প্ৰেমময় হৃদয় পৰিচয় দেৱ।

ভাৱ 'প্ৰবন্ধমালা'ৰ প্ৰবন্ধে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সাহিত্যৰ বিকাশ, জাতিৰ কলা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-চৰিত্ৰ-শিক্ষাৰ সংস্কাৰ বাৱো বিকাশৰ সুৱৰ শুভ্ৰন অহৰহ জনগনৰ। আজীবন উপাৰ্জিত ধনৰ শেষ কপৰ্দক খৰচ কৰিয়া 'দিব্যপ্ৰম' প্ৰতিষ্ঠা উহানৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন এসাদে দৃষ্টান্ত মানব সমাজে অতি বিৰল।

মেইতেই-বিষ্ণুপ্ৰিয়াৰ সহনশীল সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সহাবহানৰ প্ৰচেষ্টালো ইকৰা 'টু দি মেইতেইজ অ্যান্ড দি বিষ্ণুপ্ৰিয়াজ' লেৱিকহানে ছলছল পটপট কৰে দেহাৱাৰ ছিয়ো জাতিৰ হৃদয় বিবাদ-বিসম্বাদ মিটানিৰ ঐকান্তিক ব্যাকুলতা।

কালীপ্ৰসাদে নিজৰ জাতহানৱে জন-মন-খন-মাউ-মাংস দিৱা বান্ধা পেইল। ভাৱ আজীবন সাধনা আছিল জাত এহানৱে পৃথিৱীৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰিয়া জাত এহানৰ সেৱা, পৰিচৰ্যা কৰিয়া যান। উহানে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী জাত এহানৰ চৰম সঙ্কটকালে আসাম অবিসি কমিশনে স্বপ্ৰণোদিত অৱা জাত এহান বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী, ভাষাহান বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী বুলিয়া অকাট্য যুক্তি দৰ্শেয়া তথ্যপ্ৰমাণলো স্বপক্ষ সমৰ্থনে একিভেঙিট সাৱমিট কৰেছিল। ভাৱ ইকৰা 'দি বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰিজ : দেৱাৰ ল্যাক্সয়েজ, নিটাৱেচাৰ অ্যান্ড কালচাৰ' লেৱিকহান এভিভেল কৰে এটোচ কৰে দেছিল। উহান বিবাদীয়ে কাপে নুৱাৱলা। অবিসি কমিশনে আমাৰ জাত বাৱো ভাষা প্ৰতিষ্ঠিত অইল। হাইকোৰ্ট, সুপ্ৰিম কোৰ্টেই অবিসি কমিশনৰ ৱাৱহান আপহেল কৰেছিল। এহানাং কালীপ্ৰসাদৰ অবদান অবিস্মৰণীয়। যতদিন পৃথিৱীৰ বুকুত বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী থাইতাই, কালীপ্ৰসাদো ততদিন অমৰ অৱা থাইতাই।

মণীপ্ৰকুমাৰ সিংহ : আইএফএস (অব:) : সম্পাদক, অপৰূপা, গৌহাটি, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ : নিঃশিঃ নিরলে বরুণকুমার সিংহ

চিত্তার সজ্ঞাপ নিয়ে জানোচ্ছে যে অনন্য মানুষ ।

- মরুত সঙ্গীত, বুদ্ধদেব বসু

পরলাই ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর উদ্দেশে মোর হৃদিরৌণা মিঙ বারো শ্রদ্ধা কাৎকরৌরি । শিলচরর গুরুচরণ কলেজে গিরক মোর দু'হান শ্রেণি গজে তামকরলো । ঔহানে মি তারে 'দাদা' বুলিয়াই ডাকলু- মোরেও তা বানা পেইলো ।

কালীপ্রসাদদার স্মৃতিচারণ করতেগা পঞ্চাশ বছর গিঠিয়েদে বুলন দিয়া চেরা ধাউরি । ১৯৬১ সালে আইএ পাশ করানির পিসে মি সংস্কৃত লয়া বিএ ক্লাসে ভর্তি অইলু । হবা ছাত্রগ হিসাবে কালীপ্রসাদদার পরিচিতি আহান ঔবাকাই আসিল । পরলাকার পরিচয়হান দাদারাংত সংস্কৃত লেরিক লইডেগা, সসংকোচলো দাদাই মোরাংত লেরিকর মূল্য ধইলো । দাদার মেইখঙহানাং বানা বারো (লেরিকর মূল্য লনার) হিনর রেখা ঔতা মি পাকরে পারলু । যে সম্পর্কহান এসাদে করিয়া হঙসিল হাতে হাতে ঔহান চিরস্থায়ী অইল । Scholar আগ হিসাবে দাদাই নিজর যোগ্যতা বারো কৃতিত্বর প্রমাণ জীবনর প্রত্যেক পর্বৎ দিয়া গেসেগা- পরলাকার প্রমাণহান সংস্কৃত অনার্সে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়েত্ত প্রথম শ্রেণিৎ প্রথম স্থান অধিকার । এহানর তুলো আরাক অসাধারণ স্বীকৃতি আহান উল্লেখ করামি থকর- ফল নিকুলানির আগে দাদারে গুরুচরণ কলেজে ক্লাস মেনার সুযোগ দেনা অসিল । বারো ঔহানরকা মোর হুরৌর সীমা নেরসিল ।

ছাত্রজীবনে মি রাম খেয়ালি স্বভাবর অনাই মোরতা দিবহর মাঙসিল । ১৯৬৫ সালে ইংলিশ অনার্সলো বিএ পাশ করলু আরো মোরতা কলকাতাৎ এমএ তামকরানির আকাঙ্ক্ষা আহান জাগিল । কারণহান অইলতাই, কলকাতা মোরাং

শিল্প-সাহিত্যের তীর্থস্থানহান। একান্তে চিন্তা করলে উপেরি— এ হান এহান বিকাশ
বারো বিনটির বিচিত্র সমাবেশহলহান।

যেতাও অক, যানার দিন বিস্ত্র অইল আরো দাদারাং গেলুগা। দাদাই গিরক
আগরাং মোরকা ভর্তি বারো অন্যান্য সাহায্যরকা চিঠি আহান ইকরেমিল। গিরক
ঔগ য়াদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়র কলাবিভাগর অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় অসীমকুমার দত্ত,
শিলচরর উচ্চল রত্নগ। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হেমচন্দ্র দত্তর পুতক বারো সর্বজনশ্রদ্ধেয়
জননেতা অরুণকুমার চন্দর ভাগিনাক। চিঠিহানাত দাদাই মোর বাখাম চুটি আগ
করে দিয়া থাইব, বারো গিরক ঔগই নিজতুলো শিলচরর অধ্যাক্ত ছাত্র এগরে
সাদরে ঔদিন গ্রহণ করেমিল। গিরকর তুলো মোর সম্পর্কর ইতিহাসহান ডিগল
বারো সার্থক। কালীপ্রসাদদাই দত্তস্যারবাং মোরকা চিঠিহান না ইকরেমিলে
আত্মজ্ঞানবিমুখ ভাতর মানু আগর সান্নিধ্যে মি যান নুয়ারলু অইস। এপেই উল্লেখ
করানি য়াকরেয়, গিরক ঔগই আমার জাতহানরেও বানা পেইলো। দাদাগিরক
বারো দত্তস্যারর বানার ঋণ মি আজিও অপরিশোধ্য বুলিয়া নিংকরোরি।

দাদাই মোরে বানা পেয়া স্বীকৃতি দিয়া গেসেগা, সম্পূর্ণ যোগ্য নাইলেও মি
ঔতার দুহান আহান প্রমাণ এপেই উল্লেখ করিয়া যিতৌগা। দাদার খুলা বেরক
শ্যামালন্দই আকশুরক ফোনে মোর তুলো যোগাযোগ করিয়া বাগেইলো
কালীপ্রসাদদা মোর হাইলাকান্দির বাসাং আনার চিন্তা করেয়, কাম আহানরকা।
হারৌ অয়া দাদার আনার দিন বাসেয়া থাইলু। আনার পিছেদে দাদাই হারিহান
মিলো— দাদার ইংরেজি লেখা আহান আমার গুরুচরণ কলেজর প্রাক্তন অধ্যক্ষ
(সময় আহানর নাঙকরা ইংরেজির অধ্যাপক) হরিপদ ভট্টাচার্য স্যাররে পাকররানি
মনাসিল, হানতে, স্যারর সময়র অভাব অনাই দাদাই মোর কথা নিংশিং অসে—
বিষয়, উদ্দেশ্য মোরে আকতাও ঔবাকা নং বাগাসে। দাদাই মিরে লেখা ঔহান
পাকরিয়া ফামে ফামে modification করলাং। দাদাই যানার দিনে মোরে
বাগেইলো, ঔ লেখা ঔহান— ‘The Concept of the Absolute in Indian
Philosophy’ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েত D.Litt- অরকা পত্নীকৃত অসেহান। মি
মুংপাং অয়া দাদার মেইখঙহানাদে চেয়া থাইলু। মোর পরলাকার ভিমিহানাতৌ
দর্শনশাস্ত্র মেই, আবেগতাড়িত দিক-দিশা মেই মানু এগরে দাদার সাদানে চিন্তার
অভিযাত্রী আগই ভারতীর দর্শনর নুয়া দিগন্ত আবিষ্কার করতেগা মোরে বানা পেয়া
আসুলিয়া সামিল করে দিল। এহানরে মোর সৌভাগ্য— আমার ঠারেতে
‘অহোভাগ্য’ ছাড়া আর কিহান বুলিয়া উল্লেখ করতু !

দাদার ‘প্রবন্ধমালা’র প্রথম খণ্ডে আমার ঠারর সাহিত্য বারো ভাষা-বিষয়ক
আলোচনা আসে। ‘বিকুণ্ঠিতা মনিপুরী সাহিত্য সাধনা’ শীর্ষক ভাষণ ঔহানাত
দাদাই কথা এহানি হাতেমিল— “অত্যাধুনিক যুগর কবির পারেওহান দীঘল। এতা
সবদে শ্রীবরুণকুমার সিংহ গিরকে বিস্তৃত আলোচনা করতই, মি সংক্ষেপে কথা

দুহান আহান মাতিঙ। এ দুগর কবির মাঝে পরলাকার পারেঙে আইতারাডাই মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, সেনারূপ সিংহ, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ বারো খনজর রাজকুমার। বরুণকুমার সিংহরে এ পর্যায়ত আনে পারিয়ার, কিন্তু দুঃখর বিষয়হান বে, তারাততো বে পরিমাণে রচনা আশা করিয়ার, ঔ পরিমাণে নাপেরার।" দাদাই মোর ললাটলিখন ঔহান পাকরে পারেসে আরো ঔ মন্তব্যহান করেসেতা। দাদার সহমর্মিতার ডাঙর দৃষ্টান্ত আহান এরে কথাহানি।

'প্রবন্ধমালা'র দ্বিতীয় খণ্ড ঔহান সমাজ বারো সংস্কৃতি-বিষয়ক। উনিশহান প্রবন্ধত মি আকহানর বিষয়ে আলোচনা করিয়া মোর স্মৃতিচারণহান লইকরতৌ। 'উচ্চশিক্ষিত নিভোলপীর পথগো কুংগোদে?' প্রবন্ধহান উচ্চশিক্ষিতা নিভুলর পাত্র নাপানির সমস্যা আলোচনা করতেগা কালীধাসদদাই আমার যুবসমাজর 'অর্থলোভ' বারো 'প্রেম'রে দায়ী করেসে। এ বিষয়ে মোরতা খানি সংশয় আসে- দাদাগিরকে আরাক দিক আহান বেহানরে 'ঘটনা' মাতানি বাকরের- লোভ বারো লালসার প্রাকৃত দিক ঔতা এরে দিরা- ঔহানর চিন্তা না করেসে। হঠাৎপ্রবন্ধ মানুশ হানতে ওরাহাটির মালিগাঁও মালঠেপে দাদারে পেরা মি আচমিতে ফাপি করিয়া মাতেসিনু- "দাদা, হিটলারে জার্মান জাত ঔহানর বকত বিতর্ক থনারকা ইহুদি মারানিং খেতসিল, দাদাই ঔহান চরতা?" দাদাই মোর কথাহান ঠিক না পাখাইব, মি বারো Supremacist মনোভঙ্গি ঔহানরে নির্বিচারে গ্রহণ করে নুরারৌরি। এপেই শোলক আহান আমার কামে লাগতে পারে- 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্থ ত্যজতি পণ্ডিতঃ।' চানাপা এরে দিলেতে আমারতা কতির সীমা নেয়ইতই। খানি থইক, খানি এরে দিক, এরে 'সুবর্ণ মধ্যপন্থা' ইংরেজিৎ 'golden mean', গ্রহণ করানি বাকরবতা?

দাদার স্মৃতির উদ্দেশে মোর হৃদিরৌপা নিঙ বারো প্রজ্ঞা কাৎকরিয়া- তার দুর্দান্ত মেধা, অধ্যবসায়, জাতহানর মঙ্গলচিন্তা- এতা হাবিতাই বর্তমান প্রজন্মহানরে উদ্বুদ্ধ করক এ আকাক্ষা থরা লইকরৌরি।

বরুণকুমার সিংহ : প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি, এস এস কলেজ, হাইলাকান্দি, আসাম।

অজা কালীপ্রসাদ গিরকর নিঙে হেমকান্তি সিংহ

আত্মকতুবনামোয়াকঃ পুনরাবর্তিনোংজুঁন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।

এ জগতে হাবির গজর 'লোকে'স্ত হাবির ভলর 'লোক' পেয়া দুঃখর সংসারহান- যেপেইত জনা বার মরনর চক্র চলের। যেগই কৃষ্ণধাম পার ঔগ কোন সময়ত বার জরম নালাব ।

হায়হান, মরনর চক্রগন্ত জিংতা অনা অজা কালীপ্রসাদর পক্ষে সম্ভব নাগৈ, কিন্তু এ খেলজামে নিতান্ত স্বার্থপরগর ডেকি ভারে- গিরকরে কৃষ্ণধাম নাপাকলা বুলিয়া মাতানি আহের। মি এ কথা এচুটি একেবারে অবিবেচকগর ডেকি মাভলু পারা। পাঠক গিরিগিধানিবে আকরেদিবাং ।

১৯৬৩ সালে অজাগিরক শিলচরর কাছাড় কলেজে সংস্কৃত বিষয়র প্রবক্তাগ হিসাবে যোগদান করেসিল। ঔপেইত গিরকর লগে পইলা দেহা। পইলা দেহাতেই মুক্ত করানির মতো ব্যক্তিত্ব। ঔ কলেজর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ছাত্র-ছাত্রী হাবি অজাগিরকর সাইক্ষাত পরয়া নাইলেও আমার জাতর মানু আগ নিয়াম তাওরা কলেজর শিক্ষকগ হিসাবে আহেসে এ অনুভূতি এহান আমারে নিয়াম অভিজুত করেসিল। বাঙালি-অধ্যুষিত এ অঞ্চলে 'আমিরৌ কমতা নাগৈ' ভাব আহান আহেসিল পারা।

ধপধপা দলা আঙেই-ফেইচম, চকচক দাত, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বর অধিকারী, সদাই মুন্নিহান লেপিরা থর মেইখণ্ডহানল আমি হাবিরে নিয়াম প্রভাবিত করেসিল। লাজে ডরে কামাত গিন্না পরিচরপর্ব সমাধা করলাং- তাল তাল লাজ দেয়ইল, ডর ব্যগিল।

নিয়াম ডিল নায়ী গিরকর কৃতিকর্ম হারপামি অকরলাং। নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন (NBMSU)-র অকরাগর (১৯৫৯ সালে) লেইসি

বারেইতে যে শিল্পকার কতগুই তানুর মহান অংশগ্রহণ এ সংস্থা এহানরে রূপ পালকরে দেসিলা ঔতারমা আজিকার অধ্যাপক ড. কালীপ্রসাদ সিংহ অন্যতম। ঔবাকা নুয়া অবস্থাত কাছাড় কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP)-র শাখা আগ হংকরানি অইল। অজাগিরকরে মুখ্য উপদেষ্টা পদে অভিষিক্ত করানি অসিল। মিয়ৌ ABVP-র লগে সম্পৃক্ত অসিলু ঐংতে অজাগিরকর লগে নিয়াম নিয়াম ভিলনিয়, সংবাদ আদান-প্রদানর, কাদান্ত গিরকরে হারপানির সুযোগ পাসিলু। এভাস্ত জিঙে গিরকরে আরাকৌ হবা করে হারপানির সমর আহেসিল যেবাকা NBMSU-রে আরাকৌ বলি-চাঞ্চল করানি, আমার সমাজর লয়ায় লয়ায় এগর শাখা হংকরিয়া কার্যক্রমর বিস্তার, সংগঠনরে মজবুত করানির পালাহান আহিল ঔবাকা। অজা গিরকর হংনাল NBMSU-র পদাধিকারীরর জরুরি বৈঠক আহান কাছাড় কলেজেই বহেসিল। মিয়ৌ লেইসিধারীগ অগা ঔ বৈঠকে যোগদান কoresিলু। পিসেমে মি (১৯৬৬-৬৮ সালে) ঔ সংস্থাৰ সাধারন সম্পাদকর দায়িত্ব অসিলু। অজা গিরকর নেতৃত্ব, Advisory Capacity বার প্রভাবল ছাত্র ইউনিয়নর বিস্তারে খানি প্রাণ পেইল পাৰা।

আমি হারপাসিলাং-দেহেসিলাং মহাসভার পঞ্জীয়ন করানির কামে অজাগিরকর সক্রিয় সহযোগ। মোরতা ছুল নাইলেতে এহান মাতে পারৌরি ১৯৬৫-৬৬ সালর কালখণ্ডে কোন সভা আহানাত গিরকরে মহাসভার পঞ্জীয়ন করানির কামে অগ্রণী ভূমিকা লনারকা থাকাত জানাসিলা।

কাছাড় কলেজে ঐহিতে অজাগিরকে মি বার বন্ধুবর সহপাঠী ননীগোপাল (প্রখ্যাত কবি, গীতিকার বার গায়ক) ছিন্নগিরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অভিধান পাঞ্জালানির কামে খানি পাংকরানিরকা মাতল আরো আমি গিরকর ইটখোলাৰ বাসাত কতদিন আহান গেসিলাংগা। অজাগিরক কাছাড় কলেজে নিয়ামদিন মেরসিল।

এভার পিসে গৌহাটি বার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কoresিল। লমৈতেগা শিলচরর আসাম বিশ্ববিদ্যালয়েও অবসর গ্রহণ কoresিল। আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতর একমেব ভিলিট উপাধিধারী গিরক এগর সাহচর্য পেয়া আমি গৌরব অনুভব কoresিলাং। গিরকর লগে শেষ দেহাহান ২/৩ বসর আগে গৌহাটির কলাক্ষেত্রত গীতিস্বামীৰ অনুজয়ন্তী উদযাপনে মি পৌরোহিত্য করানির সময়ে অসিল। গিরক খানি অধকৃতিছ অসিল পাৰা। মোরে কাদাত ডাহুয়েয়া ধর্মকন্যা (পুষ্যপুত্রী) দেবযানীর লগে পরিচয় করা দিল।

গিরকর ডেকি প্রতিভাসম্পন্ন, ব্যবহারকুশল, মৃদুভাবী বিদ্বান পণ্ডিত আগর এহেন অবস্থা দেহিয়া মি জায়ে মুরারলু। মোর অজ্ঞাতে গালগি তিঙিল- ঠুনিংগা আগ নিকুলিল।

নিসেসে খবৰ পেইলু গিরক গৌহাটি এয়াপিয়া নিজৰ গাঙ কচুধৰমে নিজৰ
বেইবুনি বেয়াপাৰ লগে জীৱনৰ অন্তিম সময় কাটানিৰকা গিয়াগিলগা। ঔপেইত
গিরক ইহলীলা সংবরণ কৰল।

হুদা বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী সমাজৰ নাগৈ- হাবি জাতৰ বিহঙ্গমাজৰ বাৰ
বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী সাহিত্যাকাশৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আৰু জড়িয়া পৱিল। গিরকৰ
প্ৰয়াণে যে শূন্যতা আহান সৃষ্টি অইল ঔহান কোনমিল পূৰ্ণ নাইভই। গিরকৰ
বিসেহী আত্মাৰ ধতি প্ৰকাৰণি কলকৰৌৱি, চিৰশান্তিৰকা বিষ্ণুভগবানৱাং
মাগৌৱি।

হেমকান্তি সিংহ : কাৰ্যকৰী সভাপতি, নিখিল বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী মহাসভা বৰো ধাউন অধ্যক্ষ,
জগদহৰ মহাবিদ্যালয়, ডিনসুকিয়া, অসাম।

ড. কালীপ্রসাদ গিরকর সাহিত্য-সাধনা

হরিদাস সিংহ

মনিপুরে বিকুখিরা মনিপুরী পালরা আসিলা সমেইত সাহিত্যচর্চা বা শাস্ত্র আলোচনা করে থাইলেউ উত্তার কুন পুরানা করপেক আহান আজি পেয়া আমার আভে নাহেসে। ঝরার সমেইত 'খুমলর মাটি ছকেইল' বুলিরা বরম ডাহানির এলা দেসি, আমি উতা খানি পেরার। অওয়ার বাগনে মনিপুর এরাদিরা আহিতে অথবা বার্মাং বা অন্য কুন দেশেউ আমার ইমার ঠারর পুরানা কুন লেরিক আমি মাপাসি। পুরানা লেরিক পানারকা হবা জুতপাতর হুয়াউ অসে বলিরা নিং নার। নিখিল বিকুখিরা মনিপুরী মহাসভা বা বিরাটসভা হুজুর আগে বিকুখিরা মনিপুরীরতা মাতৃভাষার গজে উচ্চ খবুনা নেয়োসিল। সমাজে মেইতেই ঠারহানরে লু ঠারহান বুলিরা লিহকরলা। বিকুখিরা মনিপুরী সমাজে গোকুলানন্দ গীতিস্বামীরে পরলা ইমার ঠারহানরে সম্মান দিরা মাতৃভাষাল এলা লেহকরিয়া সমাজে জাগরণর এলা দেসিল। ডেবউ বিকুখিরা মনিপুরী সমাজ নিজর ইমার ঠারহানরে গুরুত্ব নিরাম মাদলা। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দত মহাসভার অধিবেশনে ইমার ঠারল আলোচনা অইলেউ লেখতেগা বাংলা ভাষাল জ্বিভা লিখলা। ঔ সমেইত বেতা পত্র-পত্রিকা লিকুলেসিল উত্তার অধিকাংশ লেখা বাংলা। ভারত স্বাধীন অনার পিছেদে মহাসভার আন্দোলনর অধিবেশনে বিকুখিরা মনিপুরী সাহিত্য বারো সংস্কৃতির উন্নতিরকা মহাসভার দুহান অঙ্গ-সংগঠন হুসিল। ঔ সমেইত সমাজে ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির গজে চর্চা অমি অকরল।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক বিকুখিরা মনিপুরী সমাজে পরলা মাতৃভাষার গজে গবেষণার পথ চিন্কেসে। সংখ্যালব্ধ বিকুখিরা মনিপুরী সমাজর গবেষণার পথর চিন্তাণ ড. কালীপ্রসাদ গিরক। গিরকর গবেষণার কারণে বিকুখিরা মনিপুরী ভাষার কথা ভারতর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীরে হারপানি অকরলা। বিকুখিরা মনিপুরী সাহিত্যর ডাঙর কাহা আহান গিরকর রচনার কারণরা থে।

বিক্ষুপ্রিয়া মণিপুৰী সাহিত্যৰ ভাৱাৱশ চাংখল কৰানিঃ গিৱকে অবদান থাছিল এহান গিৱকৰ বিৰোধী উভাৱউ অস্বীকাৰ নাকৰতাই। গিৱকৰ সাহিত্যৰ ভাষা, পদলাপিত্য, ব্যাকৰণ উভাৱ গজে হাবিৰে মতহান আকতা নাইলেউ আমাৰ সাহিত্যঃ গিৱকৰ অবদান অস্বীকাৰ কৰানিৰ উপাৱ নেই। শব্দৰ বানান বাৱো তৎসম শব্দ প্ৰয়োগ এতা গিৱকৰ নিজস্ব দৃষ্টিধাৱা আহানল গিৱকে কৰে। উহানাং গিৱকৰ লগে আৱাক আগৱতা দৃষ্টিভঙ্গি বাৱো যুক্তিধাৱা আকতা নাইতে পাৱে। গবেষক আগৰ চিন্তাধাৱা হাবিৰ লগে আকতা অইতই এসাদে কথা অ' নাৱেৰ।

ড. কালীপ্ৰসাদ গিৱক অসীম ধৈৰ্য বাৱো অধ্যবসাৱল নিজৰ ভাষাল হুৱকাং ডাঙৰ বে লেৱিকুচ লেংকৱেলে আজি পেৱা আমাৰ সমাজৰ কুস লেখক আগই উতাং হেলকৱে লেংকৱেলে বুলিয়া লিঃ নাৱ।

ড. কালীপ্ৰসাদ গিৱক বিক্ষুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষা এহান বাংলা, অসমিয়া, উড়িয়া ভাষাৰ সাদে মাগধী প্ৰাক্তত্ব সৃষ্টি অসেহান বুলিয়া তাৰ গবেষণাল লেংকৱেলে। আৱাক দাপা আহানে বিক্ষুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষা এহান সৌৱশেনী প্ৰাক্তত্ব অহেহেহান বুলিয়া ব্যাকৰণ বাৱো ভাষাতত্ত্বগত ব্যাখ্যা দিয়া প্ৰমাণ কৰানিৰ হুৱা কৰে। ড. কালীপ্ৰসাদ গিৱক তাৰ মতহান লেংকৱিয়া ব্যাকৰণ বাৱো ভাষাতত্ত্বৰ ব্যাখ্যা সুনিপুণভাবে দেহাসে। এসাদে মতবাদ দুহানল বিক্ষুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজহানাং দাপা ধিৱহানিৱে নিজৰ মতহানি পালকৰানিৱকা ভাষাতত্ত্বৰ বাৱো ব্যাকৰণৰ কঠিন তত্ত্ব সমাজৰ সাধাৰণ মানুৱাং কৌকৰানিৰ হুৱা কৰলা। দাপা ধিৱহান সাল পাতিয়া হিং দাৱেৱা আগৱে আগই জিজ্ঞানিৰ হুৱা কৰলা। ধিৱ দাপাৰ ভাষাতত্ত্ব বাৱো ব্যাকৰণৰ ব্যাখ্যা হুনিয়াউ ঐতিহাসিক মহেন্দ্ৰকুমাৰ সিংহ গিৱকে বিক্ষুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাৰ উৎস সম্পৰ্কে বে ব্যাখ্যাহান দেসে উহানৱে চুমহান বুলিয়া অনেক নিংকৱতাৱা। মহেন্দ্ৰবাবুৱে 'মণিপুৱেৰ প্ৰাচীন ইতিহাস' গ্ৰন্থঃ মাতেসে- "বিক্ষুপ্ৰিয়া ভাষাৰ অস্থিগুৰ সৌৱশেনী বা মধৱাষ্ট্ৰী প্ৰাক্ত এবং তাহাদেৰ সন্তান হিন্দী, গুজৰাটী, মাৱাটী প্ৰভৃতি ভাষা দ্বাৰা গঠিত; দ্ৰাবিড় ভাষাৰ মাগধী বা অৰ্দ্ধ মাগধী দ্বাৰা গঠিত এবং মাংস ও চৰ্ম তাহাৰ সন্ততি অসমীয়া ও বাংলা ভাষা দ্বাৰা গঠিত।" বিক্ষুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাৰ গঠন সম্পৰ্কে মহেন্দ্ৰবাবুৱৰ মতহানে হাবিৰত গ্ৰহণযোগ্য বাৱো যথোপযুক্ত মতহান বুলতাৱা।

কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিৱক আগামৰ কাছাড় জেলাৰ শিলচৰ অঞ্চলৰ কচুখৰম (চেংকুড়ি) গাওঁ ১৯৩৭ খ্ৰিস্টাব্দৰ ৩ জানুৱাৰি ৱবিবাৱৰ দিনে জন্ম অসিল। গিৱকৰ বাপকৰ নামহান বাবাইসেনা সিংহ বাৱো মালকৰ নামহান ইমামো দেবী। কলাক-কালেত কালীপ্ৰসাদ লেৱিকেনে বুদ্ধিহান নিয়াম চৌহাং অসিল। কিন্তু লেইৱাহানে নিয়াম হিনপেৱা লেৱিক ভাষকৱেসিল। গিৱক গৌহাটি

বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত অনার্সল স্নাতক ডিগ্রি পেইল।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে গবেষণা করিয়া কালীপ্রসাদ গিরক Doctor উপাধি পান। গিরক তার গবেষণার বিষয়স্থান 'The Bishnupriya Manipuri Language' বারো 'The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture' বুলিয়া দুহান লেখিক নিকালান।

'The Bishnupriya Manipuri Language' লেখিকস্থান গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া পাশে বিষয় উত্তর ব্যাখ্যা করেসে। উত্তর গজে প্রতিবাদ করানিরতা থাকিলে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করিয়া মূয়া দিকদর্শন আহান দিয়া পারলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর প্রকৃত উপকার আহান অর। কিন্তু বাস্তবে উসাদে কুমশেইং নাদেহিয়ার। কালীপ্রসাদ গিরক 'বিষ্ণুপ্রিয়া' শব্দর উৎপত্তি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা কিসাদে মণিপূরে হুঙসে উত্তর উপাখ্যান বারো উত্তর যুক্তিগ্রাহ্যতা, মণিপূরর কুন কুন লয়াং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা আগে আসিল, বিষ্ণুপ্রিয়ারমা রাজারগাও বারো যাদইগাও খারা দুহান, ভাষারমা প্রচলিত শব্দর পরিমাণ নির্ণর, সৌরশেনী অথবা মাগধীংত বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাহান কিসাদে আহেসে উত্তর যুক্তিতর্ক, বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা এহান বাংলার উপভাষাহান না কিন্ত এতার গজে গিরকে দীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেসে।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর কথা মাথতে গিরকে প্রাচীনকালে মণিপূরে বরন ভাহেসি এলার কথা আলোচনা করেসে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গোকুলানন্দ গীতিস্বামী, লেইখমসেনা, মদনমোহন এসাদে কতগ লেখকর লেখার কথা উল্লেখ করেসে। পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণর লীলার গজে গোষ্ঠবিহারী, চানমণি, সেনারূপ, কার্তিকচন্দ্র এতাই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারল এলা লেংকরেসিলা। কালীপ্রসাদে আরাকৌ কতগ কবি, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, প্রবন্ধকারর নাও বারো তানুর লেখা উল্লেখ করেসে। কবি মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ বারো নিজর নাও উল্লেখ করেসে।

সংস্কৃতির কথা মাথতেগা গিরকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মণিপূরর রাজা ভাগ্যচন্দ্রর কথাংত অকরেসে। উহানাং কীর্তন বারো রাসর কথা গিরকে মাতেসে। উত্তর গজে কাঙর পালি বারো কাঙ আসুলানির কথা, জয়দেবর গীতগোবিন্দর কথা মাতেসে।

কার্তিক মাহার মেরার পালি বা নিরমসেবার কথা গিরকে আনেসে, ধর্মীর আচরহান বুলিয়া ফাফুর ফাঙর উল্লেখ করেসে। আমার লহঙর নিরমর কথা উল্লেখ করেসে। বিষ্ণুপ্রিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী অরাউ ব্রাহ্মণ বারো ক্ষত্রিয়

দ্বি বৰ্ষ সমাজে বিদ্যমান। আমাৰ খাদ্য, পোছাক, সমাজে বোৱাপাৰ হান, অলঙ্কাৰ, সাউন্সৰ কথা গিৱকে উল্লেখ কৰে।

কালীপ্ৰসাদ গিৱকৰ লেখাৰখা 'কবিতামালা' বাৱো 'এলাৰ মালা' তিলৱা চাৰিহান খণ্ড লেৱিক নিকুলে। 'কীৰ্ত্তনমালা'ৰতা সাত খণ্ড লেৱিক, বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, কৃষ্টিৰ গজে কুচ আহান এবন্ধ লেখে, দুৰ্গত এহহান 'An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri' গিৱকৰ দীৰ্ঘদিনৰ সাধনাৰ কসলহান, 'এবন্ধমালা' হুৱ খণ্ড (পৰিশিষ্ট অংশসহ) কৰে, 'বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰীৰ দিকপাল'সহ আৱাকৌ আটহান জীবনীগ্রহ লেংকৰে। এসাদে গিৱকৰ বিপুল ৰচনাসম্ভাৰ বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰীৰ সাহিত্যভাণ্ডাৰ পূৰ্ণ কৰে। ১৯৮২ খ্ৰিস্টাব্দে বৰ্ষমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The Concept of the Absolute in Indian Philosophy' গ্রহ এহান জমা দিৱা D.Litt উপাধি পাসিল। উতাৰ গজে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ বিভিন্ন শাখাৰ ইংৰেজিল বাৱোহান লেৱিক লেংকৰে। উতাৰ গিৱক আন্তৰ্জাতিক খ্যাতি অৰ্জন কৰে।

ভাৰতীয় দৰ্শনৰ গজে অসমিয়া ভাষাৰ আটহান লেৱিক লেংকৰে উতা এহাকাউ অধিকাৰিত অৱা থা গেলে। অসমিয়া ভাষাৰ 'শ্ৰীমত্তগবদগীতাৰ দৰ্শন' বুলিৱা গ্রহ আহান কৰে। উতাৰ গজে জীবনহান উচ্চ আদৰ্শল থাইতৌ বুলিৱা অকৃতমাৰ অৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অৱাউ বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাৰ গবেষণা বাৱো সাহিত্যৰ হাবি দিকল আলোচনা কৰিৱা জীবনহান সমাজে দান কৰে।

নিজৰ উচ্চ আদৰ্শল সমাজৰ বুৰক বুৰতীয়ে অনুষ্ঠানিত কৰিৱা জাতীয় সংস্কৃতিৰে ৰক্ষ কৰানিৰ সালে কালীপ্ৰসাদ গিৱক নিজৰ গাঙে 'দিব্যাপ্ৰম' বুলিৱা আশ্ৰম আহান প্রতিষ্ঠা কৰে। কিন্তু আৰ্থিক অনটনৰ কাৰণে আশ্ৰমহানৰ আশানুৰূপ বিকাশ কৰে নাৱল। বিষ্ণুপ্ৰিয়াৰ দৰ্শনস্থাপ, মহান গবেষণা নিজৰ হংকৰা দিব্যাপ্ৰমে গেলে ২ জুন ২০১১ খ্ৰিস্টাব্দ তাৰিখে ইহলোক এৱাদিৱা নিত্যধামে গেলে।

হৰিদাস সিংহ : লেখক বাৱো গীতিবাহী-গবেষণা, কৈলাশহৰ, ত্ৰিপুৰা।

ড. কালীপ্রসাদদার নিঃশিঙে দ্বি-আকচুটি কথা অধ্যাপক বীরেন্দ্র সিংহ

শ্রীগোবিন্দো জয়তু । জগৎকল্যাণহেতবে শিবায় মতিরত্ন মে ।

ড. কালীপ্রসাদদা রামদিন নামে দৌর খয়া পেইলগা । তার বিরোগে সমাজে তথা
বিদ্যানমহলে আখ্যায় আহ্বান উপস্থিত অইলহা । গিরক সমগ্র ভারতবর্ষরমা বিখ্যাত
ভাষাতত্ত্ববিদ আল আসিল উহানাং কোন সংশয় নেই । মি নিঃশিঙে অউরি- তা
পিএইচডি ডিগ্রি পানার খানি পিছেদে ১৯৭০ সালর জানুয়ারি মাসে পুনাং যিত্তেগা
Banaras Hindu University-র Birla Hostel-গর ২০৯নং কক্ষগত আকদিন
সেহাং মোর উপেই ফওইলহা । মি উবাকা সংস্কৃত বিভাগে MA Final-র ছাত্রগ ।
রাতিহান ছিন্ন-বেইবুনি রারি-পরি প্রাণভরে দিলাং । সংলাপে দাদাই হারপেইলো
Vedic group-এ মোর specialisation. লগে লগে মাথলো- “বীরেন, Vedic
group নেসংগাতা রাম হবা অসে বেহেতু মোরতা MA-রমা Philosophy group
আসিল” । রারি দিতে হারপেইলু তা পিএইচডি নিতেগা করেসে পরিশ্রম বারো
পাসে প্রতিবন্ধকতা উতা । মোরেও পিএইচডি করানির উপদেশ দিরা প্রাণনার দিন
বিরানে পুনাংদে গেলগা । এহান হারপানি থক, কালীপ্রসাদদা আমায় সমাজে পরলা
Ph.D-holder-গ বারো মি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়র পরলাকার ছাত্রগ ।
ঔদিনকার অমৃতময় স্মৃতি আজিও অনুভূতিরমা জাগের ।

১৯৭২ সালর কথা- শিলচর জিসি কলেজে সংস্কৃতর অধ্যাপক নিয়োগর
বিজ্ঞাপন দেমা অসে । দাদাই মোরে টেলিগ্রাফযোগে আবেদন করামিরকা
জানেইলো- তদনুসারে মিরো জিসি কলেজে আবেদন করিরা অধ্যাপকগ হিসাবে
নিয়োগ পেইলু । ঔ সময় মি পিএইচডির থিসিসহান প্রায় লমকরলেগাউ দাখিল
করে নুরারিরা কলেজে যোগদান করলুহা । দাদা কাছাড় কলেজে সংস্কৃতর
অধ্যাপকগ বারো মি গুরুচরণ কলেজে ।

মোর বিদ্যার কত মাহু পিছে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালর যে মাহু কালীদা বহুগ দেহানি মনেইল আরো আমার বিদ্যানগরর গরে তারে নিয়া গেলুগা, লগে তার ভাগিনক প্রমীলা। প্রমীলা সংস্কৃত এমএ-র ছাত্রীণ আসিলি। তানু রাতিহান আমার গরে খায়া পিছেকার দিনে শিলচরে আইলা। ঐ সময় দাদারে অনুরোধ করেসিনু বিয়া আহান করানিরকা বুনিয়া। উত্তরে দাদাই মাংল- বিয়া উতা তোমারতা, মোরতা নাগই। কথা এহানে স্পষ্ট করলো তা চিরকুমার অনাং লেপসে। শিলচরে ভাড়াটিয়া গরে তাউ আসিল, মিরো আসিনু- প্রায় আধা কিলোমিটার দূরত্বে, ফলে প্রায় দেহা আইল, আনাগোনাও করলাং- কদাচিৎ সমাজর য়ারি, কদাচিৎ লেরিকর য়ারি, কদাচিৎ হাস্য পরিহাস। এসাদে প্রায় দুই বা আড়াই বছর শিলচরে কাটেইলাং। ষাংনাং ১৯৭৪ সালর দিকে তা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে Lecturer-গ অয়া গৌহাটিং গেলগা। অত্রান্তরে তার লেখা 'A note on the term Bishnupriya Manipuri' নাঙে পুস্তিকা আহান প্রকাশ আইল। ঐহানাং 'A low caste hindu theory' বুনিয়া মতবাদ আহান আসিল। উহানল সমাজে ভাঙর প্রতিফ্রিয়া আহান সৃষ্টি আসিল। "জগৎমোহন সিংহ, "কার্তিকসেনা রাজকুমার, "কিরোদবিহারী সিংহ প্রমুখ আকদিন মোর গরে অয়া আলোচনা করিয়া লেপকরলাং মতবাদ উহানর গজে বিকল্পধিয়া মনিপুরী জাতির সঠিক স্থিতি বারো পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া লেরিক আহান প্রকাশ করানি। তদনুসারে ১৯৭৬ সালে জগৎমোহনবাবু বারো মোর যুগ্ম Authorship-এ The Bishnupriya Manipuris and their language নাঙে লেরিক আহান প্রকাশিত আইল। লেরিক উহান পেয়া কালীদা মোর গজে রাম সৌরয়া শিলচরে অয়া মোরে মাংলহা- "বীরেন, এবাকা তি এতা কিতা না ইকরলে পণ্ডিতগ নাইলেখাও, জগৎমোহনর গোড়ামিহান বাগিও বুলতে তি এতাং কিয়া ছুমইলেতা" ইত্যাদি মাতিয়া গেলগা। উবাকান্ত দাদার লগে মোর সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন আইল। কালীদা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়েত জিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতর বিভাগীর প্রধানগ অয়া গেলগা। উশেইত আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতর বিভাগীর প্রধানগ হিসাবে শিলচরে বারো আহিল। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা অনুবদর ডিনগ হিসাবে কাম করিয়া অবসর দিলগা। তা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাইতে সম্ভবত ২০০১ সালে বাংলাদেশর সিলেটর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়র প্রোফেসর আলমগীর আহমেদ মাঙর বিধান গিরক আগ বরাক উপত্যকার জনগোষ্ঠীর জীবনচর্চা পর্যবেক্ষণ করাং আহেসিল উপেই কালীদা আকদিন সেয়াং তার গরে গিরক উগর লগে সমাজর বিধান বারো নেতৃস্থানীর কতগরে মিলাদেসিল উতারমা মিও যৌওসিনু। আলোচনাং 'মনিপুরী' বিবর এহানর প্রামাণিকতাই প্রাধান্য পাসিল। উতার পিছেদেস্ত মতবাদে খানি অনেকা থাইলেও তার মৃত্যু পর্যন্ত বির বেইবুন্দির ব্রাহ্মপ্রমহান অটুট থা গেসিলগা যেহেতু আমি বিরগিও রাজা-লকেইগি।

কালীদাস কতখন কেন্দ্র সমাজে চিরস্মরণীয় থাইতই। দাদা আমার সমাজে লেখ বা করণেক প্রকাশ করানির অমানুত। সমাজে একমাত্র ডিলিট উপাধিধারী। ভাষাতত্ত্ব পৰেফালো বিষ্ণুখিয়া মণিপুরী ভাষাহান প্রতিষ্ঠিত করানির দিকদৰ্শনদেকুরাণ। কালীদাসদাদার শ্রমসাধ্য আমার ভাষার Dictionary-হান অমূল্য সম্পদ আহান বেহানে ভাষা বারো সমাজৰ গৌরব বৃদ্ধি করেদিলো। দাদাগিরকর কাব্য বা প্রবন্ধসাহিত্য বিচার করলে তাৰে উচুমানর কবি বা সাহিত্যিক আন হিসাবেও পা'পারিয়ার। উভাত্তই জিঙে শৈল্পিক বারো সাংগঠনিক নিপুণতাল জাতহানর ভিত্তি সুদৃঢ় করেদেসিল। এসাদে সৰ্বগুণসম্পন্ন মানু জগতে বিরল। দাদার সাদানে সুসন্ধান আৱাকউ জৱম অকা- এহান গোবিন্দৱাং মাগৌরি।

অধ্যাপক বীৰেন্দ্ৰ সিংহ : লেখক বারো প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, গুৱাহাটী কলেজ, শিলচৰ।

এ মালেমর করুণতম এলাহান কুমকুম সিংহ

মোর জীবনর প্রাথমিক স্মৃতি ঔতারমা ভ. কালীপ্রসাদ সিংহর বাড়িহান ছড়িত অরা আছে। হুন্দা মোরতা নাগৈ, মোর সমসাময়িক হাকি আমার মানুহ প্রাথমিক স্মৃতিং গিয়ক বিদ্যমান। গিরকর ছাত্র-ছাত্রীর হাদিৎ এ স্মৃতিহান আরাকৌ থবল।

১৯৭৪-৭৫ খ্রি.। মি নৌহাটি ইউনিভার্সিটিং এমএ পাকরলু সমসহান। ঔ সমস স্যার আছিলতাই সংস্কৃত বিভাগর প্রফেসারগ। মি ইংরেজি বিষয়র ছাত্রীগ অইলেউ ভাষাতত্ত্বর গজে রিসার্চ করানিরকা স্যারর পিঠিয়ে পিঠিয়ে আটলু। স্যারর ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি অসীম বান্ধা আছিল। মোর পাকরানির আশ্রয়হান দেহিয়া মোরে আকসিন স্যারর ঘরে (কোয়ার্টারে) নিয়া গেছিলগা। স্যারর নিজস্ব লাইব্রেরিগ দেহিয়া জ্ঞানলাভর যৌরাতহানে লেইরিক আকেইহান আকেইহান করে চান্ধ খেঙছিলু। ভাষাতত্ত্বর গজে লেইরিক হাবিস্ত নিরাম। ঔতার গজে আছিলতাই বৌদ্ধধর্মর তথ্যপূর্ণ লেইরিকমাহি। বৌদ্ধধর্ম বারো বৌদ্ধসংস্কৃতির গজে স্যারর অগাধ জ্ঞান আছিল। আপাতদৃষ্টিং ধর্মভীরুগ নাইলেউ স্যারর অন্তর বৌদ্ধভিত্তি আগর সাদে মর্মিল বারো প্রশান্ত আছিল।

ভ. কালীপ্রসাদ সিংহ আছিলতাই আমার সমাজর পয়লা ডিলিটগ। গিরকে ভাষাতত্ত্বর অধ্যয়নে একান্ত একাগ্রচিহ্ন আছিল। গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর গজে গবেষণা করিয়া ডক্টরেট উপাধিও পাইছিল। মোরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর গজে স্যারে গবেষণা করানিরকা মাঙেছিল। বারো ঔহানর সালে মোরে ভাষাতত্ত্বর গজে লেইরিকমাহি পাকরানিরকা দেছিল। মোর মনহান জনমহান সাহিত্যর প্রতি অনুরাগী। এরে কঠিন ভাষাতত্ত্ব মোরাং শাষণশারা লাগেছিল বারো মোর মনহানাত বিকল্প প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ঔহানে ভাষাতত্ত্বর গজে গবেষণা করানি না মনেয়া স্যাররাংত লুকালুকা খাবদেছিলু।

খালকরিয়া আগমনক লাগের এতাপারা মীরস পাখান বিষয়হামাং, বিশেষ করিয়া আমার ভাষাং বে বিষয়হামার গজে কোন পূর্বপাঠ বা লেইরিক নেই ও বিয়রে স্যার এতাপারা ডাঙর বারো কঠিন গবেষণা কিসাদে করলতা! আকদিন স্যাররে আরকরতেগা ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির কথা জবর করণ অরা মাতেছিল।

ও সময় ওহাম আছিলতাই স্যারর অগ্নিশরীকার সময়হাম। ভাষাতত্ত্বর কামহাম আতে লহিল অথচ কষ্টকাকীর্ণ পথগ আটিয়া লালনি অসম্ভব অছিল। স্যারর জাঙর পাডাহামি অছিল ক্ষত বিক্ষত। ভাষাতত্ত্বর পথগ রাঙিলা অছিল রক্তাক্ত জাংহামিল। স্যাররাংত হুমেছিলুতাই স্যারে উনি পাচবহর-হাবি মানুর লগে হবার না টটরাছিল। ওবাকা চিন্তা হুকা আকহাম অছিল- ভাষাতত্ত্ব। স্যারর বরর মুত্তর দুয়ারহাম বাহিরেত্ত ডালা আগ লাগেরা থছিল। উদ্দেশ্যহাম অছিলতাই বরে মানু নেই খালকরিয়া মানু আলথক অরা যান। ওবাকা রুচ্ছ বররর তিতরে গভীর ধ্যানে বহেছিলতাই স্যাররুপী সন্ন্যাসীং। হুকা জামলাত্ত করানিরকা মাগে, উদ্দেশ্য সিদ্ধি অনাহাম মুখ্যহাম অছিল। কিন্তু এরে গবেষণার ক্ষেত্রং স্যারে কোন কুলকিনারা মাগেরা, কিসাদে ভাষাতত্ত্বর পথগ চুমকরিয়া যান দিশা না পেরা স্যারর বে করণ অবস্থা অছিল ও করণ রারিহাম স্যারে দেখিল।

মনিপুরে গিয়া স্যারে খানি তথ্য খমকরানি পারেছিল। ও তথ্যহামি যথেষ্ট নারা স্যারে কিসাদে কিহান ইকরতু হারপা নারিরা দিশাহারা অছিল। খাংতা স্যারর কলমগ উবা অ-পড়েছিলনা। দুঃখহামে জর্জরিত অরা সরস্বতী ইমারে ভাহে ভাহে মাটিং পড়িরা গড়াগড়ি দিরা কাদেছিল উনি। রারিহাম দিতে আগেকার দুঃখর সময়হাম মিথনিং অরা স্যারে কাদে বেলাছিল। কথাহামি হুমিরা মিরৌ কাদানিহাম ঠেমকরানি মুরারেছিল।

এহাম শীকার করানি লাগতে বে স্যারে কঠোর পরিশ্রম করিয়া আমারে আমার ভাষা-সংস্কৃতির মূলগ বিসারা দিরা আমারে সংস্কৃতিমান সমাজ আহামর অধিকারী করে দিরা গেলগা। আমার ঠারহাম বে বরংসম্পূর্ণ বতহ ভাষা আহাম, অন্য কোন ভাষার অর্থাং বাংলা বা অসমিরা ভাষার হেরাং পরিপুষ্ট মাগে অর্থাং ভাষালেষ্টহাম মাগে উহাম বিভিন্ন মিটিঙে অন্যজাতর লেখক পণ্ডিতর লগে তর্ক-বিতর্ক করিয়া স্যারে নিজর জাতহামরে প্রতিষ্ঠা করানিং সফল অছিল। এতাপারা মানু এগরে আমি জীবিতকালে মাচিমলাং, 'দুঃখ দিলাং। শেষ বরসে স্যারর আতে নিরাম পরগা মাখানিরে অভিধান আহাম ইকরিয়াও ছাপানি মুরারল। 'আমন্দরাম বরুয়া ইপটিটিউট অফ ল্যান্ডুয়েজ, আর্ট অ্যান্ড কালচার'-এ ছাপানিরকা দারিত্তহাম লছিল। বুনিরা স্যারে জবর হারৌ অছিল। ও হারৌর কলাকল স্যারে ভোপ নাকরিয়া গেলগা। আমি এতা হাবি তপমুচ্ছ শিষ্য-শিষ্যা ধারাও নিজর নিজর কামে ব্যস্ত থারা স্যাররে উপবৃত্ত বহিল গিহাসন আহাম

হকৈৱেদে নুৱাৰনাং । নীতিশাস্ত্ৰীৰ ঠাৱল স্যায়ৰ দুঃখহান এসাদে মাতানি ৱাকৱেৰ—
'কাৰ কাৰে কাদুৱিতা আকুৱো হৱ না গেইলা ।' এৱে এগলে ৱাৰিচুটি আহান
দিং ।

মোৱ ইয়া শ্ৰীমতী সুৰজ্যোতি সিংহ হুমা জ্ঞানী ওনীং নাগৈ, ওনীৱে সয়াদৰ
কৱানিও জ্ঞানল । ড. কালীপ্ৰসাদ স্যায় জীৱনহান সাহিত্যচৰ্চাং কাটেৱা নিজৰ
সংসাৰ আহান বুলিৱা স্থিতি আহান নাইলহানৰ সালে মোৱ ইমাই জবৰ হিমপেৱা
আছিলি । ঠৈ সময় স্যায় গৌহাটি ইউনিভাৰ্চিটিং ধকৈসৱগ অৱা আছিল । স্যায়
অভদিনে খানি সাতুৱে পাউৱি বুলিৱা ইমাই স্যায়ৱকা শিক্ষিতা খানি বয়স্ক সুন্দৰী
কইনা আগ মনহানাত ঠিক কৱিৱা আকদিন স্যায়ৱে আমাৰ ঘৰে শুভ খানৱকা
নিমন্ত্ৰণ কৰেছিলি । স্যায় বধাসমৱে আহেছিলি । নিঙলসৌ উগৱেউ ইমাই ডাহিৱা
আমেছিলি । স্যায়ৱে ইমাই ইন্দিত আহান দেনিৱে স্যায়ৱে হৱপেইল । নিঙলসৌ
উগই স্যায়ৱে সমস্কাৰ কৱানিৱে স্যায়ৱে আহকৱল, 'ইয়া ভোৱ সাতুশুন কিহান, তি
এলাভে দেনা পাৱৱিতা' ? 'ইয়া' শব্দহান হুনামিৱে মোৱ ইয়া কিট অনিহান ৱাকি ।
মি ৱাৱো আহানিহান খামকৱানি নুৱাৱিৱা ৱামগন্ত ধাবদিৱা নিকুলেছিলু । ইয়াৱ
হাবি পু্যান-প্ৰোখাম বিকল অইল । মোৱ ইচেউ লাভপেৱা ৱামে হমেইলিগা । এৱে
এগলে আৱাক ৱাৱি আহান নিহনিং অইলু ।

অসমিয়া বৈষ্ণৱধৰ্মপ্ৰচাৰক শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য পৰমজ্ঞানী
মাধৱদেৱ । গুৰু শঙ্কৰদেৱৰ ৱৰগিখানিৱে মাধৱদেৱে জবৰ ৱানা পেইল, ঠৈহানে
তেইৱ জাতকগ হিসাবে তাৱে পানা মনেইল । আকদিন তেই কুমাৰী জিলকৱে (ঠৈ
যুগে কুমাৰীকন্যা লহং দেনাৱ প্ৰথা আছিল) বুদ্ধি কৱিৱা মাধৱদেৱৰ ৱৱৰ কামে
পাংকৱানিৱকা দিৱাপেঠেইল । মাধৱদেৱে ছেলাসৌগৱে লেঙ্গালে তুলিৱা
মালকৱাং আনিৱা ফৌকৱে দিৱা মাভেছিল— 'ইয়া, গুৰুকন্যা মোৱ বমকগ পাৱা ।
তেই মোৱ ৱৰকাম কৱে দিঙে এহান জবৰ লাভৱ কথা আৱ তেইৱে জিলকৱে
দিৱা গেলুগা ।' শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱে মইলকৱে জবৰ পৱধেৱা মাংল— 'তি মোৱ
এতাপাৱা শিষ্যগৱে সাধাৱণ খালকৱিৱা সংসাৱবন্ধনে ৱাখানিৱ চেষ্টা নাকৱি ।'

মোৱ ইমারৌ ড. কালীপ্ৰসাদ স্যায়ৱে সংসাৱবন্ধনে ৱাখানি মনাছিলি এহান
ধক নাছিল । ঠৈদিন হৱপেইলু স্যায়ৱে কিৱা নিজৱে 'ভীম' বুলিৱা মাভেছিল ।
বিষ্ণুপ্ৰিয়া ইয়াৱকা তা জীৱনহান উৎসৰ্গ কৱানি মনাছিল । গিৱকৱ ভাৰাং মাভে
গেলো— 'মোৱ ঠইগ তি, মোৱ এলাহান তি, ভোৱকা বুলিৱা জীৱন এহান
মাংকৱেছ মি ।'

স্যায়ৱ লগে হৌদিন শ্ৰীমণীন্দু সিংহ (কমজাৱভেটৱ অক কৱেস্ট) আহেছিল ।
ইমাই তানুৱে হবা কৱে খানৱতা দেছিলি । খানা লয়নিৱ পিছেদে মণীন্দুবিনিৱে
স্যায়ৱে এলা আহান দেনাৱকা মাভেছিল । স্যায়ৱে ভাৱ ভাৱ নিজৰ লেংকৱা
দুঃখজীৱনৰ ৱাৱো এ মালেমৱ হাবিস্ত কৰণতম এলাহান দেছিল—

বুলুৰি মি মানু বিছাৰেয়া ,
 বুলুৰি মি মানু...
 ভালবাসা-দয়া-দৰদে কট্টালা
 হৃদিত পৰশ চেয়া চেয়া ।
 ফুলৰ সমান কট্টালা হৃদিত
 ভিতৰে বাহিৰে নিৰমল যোগ
 আকাশৰ সাদে বিয়াট মহান
 দুখী ভাপিতৰ দৰদিয়া ।
 দৰদ মিয়ায় কম সংসাৰে,
 দৰদি কুংগ আহো তুৰা কৰে,
 মাটিৰ পৃথিবী বৰ্গহান কৰো
 আনন্দৰ ধাৰা বহুয়েয়া ।

প্রকৃত দৰদি 'মানু বিছাৰেয়া' বুলানিৰ, এ সৰুৱা, এ অশেষণৰ কোন অস্ত
 নেই। ড. কালীপ্রসাদ স্যাৰে ধৰ্ম্মইগ আতহানাং দৰিয়া 'মানু' বিছাৰাছিল। কিন্তু
 ঔ 'আকাশৰ সাদে বিয়াট মহান দৰদি মানু'গ গিৰকৰ জীৱিতকালে যুতে আয়া
 উবা নাছিল সাং। এৱে এলাহান ভীৰবিছ অস্তৰৰ এলাহান, বকতল ৰাজা অছে
 হৃদিতৰ এলাহান। গিৰকৰ অভিজ্ঞতাহান অইলতাই এ সংসাৰে দৰদি মানুৰ জবৰ
 অভাব। কতিয়ো আকাঙ্ক্ষা কৰে লৌদে লৌদে দৰদি মানুগৰে ডাকলতা। কিন্তু
 গিৰকৰ জীৱনে ঔ দৰদি মানুগ আয়া উবা নাইল। 'আনন্দৰ ধাৰা বহুয়েয়া' এ
 মাটিৰ পৃথিবীহানৰে বৰ্গ-হকৰানিহান নাইল।

কুমকুম সিংহ : লেখিকা; আসাম সৰকাৰৰ শিক্ষাবিভাগৰ যুক্ত সঞ্চালক।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রদূত ড. কালীপ্রসাদ সিংহ শ্রীজৈমন্তকুমার সিংহ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ড. কালীপ্রসাদ সিংহর অবদান অপরিমিত। কনাকেশ পুরি এতার প্রতি তার অদম্য আকর্ষণ আছিল। এ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করিরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাত এহানরে উচ্চ আসন আহানাত বহেরা সমাজ এহানর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আহান সৃষ্টির আশাল দেহ-প্রাণ হাবিতা সমর্পণ করিরা সাধনা করিরা গেলগা। এতা হাবি করানি সন্তোষ আশা ধুং নারা আক্ষেপ আহানলো এ পৃথিবীত বিদায় নিলগা।

কালীপ্রসাদ কনাকেশ পুরি নিরাম মেধাবী ছাত্রগো আছিল। পাঠশালাত পুরি দশম শ্রেণি পর্যন্ত কোনদিন প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় নাহে। তৃতীয়-মানর কেন্দ্রীয় বৃত্তি পরীক্ষাত বৃত্তি পাইল। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দত গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাত চতুর্দশ স্থান দখল করেছিল বারো গণিত, সংস্কৃতে লেটার মার্ক পাইল। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দত শিলচর ওরফরণ কলেজে আইএ প্রথম বিভাগে বারো ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দত সংস্কৃত অনার্সে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিত প্রথম শ্রেণি থানা বিএ পাশ করেছিল। ঐ বছর তার বাহিরে আর কোনও সংস্কৃতে প্রথম বিভাগ না পাই।

বিএ পাশ করানির সিঁছে কালীপ্রসাদ দর্শনশাস্ত্রলো এমএ ডামকরানির ইচ্ছালো কলিকাতাত গিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়র সাধারণ সোস্টেলে শ্রীজৈমন্তকুমার সিংহর অতিথি হিসাবে থাইলগা। কালীপ্রসাদর পরিবারর অর্থনৈতিক অবস্থা উচ্চশিক্ষার অনুবুল নাগই। সাধারণ কৃষক পরিবারর মানুষগো। ঐ কারণে প্রাইভেট টিউশন করিরা ডামকরানির ইচ্ছালো টিউশন বিছারেরা আছে। কোন উপায় করে মুরারিরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নারা ইয়ে ক্লাস করিরা থাইল।

এমতাবস্থাত আকস্মিক নৈবাৎ মরেন্দ্রপুর রায়কৃষ্ণ মিশ্রের শিলচর রায়কৃষ্ণ মিশ্রের পরিচিত সন্ন্যাসী স্বামী চক্রিকানন্দর সঙ্গে দেখা অইল। স্বামী চক্রিকানন্দর সহায়তার মরেন্দ্রপুর রায়কৃষ্ণ মিশ্রের বিনা খরচে তার ধান-খানার ব্যবস্থা অইল। শিবহর মরেন্দ্রপুর রায়কৃষ্ণ মিশ্রের দ্বারা বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রথম শ্রেণিত প্রথম স্থান বারো সমগ্র কলা বিভাগেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এমএ পাশ করলো।

এমএ পরীক্ষা দেনার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার কল মিকুলানির আগে তার শিক্ষক শিলচরর কাছাড় কলেজর সংকৃত বিভাগর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দ্বিতীশচন্দ্র পালচৌধুরীর উদ্যোগে তা কাছাড় কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করলো। কাছাড় কলেজে মিরোপ পানার পিছেদে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গবেষণা অকরলো। গিরক দর্শনশাস্ত্রর মানুষো গতিকে দর্শনশাস্ত্রলো গবেষণা করানি উহানে স্বাভাবিক ধারণাখন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জাতর মুখে আমার জাতর ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য বারো অপমানজনক সিদ্ধান্ত হুনাগিরে এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য হারপানিরকা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বলো গবেষণা অকরলো। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর ইতিহাস-সংস্কৃতি-আচার-ভাষা-নবভাষার ইত্যাদি সংগ্রহ করানিরকা গিরকে মণিপুরেও অকরিয়া জিপুরার রাঙাপানি পেরা হাবি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী গাঙে বুললো। মাদইগাঙ বারো রাজারগাঙর সমাজব্যবস্থা বারো ভাষার পার্থক্য হারপানিরকা মাদইগাঙ অঞ্চলে করেকবার গেলগা। এসাদে সংগ্রহ করা বিহর এতাল তার গবেষণাগ্রন্থখন ইকরিয়া কলিকাতার বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়া উহানর গজে ও বিশ্ববিদ্যালয়েও পিএইচডি উপাধি পেইলো ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দত। এ গবেষণাগ্রন্থখন পরবর্তীকালে The Bishnupriya Manipuri Language নাঙে প্রকাশ করলো। উহানর গজে ভিত্তি করিয়া 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা' নাঙে আরাক গ্রন্থ আহান প্রকাশ করলো।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার অভিধান আহান রচনা করানিরকা ড. কালীপ্রসাদ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দত শব্দ সংগ্রহ করানি অকরেছিল। গিরকে প্রায় ত্রিশহাজার শব্দ সংগ্রহ করেছিল। উভাত দশহাজার শব্দ খেইকরিয়া উৎস বা ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া শব্দ উভালো An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri নাঙে অভিধান আহান প্রকাশ করেছে। এ ধরনর অভিধান ভারতে পইলা ইকরেছেগো ড. সুকুমার সেন। গিরকর লেখা অভিধান উহানর নাঙ An Etymological Dictionary of Bengali. উহানর পিছেদেই কালীপ্রসাদর অভিধান আহান দ্বিতীয়খন। অবশ্য সম্পূর্ণ অভিধান এবাকাও প্রকাশ নাহে। বর্তমানে গিরকর খুলা বেরক শ্রীশ্যামানন্দ সিংহর তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ অভিধান ছাপানি অর। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দত গিরকে The Concept of the Absolute in Indian Philosophy নাঙর গবেষণাগ্রন্থ আহান ইকরিয়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়া উহানর গজে ১৯৮২

খ্রিস্টাব্দে D Litt উপাধি পেইলো। ঐ সময় সমগ্র আসামে কালীপ্রসাদ তিননম্বর D.Litt উপাধিধারীগো।

কালীপ্রসাদ বেসিনেন্ত সমাজের কামে লাগেছে, উনিবেন্ত পুরি সমাজের দল আহ্বান ইর্বাশিত অরা গিরকর লেখার অপব্যাখ্যা করে করে তার বিরুদ্ধাচরণ করানি অকরেছিল। আকদিনকার য়ারিহান। গিরকর ভাষাতত্ত্বর thesis-অর গজে Ph.D পানার প্রাক্কালে। সমাজসেবী গিরক আগোর আকদিন কালীপ্রসাদর thesis উহানর খসড়া কাগজ উতা দুহান-আহান গজে গজেদে আহি বুলেরা প্রশংসা করিয়া গেলগা। উহানর কভোদিন পিছে সমাজর চারিচরগরাদে প্রচার অইলতা- ১. কালীপ্রসাদে জাতহান বাঙালিরাং বেছেছে; ২. কালীপ্রসাদে বিষ্ণুপ্রিয়া এভারে বাঙালিও আহেছি আতল্গা জাতহান বুলিরা মাতেছে; ৩. কালীপ্রসাদে বিষ্ণুপ্রিয়া এভা মণিপুরী মাগই বুলেছে; ৪. কালীপ্রসাদে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা এহান বাংলার উপভাষাহান বুলেছে ইত্যাদি। কেহেতু গিরক উগো বিখ্যাত সমাজসেবীগো, উহানে হাবিরে তার কথাহান বিশ্বাস করলা। কোণে-কোণেদে তার বাণী উহান ধ্বনিত অইল। চারিচরগারা কালীপ্রসাদর বিরুদ্ধে সমালোচনার মুখর অইল। লগে লগে সমাজসেবী গিরক উগোর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি ইকরেছে- কালীপ্রসাদর thesis এহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর স্বার্থর পরিপন্থী। গতিকে তারে Ph.D ডিগ্রি এহান নাদিরো বুলিরা উপদেশ দেছে। ঐ চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ড. সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি গিরকে দেছে চিঠিহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাত অনুবাদ করিরা সেনা অইল- “হে গিরক, আপনার যে চিঠিহানাত শ্রী কে.পি. সিংহরে Ph.D ডিগ্রি নাদানিরকা উপদেশ দেছি, ঐ চিঠি উহান পেইলাও। উহানর পরিপ্রেক্ষিতে মি মাতুরিতাই কোন প্রার্থী আগোরে আপনার নামে মানুর উপদেশ ইলরা ডিগ্রি নাদিয়ার। তদুপরি গিরকে যে ইকরেছি, উহানে প্রমাণ কয়েরতা গিরকর ভিতরগো নিয়াম অনাচার অছে। ভদ্রতা বজার থরা কিসাদে চিঠি ইকরানি লাগের, উহান গিরকে হিকানি থকইতই। গিরকর চিঠিহান থাকরিয়া হারপানি য়াকরের যে গিরকে কে.পি. সিংহর গবেষণায় উহান নাও থাকরেছি। কারণ, ঐ গ্রন্থ উহানাত গিরকে বেসাদে মাতেছি উসাদে সমাজর পরিপন্থী কোম কথা নেই। বরং কে.পি. সিংহর তার গবেষণায় উহান এমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগো উপস্থাপন করেছে যে এহানে বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজর সম্মান বৃদ্ধি করতই। গিরক নিচরই শিক্ষিত মাগুগো। কিন্তু হারপেরা থইবাও, আপনার এতদিনর শিক্ষা হাবি ব্যর্থ।”

কালীপ্রসাদে সমাজ-সংস্কারমূলক বারো ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত অনেক লেখিক প্রকাশ করলো। কিন্তু বিরোধী দলের দাপটে ঐ লেখিক না চলিল। কোনগোর ঐতা নাও দেখলা, নাও থাকরলা। হুন্না দুর্নাম বটানিত থাইলা। এ অবস্থাত কালীপ্রসাদ গিরকের তার মনর ছালা এলা আহানাত প্রকাশ করেছে। উহানর পইলাকার পারেউহান অইলতার- ‘এ ছালায় কথা করে মি মাততু আর।’

এহানৰ পৰিৱেশিত গোকুলানন্দ গীতিস্বামী গিৰকৰ এটা উহানৰ কথা মনে পড়ৈ-

কাৰ কাজে কাদুৱিতা আকগোয়ও হাব না পাইলা

হাবৰ কাজে মাতভোগাতে আৱাক আহাম নিংকৰলা।

কিতাপাৱা দিন আহাম কালীপ্ৰসাদ গিৰকে বিৰোধী দলৰ আৱাক মেতা আগোৱে মাতেছিল- “এৱে চা গিৰক, নালা এতা ছি ধৱনৰ আছে, আকতা বিল বা হাওৱেন্ত নিকুলেৰ, আৱাক আকতা পাহাড়েন্ত। বিল বা হাওৱেন্ত নিকুলেৰ নালা উতাৱে বাধ দিয়া ঝিকৰে পাৱতাৱা, কিন্তু পাহাড়ি নালা বা ঝৰনাৱে বাধ দিয়া আটকানি মনেইলে নালা উহানে বাধগো বাগিয়া যিতইগা, না হয় পাহিয়া যিতইগা। মি পাহাড়িয়া ঝৰনাগো। মোৱে আটকানিৰ কমতা কাৱতাও নেই।” এসাদে দৃঢ়চিত্ত মানুগো অন্যৰ কাৰণে এতা হাবি প্ৰতিবন্ধকতাৰ মাঝেও তাৰ অষ্টী সাধনৰ উদ্দেশ্যে নিৰলসভাবে সমাজৰ কাম কৰিয়া গেলগা।

Assam Backward Classes Commission-এ আমাৰে ‘বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী’ হিসাবে তালিকাভুক্ত কৰলো সময় উহানাত মেইতেই বেইবুনিৰে বিষ্ণুপ্ৰিয়া এতা মণিপুৰী নাগই, সুতৰাং ‘বিষ্ণুপ্ৰিয়া’ শব্দৰ আগে বা পিছে ‘মণিপুৰী’ শব্দ ব্যবহাৰ কৰানি নাইতই বুলিয়া আন্দোলন চালেইলা বাৱো মেইতেই বেইবুনিৰে কে. কুমাৰধন সিংহৰ নাঙে Assam Backward Classes Commission-অৰ অৰ্জাৱৰ বিৰুদ্ধে গৌহাটি হাইকোৰ্টে Writ Petition ফাইল কৰলা। ঔ সময় যে কালীপ্ৰসাদৰে ‘বিষ্ণুপ্ৰিয়া এতা মণিপুৰী নাগই’ বুলেৰ বুলিয়া দুৰ্ণাম কৰেছিল ঔ কালীপ্ৰসাদই মেইতেই বাৱো বিষ্ণুপ্ৰিয়া ঝিৰতাও মণিপুৰী বুলিয়া জোৱালো যুক্তি দেখুৱাছিল বাৱো তাৰ ইকৰা Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture লেৱিক উহানৰ কয়েক কপি A.B.C. Commission-এ দিয়াপেঠাছিল। মেইতেই বেইবুনিৰে তাৰ যুক্তি উতাৱে খণ্ডন কৰানি দুৱাৰেছি। সুতৰাং বিষ্ণুপ্ৰিয়াৰ ‘মণিপুৰী’ শব্দ ব্যবহাৰ কৰানিত মেইতেইৰ আপত্তি না টিকিল।

কালীপ্ৰসাদ গিৰকে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাতত্ত্ব, সমাজ-সংস্কাৰ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বৰ জীবনী, কীৰ্তন ইত্যাদিৰ গজে ৪২হান লেৱিক ইকৰেছে। গিৰকে জাত এহানৰে ঠইগো দিয়া বামা পাছিল, কিন্তু কল কিস্তিও নাপেইলো। গীতাত ভগবানে মাতেছে- ‘কৰ্মন্যোবাধিকাৰন্তে মা কলেশু কদাচন’। গীতাৰ এ অমোঘ বাণী কালীপ্ৰসাদৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰযোজ্য আছে। গিৰক ২০১১ খ্ৰিস্টাব্দৰ ২ জুন তাৰিখে ইহধাম ত্যাগ কৰিয়া গেলগা। গিৰকৰ লমৰগা কথাহান- “মি জাত এহানৰকা জাহাজ বোঝাই মাল নিয়া আহেছিল, কিন্তু আহক নেয়োনীৰে হাবিতালো ফিৰিয়া বানাত ঝাধ্য আইলু।”

পৰ্জেশ সিংহ : লেখক, ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিৰকৰ খুলা বেয়ক, শিলচৰ, অসম।

ভাষাচার্য ড. কালীপ্রসাদ সিংহ শ্যামানন্দ সিংহ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের ভাষ্যাকাশে ভাষাচার্য ড. কালীপ্রসাদ সিংহ উজ্জ্বল নক্ষত্র আগো। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের নিজস্ব পরিচয়লো পৃথিবীর ইতিহাসে স্বীকৃত করে ইকরিতা খনারকাই ড. সিংহর আবির্ভাব। কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহর ভাষালো - আমার সমাজে দ্বিতীয় কালীপ্রসাদ আগো জন্ম নাইতাই। তারো, আজি সমগ্র সমাজ গিরক এগোরে দৌগোর সাদে নিংকরতারো, হৃদয়মন্দিরে থরা পূজা করতারো। কালীপ্রসাদ সমগ্র সমাজে হুন্না চিরস্মরণীয় নাগই, চিরবন্দনীয়।

ড. কালীপ্রসাদ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দর ৩ জানুয়ারি শিলচর শহরর ৫ কিমি পশ্চিমে অবস্থিত কচুধরম গাও জন্ম অছিল। তার পিতৃদেবর নাঙ বাবাইসেনা সিংহ বারো মাতৃদেবীর নাঙ ইম্মাগো দেবী। বাবাইসেনা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ভাকুলা আগো অছিল। তার সাতহান এমাটিক হকা যে গিরকে ডাকগোত পুংলল বারেইলে উতা ভাবকর কানে টেঙ টেঙ বাজিল পারো, এমাটিক স্পষ্ট, এমাটিক নিখুত।

১৯৪৬ সালে ড. সিংহ গাঙর সোনামানিক পাঠশালাত ভর্তি অইল বারো ১৯৫১ সালে বৃত্তি পেয়া ওর শ্রেণী পাশ করানির পিছে শিলচর পাব্লিক হাইস্কুলে ভর্তি অইলগা। ১৯৫৭ সালে সংস্কৃত বারো অংকত সম্মানিত (letter) নম্বর থয়া বারো সমগ্র অসমে চতুর্দশ স্থান দখল করিয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করলো। ১৯৫৯ সালে গুরুচরণ কলেজেস্ত ১ম বিভাগে আইএ পাশ করলো বারো ১৯৬১ সালে এ কলেজেস্তই সংস্কৃত অনার্সলো সমগ্র অসমে ১ম শ্রেণীত ১ম স্থান দখল করিয়া বিএ পাশ করলো বারো গুরুচরণ কলেজে সমগ্র কলা বিভাগে ১ম স্থান দখল করেছিল বুলিয়া গিরকে 'বলাই স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করলো। ১৯৬৩ সালে বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত সংস্কৃতলো ১ম শ্রেণীত ১ম স্থান অধিকার করিয়া এমএ পাশ করলো বারো রৌপ্যপদক লাভ করলো। বিশ্ববিদ্যালয়গোত সমগ্র কলা

বিভাগে ১ম অছিল বুলিয়া তাৰে 'সতীশচন্দ্ৰ দে বৰ্ণপদক'লো ভূষিত কৰলা। লগে লগে আৰা শিলচৰৰ কাছাড় কলেজে অধ্যাপনা অকৰলো। ১৯৬৮ সালে A study in the Bishnupriya Manipuri Language এৰে thesis এহানৰ গজে যাদবপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph D উপাধি পেইলো। ১৯৮২ সালে বৰ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে The Concept of Absolute in Indian Philosophy এৰে thesis এহানৰ গজে D.Litt উপাধি পেইলো। অসমিয়া ভাষালো 'শ্ৰীমদ্ভগবদ্গীতাৰ দৰ্শন' ইকৰেছিল বুলিয়া গীতাৰ্থী সমাজ বোৰহাটে 'গীতাচাৰ্য' উপাধি প্রদান কৰলা। An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri ইকৰেছিল বুলিয়া বিষ্ণুখিৰা মনিপুৰী সাহিত্যসভাৰ ১৯৯৭ সালে গীতিশাস্ত্ৰী শতবাৰ্ষিকী পুৰস্কাৰ প্রদান কৰলো। বিষ্ণুখিৰা মনিপুৰী ভাষাতত্ত্বৰ জগতে তাৰ অতাবমীৰ অবদানৰকা ২০০৯ সালে দিব্যাপ্ৰম সংস্কৃতি কেন্দ্ৰত 'ভাষাচাৰ্য' উপাধি প্রদান কৰানি অছিল। বিষ্ণুখিৰা মনিপুৰী সাহিত্যসভাৰ সভাপতি মণীন্দ্ৰ সিংহৰ ড. সিংহৰে জাতিৰ জমক বুলিয়া উল্লেখ কৰেছে। আমেৰিকাত প্রকাশ পাইছিল সমগ্ৰ পৃথিবীৰ ভাঙৰিৰা মানুহ জীবনী সম্বলিত অভিধানে তাৰ জীবনীহানও প্রকাশ পাইছিল। সংস্কৃত ভাষাৰ গজে ইতালি বারো হল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বসন্মেলনে যোগদান কৰেছিল। এসাদে তাৰ স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জীবনে গৌৰবময় জীৱন আহান ৰচনা কৰেছিল।

বিষ্ণুখিৰা মনিপুৰী সমাজে ড. সিংহৰ অবদান অপৰিসীম। তাৰই কাৰণে আমি আমাৰে মনিপুৰী বুলিয়া পৰিচয় দেনা পাৰেছিঁতা। 'বিষ্ণুখিৰা' শব্দগোৰ আগে বা পিছে 'মনিপুৰী' শব্দগো সংযুক্ত কৰানি না- এহানেই আমাৰ মেইতেই সমাজৰ প্রধান কথাহান। এ সমস্যাৰ সমাধান নেই, কুনো মীমাংসা নেই। OBC কমিশনে case-হান চলিল। গিৰকে বিষ্ণুখিৰা মনিপুৰী সমাজ বারো ভাষাৰ স্বপক্ষে প্রতিবেদন দাখিল কৰলো বারো লগে তাৰ The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture নাঙৰ লেৱিকহান দাখিল কৰলো। OBC কমিশনে তাৰ বগানহানাত ইকৰেছে- "...Dr. K.P. Singha, Professor, Deptt of Sanskrit, Tripura University, Agartala submitted statement under his forwarding letter dated 22.10.94 supporting the claim of the petitioners. He has filed copies of his book 'The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture' to substantiate his statement. ...The objectors have not filed any counter on the statement and book, referred to above of Dr. Kaliprosad Singh in spite of service of copy on them".

OBC কমিশনে মাতেছেতা- ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিৰকে দেখে বক্তব্য বারো লেৱিক উত্তা বিৰোধীপক্ষৰাং দেনা সন্তোষ তামু উত্তা কাপে নুৱাৰেছি। গৌহাটি

উচ্চ ন্যায়ালয়েও ড. সিংহর বক্তব্য বারো গ্রহর গজে OBC কমিশনে যে রায়হান দেছিল উহান বহাল আছে। সুপ্রিম কোর্টেও এ রায়হান বহাল আছে। ড. সিংহর ঐ বক্তব্য বারো শেরিকহান কমিশনের আবেদনে না হমেইলে আমার জাত বারো ভাবার নাঙহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নায়া হুন্না বিষ্ণুপ্রিয়া অইতে বিচিত্র নেয়ছিল। গিরকেই ভীমগর্জে মাতেছে- 'Bishnupriya Manipuri was formed on the soil of Manipur and nowhere else.' (p 3, The Bishnupriya Manipuris)

কুনো কুনো গতিতে আমার ভাষা এহানরে বাংলা বা অসমিয়ার উপভাষাহান বুলিয়া মান্ধারা। ড. সিংহর বহু যুক্তিলো উহান খণ্ডন করিয়া মাতেছেতা- Thus, BPM has certainly got the status of a distinct language. গিরকে A note on the term Bishnupriya Manipuri, The Bishnupriyas are certainly Manipuris নাঙর শেরিক ইকরিয়া প্রমাণ করলো বিষ্ণুপ্রিয়া এতা মণিপুরী। তার সংস্পর্শে আয়া জাতীর অধ্যাপক ড. সুনীতিকুমার চ্যাটার্জিরে আমার ভাষাহানরে পতন ভাষাহান বুলিয়া স্বীকৃতি দিলো। গিরকর ইকরা An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri অত্যন্ত অমূল্য সম্পদহান। এসাদে অভিধান ড. সুকুমার সেনর An Etymological Dictionary of Bengali ছাড়া কুনো আধুনিক ভারতীয় ভাষাত নেই। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ ইকরিয়া আমার ব্যাকরণর দিক উহান পুরা করে দিল। গিরকর ইকরা সাধারণ অভিধানহান প্রকাশ পানার পথে।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ মূলত দর্শনশাস্ত্রর, বিশেষ করিয়া ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনর মানুগো। উহানে ভারতীয় দর্শনর বিভিন্ন মার্গ নিয়া সূক্ষ্মভাবে গবেষণা করেছিল। ভারতীয় দর্শনর গজে গিরকর হাবিস্ত ডাঙর কীর্তিহান ভার The Concept of the Absolute in Indian Philosophy, যেহানাত তা সমস্ত ভারতীয় দর্শনর হাবি মার্গত ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব কিসাদে গ্রহণ করানি আছে, উতার বিস্তৃত আলোচনা করেছে বারো যেহানর গজে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েরেস্ত তারে D.Litt উপাধি দেনা আছে। ঐ গ্রন্থ উহানাত কালীপ্রসাদ গিরকর যেতা যেতা দিজন বিচারধারা আছে, উতা হাবি তিলকরিয়া তা Reflexion on Indian Philosophy বুলিয়া গ্রন্থ আহান প্রকাশ করেছে। এতার বাহিরে Nairatmyavada নাঙে বৌদ্ধদর্শনর গ্রন্থ আহান, The Philosophy of Jainism নাঙে জৈনদর্শনর গ্রন্থ আহান, Thoughts on Tantra and Vaisnavism নাঙে তন্ত্র বারো বৈষ্ণবদর্শনর গজে গ্রন্থ আহান, Sri Chaitanya's Vaisnavism and its sources নাঙে বৈষ্ণবদর্শনর গ্রন্থ আহান, A Critique of A.C. Bhaktivedanta নাঙে ISKCON-অর প্রতিষ্ঠাতা অভয়চরণ ভক্তিবেন্দ্য গিরকর দার্শনিক সমালোচনা আহান বারো Indian Theories of Creation নাঙে ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বর গজে গ্রন্থ আহান, Metaphysics in Sankara Vedanta, The self in Indian

Philosophy, On the need of Sanskrit এসাদে বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গৈছেগাঁ। সংস্কৃত ভাষালো 'ন্যায়দর্শনবিমর্শঃ' নাঙে ন্যায়দর্শনৰ গ্রন্থ আহ্বন, 'শাঙ্করবেদান্তে তত্ত্বমীমাংসা', 'শাঙ্করবেদান্তে জ্ঞানমীমাংসা' নাঙে অদ্বৈত বেদান্তদর্শনৰ গজে গ্রন্থ দুহান প্রকাশ কৰেছে। এসাদে কৰিয়া গিরকে ২০/২১হান গ্রন্থ ভাৰতীয় দৰ্শনৰ গজে প্রকাশ কৰেছে। অসমিয়া ভাষালো লেখা ১০ খণ্ডৰ ভাৰতীয় দৰ্শনৰ গিরিজ আহ্বন ইকৰেছে, এবাকা উহান কিহান কিতা অইল মাতে নুয়াৰিয়ার। এতার বাহিৰে বিভিন্ন জাৰ্নাল-এ কালীপ্রসাদ গিরকরতা দৰ্শনৰ গজে পেপাৰ বা এবন্ধ প্রকাশ অছেতা প্রায় ৩৫হান। এসাদে কৰে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ গজে ড. কালীপ্রসাদৰ অবদান প্রচুর।

এসাদে বহুতনসম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষ এগো গেলগা ২ জুন, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তার প্রতিষ্ঠিত দিব্যাপ্রমেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। পিছেকার দিনে তার মৃতদেহগোলো বে শোকবাঞ্ছহান অছিল উহানাত হাজার হাজার মানু উপস্থিত অছিল। দিব্যাপ্রমেই কালিঙে গিয়া শহিদ সুদেব্জয় মূর্তিগোত পুষ্পাৰ্চ অৰ্পন কৰিয়া দিব্যাপ্রমে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন অইল। শিলচর বারো গৌহাটিৰ হাবি পত্রিকাভ, শিলচর দূরদর্শন, BTN-এ ড. সিংহৰ মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত অইল। মৃত্যুৰ বারদিনকার দিন উহান যুবনেতা রাজকুমার অনিলকুম সিংহ, বিষ্ণুধিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভাৰ সম্পাদকৰ মণিকান্ত সিংহ বারো নরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, সমাজসেবী তথ্যকসেনা সিংহৰ প্রবল চেষ্টায় ড. সিংহৰ আবক্ষ মূর্তিগো দিব্যাপ্রমেই প্রতিষ্ঠিত অইল। তার শ্রাদ্ধৰ দিনে মানুৰ মহাসাগর- হাজার হাজার মানু। সমাজৰ প্রত্যেক পরসনান্ত ডাকুলা, ইসাল্পা, দোয়ারলো আরা আহির পানিলো ড. সিংহৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন করলা।

ব্যাখ্যানক সিংহ : লেখক ড. কালীপ্রসাদ সিংহৰ খুলা বেকক, কাছাড়, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ দাদার নিঙে দ্বি-আকচুটি ব্রজগোপাল সিংহ

গেলগা ২ জুন ২০১১খ্রি. ড. কালীপ্রসাদদা এ মালেমর লগে সম্পর্ক এরে দিয়া নিজর ভিটায়াটি কচুখরমে দৌ অইল। এরে পৌ এহান সিতারানির লগে লগে আমার সমাজর হাবি থাকর মানুহাংস্ত চিনকরে আর আর সমাজরমা পেয়া দুহুখ প্রকাশ করলা বারো বিভিন্ন শোকসভা, মিছিল এতা হাবি দাদার আত্মার সদগতিরকা বুলিয়া আরোজন করলা। ঔ দাদাগিরকর প্রতিভা বিকাশর য়ারি বারো সমাজর বিশিষ্ট সাহিত্যিক বারো বিদক গুণিজন আগো হিসাবে তেংকলে তেংকলে উপু-ঝাপি চপকো বুজে বুজে আছে। অর্থাৎ য়ারি প্রকাশ করিল মাছি না কুরের। তেবউ দাদাগিরকর নিংশিঙে দ্বি-আকচুটি না মাতলে বা প্রকাশ ন করলে যি নিজে সমাজরাং দোখী আগ বুলিয়া নিংকরুরি। তা থকরা ঔ দাদাগিরকর নিঙে দ্বি-আকচুটি সমাজরাং কাংকরুরি।

যি বেবাকা ১৯৬৮ সালে শিলচর জিসি কলেজে পিইউ পাকরানিরকা ভর্তি অইলুনা, ঔপেইত কালীপ্রসাদদা সংস্কৃতর প্রবক্তা হিসাবে কাছাড় কলেজে আহিল। ঔ সময়ত অধ্যাপনার হাদিরেদে কলিকাতার হাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত বিকুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে গবেষণা করিরা পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করল দাদাগিরকে। পিছেদে গিরকে বহু ভাষাতত্ত্বর লেরিক প্রকাশ করল।

দীর্ঘ দশ বছর কাছাড় কলেজে অধ্যাপনা করানির ধাংনাত ১৯৭৪ সালে নৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়রমা সংস্কৃতর প্রাধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি পেইল। ঔরে বছরর খেলভায়ে মিয়ৌ নৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়রমা এমএ পাকরানিরকা ভর্তি অরা দাদাগিরকর লগে দেহা করলু। দীর্ঘ কয়েক বছর নৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়রমা অধ্যাপনা করেছিল। ঔরে সময়ত ড. কালীপ্রসাদ গিরকে ‘বিকুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা’ বুলিরা লেরিক ঔহান কংকরেছিল, যেহান সমাজরমা নিয়ামপারা চিন্তার খোরাক জুগাদেছিল।

ঔতার পিছেসে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়েসে নিকুলিয়া ১৯৮৯ সালে ত্ৰিপুৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰমা সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি পাইল। ঔ সময়ত গিৰকে সংস্কৃত ভাষাৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থ, কাব্যসংকলন ইত্যাদি প্ৰকাশ কৰল।

ঔতাৰ খাংনাত অস্থিৱাৰ ভিয়েনা কংগ্ৰেছে ভাৰতীয় দৰ্শন তথা বৈদিক সম্মেলনে ভাৰত সরকারৰ পক্ষত উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিনিধি আগো হিসাবে যোগদান কৰেছিল খুলিয়া পৌ পানা অছিল। ঔপেইন্ত কিয়ানিৰ পিছে গিৰকে ভাৰতীয় দৰ্শন বিষয়ে গবেষণা কৰিয়া ১৯৮২ সালে বৰ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েসে ডি.লিট উপাধি পাইল। ১৯৯৫ সালে শিলচৰৰ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগৰ প্ৰধানগো হিসাবে যোগদান কৰেছিল।

এসাদে অবস্থাত ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহৰ কৰ্মময় জীৱন দুতেদে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্ৰসৰ অৱ। ঔ সময়ত বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ছাত্ৰ-যুব সংস্থা বাৰো গণসংগ্ৰাম পৰিষদ ইয়াঠাৰ চালু কৰানিৱকা বিভিন্ন আন্দোলন অকৰলা, তেংকল আহান বেৰাপা বেইবুনি ছেলে গেলাগা বাৰো নিয়ামপাৰা গাবুৱাপুয়েই-পুৰিছেলেইৰ জীৱন পক্ষু আইল। ঔ অবস্থার পৰিপ্ৰেক্ষিতে আসামৰ প্ৰাক্তম মুখ্যমন্ত্ৰী হিৰেশ্বৰ শইকিয়া গিৰকে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সম্প্ৰদায়ৰে ১৩মং কলামে তত্ত্বাল কৰে অবিসি লিস্টিভুক্ত কৰে দিল। এহান সমাজৰ ইতিহাসে ডাঙৰ গৌৰৱময় অধ্যায় আহান।

ঔবাকা ভাষা চালুৰ ক্ষেত্ৰে অৰ্থাৎ পাঠশালাৰমা ইয়াঠাৰে লেৱিক পাকৰানিৱ দাবিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সাহিত্যসভা, বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী মহাসভা, বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ছাত্ৰ-যুব সংস্থা, সমাজ সংস্থা এসাদে বিভিন্ন সংগঠনেসে আৱাকৌ জোৱদাৰ প্ৰচেষ্টা চলিল। কলে ২০০১ সালে আসাম সরকারে পাঠশালাৰমা ইয়াঠাৰে লেৱিক পাকৰানিৱ আইন কাৰ্যকৰ কৰল। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে 'কনাক-পাঠ' চালু আইল।

ঔ সময়ত ড. সিংহ গিৰকে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰে বিশেষ ভূমিকা নিলগা। গিৰকে সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাৰ তিনিগো জিলাৰমা (কাছাড, হাইলাকাঙ্গি, কৰিমগঞ্জ) বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাপ্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ খুলিয়া বেকাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, যুবক-যুবতীৰেল প্ৰশিক্ষণৰ ব্যবস্থা কৰল। ঔহানাত আমাৰ সিভিপি হাইৱাৰ সেকেভাৰি স্কুল এগো প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আগো আছিল। ঔগো বাদেউ আৱাকৌ বিভিন্ন কামে ভাষাপ্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ খুলানি আইল। বাৰো গিৰকে আসাম সরকারৰ লগে ছাত্ৰ-যুব সংস্থা বাৰো গণ-সংগ্ৰাম পৰিষদেসে চিনকৰে দফাৱ দফাৱ আলোচনা কৰিয়া অনেক উন্নতিৰ কামে ফৌকৰেছিলগা। দাদাগিৰকৰ এ অবদান পাহৰামি থক সেই।

ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিৰক সমাজৰ কৃতী পুৰুষ আগো। বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সাহিত্য বিকাশৰ ক্ষেত্ৰে পুৰোধা ব্যক্তি দাদাগিৰক আসাম সরকারৰ সাহিত্যিক

পেনসমখাঙ মানু আগো । তার প্রকাশিত বিভিন্ন লেখিকরয়া উল্লেখযোগ্য কত্থান— 'The Bishnupriya Manipuri Language', 'প্রবন্ধমালা' (১ম, ২য় বারো ওত্ত খণ্ড), 'বিশ্বপ্রিয়া মণিপূরীর দিকপাল', 'বিশ্বপ্রিয়া মণিপূরী ব্যাকরণ', 'বিশ্বপ্রিয়া মণিপূরী অভিধান' বারো বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তথ্য, বিশেষ করিরা বিশ্বপ্রিয়া মণিপূরী সংস্কৃতি বারো কৃষ্টি, বিশ্বপ্রিয়া মণিপূরী রহিবৃষ্টি, মালনীলা, রাখোয়াল, উদুখল, স্বাসক এতার গজেউ নিয়ামপারা লেখিক প্রকাশ পাহিল । গিরকর আরাক ডাঙর অবদান আহান আইপতাই ভারতীর দর্শনর গজে বাক্য কত্থান লেখিক লেখকরানি ।

লেখা এহানর খামতলেদে দাদার শেষ জীবন সম্পর্কে খানি আহান না মাতলে বা প্রকাশ না করলে অপূর্ণ আইতই নিঙে মাতানি মনাউরিতাই বে, ড. কালীপ্রসাদদার শেষ জীবন খানি আহান অশান্তি তিতরেদে কাটেছিল । হয়তো সাংসারিক জীবনে না হমানিরে খানি আহান অশান্তি পাহিল । ঔতা বেতাউ অক, ঔ চুটি উগো এরে দিলে, গিরকে অধ্যাপনার কামেসে অবসর পানর পিছেদেউ সমাজর উন্নতিরকা বুলিরা যথেষ্ট ভূমিকা নেছিলগা । শেষ জীবনে শারীরিকভাবে হিনপানি অকরল সময়তউ আমার দুগ্গভহুড়ারনা নুয়া হুঙনির পথে ভিন্নি কলেজগর সামরিকভাবে অধ্যক্ষ হিসাবে খি-মাহার চুয়া কামে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল (২০০৮ সালে), যেহানর কলকৃতি হিসাবে দাদাগিরকর আনীর্ষাদে ২০১১ সালে দুগ্গভহুড়া কলেজেস্ত পইলা ব্যাচর ১১গোরমা ভূতীর বর্ষ কলা বিভাগ চূড়ান্ত পরীক্ষাত ৫গো পাশ করলা ।

তা থকরা ঔ ড. কালীপ্রসাদ দাদাগিরকর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে সমাজর হাবি থাকর মানুরে প্রজ্ঞা সম্মান জানানি থক । গিরকর লেখারমা আগেদে কোন বিতর্ক আইলৈরগায়ৌ ঔতা এবাকা চুমকরিয়া খেই খেই নারা, হাবিহানে ঐক্যবদ্ধ মনোভাবল এরে সংখ্যালঘু বা কুস্তিরাং সমাজ এহানর উন্নতির হকে আরাকৌ যুগেদে কাকেই করিক । অবশ্য দাদাগিরকর অত্যন্তিক্রিয়াত মহাসভা, সাহিত্যসভা, সমাজ সংস্থা, স্বয়ং-স্বব সংস্থা বারো মহিলার সমিতি হাবিহানে যোগদান করেছিলো— এহান হবা লক্ষ্য আহান । দাদার লেখকরা সাহিত্যকর্ম নুয়া করে পাঠ করিরা দাদার চিন্তাধারা, দর্শন উপলব্ধি করিক । ঔহান আইলে দাদার আত্মাগো শান্তি পেইতই ।

ব্রজগোপাল সিংহ : লেখক, গবেষক বারো প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সিভিলি হাইবার সেকেন্ডারি স্কুল, দুগ্গভহুড়া, করিমগঞ্জ, আসাম ।

বিতর্কিত প্রতিভা আহান চাম্পালাল সিংহ

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ এ মালেমে আর মেই। গিরকর অভাব এহান মোর ছদ্মিগৎ বাজেয়। গিরক বিতর্কিত অইলেও তা মোর প্রজ্ঞার পাকগো, মমন্যগো মোরাং চিরদিনেই।

উল্লেখ করানি না মনেইলেনদায়ৌ উল্লেখ করানিৎ বাধ্য অইলু— গিরকর ভট্টরেট ভিগির খিসিস ঔহানরে কেন্দ্র করিরাই গিরকরেলো বড বিতর্কর সূত্রপাত। ভট্টরেট পানার আগেই গিরকর খিসিস ঔহান সমাজর বুদ্ধিজীবী দুগো আগেই পাকরানির সুযোগ পাছি। কিন্তুমান আমি মূল খিসিস ঔহান নাপাছি, সুতরাং খিসিসহানাং সমাজর ক্ষতিকারক বা সম্মানহানিকারক কিভা আছিল আমি মাতে নুরারিয়ার।

'A Note on the term Bishnupriya Manipuri', 'The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture' ইত্যাদি লেখিক বারো Indian Linguistics-সহ অন্যান্য জাতীয় স্তরের বিভিন্ন periodical-এ প্রকাশিত ভার প্রবন্ধাবলি পাকরলে আমি সেহিয়ার যে, আমার ভাষা এহান মনিপুরেই হডহেহান, আমার ভাষা এহান বাংলা বা অসমিয়ার উপভাষাহান নাগই— এহান ভীক্স যুক্তিলো দেহরাছে। অন্যবেদে আমার ভাষাহানরে বাংলা, অসমিয়া, উড়িয়া ইত্যাদি ভাষার সমগোত্রীর বুলেছে। নিশ্চয় এহান বিতর্কিত বিবরণহান অ' পারেয়। কিন্তুমান, উপযুক্ত প্রমাণলো গিরকর এ মন্তব্য এহানরে খণ্ডন কুনোগরৌ নাকরেছি। হিন্দি ভাষাহানর লগে আমার ভাষার সম্পর্ক আছে ঔহান হাঙ্গহান, কিন্তু হিন্দির সমগোত্রীর ভাষাহান বুলে নুরারিয়ার। কারণ, হিন্দি ভাষার লগে মিলের উপাদান আমার ভাষাৎ যথেষ্ট নাগই।

যেতাউ অক, গিরক অকালে দৌ অন্যর আমার ভাষা সাহিত্যর যে অপূরণীয় ক্ষতি অইল এহান মি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করৌরি।

গিরকর লগে বিভিন্ন বিষয়ে মোরতা মতানৈক্য থাইলেও গিরকর বিশাল প্রতিভা উহানরাং মি নত নারা নুয়ারৌরি। 'প্রবন্ধমালা', 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী'র দুই পতানী', 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী'র দিকপাল' বারো অন্যান্য আর আর গবেষণাধর্মী লেখিক উতা আমার সাহিত্যর অমূল্য সম্পদ। অন্তত সমাজর 'দলিল' হিসাবে লেখিক এতা চির-প্রাসঙ্গিক অয়া থাইতই। আশা করৌরি কারতাও এ বিষয়ে ভিন্নত'নৈই।

আমার সমাজে গিরকর রচনাবলির উপযুক্ত মূল্যায়ন আকদিন হেসাদেও অইতই— সমগ্র সমাজ এহান বুলে বুলে কঠোর পরিশ্রম বারো অর্থব্যয় শীকার করিয়া যেতা যেতা তথ্য লিপিবদ্ধ করেদিয়া গেলগা এতার মূল্য নির্ধারণ করতে কুনোগই কুণ্ঠিত নাইতাই বুলিয়া মোর বিশ্বাস।

হাবিহুত যেহানলো মি নুংপাং অউরিহান— গিরক যতৌ বিভর্কিতগো অক, বিভর্কিত বিষয় ঔতা বাদ দিয়া অন্যান্য অবদান উতায়েতে শীকার করানি লাগেরনাই— ঔ সামান্য হৌনাবি চুটিশৌ উহানিৰৌ গিরক জীবিত থাইতে বারো মরানির পিছেও কুনোগই দিয়া নুয়েইলা, তার অনুগামী বারো তথাকথিত স্তাবক উতা ছাড়া।

মি আশাবাদী, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মই কালীপ্রসাদ গিরকর বখাৰ্খ মূল্যায়ন করিয়া গিরকরে সম্মানর আসনহানাং বহুয়েইতাই।

চাম্পালাল সিংহ : কবি, পিলচর, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ : জীবন আহান মধুরা সিংহ

মনশিকার এলা আহানঃ আসে 'দেবতাও বাড়া করে মানব হইতে...', বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসেও মাতে গেসেগা- 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। ঐ মানু অরা জরম অইলেতে মানুর কাম করিরা জানা থক- মানুরকা, সমাজরকা, দেশরকা। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ ঔসাদে মানু আগ, জেগই সমাজরকা, মানুরকা জেতা জেতা করে গেলগা, আরাক আগ এসাদে কুনদিন সেকরে পেইতাই নেই নাপেইতাই নেই মাতানি জবর চিল কথাহান। গিরক ভাঙরিয়াগ অইলৌ দাদা বুলিরা ভাকলু হাতে ইকরতে 'দাদা' ওরাহিগ বারে বারে আইতে পারে।

কালীপ্রসাদদাদারে পইলা পাসিলুতা- নর্মাল স্কুলে ভামকরলু উবাকা রবিবারর দিন আহান কাছাড় কলেজে 'গীতার ক্লাসে'। উদিন গীতার পইলা অধ্যায়র গজে বক্তৃতা দিল। মানান কারণে গীতার ক্লাসে আর গিরা মুরারলুগা। আকদিন কার লগে দাদার বাসাং গেসিলুগা পাহরলু। ঔবাকা দাদাগিরক কাছাড় কলেজে অধ্যাপনা করল। দাদাই বিরা মাকরানির সেকর করেসে বুলিরা ঔবাকা ছেনেসিলু নর্মালর ক্লাসমেট তথা ক্রমমেট ডেপুটেড টিচার সুখাংও রাজকুমার গিরকরাংত।

খাংসাকার দেহাহান কুল্পেই অইল উহান মনে না পরের, তবে কথাহানি মনে আসে- কনাকসৌর পত্রিকাহান 'কলাল'র পইলা সংখ্যাহান নিকুলানির পিসে। পত্রিকাহান চেরা হারৌ অরা মাতেসিল- 'নিয়ম করে নিকোলা জাগা, মি সংখ্যাহানলেহে রুপা দশহান করে দিতৌ।' ইকরা দেশরকা মাংলু আর 'আপাবপেইর কথা' বুলিরা আমার উপকথার গজে সফিক্ত ইকরা আহান নিরাপেঠাসিল, জেহান দ্বিতীয় সংখ্যাং ফংকরেসিলু। সামাংলেউ মাকরের আর্টিকল উহানান্ত মরাংত অকরে নিরামপারা মানু উপকৃত অইলা। ঔবাকা মি করিমগজর পাত্রিক হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকরিং আসিলু। মাতানি পাহরেসু- 'কলাল' নিকাললু উভার আগেই কালীপ্রসাদদা পিএইচডি পাসিল। উহানে দাদাগিরকরাংত

নিয়ামপারা হারপানির ধৌরাংল চিঠি ইকরলু। দাদাই চিঠিহান পানার লগে লগে উত্তর দিল, জে অভ্যাসহান আমার মানুয়াং কম দেহিয়ার। কালীপ্রসাদদার জন এহান হিকানিরহান।

ধাংলাকার দেহাহান অসিলতা গৌহাটি রেলস্টেশনে, সম তারিখ মনে নেই। ধাং, মরতা খটকা আহান লাগিল, ঘেবাকা গিরক মরে নাচিল। ঔবাকা মি ব্যাংকে চাকুরি কররিল। যেতাউ অক, ধাংলাকার দেহাহান আশির দশকে সিঙ্গারির মেহের হাইস্কুলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর বানানর আলোচনাসভাং। ঔদিনকার আলোচনাসভাং অকরাত্ত খামতল পেয়া বানানর খুটিনাটি রামপারা আলোচনা করিয়া লয়ইভেগা মাংল- “এখুংকম আহিক হাবিস্ত চর্চিত বার কট্টোভার্সিয়ার বিষয় উহানাং- ক্রিয়াবিস্তিৎ ‘স’ (দন্ত্য-স) দেনার ব্যাপারে। মি শতকরা একশভাগ হ-র পক্ষপাতীং, তেব সহতির সালে মাতৌরিতা- হ, স মিয়গিরৌ চলক।” ধাংনার দেহাহানৌ ঠিক ঔ ফামে অর্থাৎ বানানর গজে আলোচনা। প্রকাশ থানা থক, বানানর গজে আলোচনার সভা তিনহান অইল উতা নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদর ঠৌরাঙে অসিলতা। ধাংনাং দেহা অইল পথে। বরা রারি দেনার সুযোগ নেয়সিল ব্যস্ততার সালে। তেব দাদাগিরকরাংত সমাজে জে জে খুস্তল পেইলা উতার সালে নাঙহান বা ছবিহান মনে মেরাক মেরাকে আহের। আড্ডাং বা আসরে বা সভাং প্রসন্ আইলে আলোচনা অইল, এখাকাউ অর। আসান বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত চাকুরিজীবনর অবসান অইলে শিলচরে আসিল উবাকা থার দেকলু। উবাকাত্ত ক্রান্টেশনে ভূগল উহান দেকলু। পিসে পিসে শারীরিক বার মানসিক চাপে দাদাগিরকরে হিনকরল। হুংমৌ আকদিন আমারে বেলেয়া গেলগা। ইহলোকেস্ত পার্থিব দেহা গেলগাউ গিরকর আত্মাং এপেই আসে বুলিয়া মনে অর, কিয়া বুয়ে বৃহত্তর বুদ্ধিজীবী মহলে উপযুক্ত সম্মান পেইলৌ সমাজে ঔনাপা কমহান নাপেইল। বানানর আলোচনারকা তৃতীয় আলোচনাসভাং চিঠিল দেহা করলেগা বার্তনহান লনা নাকরেসে- ‘I am a defeated person’ বুলিয়া।

যেতাউ অক, বামানল আমার লগে মত্তর অমিল আহান থাইলেউ আমার মনোরাজ্যে নিঙর, শ্রদ্ধার উপযুক্ত আসনহানাং আমি থসি। কারণ গিরক একুত অর্থেই পণ্ডিতং, জ্ঞানী কর্মযোগীং। পিএইচডি পানার পিসে ডিলিট পেইল, যেহান অতি বিরল ব্যক্তিত্বর সম্মানহান। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ তথা আত্ম বুদ্ধিজীবী সমাজ কালীপ্রসাদদারে পেয়া ধন্য অসি। মানুয়ে যাকরকা নাকরকা বৌনেই চালাসিল কলমং গারিগই মমহানে পাংকরেসে মাছি চালেয়া গেলগা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর গজে গবেষণা করিয়া ডক্টরেটং অরা নিজরে জ্ঞানসমৃদ্ধ করল উহান হাইহান, উত্তম জিঙে সমৃদ্ধ করল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজহানরে। কিয়া বুয়ে, আমি কনাক্ত ইকরলেউ মনে চিংনা-চিংনি আহান আসিল আমার ঠারে ইকরিয়া

হুজুৰী গিমে কানা অইতইতা বুলিরা। ঔহানান্ত মুক্ত অরা উৎসাহ উদ্দীপনাল
ইকরানি অকরলাং। এবাকা আমি ডাঙর অরা মাতে পারিয়ার- আমাৰতাউ
সাহিত্যভাণ্ডাৰ আগ আসে। ঔহামল মি ড. কালীধ্বনিসিংহ বুলতে আমাৰ উৎসাহ
বুলিরা নিংকররি। ঞানিমানি জাপাং আমাৰ মতৰ লগে না মিললেউ An
Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri আমাৰ অমূল্য সম্পদ
আহান। দাদাৰ খুচা বেকক বন্ধুবৰ শ্যামানন্দ গিৰকরাংত হাৰপেইলু বিকুখিরা
মনিপুৰী অভিধান আহানৰ ছাপাৰ কাম লয়নিৰ খেলভায়ে ফওসেগা। প্রভুৱাং
মাগৌৰি গিৰকৰ আত্মগারে শান্তি দিগাদেক। লয়ইভেগা এহামেই মাতানি
মনাউরি, সাৰ্থক জীবন আহানৰ মাঙ ড. কালীধ্বনিসিংহ, গিৰক মনিয়াউ অমর।

মধুৰা সিংহ : কবি হাৰো প্রাবন্ধিক, শিলচর, কাছাড়, আসাম।

কালীপ্রসাদদা : সমাজদরদি মানু আগ কালাসেনা সিংহ

কালীপ্রসাদদার লগে মোর পইলা দেহা অসিলতাই ১৯৬৭ সালর ফ্রেব্রুয়ারি মাহর কুন দিন আহনাভ। শিলচরর কাছাড় কলেজর কাপাবারাত ইটখলার তার ভাড়াটিয়া বাসাহানাভ। মোর কাব্যগ্রন্থহান 'মঞ্জুরি' ছাপার অঙ্করে অউ বসর জানুয়ারি মাহর, পইলাদে ফুটসিল। মি ঔবাকা শিলচর নর্মাল স্কুলে ভামকরুরি সমরহান। মোর আত্মদার মারুণ কাছাড় কলেজর সাহিত্য বিভাগর ছাত্র শ্যামানন্দই (কালীপ্রসাদদার খুলা বেরক) মোর কবিতার লেরিকহান পেয়া নিয়াহ হারৌ অরা থাকাতগ মাছি দিয়া তা নিজেস্ত আন্তয়েরা মোরে মাতল- দাদার তোর কবিতার লেরিকহান পেইলে জবর হারৌ অইতৈ, ঝিরগিরে আকদিন তারাং গিরা লেরিকহান দিয়া আইতাতাইগা। মি কালীপ্রসাদদার নাংহান আগেন্তৌ ছেনসু বার হারপাসু বিস্ত তার লগে যুভায়ুভি পরিচর অনা নারেসু। গিরক মেথাবী ছাত্রল হিসাবে কনাক্ত ধর্মর উগদে মতিহান আনেশ হিসাবে লয়াগত নিয়াহ নাং ফিটেসিল। অউ সময় উহানাভ কালীপ্রসাদদা অধ্যাপক হিসাবে ছাত্র বার বিস্ত- সমাজে অতিপরিচিত নাংহান অসিল। বন্ধুবর শ্যামানন্দর এ প্রস্তাব এহান ছনিয়া মোরতা আনন্দর সীমা নেরৈল; কুন্ডাকা কালীপ্রসাদদার লগে দেহা অইতৈ এ খৌরাত এহানল বাসা নারিরা ঝাইলু। যেতাউ অক, না ভিলয়া আকদিন বন্ধুবর শ্যামানন্দর লগে কালীপ্রসাদদারাং তার ইটখলার বাসাত গেলুগা। অউ বাসাহানাভ থায়াই কালীপ্রসাদদা কাছাড় কলেজে অধ্যাপনা করানির লগে লগে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর গজে গবেক্ষনা করের সমরহান। মোর কাব্যহান খুন্ডলহান করে তারাং তুলে সেনার মাধ্যমে তার লগে মোর পরলাকর পরিচরপর্বহান অগেলগা। কাব্যগ্রন্থহানর পাতা উল্টেরা চেয়া দুহান আহান কবিতা পাকরিয়া আরাকৌ এসাদে ইকরিয়া বানারকা মোরে উৎসাহিত করিয়া পরামর্শ আহান দিল- 'মঞ্জুরি' কপি আহান বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়র প্রফেসর ভাষাচর্চ শু. সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় গিরকরাং দিয়াপেঠা দেনা বুলিয়া। অউ মতে মিঠে ভাষাচার্য গিরকরাং লেরিকহান দিয়াপেঠা দিলু। ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গিরকৌ কাব্যগ্রন্থ এহানর প্রসঙ্গে মূল্যায়ন আকচুটি ইকরিয়া মোর ঠিকানাত চিঠি আহান দেনিল। কালীপ্রসাদদা সমরাস্তরে মোর কবিতার গজে মূল্যায়ন কoresিল।

কালীপ্রসাদদার টটরানির সরলতাহামে মোরে নিয়াম মুক্ত কoresিল। আগর পরিচিত মানুষর ডেকি মোর লগে য়ারিগ য়াহি দিল। এমনকি হাদি হাদিত বেরক শ্যামানন্দর লগেউ য়ারি দেব উহান লেংকা আগর লগে টটরার পায়। নিয়াম নুঙেই লাগিল। পিসেদেস মিঠে হাদি হাদিত তার বাসাত আকখুলাগই গেলুগা। জাতর সমাজর য়ারিগরি অনেকতা তারাত হুমানির সুযোগ পেইলু।

গেলগা শতকর বাইটর দশক এহান আমার জাতর সমাজ-জাগরণর ওরুড়পূর্ণ অধ্যায় আহান। এ সময়কাল এহানাত আমার ঠারর কীর্তন-পদাবলিরচরিতা, পদকর্তা, ইশালপাত চিনকরিয়া আমার ঠারর প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ বার পত্রিকা প্রকাশর মাধ্যমে কবি, লেখক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক বার নাট্যকার গিরিগিহানির আত্মপ্রকাশ ব্যাপকভাবে অ'গেলগা। এতার আগেউ সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, সাধনা আসিল কিন্তু এসাদে ব্যাপক নাসে। এ সময় এহানাত ইমাঠারল লেরিক ভামকরানির দাবিসহ জাতর আর আর প্রয়োজনীর দাবিল আন্দোলন সংগঠিত করিয়া আমার সমাজর মানুষে পূর্ব-ভারত এগ ভোলপাড় করিয়া তুলেসিলা। ঔ মুহূর্ত উহানাত আমার ঠারর গজে গবেষণা করিয়া বিষ্ণুধিরা মনিপুরী সমাজর পইলাকার গবেষক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। সময়হান ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কালীপ্রসাদদা ডক্টরেট সম্মান পেইল। গিরক 'ড. কালীপ্রসাদ সিংহ' হিসাবে সমাজে তথা পূর্ব-ভারতে খ্যাতিমান ব্যক্তি আগ অরা পাইল। আমার জাতর বাইটর দশকর গৌরবময় অধ্যায় এহানরে গবেষণার দিক এহান পুরাদিয়া আরাকউ ভালকরে দিল।

গবেষণার মাতুং ইলগা ড. কালীপ্রসাদদা বিষ্ণুধিরা মনিপুরী ঠারর উৎস সন্ধানে গিয়া আবিষ্কার করলগাতাই বিষ্ণুধিরা মনিপুরী ঠার এহান মাগধী-প্রাকৃতজাত ঠারহান বার বানানরমা ক্রিয়াবিভক্তিত 'হ' ব্যবহার করানির পদ্ধতিহান। এ ব্যাপারে সমাজর অনেক পণ্ডিতে মাস্তুরাতাই- আমার ঠারহানর উৎসগ শৌরসেনী-প্রাকৃত। বানানরমা ক্রিয়াবিভক্তিত 'হ' ব্যবহার অন্য দারের। ব্যুৎপত্তিগত বার উচ্চারণগত কারণে 'স' ব্যবহার করানি থক। এ ব্যাপারে ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গিরকর মতহান অইলতাই- বিষ্ণুধিরা মনিপুরী ভাষা এহান অসমিয়া, বাংলার সাদে মাগধী-প্রাকৃতজাতহান বার ভাষা এহান বাংলার উপভাষাতহান অন্তর্ভুক্তহান। আমার জাতীর সংগঠন মহাসভা বার সাহিত্য পরিষদে এ মত এহানর লগে আকমত অন্য হিনপেইলা। ক্রমান্বয়ে

সমাজের বিতরে, কবি-লেখকগোষ্ঠীর বিতরেও এ বিষয় এহানল দাপা দুহান সৃষ্টি
অইলা। তবে এতা ভাষাতাত্ত্বিক বার বৈয়াকরণিক পণ্ডিত গিরিগিধানির বিষয়বস্তু।
অউ গিরিগিধানির সঠিক সিদ্ধান্তই দিন আহান এতার সমাধান অইতে বুলিয়া
বিশ্বাস ধরায়।

আমার শিক্ষার মাধ্যমহান বাংলা অন্যর অভ্যাসবশত কুন চিন্তা না করিয়া
বাংলা বানানপদ্ধতিরে অনুসরণ করিয়া পইলা প্রায় হাবি লেখকে ক্রিয়াবিশ্তিত
'হ' ব্যবহার করলা। পিসে পিসে বিভিন্ন সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে বানানর
বিষয় হাতে হাতে করে পাঠকর মজরে পরানি অকরল। কুন কুনসৈ ক্রিয়াবিশ্তিত
'স' ব্যবহার করানি অকরলা। মোর নিজর লেখালেখির কামউ 'স'র মত এহানল
চলানি অকরল। বানানর ক্ষেত্রে কালীপ্রসাদদার মতর বিপরীতে মোরতাউ
চলানিহান পারা অইল।

১৯৭১ সালর ১ এপ্রিলে প্রকাশিত মোর দ্বিতীয় কবিতার লেখিকহান 'অচিন
পাহিরা'র কপি আহান কালীপ্রসাদদারাং খুস্তল দিয়া পেঠাসিনু। ঔ লেখিক
উহানাত ক্রিয়াবিশ্তিত 'স' ব্যবহার অসিল। লেখিক উহান পানার পিসে
কালীপ্রসাদদাই অতি দরদ, বাহানা-ধীতি ধরা চিঠি আহান ইকরেসিল। উহানত
উল্লেখ করেসিল- পৌর কবিতা হিসাবে হাবিহানিও প্রায় হবা অসে, পাকরিয়া
নিরায় হারৌ অইলু। কিন্তুমান ক্রিয়াবিশ্তিত 'স'র ব্যবহার উহানে ব্যাকরণগত
এটি মাহি বা গেসেগা, ঔতা সংশোধনর চেষ্টা করিস। এহানি মাতিয়া
ক্রিয়াবিশ্তিত 'হ' ব্যবহারর ব্যাকরণগত দিক উতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আহান
ধসিল। অউ বসর সিংলা অয়ার পাতিয়ালা গাঙেস্ত আমার যৌথ সম্পাদনার
(প্রমোদসিংহ সিংহ, নীরেন্দ্র সিংহ বার মি) প্রকাশিত 'মিডাল' সাহিত্য-সংকলনে
মোর 'সিংলাত বিষ্ণুধিরা মণিপুরী সাহিত্য সাধনার দিক আহান' নামর রচনা
আহান প্রকাশিত অসিল। উহানরমা লয়ার আদি সাহিত্য হিসাবে পৌরচারী বুড়ার
'কংসলীলা', ফুনেই পণ্ডিতর 'সিংনার এলা', নাকু অজ্জার 'জিনাধপূজার এলা',
বাবাগো সিংহর (বাবুতল সিংহ রাজবংশী) 'রামায়ন' ইত্যাদিস্ত চিনকরিয়া পুরানা
তথ্য ধরিয়া তুলানির প্রচেষ্টা আহান করানি অসিল। ঔ রচনা ঔহান আভে পানার
পিসে কালীপ্রসাদদা তার দারিত্বহান পারা অয়া মোরাং চিঠি আহান দেসিল।
উহানাত উল্লেখ আসিলতাই- মোর লেখা এহানাত উল্লেখিত কবি-সাহিত্যিক-
নাট্যকারর বার পদাবলির করপেখ সংগ্রহ করেসু কি না? নাকরিয়া ধাইলে উতা
সংগ্রহ করিয়া বেসাদেউ থনা, উতা আমার সাহিত্যর ভান্ডর সম্পদ ইত্যাদি
ইত্যাদি। এতা বাদেউ মোর কবিতা বার অন্যান্য লেখার বিষয়ে উৎসাহ দিয়া
আরাকউ হবা অক বুলিয়া মোরে গ্রহণযোগ্য কতহান সুপারামর্শ দেসিল। অউ
দরদি যনোভাবর কথা উতা মি কুনদিন পাহরে নাররি। এহানরকাই মোরাং
কালীপ্রসাদদা চিরস্মরণীয় অয়া ধাইতে।

বিশেষ ক্ষেত্রে আহানিত গিরকর লগে মতর অমিল থাইলেউ তার সরল সোজা ভাষাল ইকরা অতি উন্নতমানর লেখা প্রবন্ধ, আলোচনা আদিরকা ঔনাপা মর্যাদা দিতে আমি তারে না পাহরেসি। তার বানানপদ্ধতি গ্রহণ করানি হিনপেইলেউ আমার সম্পাদিত বা পরিচালিত পত্রিকাত তার বানানপদ্ধতি হবহ থরা আমি গিরকর অনেক মূল্যবান রচনা প্রকাশ করে গেলাংগা। ঔতারমা 'কৈকত', 'মুমিউস', 'সিংলা', 'লগতাক' পত্রিকা এতা উল্লেখযোগ্য। এতা ছাড়াও বন্ধুবর মমুরা সিংহর সম্পাদিত কনাকনৌর পত্রিকা 'কলাল'-এ কালীপ্রসাদদার রচনাদি প্রকাশ অ'গেলগা।

কালীপ্রসাদদার সমাজর প্রতি দরদর ডাঙর নিদর্শন পাগরা আসেতাই তার 'বিকুপ্রিয়া মণিপুরীর দিকপাল'-অর মত গ্রন্থ, বিশেষ করিয়া 'বিকুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী' গ্রন্থহানর পাতাত পাতাত। উতা পাকরলে সমাজহানর প্রতি কতিহান দরদ আসে, সমাজহানরে কতিহান বামা পার, সমাজহানরে কতিহান পালকরামি মনার উহান হারপেরার। এ গ্রন্থ এহানর বিতরে সমাজর হাবি দিক তুলিয়া ধরানির অকুরন্ত হন্বা করেসে। এ গ্রন্থ এহানর মাধ্যমে বিকুপ্রিয়া মণিপুরী জনগোষ্ঠীর অবস্থান, অতীত-বর্তমানর সামাজিক অবস্থা, নিখিল বিকুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভাত চিনকরিয়া সমাজর বিভিন্ন সংগঠনর অংতা লাকতা, আমার জাতীয় চেতনার কথা, ভাবুবিলা কৃষক-বিদ্রোহর মত বিখ্যাত ঘটনার স্মারি, আমার ভাষা-আন্দোলন, আমার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্মর বিষয় ইত্যাদি আরাকউ অনেক বিষয়াদির ধারা আগ হারপানির সুযোগ পেরার। গিরকে এ গ্রন্থ এহানর পরতে পরতে বহু মূল্যবান তথ্যপাতি নাপকরিয়া বিষয়বস্ত্তসমৃদ্ধ করানির অনেক হন্বা করেসে, যেতা পাকরলে হারনাপাসি বার বৌ-মাগরেসি অনেকতা বিষয় হারপা পারিয়ার। লেরিক এহানর বিতরে কুন কুন ক্ষেত্রে কিন্তু তথ্যবিকৃতি বার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পরানির ঘটনাও থা গেসেগা। উদাহরণ আহান উল্লেখ করানি রাকরের। গিরকর গ্রন্থ এহানর কাম আহানাত 'সিংলার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য' শিরোনামে তথ্য খানি পরিবেশন অসে। গ্রন্থ এহানাত উল্লেখ আছে- "ফুনেই পণ্ডিতর (জন্ম ১৮৭০-৭৫ ইং, পাতিয়ালা) 'কংস বধ', 'অভিমন্যু বধ', 'বজ্রবাহন', 'লক্ষ্যভেদ'-এ নাটক এতা অভিনয় করানি অছিল।" মি সিংলা অঞ্চলর ফুনেই পণ্ডিতর গাঙর মানুস হিসাবে হারপাসুহান অইলতাই- ফুনেই পণ্ডিত গিরকে কুনোদিস কুনো নাটক না লেখেসে। উল্লেখিত নাটক উতা আকহানৌ তারতা নাগৈ। তবে ফুনেই পণ্ডিত, মাকু অজা আসি আদিকবি হিসাবে মাথফিটা মানু।

কালীপ্রসাদদার ঝদ পরেসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যরমা উল্লেখযোগ্য আহান অইলতাই- উক্ত গ্রন্থহানর কাম আহানাত বিকুপ্রিয়া মণিপুরীর শহিদ হিসাবে চানবাবু সিংহ, গিরীন্দ্র সিংহ, সুদেব্রী সিংহ- এ তিনোগির মাং উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকারে মাতেসেতাই- "এতার বাহিরে আরাক দুগ আগরেউ শহিদ বুলিয়া কুনো

কোনোপই দাবি করতে পারা, কিন্তু এসাদে দাবির অনুকূলে আমরা কোনো ভাষা নাথানিয়ে উত্তারে আমি শহীদৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে নুৱাৰলোঁ।” এসাদে বিতৰ্কিত উক্তি ব্যবহার না কৰিয়া কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিৰকে তেওঁ শহীদৰ তালিকাত ৰাজবাহু সিংহ, সলিল সিংহ বাৰো বিমল সিংহ- এ সমাজস্বীকৃত শহীদ তিনিগিৰি মাং থাইলে নিৰাম হ'বা আইলইস বুলিয়া দিহকল্পি।

কালীপ্ৰসাদদেৱ 'বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰীৰ দুই শতাব্দী' গ্ৰন্থ এহানাত এসাদে ধৰনৰ লেইলেক খানি মানি থাইলেউ গ্ৰন্থ এহানৰ মূল্যহান অনেক উৰ্ধে বুলানি ৱাকৰে।

কালীপ্ৰসাদদেৱে এতা ছাড়াও তেওঁৰ দৰ্শন, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকৰণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ল বিভিন্ন গ্ৰন্থ, জীবনীগ্ৰন্থ বাৰ তেওঁ কবিতা-এলা-গ্ৰন্থখানিল গ্ৰন্থ গ্ৰন্থ কৰিয়া সমাজৰে খুন্তল দিয়া গেসেগা বেতাৰ পৰিমাণহান অন্যান্য লেখক গিৰিগিৰিমাৰাংত নিৰাম বুলানি ৱাকৰে। গিৰকৰ ৰচনা এতাৰ কুন কুন ক্ষেত্ৰে আলোচনা-সমালোচনা কৰিল মতো দিক থায়া থাইলেউ সমাজৰে পালকৰানিৰ বাৰ গ্ৰন্থকৰানিৰ ক্ষেত্ৰে অতি উজ্জ্বল ভূমিকা থা গেসেগা এহান অস্বীকাৰ কৰানি অসম্ভব। হাবিতা দিক বিবেচনা কৰলে দেহিয়াৰ-সমাজৰ প্ৰতি গভীৰ দৰদ, বাহানা-প্ৰীতি তেওঁ অকুৰন্ত অয়া আসিল। কালীপ্ৰসাদদেৱ সমাজৰ দায়িত্বশীল বাৰ দৰদি মানু আগ। কালীপ্ৰসাদদেৱ তেওঁ অৱদানৰকা আমাৰাং, সমাজৰ হাবিৰাং চিৰ অমৰ অয়া থাইতে।

কালীসেনা সিংহ : নট্যকৰ বাৰো সভাপতি, বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী সাহিত্য সংস্কৃতি একাডেমি, সিংগা, কৰিমগঞ্জ, অসম।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীৰ শাচাক আগ অনুকূল সিংহ

গ্ৰিক দাৰ্শনিক গিরক আগ মেলা আহানাত গিয়া চিকচিকি বেলিটিকে আতহানাত লেণ্টন আগ ধৰিয়া মানুহ মেইথমে উগ ভুলিয়া কুপকৰে চেয়া বুলেগা। উবাকা দাৰ্শনিক গিরকৰে আগই ধৰ্ম কৰেসিলতা- গিরক! তি দিনে- থহৰে লেণ্টনগ লাগেয়া কিতা বিসারাত। ধৰ্মকৰ্তাৰ উত্তৰে দাৰ্শনিক গিরকে মাভেসিলতা- মি মানু বিসারাউরিতা। এসাদে ডাঙৰ মেলাহানাত মানুহান চামিৰিক অসি উভাৰ হাসিগে দাৰ্শনিক গিরকে কিসাদে মানু তঙাল কৰে বিসারাত।

ঠিক ঠু গ্ৰিক দাৰ্শনিক গিরকৰ সাদানে আমাৰ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীৰ যুগপুৰুষ, দাৰ্শনিক ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকৰতাও তঙাল অনুভূতি আহান আসিল। গিরকে তাৰ লেংকৰা অমৰ অক্ষয় এলা আহানৰ লিৰিকৰমা মাতে গেসেগা- বুলুৰি মি মানু বিসারেয়া। আমাৰ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজৰ মা মানু রাত্তা? কতি মুঙেইপা ধনবান, কতি শিক্ষিত-উচ্চশিক্ষিত, কতি উচ্চপদবিৰ সমাজনিংপা মানুহান, সমাজৰ নানান নিংলুপৰ মা পদকামে বয়া আত সিকেইভাৰা। তানুৰ ওট ওট থাইতে গিরকে কিসাদে মানু বিসারাত? উহানৰ উত্তৰে মাভেসে- 'ভালোবাসা দয়া, দরদে কঙালা, হৃদিৰ পৰশ চেয়া চেয়া'। হুৰুমে দাৰ্শনিক ড. কালীপ্রসাদ গিরকে বিসারাত মানু এতা বিয়ল। আমাৰ সমাজৰ ফিটাধাৰী গিৰিগিছানিৰ মা গিরকে প্রকৃত মানু বিসারেয়া নাপাসে। এৰে হৃদিভহা এলাহান গিরকে বেসাদে কলমগৰ আগাৰ মা লেংকরেসে ঠিক উসাদে নিজৰ জীৱনধাৰাৰ মা বজাৰ ধনাৰ হুনা কৰে গেসেগা।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক হুনা আমাৰ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ মাগই অৱতৰ বিদগ্ধ চিন্তাবিদ গবেষকৰ মা অমন্য আগ। এসাদে চিন্তাশীল সমাজপ্ৰেমী মানু আগ জাত আহানৰ মা উদয় অনা ডাঙৰ ভাগ্যহান। ড. কালীপ্রসাদ নানান আৰ্থিক প্রতিফলতাৰ হৃদিং মা থামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৰ্বোচ্চ ডিগ্রি পিএইচডি বাৰো ডিগ্ৰিট লনা উহান তাৰ অদম্য অধ্যাহ থানিৰ কলে সম্ভব অসেতা। উভাৰ মা গিরকে হুনা ডিগ্রিহান লয়া না উবা অসে, জিৱন-নেই সাহিত্যকৰ্ম সৃষ্টি কৰে

গেসেগা। ভারতা ডিম্ৰিহান লনার সার্থকভাৱে সৃষ্টিৰ বা শাভকৰেগে। আজিকালি অনেক মানু নিজৰ জীবনৰ প্ৰয়োজনৰকা ডিম্ৰি লৱা বইভাৱা কিন্তু সৃষ্টিশীল জগতৰ বা না হমেইভাৱা। যদিচ সমাজ তানুৱাত নাহল খৌৱাও কৰেৰ কিন্তু তানু ঠৈৱাৱাদে মেইধম বা বুলেইভাৱা। ড. কালীধনাদ গিৰকে আমাৰে বিমুখ না কৰেগে। গিৰকৰ কলয়ণ বা উৰা অসে। কিয়াকা বুঢ়ে আমাৰ সমাজৰ বা ভাঙৰ শিৱাপ, আহান- শিকার বা খানি মানি অহাসৰ অইলে সমাজৰ বাৱাদে পিঠি বুলন দিতাৱা। কিন্তু ড. কালীধনাদ গিৰক উহানাদে ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তিত্ব আগ। গিৰকে আমাৰ বিমুখিৱা মণিপুৰী জাতিসত্তাহানাদে মিমাজে ভালকৰানিৰ সেইভ্য লেশৱা বিশ্বৰ দৱবাৱে ফৌকৰানিৰ পথেদে জীবনহান হাবি কাহকৰে গেসেগা। গিৰকৰ সৃষ্টিৰ আমি ভাঙৰ অৱা মূৰ উচকৰিৱা আটে পাৱভাঙাই। এসাদে জ্ঞানী ওনী মেধাসম্পন্ন মানু আগ জাত আহানে পেৱা ধন্য অইভাৱা।

মহান মানু এগৰ লগে মৰ পৱলা দেহা গিৰক গেলগা শতাব্দীৰ ৯০-ৰ দশকে ত্ৰিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতৰ প্ৰধান অধ্যাপকৰ অৱা বোমদানৰ পিস্থানাত। গিৰকৰ নাঙহান মি মৰ অমজৱাত হুনেসিনু কিন্তু দেহানিৰ সৌভাগ্য শাসিল। আগৱতলাৰ বা আহানিৰ পিসেদে আকদিন বেজিটিকে মৰ গৱে পাৱা দিলগা। মি চিনে নাৱেসিনু উৰাকা গিৰকে নিজৰ পৱিচয়হান দিৱা যাতলো- মি কালীধনাদ। নাঙহান হুনাৰিৰ পিসেদে বুংপাঙ অৱা ভক্তি কৰলু। এৱ পিসেদে গিৰকৰ আগৱতলা চকুৰিজীৱনে নানান সময়ে আমাৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ গজে ৱাৱিপৰি ৱাৱো ভৰ্ক-বিতৰ্কৰ লেশ পাসিলু। ঠৈ পৰ্বহানি মৰ জীবনে ভাঙৰ পাওনা আহান। হানিৰ বা আমাৰ প্ৰৱাত জনমেতা বিমল সিংহসহ সামাজিক নানান বিষয়ে কথা ততাৱলাং। যেভাস্ত মৰতা জ্ঞান আহৰণ কৰানিৱতা বপসিল। আগৱতলাত থাইতে গিৰকৰ অমূল্য সৃষ্টি ভাৱত-বাংলাৰ গৱে গৱে বুলিৱা ৰমকৰা আমাৰ বিমুখিৱা মণিপুৰী শব্দভাণ্ডাৱল লেংকৰা কলকাতাৰ 'পুষ্টিপুস্তক' প্ৰকাশনীত প্ৰকাশ অসিল An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri নাঙৰ অভিধানহান আমাৰী পাঠকৰ আভে কাহকৰে দেনাৰ পাংলাক দিলু, লগে ত্ৰিপুরা সৱকাৱৰ বিভিন্ন দত্তৱৰ লাইব্ৰেৰিৰ বা বৱা দিলু।

এসাদে সংস্কৃতিমান স্পষ্টবাদী ব্যক্তিত্ব আমাৰ সমাজে বিৱল। শিক্কাৰ পৱিপূৰ্ণতা পালে অখচ সমাজৰকা জীবনৰ হাবি মিকুপ সৃষ্টিধৰ্মী চিন্তাল মাঙকৰানিৰ মাৰসিকতাৰ মানু এ যুগে বিসাৱেৱা পানা চিল। গিৰকে জীবনে হাবি অৰ্জন অকাতৰে সমাজৰ সংস্কৃতি সাহিত্যৰ উন্নয়নে তিঙকৰানি পাৱেগে। গিৰকে আমাৰ বিমুখিৱা মণিপুৰী ঠাৱে ৱাস-ৱাখোৱাল লেংকৰিৱা আমাৰ অজালকেই ৱাসখাৱীৱাং কৌকৰে দিৱা পৱিবেশন কৰানিৰ হুনা কৰে গেলগা। উহানাত অজালকেইৱে দহিলা কৰতে কাৰ্পণ্য শাকৰেগে। বেহান আমাৰ সংস্কৃতিৰ অমূল্য সম্পদ আহান। উতা বাসেও সংস্কৃতিৰ উন্নয়নৰকা 'দিব্যাপ্ৰম' নাঙৰ আশ্ৰম আহান হকৰে গেসেগা। মৰতা উহান দেহানিৰ সৌভাগ্য শাসে ভেব জিহতা অৱা থাইশে অবশ্যই ঠৈ তীৰ্থভূমি দৱশন কৰতৌগা। আৱাক আহান গিৰকে লেইসিপ অকৰে

দেশে আমার সাহিত্যর চাপল কাকরানিরকা 'অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী'র মাঝামে জিরন নেয়া আমার সাহিত্যকর্মেরে লেরিকে মূর্তি পালকরে দেশে । অজাগিরকর ঔ হেনাহানার ইধৌ পেয়া আমি প্রয়াত বিমল সিংহ গিরকসহ 'বিকুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য রুহিবৃষ্টি শিংলুপ' হংকরানির মাঝামে লেরিক শাতকরানির ঠৌরাঙল কাম করে গেলাংগা ।

গিরকর রচনার মা প্রবন্ধ বিশেষ স্থান আহান দখল করিয়া আসে বারো আমার মহান সমাজর মানুর জীবনচরিত লেংকরিয়া লেরিক শাতকরেসে । তার প্রবন্ধর মা সমাজর আনিকা সংকৃতির বারাদে কার গান্দেসে । মি এহানাত আকহান উদাহরণ দেওরি- এবাকা আমার সমাজে 'চতুর্থমঙ্গল' নাঙে অনুষ্ঠান হাজেরা লাহল তাংখা বরচা করতারা । এহানাদে গিরকে চহা কার আগ কাশকরেসে । হুমেও এসাদে কথা গিরকে মা মাতিরাতে আরতা কুনোগ মাতেকুরা সমাজে আসিতা?

আরাক দিন আহানর কথা না কুকারলে মরতা মনহান শান্তি পানা মুরাকরি । ঔদিনকার গিরকর কথাচুটি মরতা এবাকাউ হুদিগর মা গিঠিরা থা গেসেগা । কৈলাশহরর বিকুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রয়াত অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সিংহ, অজা বলানন্দ সিংহ গিরকগামির ঠৌরাঙে আমার যুবসমাজর পক্ষস্থ সমাজ-উন্নয়নে জিরন-নেই অবদানরকা ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকরে ওকরা আহান কৈলাশহরর ভিলকপুরর (কলাবাড়ি) মালঠেপে সিজিল করেসিলাং । গিরকে ঔদিন সর্বধনার জ্বাবে তার বক্তব্যহানাত মাতে গেলাংগা- "জীবন এহান দেনারহান, নেনারহান নাগই" । হুমে বখার্ব কথাহান, মানবজীবনহান মানবকল্যাণে কাংকরানি কুনো কিতা পানার ঝৌরাঙে নাগই ।

এসাদে গুবিজ্ঞান আগর মেধার পরিমাপহান করানি মারিরা আমার সমাজর দুগ-আগই গিরকর গজে নানান অপবাদ দিয়া, নানান বিজ্ঞাতিকর তথ্য প্রচার করিয়া গিরকরে হের প্রতিপন্ন করানির হেনা করে গেলাংগা । এহান গিরকর মেধার উচ্চতাহানর লগে নিজরে কৌকরানি হিনপেরা করলাহান বুনিয়া মাতানি য়াকরের । যেসাদে কবিত্তরর গজে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ে বাংলা ভাষারীতিরকা সমালোচনা করেসিল । কিন্তু কবিত্তররে উবাকা বানালো আকহান উত্তর করেসিল- "সুনীতি, আগে সাহিত্য সৃষ্টি অক, পিসেদে সমালোচনা করানি । যে ভাষার সাহিত্য পরিশূর্ততা আপাসে ঔবাকা সমালোচনা করিয়া কিতা করতে । মোর সাহিত্য সৃষ্টির কামহান মি করে বাওরিগা, ডি তর কাম করে যাগা ।" ঠিক ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে জীবনহান হাবি বিকুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজরে আবচ্চ কাংকরে গেলাংগা । বাকি তার সমালোচকসাপাই সমালোচনার কাম করে বিতাইগা । গিরকর মূল্যায়ন সমাজর মেধাসম্পন্ন মানুষে করে বিতাইগা ।

অনুব্দ সিংহ : গল্পকর বারো প্রাক্তন সম্পাদক, ম্রিপুরা চে, আলরতলা, ম্রিপুরা ।

মেঘালা জোনাক সমরজিৎ সিংহ

দেশে দেশে পালরা আসি সমাজ এতাহ নেতৃত্ব দেনারকা ছিজাত নেতা নিকুলতারা, আকতা সূৰ্যপহী, আৰাক আকতা জোনাকপহী। সূৰ্যগিরক নিকুলতারা, সূৰ্য গিরকরে ইলরা দিন-রাতি-সময় হাকিতা। জোনাকহান হামিৎ নিকুলতারা, আধারর পক্ষত তাল তাল মাগুয়া বারগা।

সূৰ্যপহী নেতা এতাই আন্দোলন করতারা, চিকারি দিতারা, সমাজহান সিজিল করতারা। জোনাকপহী নেতা উতাই এলা, নাজা, কবিতা, খেলা, শিক্ষা, এতাল সমাজহান হাজেইতারা। মন আসুলানি এহান জোনাকপহীয়ে ছিঙে, ভাদো মাহার বইমে ঘামে মরকসির সাদে ছালা দেব উপেইৎ বেলিরাছারে বাহান-পাকুৰা নেই। কিন্তুমান! খানিগারা জোনাকর কলা আগ দেখলেই হাকিবে হারৌ অইতারা। জোনাকর মিঙালে ইহৌ কান্না যুগে যুগে প্রেমিক প্রেমিকা হাকিবে জোনাক এহানরে থাকৎ করতারা জোনাকর গথে জোনাক, বেলির গথে বেলি। পূৰ্ণিয়ার দিনে গোখুগিৎ বেলিহান হমেইতেই জোনাকহান নিকুলতে দেহা আহান অরমাজ। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক জোনাকপহী নেতা আগ, গিরকর রাবি দেনার মত অভিজ্ঞতা মোরতা নিরাম কম।

১৯৯৩ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়র কার্যক্রম আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে চালু অসিল। এগদে বিশ্ববিদ্যালয় হস্তকরানির কাম চলেছিল। ঐ সময়কাল ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার বিমল সিংহ গিরকে মোরে মাতলতা, 'ড. কালীপ্রসাদ এবাকা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এগৎ সংস্কৃত বিভাগ সিজিল করানিরকা আহেলে। গিরক এপেইৎ কত বসর থাইতই, তার সাদে জ্ঞানীজন আগ Language Advisory Board-এ থাইলে হাকিবরতাউ অন্তরগ বলি অইতই।' সময় উহান ত্রিপুরা সরকারে বিষ্ণুধিরা মণিপুরী ভাষাহান স্কুলে চালু করানিরকা সিজিল করেব সময়হান। ড. কালীপ্রসাদ গিরকরে যি আগে নাদেহেহু, দেহানির

খৌরাঙৰ Language Advisory Board-ৰ বার্তন দেনাৱকা সাঙইলু বীৰবিক্ৰম কলেজগৰ উগদে। দূৰেইহুত দেখলু গেরুৱা কিজৈত পিদিয়া গিৱক আগ বিয়ানকাৱ ৱইসহানাং উবা অৱা আসে। দেহিৱা অন্তৰগৰ শ্ৰদ্ধাহান আশ্বানে হজাক অইল। কাদাং গিয়া কিসাদে সন্ধ্যাৰণ কৰতৌ এসাদে খালকৰতে খালকৰতে খানি কাদা অইলুগা, খানতাক' গিৱকে মোৱে সন্ধ্যাৰণ কৰেৱ- 'তি সমৱজিৎ'। মি খাং লাগিৱা উবাইলু! জনমৌ দেহাদেহি নেই গিৱক আগই মোৱে কিসাদে চিনিৱা আংকৰেৱতা! গিৱকৱ এলা উহাম নিংশিং অইলু- 'বুলুৱি মি মানু বিহাৱেৱা / ভালবাসা দৱা দৱদে কভালা / জুদিৱ পৱশ চেৱা চেৱা।'

মি হাৱপেইলু সমাজৱকা খানি গৱজ পড়িৱা কামদুয় কৰলে গিৱক এগই দূৰেইহু খাৱাউ চিনেৱ। কাদাং গিয়া হমাদিৱা মাংলু- 'হাই মি সমৱজিৎ। অজা, বিমলদাই পিৱাবেঠেইলতা অজাৱে বার্তন আহান দেনাৱকা, Language Advisory Board-এ অজা খাইলে হবা অইতই বুলিৱা।' অজাগিৱকে বার্তনহান লইল। পিছে অজাৱ লগে বৱা সমাজৱ সমস্যা দুঃখ উতাৱ ঝাৱিপৰি দিলাং।

জ্ঞানী গিৱক আগৱ লগে ঝাৱিপৰি দিৱা খানা উহান কঠিন কাম আহান। এগদে মি যিভেগাই নাংহান ধৰিৱা সন্ধ্যাৰণ কৰল উহানৱ উত্ত আহান। গিৱকে মোৱ খুতাখুতি এহান উপৱা বাগেইল, 'হাদি এহান পত্ৰপত্ৰিকাং মাতৃভাষাৱ গজে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটিৱ কাৰ্যক্ৰমৱ খবৱ পেৱাৱ, উহানে মি হাৱপেইলুতা তি সমৱজিৎ।'

এতাৱ পিছেদে বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী ভাষাৱ গজে বিভিন্ন সেমিনাৱে বক্তব্য ধনাৱকা গিৱকে বার্তন কৰলু, গিৱকে হাবি কাম বেলেৱা মাতৃভাষা পালকৱানিৱকা ঔ সেমিনাৱ উতাং বোগদান কৰল। ১৯৯৫ সালে পাখাৱকান্দিৱ মুণ্ডমালাৱ কাদাৱ লপুকে চৌৱাং কৱেসিলাং মহামেলে অজাগিৱক অংশগ্রহণ কৰিৱা বক্তবউ খসিল, বক্তব্য ঔহানাং ইমালাম আহান নাইলে ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি জিৎতা কৰিৱা ধনা কঠিন অইতই- এসাদে পৌ আহান হাবিৱে বাগেইল।

ভাৱতবৰ্ষ এগং ভাষা আসেতা নিয়ামপাৱা, এবাকাউ অনেক ভাষা ফিটা নাপেৱা আসি। ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিৱকে গবেষণাৱ মাধ্যমে বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী ভাষা এহানৱকা ফিটা আহানৱ ব্যবস্থা কৱেদিল। ড. কালীপ্ৰসাদ গিৱকৱ সাদে জ্ঞানী গিৱক আগ আসিল বুলিৱা মাতৃভাষাৱ গজে গবেষণাৱ ফিটা আহান পানা সম্ভব অইল।

ভাষাগবেষক হাবিৱেউ থাকাং কৱৌৱি, অইলৌ হাবিৱে এহান শীকাৱ কৰিৱাৱ যে, বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী ভাষা-গবেষণাৱ দুৱাৱহানৱ মাঙহান ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ।

সমৱজিৎ সিংহ : কনভেনাৱ, বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি, ত্ৰিপুৱা।

জ্ঞানতপস্বী ড. কালীপ্রসাদ ড. রত্নজিত সিংহ

‘বাংলাদেশের মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী ঔগোরকা আমি অত্যন্ত গৌরবান্বিত’- আশ্রিত বত্রিশ-তেরিশ বসরর চুয়া আগে সমাজসেবারি স্বর্গীর দীননাথ সিংহ গিরকর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ সরকারে মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী এগো ১৯৭৮ সালে তানুগাহর মাধবপুর লয়াৎ প্রতিষ্ঠা করল সমের অহাৎ ড. কালীপ্রসাদর সিংহ গিরকে পত্রমারফত তার অভিব্যক্তিস্থান এসারে প্রকাশ করেছিল।

‘আপনাগাছির প্রকাশিত মাসিক বারো বার্ষিক বা অন্যান্য পত্রিকার কপি আকেইহান পেইলে মিরাম হরৌ অইত্তউ’। বহুজ্ঞানবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক ড. কালীপ্রসাদ সিংহ (১৯৩৭-২০১১) গিরকর বৌরাঙহান সমাজ, সাহিত্য বরো সংস্কৃতির কাম করানি, লেরিক-লেইসু সংগ্রহ, গবেষণা বরো সৃজনশীল সাহিত্য রচানি; গজে উল্লেখ করেছি গিরকর কথা এহানিস্ত সহজে হারণা পাররাঙ।

সিলেটর এমসি কলেজর পররা কত্তগোই ডিলরা আমি ১৯৭৫ সালে বিকুথিরা মণিপুরী ঠারে পররা ‘খঙচেল’ বুলিরা পত্রিকা আহান নিকালিরা পাঙে পাঙে বুলে বুলে বিলিলাং সমের অহাৎ ভারতর আসমর ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক সমগ্র বিকুথিরা মণিপুরী সমাজে ডাঙর শিক্ষাবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক, গবেষক আগ বরো গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ং সংস্কৃত বিভাগর অধ্যাপকগ। গিরকর সমরে তার সাদে অন্য কোনো ভাষাতাত্ত্বিক আমার সমাজে নেয়োছিল বরো ঐতিহাসিক, ভুলনাহুলক ভাষাতত্ত্ব ব্যাখ্যাং গিরকর সাদে গতীর অন্তর্দৃষ্টিরে সমস্যা সমাধানে আত্তরিয়া নাহেছিল। বিকুথিরা মণিপুরী, মেইতেই মণিপুরী, বাংলা, ইংরেজি, অসমিরা, সংস্কৃত এরে ছরোহানি ঠারর লৈখিক বরো ব্যবহারিক কমতা অর্জন করানি সহজ কথাহান নাবে। ১৯৬৮ সালে কলকাতার বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও A study on the Bishnupriya Manipuri Language নাঙর অভিসন্দর্ভ রচনা

করিতা আমার সমাজে পরলা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছিল। গিরকর গবেষণায় এইখানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতির ব্যাপক পরিচিতি আমে দিরাছে।

মনহান পড়িয়া আছিল দুর্ভাগা জাতি এহার কাজে কাম খানি করানি। অহানে ১৯৬৮ সালে 'ইতিহাস বারো সমাজ', ১৯৬৯ সালে 'অখঃ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ', ১৯৭০ সালে 'কিম কর্তব্য' পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া জাতি এহানরে সচেতন কররাছিল। ১৯৮১ সালে কলিকাতার ফার্মা কেএলএম প্রকাশনীত গবেষণায় অহান The Bishnupriya Manipuri Language নাঙে প্রকাশ ইলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা অবগত ইয়া এরে মুরা Indo-Aryan language এহার গজে পণ্ডিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ ইল। হাইহান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন, ভাষা এহার উৎস নির্ণয়, মণিপুরর প্রাচীনত্ব বারো অবস্থান, পরেদে ত্রিরাপদে 'হ' বর্ণ ব্যবহার এসাদে বিবরণো বিদগ্ধমহলে মতভেদ আছিল। অতা হাবির পিছেও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতি এহার ভাষা গবেষণা ড. কালীপ্রসাদ সিংহ স্বীকৃত গবেষকগো। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গিরকে The Origin and Development of Bangali Language, Kirata-Jana-Kriti বারো আর আর লেরিকে আমারে Mayang বা Bishnupuri বুলিয়া উল্লেখ করেছিল, ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর গবেষণার পিছেও আমারে Bishnupriya Manipuri বুলেছে বারো ভাষা এহানো স্বতন্ত্র ভাষা আহান বুলিয়া স্বীকার করেছে।

১৯৭৪ সালে পুনার Indian Linguistic Socceityর বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক Indian Linguistic নাঙর জার্নাল অহাং গিরকর Bishnupriya Manipuri : A Descriptive Sketch নাঙর নিবন্ধ আহান প্রকাশ ইছিল। এসাদে বিখ্যাত জার্নালে প্রবন্ধ নির্বাচিত ইয়া প্রকাশ পানো কম বিবরণহান নাবে। ১৯৭৫ সালে দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ইছিল Conference of Linguistics-এ An Introduction to the Bishnupriya Manipuri Language শিরোনামর প্রবন্ধ আহান উপস্থাপন করিয়া ভাষা এহানো মণিপুরর ভাষা আহান বুলিয়া দাবি করেছিল। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর গবেষণার বিষয় ইছিলতা ভাষাতত্ত্ব বারো দর্শন। এসাদে গবেষণা প্রকাশনাং তার গভীর মমনশীলতা, ভাষাতত্ত্বর জটিল সমস্যা অতার সমাধান সেলা, মুরা মুরা ব্যাখ্যা বারো উদ্ভাবন শক্তির পরিচয় পানো একরের। ১৯৮৬ সালে ড. সুকুমার সেন গিরকর An Etymological Dictionary of Bengali লেরিক অহানর আদলে An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri নাঙে ডাঙর অভিধান আহান রচনা করিয়া কলিকাতার পুঁথিপুস্তক প্রকাশনীত প্রকাশ করেছিল। ভারত-বাংলাং দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি আলো গিরকর সাদে এসাদে ডিকশনারি আহান ইংরেজিনে প্রকাশ করানির দায়িত্ব মানিয়াছিল।

১৯৮৭ সালে মোর লেখকেরা 'নিউশিও নিরলে' বারো 'ভানুবিদ কৃষকপ্রজা আন্দোলন' লেখিক যিরোহানি ডাকযোগে গিরকরাং দেপেঠুয়াছিলুতা, গিরকে লেখিকহানি পেয়া মোরে লিখেছিল, "কতদিন আগে 'নিউশিও নিরলে' বারো 'ভানুবিদ কৃষকপ্রজা আন্দোলন' পেইলু। আপনার কাজকর্ম বারো প্রচেষ্টারে মি খন্ডবাদ মাদিয়া নুরাকরি। বিশেষ করিয়া অজ্ঞাত বিষয় উত্বারে জগতে তুলিয়া ধরানির আপনার প্রচেষ্টা এহান অতি কম মানুহাঙেই দেহিয়ার। আপনার কর্ম আরতাউ প্রবল বারো বিস্তৃত অক এহাম মি কামনা কররি।" এর গিছেন্ত গিরকর লগে মোর পত্রমারকত যোগাযোগ বাড়িল বারো সময়ে সময়ে গিরকর প্রকাশিত হাবি লেখিকর কপি আকেইহান মোরাং দেপেঠুয়াছিল। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর খুলা বেরক অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনীর কর্মধ্যাক শ্রীশ্যামানন্দ সিংহ গিরকর লগেও মোর পত্রালাপ বারো লেখিকর আদান-প্রদান চলেছিল। গিরকর রচনাং সমাজ-সাহিত্য-রুহিবৃষ্টি, মহৎ প্রশক্তি কোনো বারাই অনালোচিত নেইছে। জ্ঞাতি আহাং সাহিত্য-রুহিবৃষ্টির নানান দিকে তার গবেষণা বারো অনুসন্ধান চলেছিল বারো সহজ সরল ভাষার অকপটে গিরকে প্রবন্ধ লেখকরিয়া গ্রন্থাকারে নিজর অর্থব্যয়ে সমাজর হিতার্থে প্রকাশ করেদে গিরাছেগা।

১৯৮২ সালে কলকাতার বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়েন্ত The Concept of the Absolute in Indian Philosophy গ্রন্থ অহান জমা দিয়া ডিগ্টি ডিগ্রি অর্জন করেছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জ্ঞাতে রাজারগাও বারো মাদইগাও বুলিয়া উপভাষা দুহান আছে। নুয়া নুয়া রচনাং যিরো ঠারর শব্দসম্ভার প্রয়োগ করানিৎ নানাজনে খুয়াকনা-খুয়াকনি ইতারা। অহান সম্বন্ধে ১৩৮০ বাংলাং কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ গিরকর সম্পাদিত 'প্রতিপ্রতি' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যাং 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর উপভাষা : রাজারগাও বারো মাদইগাও' শিরোনামে নিবন্ধ আহান প্রকাশ করেছিল। নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদর বার্ষিক অধিবেশনে বারো আর আর ভাষাং রাজারগাও বারো মাদইগাও উপভাষা যিরোহানির সমন্বিত রূপ অহানই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর অন্বেষণ অনা থক বুলিয়া স্বার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিরাছে। বারো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যং বাংলা শব্দ আনিয়া বরানি বা সাহিত্য রচানিৎ কোনো কোনোগোর স্বতন্ত্রত খানাই গিরকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরর বিখ্যাত কবিতার পংক্তি আহান উদ্ধৃত করিয়া মাতেছিল—

পতম অভ্যাসর বন্ধুর পহা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।

ছে চিরসারথি তব রথচক্রে মুখরিত দিম রাত্রি ॥

এরে কবিতার লাইন এহানিৎ হজকর কাজেও বাংলা শব্দ আকগৌ বিছারিয়া মাপেইতাঙাই, হাবি সংকৃত শব্দ। কিন্তু বাংলাং এহান কালজয়ী কবিতা আহান হিসাবে পরিচিত। উহানলো শব্দসম্ভার আনো, হবা সাহিত্য রচনা করো, আমাং সাহিত্যর ভাণ্ডারগৌ সমৃদ্ধ করো— এহানউ গিরকর কথাহান। গিরকর রচনাসম্ভার

আমার সাহিত্যর অমূল্য সম্পদ। ওনী মানুর সাহিত্যে সমাজ আহ্বান যিমাতে পালন- অহাননো গিরকে আমার সমাজর ওনী মানুর জীবনচরিত রচনা করিয়া ডাক্তর কাম আহ্বান করে দিয়াছে। শ্রীশ্রীধুবনেন্দ্র সাধুঠাকুর, গোকুলানন্দ গীতিস্বামী, মরোত্তম অজা, মহাযোগী আখোইবাবা, গুরু বিগিন সিংহ, বিদ্যবী বৈকুণ্ঠ শর্মা বারো নীলাবতী শর্মা, শহিদ গিরীন্দ্র এসাদে আরাকৌ ওনী জীবনী রচনা করিয়া প্রকাশ করেছে। ওনীমানুর জীবনীচর্চা, ডাক্তরে মূল্যায়ন করানি, ডাক্তর রচিত সাহিত্য বারো কীর্তি সমাজে প্রচার করিয়া জাতির মঙ্গল সাধন করেছে।

১৯৯০ সালে 'ত্রিপুরা চে' পত্রিকাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর গজে প্রবন্ধ আহ্বান প্রকাশ করেছিল। যি প্রবন্ধ অহর অসম্পূর্ণ বারা আহ্বান উল্লেখ করিয়া গিরকরাং চিঠি আহ্বান ইকরেছিল। জুলাই মাহাৎ গিরকে মোরে প্রত্যুত্তরে মাতেছিল, "আপনার বক্তব্যহান অতি সত্যহান। বাংলাদেশর সাহিত্যচর্চা কখা মোরতা অবশ্যই ইকরানি লাগেছিল; উহান যি নাকরেছ উহান academic অপরাধহান।" বারো মোরে 'বাংলাদেশে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যচর্চা' এ শিরোনামে প্রবন্ধ আহ্বান 'ত্রিপুরা চে'ৎ দেবার কাজে মাতেছিল। গিরকে অতি সামান্য বিষয় আহ্বাতৌ নিজর দোষ স্বীকার করিয়া বিন্দ্রভাবে উত্তর দিতে কার্পণ্য নাকরেছিল।

গিরকর ছাত্রাবস্থাতই গীতা, বেদ, উপনিষদ, রামকৃষ্ণ রচনাবলি, স্বামী বিবেকানন্দর রচনাবলি, রামায়ণ, মহাভারত, পাঠ করিয়া লমকরিছিল। কলিকাতাত গেরিক ডাক্তরানির সময়ৎ রামকৃষ্ণ মিশনে আছিল। পুত পবিত্র মনে আজীবন জ্ঞানসাধনা করিয়া জীবন কাটেইল।

১৯৯২ সালের এপ্রিলে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ বাংলাদেশ ভ্রমণে আহিছিল। সঙ্গীণো আগরতলার স্বর্গীয় দেবকুমার সিংহ গিরক। এপ্রিলর ২০ তারিখ বিয়ানে পৌহান পানার পিছে স্কুটার আহ্বাননো মৌলভীবাজার শহরেত্ত অনুগাহর উদ্দেশে রওয়ানা দিলু। লগে জনকল্যাণ কেন্দ্রর পরিচালক শ্রীনীলমণি সিংহ। ঝিয়োগই ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর সাক্ষাৎ পেইলাংতা তিলকপুরর স্বর্গীয় কানাই সিংহর গরে। মাংকলে গিয়া পরিচরহান দেনাই পরপকৌ কলকরিয়া মোরে সন্ধ্যাপ জানেইল। খানি পিছে ফৌইলহা দরামর সিংহ উচ্চবিদ্যালয়র প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনিলকুমার সিংহ গিরক। বাক্স মানু তিলুইলা আরো বন্টা আহর চুরা ওয়ারি-পরির আসর আগো বহিল। সাত্তা কিতা খেয়া রওয়ানা দিলাং ঘোড়ামারাৎ আমার গরেদে। রানীরবাজারেত্ত ঘোড়ামারা দেড়মাইলর চুরা পথহান- সিমপিনি বরম দেয়। সাত্তাগো সযের অহাৎ পাকা নাইছিল। পে খালকরিয়া অরপেকর পথহানদে আটানি অকরলাং। সাত্তা পথ অহাৎ সমাজর বারো সাহিত্যর ওয়ারি। ভানুবিলর বন্ধুবর কৃষ্ণকুমার সিংহ আহিরা মাংকপথে শরিক ইছিল। খানি পিছে ঘোড়ামারার সেনাপতি সিংহ গিরকৌ আহিরা আমার লগ ধরল। বেলিটিকর মাংপা অহাৎ আমার

গরে ফেঁইলাংগা। মোর ইমা-বাবার লগে পরিচয়, ওয়ারিপরি দিতে দিতে ভাতৌ লমিল। হাবিরে বহিরা আমারাং ভাত খেইলাং। তেল্লাম ওয়ারি- সমাজর নানান দিক নিয়া গিরকর চিন্তাভাবনার কথা। মাততে গেলগা গিরকেই আকবুলাগো বক্তাগো, আমি হাবি মুক্ত শ্রোতা।

মাদামে মোড়ামারা দক্ষিণ মঞ্চপে আলোচনা সভা, সভাপতিগো আছিল বগীর শ্রীশীলমণি চ্যাটার্জি গিরক। মি স্বাগত বক্তব্যঃ গিরকর গবেষণাকর্মর বৃদ্ধি আনিয়া পরিচয় করে দেবার খাঙনঃ কালীপ্রসাদ গিরকে সমাজ-কহিবৃষ্টি-সাহিত্য সম্পর্কে সারসর্গ আলোচনা করলো। যুক্তিপূর্ণ উপমা দিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করানির প্রয়োজনীয়তার কথা মাতলো। সভাপতির প্রশ্ন আহাং উত্তরে গিরকে মাতেছিল, ‘ইমে এইগাই মিরে গারিগোর রংহান যান্না অছি ধাংতে, মোরে এইগার ভাতিজাগো বুদ্ধেও য়াকরব...’। কথা এহানিরে হাস্যরস সৃষ্টি করল। নানান প্রশ্নর উত্তর দিয়া গিরক ক্লান্ত। পরর দিনে ডালুয়াং, শ্রীপুরে এসাদে হাবি গাঙে সভা, আমার মানুর লগে চিন-পরিচয়, ওয়ারিপরি দিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লয়গো বুলেছিল। এতা হাবির বিবরণ গিরকর ‘তিন দিনর বাংলাদেশ ভ্রমণ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছে।

১৯৯২ সালর নভেম্বর মাহাং গিরকে পত্র আহাত মাতেছিল- “আপনার প্রেরিত ‘কথিকা মাতেক’ গেলগা কালি পেয়া মিয়াম হারৌ আইলু। ‘বাংলাদেশে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যচর্চা’ উহান মোর কামে লাগতই। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী’ আলোচনা উহান মি পাতু তথ্যর লগে মিলের। মি বাংলাদেশেস্ত আহানির পিছে সেনাপতি, হরিনারায়ণ, সুনীতি ইত্যাদি বাক্য কতোনোরাও চিঠি ইকরলু, কিন্তু কুনোগোরাঙতো উত্তর নাপেইলু।” এরে নেপথ্যচরী নিরীহ মিরতিমান সাহিত্যসেবাব্রতী মানু এগো তার বিভিন্ন গ্রন্থে অকুণ্ঠচিত্তে তথ্যপাতি পাছে অতার ঋণ স্বীকার করতেও না পারিছে। ১৯৯৪ সালে মোরাং প্রশ্ন আট/দশহান করিয়া তুরা করে উত্তরহানি দেবার কাজে তাগিদ দেছিল। মি যতোহান পারলু উত্তর দিয়াছিল। ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দিকপাল’ বারো ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী’ গ্রন্থে মোরে উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানেরা সম্মানিত করেদেছে।

২০০০ সালে ভানুশাহর ‘শৌরি’ সংগ্রহই আরোজন করেছিল। ত্রিদিনকার গীতিস্বামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তেল্লাম বাংলাদেশে আহেছিল। এমতাগা তার মানসকন্যা দেবযানী সিংহরে লগে লয়া। দেবযানী সিংহ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর রচিত এলা দিয়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। বাংলাদেশর সঙ্গীতশিল্পী সুনীতি সিনহারেউ গিরকে জিলক আপো হিসাবে উল্লেখ করেছিল। বারো তেইও গিরকর গরে দিয়া এলা কিতা দিয়া খাইলিগা। অনুষ্ঠানর ত্রিতীয় দিনে শহিদ সুদেব্যা স্মরণক বক্তৃতামালাং ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা : উৎপত্তি বারো বিকাশ’ বিষয়

এহানৰ গজে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ভিগল ভাষণ আহান দিল। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিৰকে তার ভাষণে কবি ব্ৰজেন্দ্ৰকুমার সিংহ গিৰকৰে সমকালীন বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী কাব্যজগতে শ্ৰেষ্ঠ কবিশো বুলিয়া আখ্যায়িত কৰেছিল। নিজে কবিতা ইকৰেৰ কিন্তু তার কবিতাং ধেমরন নেই বুলেছিল। তার ভাষণৰ হাদিং তার রচিত এলা কতোহান দিয়া হনুয়িল দেবযানী সিংহ গিথানকে।

দেশে আলয়াও তেল্লাম গবেষণা বারো সাহিত্যচৰ্চাং বহেছিল আপন মনে। অকৰেছিল ভারতীয় দৰ্শনৰ গজে দুৰূহ গবেষণা। ঔ পৰিশ্ৰমৰ ফল Reflexion on Indian Philosophy, Indian Theories of Creation, The Philosophy of Jainism প্রভৃতি গ্রন্থরচনা। A Critique of A. C. Bhaktivedanta, Nairatmyavada : The Buddhist Theory of Not-self ইত্যাদি লেখিক কলিকাতার নাঙকরা প্রকাশনীত প্রকাশিত ইছে। গিৰকৰ লেখকরা গ্রন্থ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য বা রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে অনুমোদিত ইছে। অত্যন্ত কঠোর পৰিশ্ৰমৰ ফলে এতাহাবি ক্ষেত্ৰে স্বচ্ছন্দে বিচরণ সম্ভব ইছিলতা। যে বিষয়ে তারে আকর্ষণ কৰেছে, অহাং তার তপস্যা। সংকল্প আহাননো যেন আরম্ভ কৰেছে সাধনা, চলিছে মাহা লালয়া বছরৰ ঝাউনাং বছর, চক্ৰাহান মেই। ভাষা-সাহিত্য-সংগীত-ধর্ম-দর্শন-সমাজ- এতা হাবির হাদিয়েদে তার সাধনা। যেন সর্বযাসী ক্ষুধা আহান আহিল তারতা- খানিঙচুয়াং তুটি নেই।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন সময়ে মোরে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী' এ নাঙে গ্রন্থ আহান রচনা করানির কাজে বারবার তাগাদা দেছিল বারো লেখিক এহান 'অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী'ত প্রকাশ করানির ইচ্ছা পোষণ কৰেছিল। লেখিক এহান মি লমকরিয়া থয়াছু কিন্তু দুৰ্ভাগ্য, এপাগাও প্রকাশ কৰে নুয়ারেছু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৰ্শনৰ গজে বক্তৃতা আহান দেনার খৌরাঙ আহান আহিল গিৰকরতা। বক্তৃতাৰ সুযোগ আহান কৰেদেনার দায়িত্ব মোরাং দেছিল। কিন্তু তার খৌরাঙ অহান আমি পূরণ করতে ব্যর্থ ইলাং। ১৯৯৫ সালে গিৰকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়া যানার সমেরহান- মোরাং তীক্ষ্ণ বাক্যবাহে চিঠি আহান লিখলো,

“মোর বাস্তব জীবনৰ নীতির ভিতরে নীতি আহান অইলইতাই-
চিঠি পেইলে বেসাদেউ উত্তর দেনা এক কথাসম্ভব শীঘ্র উত্তর দেনা।
এক মি দৃঢ়তালো মাতুরি যে, যে কোনো মানুর যে কোনো চিঠি আডে
পানামাত্রই মি উত্তর দিউরি; উহানাত কোনো ব্যতিক্রম মেই। মি
চাউরিতা, মোর এ নীতি এহান অন্তত হাবি শিক্ষিত গিরিগিথানীয়ে
অনুসরণ করোকা। কতো ভাঙার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক বা উচ্চপদস্থ
মানুয়াং চিঠি ইকরতে ইকরতে মি ক্লান্ত, কিন্তু ঔ গিরিগিথানীয়ে

উদাসীন। আশা করুরি, লেখকৰ দায়িত্ব বারো নীতিৰ দায়িত্বলো এবাৰে
উত্তৰ দিতাঙাই।”

মি উত্তৰ দিলু, ইমে গিৰকৰ নানান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেনা।

কাছাড়, জিপুরা, মণিপুৰ- বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ছবি লৱাৰ গাঙ বুলে বুলে
আমাৰ সাহিত্যৰ মটৈ-মাপাঙ সংগ্ৰহ কৰেছিল বারো প্ৰাচীন লোকগীতি ‘বৰল
ভাষাৰ এলা’, ‘মটৈ-সৱালেল এলা’ সংগ্ৰহ কৰিৱা ইংৰেজিনো ব্যাখ্যা কৰিৱা
প্ৰকাশ কৰেছিল।

এহান হাৱহান যে, পৃথিবীৰ সংস্কৃতিৰ ভাণ্ডাৰগং ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষাভাষী
জাতি ছবিৰ দান পৰিমাণহানে বারো গুণে-মানে বপিয়া সমৃদ্ধ- সাহিত্য, শিল্প,
ভাষ্কৰ্য, ছাপতা, দৰ্শন, ধৰ্মচিন্তা অতাৰ কীৰ্তি সুদীৰ্ঘকাল মানুহাং সমাদৃত ইয়া
থাইতই। আমাৰ কীৰ্তন বপিয়া সমাদৃত- বিশ্বং আমাৰ সাদে কীৰ্তনপ্ৰিয় জাতি
কুৱাঙো মেই। মণিপুৰৰ বিশিষ্ট লেখক Dr. M. Kirti Singh গিৰকেও স্বীকাৰ
কৰেছে- No doubt the Bishnupriyas have shower their mettle in Kirtan
singing dance, ... Their cultural activities are a source of inspiration not
only to the Meitheis of Manipur but also to the people of North East
India. ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ আৰু আৰু বিশিষ্ট গবেষকৰ সাদে যে মনোশয়েভ
জাতি ভাৱতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলে আহিয়া বসতি কৰেছিল, তাঙৰ অবদানৰ কথা
উদ্ধৃত কৰতে না পাহৰিছে। বারো To the Meitheis and the Bishnupriyas
পুস্তিকাং who are the people closest to your society বুলিয়া মেইতেই-
বিষ্ণুপ্ৰিয়াৰ নৈকট্য আনয়ন কৰেছে। আবকল প্ৰামাণ্য তথ্য বারো সুচিন্তিত
অভিমতনো তাৰ প্ৰবন্ধ সমৃদ্ধ ইছে। আৰু আৰু জাতিৰ মানুহাং ড. কালীপ্ৰসাদ
সিংহ গিৰক বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজ সংস্কৃতিৰ দূত আগো পাৱা ইয়া আছে।

পাণ্ডিত্যৰ ভাৱ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰং তাৰে গুৰুগম্ভীৰ কৰে থাইতে পাৰে
কিন্তু তাৰ লেখাতো টিপ্পনী বারো হাস্যৰস পৰিপূৰ্ণ ইয়া আছে। যেমন- ‘আমাৰ
সমাজে লেৱিক বেচানিস্ত তিকা কৰানিয়েই বালা’, ‘সাহিত্যসভাং লুকেয়া টেম্পক
উড়াসেনা নাইশে ইলেক্ট্ৰিকৰ লাইন কাশে দেনা, এভা বিষ্ণুপ্ৰিয়াৰ কাৰ’- ইত্যাদি।
যদিচ গিৰকৰ বেশিৰ ভাগ লেখা তথ্যপূৰ্ণ বারো গুৰুগম্ভীৰ তেব তাৰ সদন্তণ
আহান ইলতা সমাজৰ হিতসাধন।

গিৰকে না লিখিছে বারো অহান কিসাৰেহান? সমাজ-সংস্কাৰমূলক প্ৰবন্ধ, মহৎ
প্ৰশস্তি, সাহিত্য, এলা, ভাষাতত্ত্ব ছবিতো গিৰক সিদ্ধহন্ত। আমাৰ ঠাৱনো না
লিখলেও চলিল অইন। ইংৰেজিনো লিখিয়াই তা বশবী ইছিল- সৰ্বভাৱতীয়
বিষয়জনে তাৰ চিনেছিল। কিন্তু জাতি আহাৰ ভাষা সাহিত্য নাৱা যে জাতিহানৰ
দাম নেই, গিৰকে অহান খালকৰেছিল। ড. কালীপ্ৰসাদ বিশেষভাবে নিঃসঙ্গ ইছিল

কাৰণহান তৰ সৰ্বস্বত সাধনা; এতা বৃহৎ পৰিসৰে পৰিব্যাপ্ত ইছিল বারো তা
আছিলতা অন্তৰ্গোচৰ পতীৰে ।

২০০২ সালে নিখিল বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী মহাসভাৰ ধৌৰাঙে শিলচৰে অনুষ্ঠিত
ইছিল বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ইতিহাস-বিষয়ক সেমিনাৰ আহাং মি বোগদান কৰেছিল,
আহাং গিৰকৰ লগে মোৰ শেষ সাক্ষাৎ- শেষ কুশল বিনিময় ।

মানুহ শ্ৰেষ্ঠ চিন্তা, জ্ঞান বারো উপলব্ধি অতা সজিত ধাৰতা মহাকাব্য,
সত্যতাৰ রচনাং বারো প্রাচীনকালৰ সাহিত্যং- অতাৰ মূলে গিৰকে পুনঃপুনঃ
গেছিলগা, নিজৰ তৃষ্ণাহান মিটানিৰ কাজে । বারো রচনা কৰল সাহিত্যসভাৰ ।
বৃহৎ কীৰ্তিৰ নিদৰ্শন থায়া গেলগা জ্ঞানতপস্বী কালীপ্রসাদ । মানুহ কীৰ্তি অতা তাল
তাল্ল সন্মানৰ দাবি কৰেৰ । গিৰকৰ অমরতা হুন্দা তাৰ রচিত গ্রন্থাদিৎ নাবে,
বিশ্বসমাজ তাৰে সুদীৰ্ঘকাল সমাদৰ কৰতাই কাৰণহান তাৰ প্রতিভাৰ কাজে ।
উচ্পা বুলিল জিনিস অহান নানান রকমৰ অর, কষ্ট-ভালাৰ দালান আগৌ উচ,
বটসপা আহানৌ উচ । আহান নিঃশ্বাস, আৰাক আহান ধাবৰসে সমৃদ্ধ । ত.
কালীপ্রসাদ ইছিলতা ঠাৰে বনংপতিৰ উচ অহান ।

ড. কলজিত সিংহ : লেখক, পৰেধক বারো সহকারী অধ্যাপক, তাজপুৰ ডিগ্রী কলেজ, সিলেট ।

এলার মালা, কবিতামালা, প্রবন্ধমালা আদির স্রষ্টারে
স্মৃতিমালা আকডাল
ড. স্মৃতিকুমার সিংহ

মানব সমাজ এহানাত্ যেবাকাই হিংসা, নিন্দা, অস্ত্রান এসাদে ঋণাত্মক দোষর
আধারহানে হাপদের, মানু দিকদিশা মাওরা হাফাকর করতারা, ঔবাকাই
পরিজাতা অয়া 'ধনাত্মক' ওণাবলিল মহাপুরুষ আকেইগি জরম অয়া মানুরে পথ
দেহুয়েয়া যিতরাগা। এহান শাস্ত সত্যহান, যুগধর্মহান। কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধ
বেইবুনিয়ে বেইবুনিয়ে যেবাকা রকৎল হিনাহিনি দিলা; মানুর রকতে লপুক পথঘাট
পাহিল; মানবতাবাদর চরম মৃত্যু অইল; ঔ ঋণাত্মক নাতা ঔহানাতেই ভগবান
শ্রীকৃষ্ণর শ্রীমুখেত যুদ্ধক্ষেত্রতই জরম অইল ভাগবৎ গীতা। 'যদা যদাহি ধর্মস্য
গ্লানির্ভবতি ভারতঃ/ অত্যাখ্যায় অধর্মস্য তদাজ্ঞানম্ সৃজাম্যহম্।' শ্রীকৃষ্ণর বাণী
এহানর এসাদেও বাখ্যা করানি যাকরের- চরম ঋণাত্মক দোষর পরিবেশ আহানে
মৌলিক মানবধর্মহান যেবাকা মাংকরে দিয়াদের ঔবাকা ধনাত্মক ওণর অসীম
আধার মি শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব অউরি, ধর্মরক্ষা করিয়া মানবসমাজরে জিহতা করানির
সালেদে। বিশ্বযুদ্ধ মানুর সুকোমল বৃন্তি হাবি মরিয়া যেবাকা জ্ঞানে বিজ্ঞানে
সুসভা মানু এতা জ্ঞানর রিশুর ভালে ভালে ভাওবন্তা করিয়া বেইবুনিয়ে
বেইবুনিয়ে রকৎল হিনাহিনি দিলা, ঔবাকাই বিশ্বভ্রাতৃত্বর ধেমর ভাকল
মানবসমাজরে বার হজাক করে দেনারকা আবির্ভাব অছিল ঋষিকল্প গিরক আগ,
শ্রামী বিবেকানন্দ। ঠিক ঔসাদে, অওয়ার বাগন বার আর আর রাজনৈতিক কারণে
খুমলর মাটি এরেদিয়া মিরামাটিং চৈচৈনাং অয়া সিলয়া পড়েছি বিশ্বমিরিয়া
মণিপুরীয়ে খাল'পায়র বগত্তর সিজিল করিয়া এক করানিরকা আবির্ভাব অইল
পুণ্ডরীকাক শর্মা গিরক। ঔতার শতাব্দী আহান পিছেদে যেবাকা এ জাত এহানর
ধর্মর হাকহান অধর্মর মেঘালাই হাপদানি অকরল, ভেজনী বেশিহানর সাদামে এ
জাতে আবির্ভাব অইল ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর গিরক। নিজর ইমাঠারর বার সংস্কৃতির

বেদে এ জ্ঞাতর মানুর লেই মনোভব, বার আর আর কারণে যেবাকা আমার ইমাত্রহান, সংক্ৰতিহান গেলগা শতাব্দীর অকরাগৎ মরবর হেজিৎ ডুকডুকেইল ঔবাকাই পরিজ্ঞাতগ অগা আবির্ভাব অইল গোকুলানন্দ গীতিশ্যামী গিরক। বার গেলগা শতাব্দীর মাহাকে যেবাকা আমার ঠারহান, আমার পরিচরহান বার সরকারি লংলেইগৎ, অবিজ্ঞানর আধারে মুত্তরা বানাৎ লেপইল, ঔবাকা পরিজ্ঞাতগ অগা আবির্ভাব অইল বিজ্ঞানমমক, ঋষিকল্প গিরক আগ- ভ. কালীপ্রসাদ সিংহ। গিরক আমার সমাজর পইলা ডক্টরেটগ। ভাষাবিজ্ঞানচর্চার পথপ্রদর্শকগ। সার্থক প্রবন্ধকার, নীতিকার বার কবিগও। ভারত বার অন্যান্য দেশে গিরকর মূল পরিচরহান ভারতীয় দার্শনিক আগ, ভারতভূবিদ আগ বুলিয়া।

এ জ্ঞানী, দার্শনিক, ঋষিকল্প গিরক এগরে নিজর আহিল দেহানি বার গিরকর তুলো আকতা অগা কাম করানির সুবোগ পেয়া মি নিজরে ধন্য মনে কররি। গিরকর লগে পইলা দেহা কনাককালেই, বারমুনিং, আমার গাঙে। মি দেবদত্ত অজ্ঞাগাছির ঘরে কনাককালে হামেশাই থাইলুগ। অজ্ঞা মোর বিজ্ঞান বার গণিতর ওরুগ, মি ছেয়াগর সাদানে সদাই অজ্ঞার লগ ধরিয়া থাইলু পরুয়াগ। আকদিন দেখলু শিলচরর কাছাড় কলেজর অধ্যাপক গিরক আগ অজ্ঞাগাছিরাং আহেছে। কাপকপারা কেইচম পাঞ্জাবি পিদেছে। ডিগল ডাঙর। গোলগাল মেইখংহানাৎত দ্যুতি আহান নিকুলেছে। পুয়াপে অসাধারণ ব্যক্তিহু আহান। গিরক আহেছে উদ্দেশ্যহান- গবেষণার সালেদে আমার মুত্তর গাঙর নিংখি বুড়িমারাত্ত আমার বরন ভাহানির এলার অর্থ সংগ্রহ করানি। গিরক ঔগই, অজ্ঞাই, আরাক কতগ মানুরে মুত্তর জাঙ্গালগল পারা জেঠাবাগাছির ঘরেদে সলইলা। মিও, আকতাও হার নাগেইলেও অজ্ঞানা আকর্ষণ আহানল, ইমে গেজি বার হাক-পালটুনর ফিজেং ঔহানল ভানুর পিঠিপিঠি লগ ধরলু। নারা জেঠাবা নিংখি বুড়িমার পুতক। জেঠাবাগাছির শনর চারিচালি খরর মারকলে বয়া নিংখি বুড়িমাই বরন ভাহানির এলা, লগে অর্থ, জ্ঞান তেইর কুরুহানাৎত পরম্পরা ইলরা গবেষকর আতে সিলকরানি অকরল। মোর সাদানে আরাকও নৌ কতগ পুলাছিল। মি হারেই নাপাছিলু ঔদিন মাঙরা গেছেগা আমার ইতিহাসহানর বার পুনর্নির্মাণ অর এহান। বার মি ঔ নির্মাণকর্মর ঐতিহাসিক মিকুপ ঔহানর হাবিৎত কনাক সাকী আগ। গিরক কেলেয়া বানার পিছেদেছে হারপেইলু গিরকর মাঙ কালীপ্রসাদ। আমার ঠারর গজে গবেষণা করের, বার গাঙে গাঙে বুলের গিরকগ।

ঔভার পিছেদে মি যেবাকা কলেজে ভামকরলু ঔবাকা কালীপ্রসাদ গিরক প্রায় আমারাং আহিল বার অতিথিগ অগা থাইল। বাবার লগে গিরকর নিরাম মারুপানা আহিল। খিরগির ভিতরে চিঠিগত্রর লেনদেন নিরাম অগা চলেছিল। বাবারে গিরকে দাদা বুলিয়া সম্বোধন করল। বারো আমি গিরকরে কাকা বুলিরাই ডাকলাং। ঔহান, মিও আমার ঠারে ইকরানি অকরলু সময়হান। কলেজে ভামকরানির

সময়, মানে ১৯৭৭ সন কিতাং, বিবুদ্ধিরা মণিপুরী কথাসাহিত্যর সন্ কিবামহান দেহিরা আমার সাহিত্যরে বলি করানির নিঙে বিজ্ঞানশিক্ষার লগে লগে রারি ইকরানি অকরেছিল। মোর পইলা ইকরাহান 'জরা' নাঙর পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আহান (রচনাকাল ১৯৭৯ সন), এবাকা পেয়া লেরিক আকারে প্রকাশিত নাছে। 'নুয়াদৃষ্টি' পত্রিকাং ধারাবাহিক পাখাপ কতহান শিচ্চিল মিকুলেছিল। এসাদে আমার ঘরে থাইতে কাকাই আকদিন মোরে উপন্যাস ঔহানর করপেখ ঔহান নিকালেরা পাকরানিরকা মাংল। এবাকাও নিশিং অউরি, মি কিতিকুরুম অরা কাকার মুঙে উপন্যাস ঔহান পাকরুরি বার কাকাই একমনে হুনের। হাদি হাদি আহিপি ডাঙর ডাঙর করে মোরে চার বার অস্থির অরা পারচরি করের। কত পর্ব পাকরানির পিছে এরিরা কাকারে চেইলু। পিছেমেতে কিতা অইল? বুলিরা কাকাই আংকরল। মি রারিহান করে বাকি ঔহানি সংক্ষেপে মাংল। মোরে ডিল ডিল করে কতপর চেয়া শিচ্চিল মাংল, জবর হবা আছে, ইকরানি না এরিছ। পিছেকার আহনিহানাং মোর রারি কতোহান মোরে এসাদে পাকরুরেইল। পিছেমে দেহুরি প্রবন্ধমালাং এ বিষয়ে গিরকে অভিমত প্রকাশ করেছে।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়র তামকরলু সময় ঔহানাং গিরকর লগে আরাকও খনিষ্ঠ অইলু। মাংতে গেলগা গিরকর সালেমেছে মি বিশ্ববিদ্যালয়র তামকরানি পারলুতা। পদার্থবিজ্ঞানল এমএসসি ভর্তির দরখাস্ত করিরাও মি কোহিমাং জিতেন দাদার ঔপেইং বুলিগে গেলুগা। কাকা মোর স্থানীয় অভিভাবক। এগদে ভর্তির তারিখ দিয়া হদাছি, কিন্তু মোর দেহা নেই। কাকাই নিরাম হিনপেরা কিসাদে করে বিসারেরা মোরে শৌ আহান দিল। মি কোহিমাংত আরা হুদুরি ভর্তি লমরা হদাছে। মেইম লিস্ট লমরা ওয়েইটিং লিস্টেংতও মানু ভর্তি অছি। ক্রাস অকরিয়াও হদাছি। মোরে কাকাই নিরাম গালেইল। মোর সালেমে হইপদ পড়িয়া আটামি অকরল। মোরেল ঔবাকার পদার্থবিজ্ঞানর মুরকি অধ্যাপক ড. কিশোরীমোহন পাঠক গিরকরাং নিরা গেলগা। কাকার অনুরোধ থরা গিরকে মোরে সুযোগ আহান দিল। মাহা আহান পিছে পেয়া যদি কুনোগ অশুশ্রিত থাইতারা ঔতাইলে মোর ভর্তি অইতই। ঔমতে পিছেমে মি হুমেইলু। কাকাগিরকর এ সহায়তা এহান নাপেইলে মোরতা কিহান অইলইছ মি আজি খালকরানি নুরাকরি। মোর সাদানে এসাদে কততা আমার শৌরে গিরকে পাংলাক করেছে মাতানি নুরারঙৌ। আজি মি কৃতজ্ঞতা গিরকরে নিশিং অউরি।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়র তামকরানির সময়র কাকাগিরকর লগে নানান বিষয়ল আলোচনা অছিল। গিরকর ঘরে অছিল লাইব্রেরি ঔগং ভারতীয় দর্শনর এমটিক মূল্যবান লেরিক অছিল মাদেহেছি জম ঔগই বিশ্বাস করানি হিনপেইতাই। ডাঙর ওমজানির কোঠা ঔগর ছাদহান পেয়া দেওরালগ দেহানি চিল, শিচ্চিল লেরিক লেরিক লেরিক। ড. কালীপ্রসাদ গিহ গিরকরে বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত হুন্দিকৈ,

ড. স্বপ্নীকান্ত কাকতি গিরকগাছির ঔনাপা উত্তরসূরিগ বুললে লাল মাইব। লেরিক ঔতা এমাতিক সিঁজিল করিয়া খনি অছিল, গিরকে আধারহানাও সঠিক লেরিকহান নিকালেরা আনানি পারল। গিরকরে আংকরলে মাংলতা, কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশনর শৃঙ্খলার শিকার কলহান উনি এতা। গিরকর জীবনে মিশনর প্রভাব নিরাম অছিল। ঔবাকার স্মৃতি ঔতা হাবি মাতানিং গেলগা ডাঙর লেরিক আহান অইতই। বাছিয়া দুহান আহান মতিং-

‘এলার মালা’ ক্যাসেট ঔগর পইলা রেকর্ডিং অরতা। বিশ্ববিদ্যালয়র গিরকর ঘরে, RCC Flat No.9-এ। রেকর্ডিঙর হাবি ব্যবস্থা করেহেতাই মোর মারুপ সুরজিং সিংহই। মূল কণ্ঠশিল্পীগি মাদুলি সিংহ, রবি সিংহ বার বীণা সিংহ। লেইসিল হইপদ পড়েছি সুরজিতে মিরে। মি ঔবাকা হোস্টেলে সিট মাপেরা মালিনাওৎ ঘরশৌ আগ ভাড়া করিয়া আছুগ। আকদিন রেকর্ডিঙর কামে দাবদিতে দাবদিতে হিনপেরা রাতি ডিলরা আরা খুমজেছুগা। পিছেকার দিনে বিয়ান কুরেইতে কাকা মোর দুয়ারহানাং হাজির। হা, এবুজ খুমজিয়া আহু, চালাক করে উঠ, সাণো। আজি কামগ মাহি। তি আকপেইংত আইগাতা...

জারর পরহান। মি উলর সুরেটার, টুপি কিতা মজবুৎ করে পিদিয়া সাপরা নিকুলনু। আমি আটানি অকরনাং। চারিবেদে জমজাকাই খুরাহান। মি দেখলু কাকাও জারর পরর ফিজেৎ পিদেছে, কিন্তু মুরগ হুদালা। মি উলর টুপি পিদিয়াও আকসিয়েইতে আছু বার কাকাতে নির্বিকার। মি আর ইম্পানি অরা খানি নুরারিয়া আংকরলু- কাকাইতে কিয়া টুপি আগ না পিদেছৎ খুরা এহানাং...। কাকাই মাতের- মনেরা মাপিদেছুতা। সর্পি আহান অইবতানা কিতা বুলিয়া। মোরতা সর্পি কিতা এতা নাহে অর। বছরে আকফিরতে সর্পি অনা থকরনাই। এমাতিক খুরা এতাং ভিঙোরি খাঙৌ মার। কাংতকেহে অ’পড়েগাতা।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ নিরাম সরল জীবন আহান কাটেইলগ। ফিজেৎ বুলতে ঘি-তিন পরল কেইচম-পাঞ্জাবি। ভোজন বুলতে সম্পূর্ণ নিরামিষ আহান। ভাইল, ভাত, আলু, মেংকরা, লপে ঘি চামচ আহান- এহানই প্রারদিমর মেঠেলহানি। গিরক মিতব্যয়ীগ। গিরকর উপার্জনর সিংহভাগ লেরিক লইতে, নিজর লেরিক প্রকাশ করতে বার জাতর আর আর কামে পাংকরতে গেলগা। ঔবাকা বিশ্ববিদ্যালয়র অধ্যাপক আগর বেতম আজিকার সাদামে বপ নাছিল। গিরকরতা সবসমর আর-ব্যর-শূন্য-স্থিতি মাতাহান। এতার হাদিং মানুরে পাংলাক! বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভাই প্রহমালা আহান প্রকাশ করানির সিদ্ধান্ত নেছিল। ঔতারমা আহান মোর রারির সংকলনহান। কাকাই আকদিন মোরে মোর ইকরা রারি ঔতাল তার ঘরে খানারকা পৌ দিল। ঔবাকা মি হোস্টেলে আছু সময়হান- ভি তেংকটরাও হোস্টেলে (RCC 5)। মি করলেখ ঔতাল ফৌঅইলুগা। রারি ঔতাংত কতহান বাছিয়া ওরাহাটির বামুনিমরদানর জ্যোতি প্রেমে ছাপানিং দিলাংগা।

কতদিন পিছে কাকাই মাংস, লেরিকহান ঠাণ্ডর আইল সাং, আহান দুহান ঝরি বাদ দিক। বাদ দিলাং। কতদিন পিছে বার মাংস, আরাকও আহান দুহান বাদ দিক, গ্রহমালায় আর আর লেরিকও আকসাটে নিকালানি লাগতই নাই। রূপাতে কমছে। লেরিকহান ছরকাং আইতে থাইল। ভিতরর ঝরিহানতে, সাহিত্যসভাত্ত নিকুললেও লেরিক এতা ছাপানির হাবি ঝরচ গিরকে নিজর বেতনেহত দিতইতা। কিবাম আহানাং গিরা মি আর ছরকাং করানি নাকরলু। মতর অমিল আইল। রারৌ করিয়া আর কাকারে উনা মাইলু। রারৌ করলু হার, কিন্তু মোর আতে কানা পইসা আহান মেই। মি ছায়াং, নাদাই ইচেই দিরাপেঠেইতারো রূপা ঔতাল কুনোমতে মাহাহান চলুরিস। ভিতর ভিতরেসে কানখিহানে মোর খড়্গ, উলর নাগা আচলাহান, বার ইচেই বুনেদেছিলি জমজাকাই সুয়েটারহান বেছানি লেপরা হোস্টেলে লকুরা মানু বিহারানি অকরলু। মানুও পেইলু। কাকাই পিছেসে কিনাসে ঔহান ছমিরা হোস্টেলে আয়েছিল। মি মেরছিলু। কতপর মোরে বাহেরা লাগেরা চিঠি আকচিলা ইকরিয়া গেছিলগা— লেরিকহান আছে কিবাম ঔহানাতেই ছাপা আইতই। ডি রূপা জোগাড় করানি না লাগতই, মি হাবি ব্যবস্থা করতৌ। মোরে আজি রাতি বেসাদেও উনা আইছ। মি উনা আইলুগা। ‘শ্রুতিকুমারর ছোটগল্প’ প্রথম খণ্ড নিকুলিল। প্রকাশনাং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভা। সংকলক কালীপ্রসাদ সিংহ। গিরগিছানিরে বাখান করলা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কথাসাহিত্য মুরা মিছল আগ কাইল চুম। হৌগদে হাবির অন্তরালে নিকাকার স্ততচলুকেহত গিরকে নিরাম মন্ডর মি চমচহান কত মাহার সালেদে নেরইল সাং, কুংগই জানে। ঔতা লিখিং আইলে আহির পানিরে আজি মোর আহিখম তারাক তারাক অর।

গিরক ছীবনর খামতলেদে আর্থিক, মানসিক, শারীরিক হাবি ঝরাসেহত বিলব্বত অছিল। হাবিরও হারপাছি। ঔবাকি আর গবেষণা বা ইকরা-ইকরি এতা চানাগা এরেছিল কুললেও রাকরের। ওরাহটিং দেহা আইলেই তেজপুরে মোর ঔপেইং আকফির বানার খৌরাং ঔহান ছনুরেইল। নিরাম খৌরাং অনিরে দেবদাসীয়ে আকদিন ফোন করল। মি গাড়িহানল গিরা গিরকরে তেজপুরে মোর সরকারি বাসভবনে আনিয়া আইলু। গিরক থাইতই বুলিয়া বিশেষ কোঠা আগ গিরকে মন্ডর ঔসাদে মিরে মোর খরগিছানকে সিজিল করেদেছিল। পাকরানির টেবিল-চিয়ার, কাদাং গিরকর ইকরা ঝার হাবি লেরিক সাজেরা থেদেছিল। গিরক নিরাম হারৌ আইল। লেরিক ঔতা দেহিরা, ঔতা পুছে পুছে টপ্ টপ্ আহির পানি বেলেরা কতপর কাসল। মাংস, ভুমিতে কতি হবা করে মলাট লাগেরা লেরিক এতা থেছোতা। দিব্যাহমে আছিল লেরিক ঔতাতে অহতনে হাবি আজি কুরাং কিডা মাঙরা গেলগা। সংসাহদিন পিছে বিশ্ববিদ্যালয়র শৈক্ষিক পরিবেশ এহানাং আর কতদিনর ভিতরে গিরক বার বলি আইল, কাম করানির প্রেরণা আহান পেইল। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অভিধান ঔহানর কথা মাতে মাতে ঠুনিংনা বেলল।

অভিধান ঔহান ছাপানিৰ ভিতৰৰ স্মৃতি ঔহান দিল। লমহৈভেগা অভিধান ঔহান
 ওয়াহাটিৰ Anandaram Barua Institute of Language, Art and Culture
 (ABILAC) নামৰ সংস্থা আহানে ছাপেয়া নিকালানিৰ দায়িত্ব নেহিগা বুলিয়া
 মাংল। লংসাং অইল খাওও কাম না আওয়াৰ বুলিয়া বার নিয়াশ অইল। ঔ সংস্থাই
 লমহৈভেগা না নিকাললেও মি কিসাদেও নিকালানিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলু আৰ লগে
 আনেছিল অভিধানহানৰ প্ৰতিলিপিহান, যেহান গিৰকৰ ভাতিজা প্ৰদীপে কৰে
 দেছিল, ঔহানল পৰিবৰ্তন, পৰিবৰ্তনৰ কামে মূয়া ধোৱণাল, মূয়া শক্তিৰ বহিল।
 অভিধানহানৰ কাম না লমহে পেয়া তেজপুৰে খাইতৌ বুলিয়া মাংল। কিন্তু মাহা
 আহান লাল মাইতে ওয়াহাটিং আলয়া যানিৰকা কনাকশৌগৰ সাদানে কামানি
 ৰহানি অকৰল। নিয়াম আবেগিক অইল। মি দেখলু আবেগ নিয়াম অইলে
 গিৰকৰতা মেডমকাৰকা epileptic stroke অৱ। হাবিতা বিবেচনা কৰিয়া
 গিৰকৰে বার ওয়াহাটিং খিলকৰে দিয়া আহিলুগা। অভিধানহান ছাপানিৰ কামহান
 চলৈ। ABILAC সংস্থাৰ সঞ্চালক গিৰকে মোৰে নিজে মাংল এবাকা গিৰকৰ
 খুলা বেয়ক শ্যামানন্দ গিৰকে প্ৰক চাৰ বুলিয়া।

আকবহৰ ওয়াহাটিৰ জিলায়ছাগাৰ ভবনে গোকুলানন্দ গীতিস্বামী গিৰকৰ
 জন্মভিথি পালন কৰানি অৱতা। মিও অতিথি আগ। মঙ্গল মোৰ ভাষণহান
 চলৈ। ভাষণহানৰ কাম আহানাং এসাদে মাংলু- অজ্ঞান আধাৰে হাপদেছে
 সমাজহানৰে গতিহীন, ভাল সমাজ আহানৰ ৰূপ দিতেগা গিয়া জাতৰ কওয়াগ
 বুলিয়াৰ গোকুলানন্দ গীতিস্বামী গিৰকে পদে পদে পাছিল দুখ, বেলাছিল ঠুনিংগা
 বার আহিৰ পানি জাৰে নুয়াৰিয়া আৰাক সমাজসংস্কাৰক আগ, গিৰকৰ ধাংনাকাৰ
 কওয়াগ ভ. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিৰকে, ভাৰ হুদিগাত নিকুলিয়া আহেছিল আহিৰ
 পানিৰ ধাংল গিৰকৰাং কবিতা আহানল এসাদে পূজা কাংকৰেছিল-

মুঙে ষড়্ৰাজ আহেৰ বুলিয়া
 বে এলা দেছিলে বাছা নুয়াৰিয়া
 বৌঅৱ ইথাকে বাহিয়া বাহিয়া ঘৰে ঘৰে কৌঅছিল।
 ঘুমে আতুৱৰ বন্ধ দুয়াৰে দুয়াৰে
 কিলেছিল ভোৱ বানী বাৰে বাৰে
 কনাকৰ কাচা হুদিগাত মোৰ হাতে হাতে শকছিল।
 মহান হুদিৰ ৰেখাহান ভোৱ
 আতৰ কাপাত পেয়া আজি মোৰ
 দেখলু কিসাদে বানালো আমাৰে হুদিগাত থুয়াছিলে।
 মেৱাকে মেৱাকে ভহা হুদিগোৱ
 যেতা যেতা চিন পড়ে আছে ভোৱ
 ককৰ আজি এ আহিৰ পানিৰ পূজাহান লুয়াছিলে।

কবিতাহান আবৃত্তি করিয়া ভাবাবেগে আবিষ্ট অন্ন মুরগ তুলিয়া চেইতে দেহরি
 প্রেক্ষাগৃহের দুরারহানাৎ স্বরং কবি কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক উবা অন্ন আবৃত্তিহান
 বিশোর অন্ন হুনের। মি ঠাচানেই ঘটনাহানে, হারোহানে মাং মাঙ' পড়লুগা।
 মঞ্চগত গিরকরে হমা দিলু। কর্মকর্তাই গিন্না গিরকরে ওক্করিয়া হাবির মুত্তর
 পারেঙে বহাদিল। নুরায়া গারিগল গিরক হুত্তুমেও আহানি পারতই বুলিয়া
 আকখরও না মিকরেছিল। সাং। মোর জবনহান বার চলতে থাইল। গিরকে
 কুপকরে হুন্দল। সভাহান লমনির পিছে প্রেক্ষাগৃহের মাংকলহানাৎ বরা গিরকর
 তুলো রারিগরি দিলু। রারির হাদি আমার সমাজর নাভা এহানর কথা তুলল।
 অবসাদ বার বিভূষণ গিরকর কথাৎ বারে বারে ফুটিয়া উঠিল। কথার হাদি মি
 গিরকরে আংকরলু, এবাকার নাভা এহান চেইলে কালীপ্রসাদর সংজ্ঞা কিগ
 অইতইতা? গিরকে কিংতাও নায়াতিয়া মোরবেদে চেইল, মি মাংলু, কালীপ্রসাদর
 এবাকার সংজ্ঞা- কালীপ্রসাদ মানেই জুলজাতির পারেঙে আহান। কিসাদে? জ্ঞানী
 গুণীর সম্মান দেনি এবাকাও নাহিকেছি এ জ্ঞাত এহানাৎ জরম অংগ, ঔহানেই
 কাকার পইলা তুলহান। আরাক জ্ঞাত আহানাৎ জরম অইলেইহু দৌগর সাদানে
 সম্মানর আসনে বহুরেরা কাকারেল গর্ব করলাইহু। দ্বিতীয় তুলহান, জরম অইলে
 হবাহে কিন্তু জরম অইলেতাও তুল দও আগং। আরাক পঞ্চাশ বছর পিছে জরম
 অইলেইহু কাকাই দিয়া গেলগা অবদান এতা, মাতিয়া গেলগা কথা এতা
 হারপানির, সঠিক মূল্যায়ন করানির মানু আগ দুপ পেইলেইহু। কাকাই কিংতাও
 নায়াতিয়া মোরে কতহান চেয়া মুকসি দিল। গিরকর বানা নিরাম পেয়া সাং মি
 গিরকরে হাদি হাদি এসাদে কথা মাতানির অধিকার পাছিলুতা। নাইলে মোর
 যোগ্যতা আছেবাং? মি কাকারাংত বিদার লয়া তেজপুয়ে সালইলু।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক নিরাম উচ্চমানর গবেষক আগ। আমার
 ভাববিজ্ঞান শিচ্চিল নাগই, ভারতীয় দর্শনে গিরকর অবদান ঔতা বিশ্ববন্দিত।
 এমাটিক কম আয়ুর জীবন আহানাৎ ভারতীয় দর্শন, ভাববিজ্ঞান আদির গজে প্রার
 চট্টিশহান লেরিক, শতাধিক গবেষণাপত্র ইকরানি বার প্রকাশ করানি কম কথাহান
 নাগই। মোর লগর অধ্যাপক আগই গিরকর অবদান এতা দেহিয়া মাতেছিল,
 এসাদে গবেষক এতা ক্ষমজন্না। এসাদে গিরক আগ জরম অংগ এহান এ সমাজ
 এহানর ভাগ্যহান। চুমহান, গিরকে সারাজীবনর সাধনাল আমার ভাব-সাহিত্য-
 সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার আগ আমারে দিয়া গেলগা। এ সমাজ এহানর
 ত্রিপাদভূমিহান রচনা করেদিয়া গেলগা যেহানর গজে এবাকার বার ভবিষ্যতর
 প্রজন্মর পরিচয়হান উবা অন্ন আছে বার থাইতই। কিন্তু গিরকে প্রতিদানে ঔনাগা
 সম্মান ঔহান বার স্বীকৃতি ঔহান সমাজেত্ত নাপেইল বার অদূর ভবিষ্যতেও নাও
 পেইতই বুলিয়া মনে অর। কিয়া বুললে, গিরক আমার সমাজর বর্তমানে চলেছে
 চক্র আগর শিকারগ অংগ। শিল্প, সাহিত্য, সমাজসেবা, শিক্ষা, গবেষণা এসাদে

যে কোনো দিক আহনাং উত্তম বা দিকপাল গিরিগিধানিৰে ঔনাপা সম্মান, পদকায়
 বার স্বীকৃতি নাদানিৰ সালে ঔদিকৰ মধ্যম বার অধ্যম মানৰ পণ্ডিত বা
 সমাজসেবকে সংগঠিত প্রচেষ্টা চালানি এহানই এসাদে চক্ৰৰ মূল উদ্দেশ্যহান।
 দিকপাল ইসায়া আগর, ডাকুলা আগর বার্তন থিংকরে সেনা, গাওঁবুত, পরগনাংত
 নিকালাসেনাং বাকি মধ্যম বার অধ্যম মানৰ ইসায়া ডাকুলাৰ সংগঠিত কৌশল
 আমাৰ সমাজে নুয়াহান নাগই। এহান আমাৰ সমাজৰ দিকপাল ইসায়া, ডাকুলা,
 কবি, সাহিত্যিক, গবেষকে পেয়া যিভাৰাণা বার পেয়া যিভাইগা লাংলাহান।
 আমাৰ কবি ব্ৰজেন্দ্ৰকুমার সিংহ গিরিকে হিপারেঙৰ কবিতা আহানাং হরকাং
 চিত্ৰকল্প আগ কতি হবা করে আমাৰ মুণ্ডে এহান ভুলিয়া ধরেছেতা চেইক-

এভাহবি জিনজিমি আহি থাইভেগা,
 জুনাকহানৌ কিয়া গজে কাইভেগা।
 আমাৰেল নাইলেতে আধাৰ অয়া থাক,
 হাদিং তি গজে কায়া নাঙ পানা মাক।

এহান আৰ সমাজে শিচ্চিল নাগই আৰ আৰ সমাজেও দিকপাল চিত্ৰশিল্পী,
 কবি, সাহিত্যিক, গবেষক ধাৰ হাবিয়ে পাংগেছিগা লাংলাহান। সংখ্যাবহুল,
 সংগঠিত mediocrityৰ জয় বার excellencyৰ পরাজয় মানে জাত ঔহানৰ
 অগ্রগতিৰ বখৰ চাকাহান খামনিহান। এবাকা বিকৃতিয়া মনিপুরী সমাজৰ হাবিৰত
 ডাঙৰ সমস্যাহানও সংখ্যাবহুল, সংগঠিত mediocrityৰ প্রাবল্য। এহান anti-
 process আহান। এহানৰ বৃগল pro-process আহানও সমান্তরালে হাবি সমাজে
 চলতে থাৰ, বেহানে excellencyৰে ধৌতাল দেয়, আৰাকৌ গজ্জৰ থাকে কানারকা
 গজেমে ঠেলাদেয়। কিতাপাৰা সময় আহানাং কিতাপাৰা সমাজ আহানাং process
 আহানে প্রবল অয়। অবশ্য লমইভেগা pro-process হানে জিঙেয়। এবাকা আমাৰ
 সমাজে anti-processহানে প্রবল আছে। এহানৰ দিক পরিবর্তন নাহে পেয়া
 হুংতুমে অৰ্থং আমাৰ উন্নতি নেই। দিক পরিবর্তন অনি অকরেছে বুলিয়া
 কিসাদেতে হারপানি? আমাৰ মধ্যম বার অধ্যম গবেষক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক
 ওভাই আত্মবিশ্লেষণ করিয়া নিজৰ থাকহান হারপেয়া, আত্মতুষ্টিৰ বেহাংত
 নিকুলিয়া উত্তম অনাৰ হুনাং গই লাগতাই বার উত্তম, মধ্যম, অধ্যম হাবিয়ে
 আকসাটে নিয়ম না বাগিয়া excellencyৰ পাংচেলগ সকনিৰ সালেমে দাবসিঙনাং
 যৌঅইতাই ওদিনেই pro-processহানৰ অকরাপ বুলিয়া হারপানি। ওদিনেই ড.
 কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকৰ সাদামে দিকপালৰ সঠিক মূল্যায়ন অইতই বার গিরকৰ
 গবেষণাৰ ফলাফলৰ বারিক, গঠনমূলক সমালোচনাংত গবেষণাৰ নুয়া দিশা
 নিকুলতই। এবাকার সমাজৰ নাতাহানাং ওদিন ঔহান 'দিল্লি দূর অহ' অইলেও
 চুম পথগল আটলে আকদিনতে দিল্লি কৌঅনি ঔহান সইনেই সইনেই।

ড. স্মৃতিকুমার সিংহ : কথাসাহিত্যিক; ডিন, স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার, ডেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়,
 আসাম।

বিতর্ক বারো ড. কালীপ্রসাদ সিংহ দিল্লী লক্ষীন্দ্র সিংহ

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ মানে বিতর্ক আহান, সময় আহান মনে আসিল কালীপ্রসাদ বারো বিতর্ক শব্দ ছিন্ন উটাপিটি অরা আগরে আগই কলকরা-কলকরি দিয়া যুগল অরা জরম অসি। গিরকর পাতিত্বপূর্ণ, আপাত-সরল ইচ্ছা রান্নিপরিরে সমাজে বিতর্কর লংলেই আকেইগ সৃষ্টি করেসিল। বহুমুখী প্রতিভার গিরিগ কালীপ্রসাদ-সাধক, কবি, প্রবন্ধকার বারো গবেষক; গিরকর চিন্তা-চেতনা উৎসারিত বহু উক্তি রান্নিপরির সমাজর অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী বারে সমাজকর্মীয়ে রাকরানি হিন্দুপাসিলা। অথচ উতারে উরা বেলা দিয়া, হারনাপেইল সটন দিয়া বহিরা থানা উহানৌ মাটিক দেয়সিল। এলা ইকরল- আধুনিক বারো বৈজ্ঞানিক পদাবলি; অথচ উভাত ভার ডিকসন বা শব্দ-ব্যবহারবিধির গজে বিতর্ক চলিল। প্রবন্ধ ইকরল; উভাত ভার শব্দপ্রয়োগ বারো বক্তব্যর গজে বিতর্ক না লমৈল। বিবৃথিরা যশিপুরী ভাষাতত্ত্বর গজে গবেষণা করল- উহানল চলিল বিতর্ক উহান এবাকাও খাম নােসে। বিতর্ক এভাই আকরা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়র ছাত্র-ছাত্রী কতগই গিরকর সমর্থনে মিকালসিলা 'বিতর্কিত ড. কালীপ্রসাদ সিংহ' নাঙে প্রচার-পুস্তিকা আহান। ইকরেসিলা ঔভার আগরমা প্রজ্জের বরীন্দ্র দাদার নাঙহান মনে আসে। ঔ পুস্তিকা উহানে বিতর্ক এভারে লম গম ত্বিগ লাগানির সাদে আরো ধৌকরেসিল। শেষ বয়সে ইকরেসিল 'মোর জীবনকাহিনী,' যেহানাত বিতর্কিত বিষয়গ মাছি চন্দ্র যুজ্জেনে। এসালে আকর্ষণীয়, স্বর্ণময় বারো সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব আহানর কাদাত ফৌরনির মোর পরম সৌভাগ্য অসিল। বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষী অরা আসে গিরকর তুলো উনাউনির মিকুপ মাছি। ঔ মিকুপ উভাত মোর অনুভবে, মোর মানসগটে কালীপ্রসাদ অজ্ঞার ব্যক্তিত্ব কিসাদে ধরা পরেসিল ঔহানর ইচ্ছা লল আগ তুলিরা ধরিয়া গিরকর প্রতি মোর শ্রদ্ধা বারো নিঙ আহান কাংকরানির এহান চৌরাঙ আহান।

উষাকা কাপীপ্রসাদ অজ্ঞা শিলচরর লাইফলাইন আশ্পাতালে বেড়ে চিৎগ অরা পরিয়া আসিল। হাত্ত আহান আগে পেটগর অপারেশন অরা (সম্ভবত গল ব্লাডারে) জিরাসে সমরহান। মি আগে খবর পেয়াও বান্না মারেসু আইজলে থানাই। মোর লগে অথবা চুমকরিয়া মাতিং বুহুে মি যেভার লগে গেসিলুগা উভারমা ডা. দেবেন দাদা বারো অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাদা গিরকগাসি আসিলা। যুঙে যুঙে হমেইলাগা গিরকগাসি। অজ্ঞাই নির্বিকার অরা তানুরে আকখুরুম চেইল কিন্তু কিস্তাও নামাতল। তানুরৌ কিস্তাও নামাতিয়া ইম্পানি অরা কুমগর বারা আহানাত থসিলা চেয়ার উহানিত বইলাগা। তানুর হানিত কিসাদে যেমন যুদ্ধ আহান মনে মনে চলিল। মি হমেয়া 'অজ্ঞা' বুলিয়া মোর কনফ্যুজড খট্টিকগল ডাকহান দিলু উপেইত গিরকে তার দৃষ্টিহান মোরাং বেলেরা সল নার উগল হরার করে মাতল- আই এক্সপেকটেড ইউ আর্নিয়ার (মি অনেক আগে আইতেই আশা করেসিলু)। মাতে মাতে গিরকে আহির পানি বেহু।

মি এসাদে অংতা আহান উনা আইতৌ আশা নাকরেসিলু। আরাক খামি কনফ্যুজড অ-পরলুগা। কিস্তা আহান মাতে মারিয়া তার কাদাত বইলুগা। স্যালাইন চলসে আত উহান মাঠিয়া দিয়া আংকরলু- অজ্ঞা নিগ্রাম হিনপারখাং? অজ্ঞাই হুই না কিস্তা আহান নামাতিয়া মোরে চেয়া থাইল। মিরৌ আর মাত-বোল নেররা অজ্ঞার বেদে জুম মারিয়া চেয়া থাইলু। আসলে আগই আগর মনহান হারপানির চেষ্টা করেসিলাং সাদ। যে কৌলির ভরে মোর আশ্পাতালে আনাহান ডিলৈল উভার রক্ত আগৌ লক্ষ্য নাদেখলু অজ্ঞার মেইখঙহানাত। তারাং কোন কটকিনা নাদেখলু।

এসাদে কতিহান মিকুপ বেডরুম উগ ইংচিক চিকসিল কিঙই জ্ঞানে। খাংতা মনোরঞ্জন দাদার ডাকে মীরবতা উহান বাগেসিল। আসলে মি কনফ্যুজড অথবা ভরপানির কারণ আহান আসিল। মি বতদিন ফেপেইত উনা অসু অজ্ঞার লগে, উপেইত মি নামমেরা, গিরকর ভুলো বিতর্ক আহানাত খেঙনিত বাধ্য অসু। যেমন- ২০০০ সালে গিরক আইজলে গেসিলগা 'নেছ' বিশ্ববিদ্যালয়র আমন্ত্রণে রিক্সেসার কোর্স আহানাত 'অবেত দর্শন'র গজে ভাষণ দেনারকা। পৌ এহান মোরে শ্বেছের ড. মলিনী দাদাই দেসিল। মি হুনানিরে অজ্ঞারে আইজলবাসীর পক্ষত অভ্যর্থনা দেনারকা পরিকল্পনা আহান করেসিলু। মলিনীদাদাই হনিয়া যেমন বিশ্বাস মাকরল পায়া। আইজলে আসিলা 'মহাসভা'র অনেক কর্মী মনে হিনপাসিলা। কিন্তু হাবিরে শিসেসে আঙরেয়া আইলা এরে কথা এহানাত- আমার পণ্ডিত গিরক আগরে অন্যতাই সম্মান দিয়া আনেসি উহান আমার জাতর গৌরবহান। আমি মহাসভার কাম করিয়ারতা জাতর গৌরবহান বাড়ানিরকা। গিরকর ভুলো আমার বিতর্ক বেতা উতা সমাজর গণ্ডির বিতরে থাক। তারে সম্মান নাদানি উহান জাতহানরে লেইকরানিহান। মারুপ অনিল সিংহ গৌতমে বারো

মাব'ক হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰতাপ সিংহ গিৰকগাসিয়ে মোৰে পাংকাল
দেখিয়া।

আইজলে ফৌৱা অজাই পৰলা মোৰ ঘৰে ফোন কৰেছিল। মি উবাকা ঘৰে
নেয়সিলু। ৰঞ্জিতাই মোৰে বাগেইল আৰো মি মলিনীদাৰে মাতিয়া অজাৰ লগে
দেহা কৰলাংগা সাকিট হাউসে। অজাৰ দেহাৰক্ষীং অয়া ভালাবি কৰাত লগে
আহেছিলি অজাৰ মানসকন্যা দেবযানী গিথানক। মি অজাৰাং সম্বৰ্ণনাৰ স্মাৰিহান
বাগেইলু আৰো সুপাং অয়া মোৰে চেয়া আসিল। মাব'ক হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক
প্ৰতাপ সিংহৰ ঘৰে সম্বৰ্ণনা সভাহান। দিলাং খুন্তল উহান কলকৰিয়া ধৰিয়া আহিৰ
পানি বেলেয়া মাতেসিল- মি ডিলিট পেয়াও এসাদে হারৌ নাসু। অজা স্মা
আবেগিক অ'পরেসিল। কিন্তু ভাষণহান লমকৰতেগা বানান প্ৰসঙ্গহান টানিয়া মোৰ
গজে তার অভিমান আহান ব্যক্ত কৰেছিল- লক্ষীন্দ্রই হাবিতা হাৰপেয়াও হৌতার
লগ ধৰিয়া বানানল ৰাজনীতি কৰেৰ!

মি পিসেদে মলয়া মাতেসিলু- অজা, বানান এহান ৰাজনীতিৰ বিষয়হান
নাগৈ আসলে বানানল সমাজ আহান বিতৰ্ক অনা এহান সুপৌ থক নাসিল, কিন্তু
আমাৰ সমাজে সম্ভব অইল। কাৰণহান আমি আগৈ আগৰ মত সম্মান দেনা
নাজানি, উহানল অইলতা। বাৰো বানান প্ৰসঙ্গে মি কোনো দলৰমাও না হমাসু। মি
জগতমোহন অজাৰ বানান উহান ৰাকৰেসু উহান নাগৈ। মোৰ সাদে মেলাগৈ
নাকৰেসি। সাহিত্য পৰিষদৰ পৰলাকাৰ লেপকৰা বানান উহানৌ অবৈজ্ঞানিক
নিংকৰিয়া আজিকালিকাৰ লেখকে নাকৰেসি। আসলে বানান বিতৰ্কৰ নাঙে ক্ৰয়াসি
বিষবৃক্ষ অজাৰ অজাগাসিয়ে ক্ৰয়াস জাৰ। এ-জাৰ ক্ৰয়ানিৰ অংশীদাৰ আমি
উৰুণ প্ৰজনু নাগৈ, কিন্তু এতাৰ বিষফল উতা খেইতে বাধ্য অসিতা। জগতমোহন
অজাতে দৌ অয়া গেলগা। এবাকা অজা থাইতে এহানৰ সমাধান আহান
কৰেসিক। উবাকা কালীপ্ৰসাদ অজা তুমিল অসিল। পিসেকাৰ দিনে অজাৰাং
ইণ্টাৰভিউৰ সাদে বহু বিষয়ে প্ৰশ্নমাহি কৰেসিলু। অজাই সুপ কিতিকুৰুম নায়া,
মনে কটকিনা নাখয়া হাবিতা খুলাশা কৰিয়া উত্তৰমাহি দেসিল। উতা মোৰ ডাৱেৰি
আহানাত ইকরা আসে। অজাই স্বীকাৰ কৰেসিল- মিভে ভাষাতত্ত্বৰ মানুহ নাগৈ,
দৰ্শনৰ ছাত্ৰাং, ৰসৰ মানুহ। ভাষাতত্ত্ব আহানি এহান আকস্মিকহান। মি
কলিকাতাত গেসিলুগা দৰ্শনৰ গজে গবেষণা কৰানিৰকা বুলিয়া। কিন্তু ড.
সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ পৰামৰ্শে ভাষাতত্ত্বৰ পথ এগদে নুয়া কৰে কাকেই
কাৰেসুতা ইত্যাদি...। কথা এহান গিৰকে অন্য প্ৰবন্ধ আহানাতৌ কংকৰেসে।

ভাষাতত্ত্বৰ গবেষণা এহান আগদে অজাৰ হাগ-খেংগা পাংকালহান।
পাংকালহান বুলুৰিতা এ কাৰণে যে গিৰকৰ 'বিকুপ্ৰিয়া মনিপুৰী ভাষাতত্ত্বৰ
ৰূপৰেখা' উহানৰ বিতৰে হমেইলেগা হাৰপানি। ভাষা এহানৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ৰূপৰ
গজে বেতা আলোচনা কৰেসে উতাও অসম, ত্ৰিপুৰা, মনিপুৰ বাৰো বাংলাদেশৰ

নানান লয়াস্ত তথ্য স্বমকরিয়া, উহান নুংপাং অইল বিষয়হান। আমি গজে গজেদে গিরকরে সমালোচনা করলেও গিরকর সাদে আকগৌ ভাষাহানর হাবি দিক বিচার-বিবেচনাত নানেসি। এহান পয়লাকার গবেষণা থাংতে গুরুত্বহানৌ অস্বীকার করিল উপায় নেই। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত অথবা গবেষণাসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানে বিষ্ণুধিরা মণিপুরী ভাষার গজে আলোচনা করতে গিরকর গবেষণার ফসল এহান না স্কয়া বানা নুয়ারভারা। আরাক আগদে চেইলে এ গবেষণা এহান গিরকর হাবিস্ত দুর্বল বারাহান। ভাষাতত্ত্ব বিষয় এহান বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিষয়হান। কিন্তুমান গিরকে গবেষণা এহানরে সমাজর বিতরে (অর্থাৎ লেখকরাং) প্রতিষ্ঠা করানিস্ত গিরা উগ্রমূর্তি ধারণ করেসিল, যেহানর সাপেদে বহু লেখকর লগে গিরকর মধুর সম্পর্কহান না হুঙসিল। উহানে প্রকারান্তরে ভাষা বারো সাহিত্যর যাম ক্ষতি করেসিল। গিরকর দুর্বল দিক উহান নন্দেশ্বর সিংহ গিরকে 'সরারেল' পত্রিকাত 'বিষ্ণুধিরা মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা'র গজে সমালোচনা উহানাত বিস্তৃতভাবে ফংকরে দেসে যেহান অজাগিরকে খঙন করে নুয়ারেসিল। মি অজার তুলো ১৯৮১ সনের যোগাযোগ থরা আউরি। উবাকা গিরক গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে রিডারগ। মি বানান বিষয়ে কিন্তুও হার নাপাসিলু। ইমে নুয়া পত্রিকা আহানর লেখা বিসারেরা গেসিলুগা। গিরকে লেখাহান নাদিরা মোরে বানানবিভর্কর ভৌরিগত করেইল। মি উবাকা ইংরেজি অনার্স পাকরুরিগ, ইংরেজি ভাষার ইতিহাস বারো গ্রামার বিষয় এহান পাঠ্যক্রমে হবারকা নেই সাকতিবকা নেই আসিল। মি মোর ভরফুরী অল্পবিদ্যা উহানল বারো গাউরার পাংকাল উহানল অজার তুলো খেঙসিলু তর্কযুদ্ধত। অজাই মোরে কনডিল করে নারেসিল। উতার গিসেদেও কতখুন্ম। লমৈতেগা সৌররা তিক্ততা আহান খুন্ম পাসিলু। সাধারণ জ্ঞান আহানল উপসিলু মি, মানু আগ তার কাহ্নিহান ফংকরেরতা উবাকা- যেবাকা তার জ্ঞান, বুদ্ধি বারো পাংকালহানল বিষয় উহানাত যৌও নারের।

আরাক ঘটনা আহান। ১৯৮৮-র মভেঘর। শিলচরর শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর সেবাশ্রমে সাধুঠাকুর উৎসবে কালীপ্রসাদ অজা আহেসে বিশিষ্ট অতিথিগ অয়া। ভায়াসগন্ত লামিরা হাদিত দুয়াদে বুলিয়া নিকুলেসিল। মি মঞ্চগর পিঠিহানাত অজা জিরােসে হেরহান চেয়া নুয়া কঙসে মোর কাব্যগ্রন্থ 'মণি বিসারেরা'র কপি আহান প্রজ্ঞাল অজার আতে তুলে দিলু। অজাই পাতাহানি উন্টেয়া চেইল। জিয়াবিভক্তিত 'স' ব্যবহার করেসু, উতার গজে শ্রদ্ধের কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহর ভূমিকাহান দেহিয়া পরন্তেই সৌরইল, কাহ্নিহানে লেরিক উহান উরাদিয়া বেহু। মাটিহানাত মোর প্রিয় কাব্যগ্রন্থহানর কপিহান পরিল উহান দেহিয়া মোরতাও কাহ্নিহান টিকগত যৌরইল। মি লগে লগে প্রতিবাদ করিয়া মাভলু- হবাই হবাই লেরিকহান তুলিয়া দিক। সৌয়নির পেইরাকে পত্তিতে-মুর্খ

শব্দ উপ ব্যবহার করলু। পরিস্থিতিহীন আরাকৌ সাক্ষতি অইতহান দেহিয়া অধ্যাপক বারীন্দ্রদাস লেরিক উহান লকরিয়া আনিয়া মোর আতহানাত দিয়া বুঝানিত খেঁড়ল। অইতে অইতে গাউরাশেই বুঝন উপেই আয়া পুলনি অকরলা। মি উৎসবহানর কতি অইতে বুলিয়া উপেইত সেচিয়া গেলুগা। পিসেদে মোরে অজাই এস্তাব আহান দেসিল- লক্ষীন্দ্র, তোর বানান এহান চুমকর (অর্থাৎ ক্রিয়াবিশিষ্ট 'ছ' ব্যবহার কর), তোর লেরিক ছবি মি ছাপা দিতৌ। মি চুমকরেসিলু- অজা, ছাপানিতে মিরৌ ছাপেইতৌ। অজাই খানি এডজাস্ট করিক। আমার বানান এহান নাচেরা রসর দিক উহান খানি বিচার করে দিক। আসলে বানানসমস্যা এহান আমার ভাষা বারো সাহিত্যচর্চার পরিবেশ উহান বিবাক্ত করিয়া তুলেসিল। 'স'পছীয়ে 'ছ'পছীর লেরিক নাগইলা, 'ছ'পছীয়ে 'স'পছীরতা। আকতাই আকতারে সাহিত্যিক বুলিয়া লাকরানি হিনপেইলা। সাহিত্য সমালোচনাত পক্ষপাতদুষ্টতা আহান খাইল। বেহান এবাকাও সমাজেত পুরাপুরি নির্মূল অরা নগেসেগা। এসাদে অংতা আহান আমার কাম্যাহান নাগৈ। আমার সাহিত্যহান হবে বেলির মিডালহান দেহিয়া অইতেই এসাদে অবাক্তিত পরিস্থিতি আহান নাগনি এহান দুর্ভাগ্যহান। বানানসমস্যা এহান সমস্যাহান বুলিয়া মি না নিকেরুরি। 'জাগরণ', 'মনিপুরী'র কালেক্ত লেখকে ক্রিয়াবিশিষ্ট 'ছ' ইকরিয়া আবেসি। গীতি-রামী গোকুলানন্দ সিংহ, মহেন্দ্রকুমার সিংহ, লেইখমসেনা সিংহ, জগতমোহন সিংহ, মদনমোহন মুখোপাধ্যায় ছবিবেও 'ছ' ব্যবহার করেসি। তানু বানানল সচেতন অরা নাগৈ। বাংলার অনুকরণে। কালীপ্রসাদ অজাগিরকে পরলা ভাষাতত্ত্বর মিডালে ভাষাহানর উৎপত্তির বিষয়ে যে ঐতিহাসিক মতামত আলোচনা করেসিল উহানাতই সমাজে তীব্র বিতর্কর সৃষ্টি করেসিল। বিতর্ক উহান বিদ্যারতনিক (অ্যাকাডেমিক) পর্যায়ন্ত ব্যক্তিগত রেবারেবিত্ত পরেসিল যেহানাত মহাসভা, সাহিত্য পরিষদর সাদে সংগঠনরে হাতিয়ারহান করেসিলা গিরকর সমালোচকে। এহানাত গিরকর থিয়োরিহানর সমালোচনা উহান সমালোচকর ব্যক্তিগত আক্রোশ আহান আসিল বুলিয়া মনে অর। ড. কালীপ্রসাদ গিরকেও নিজর থিয়োরি এহানরে প্রতিষ্ঠা করতেগা দলবাজির আশর লসিল, মরানির আগ পেয়া। বেহান মি হবা লপাসিলু বারো গিরকর সাদে পণ্ডিত আগরাংত আশা লাকরেসিলু। গিরকর 'বিকুঞ্জিয়া মনিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা' গ্রন্থর প্রতিক্রিয়া এহান সমাজে কিসাদে সাক্তি রূপহান লসিল উহানর ঘটনা আহান এবাকাও মোরাং সা সা করে স্পষ্ট অরা আসে। ১৯৭৯ সালে মি খ্রিস্টানবত্তির মদীন্দ্রকুমার সিংহ (বিনি গিরক) গিরকর ঘরে বুলিয়া টিয়ার উচ পথগলে কাউরিগা। তানুর পাটাহান পেইলুগা উবাকা অজাগিরক তানুরাংত মিকুলিয়া মোরে ক্রশ করিয়া তলেদে লামিয়া গেলগা। মি তানুর দারিগদে কাইলুগা উবাকা বিনিগিরকে মাতল- উরে গেলগা ডুম উগরে চিলেতা? মি মাতলু- না। হাঃ! ড. কালীপ্রসাদ বুলভারা

উপরে নাচিনেসত? মি ঔ সময়ত অজাগিরকর নাংহান হবাকরে চিনু। বহুদিন আগেত দেহানির খৌরাং আহান আসিল মোরাং। কিন্তু আজি দেখলু উপেইতৌ এমনো কথা আহান হনলু, বেহানরকা মি প্রস্তুত মাসিলু। মি বিনির কথা উহান হারপা নারিয়া জিং দরে চেয়া আসিলু। বহু পিসেদে কথা উহানর অর্থহান হারপেইলু। সমাজে রটনা আহান আসে- কালীপ্রসাদে জাতহান বেসিয়া ভট্টরেট পেইল। তা জাত এহানরে ডুম চরাণরাংত আহেসিতা বুলিয়া জাতহানর মান ইচ্ছত খুয়া দিল। কিন্তু মি গিরকর 'বিকুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা' লেখিকহান কন্তখুরম পাকরিয়াও কোনপেরো এ রটনা এহানর বাস্তব ভিত্তি নাপাসু। এহান গিরকরে হয়তো সুমকরানিরকা সমাজর নেতা গিরিগিধানিয়ে রটাসিলা। উহানর পিঠিত কোন মহৎ উদ্দেশ্য (?) থা থাইলে উহান উবাকার সমাজর নেতৃত্বই হবাকরে হারপেইতাই। মি কালীপ্রসাদ অজার প্রতি পরলা প্রকার আকর্ষণ আহান অনুভব করলুতা উবাকাত- বেবাকা চাম্পরগাঙেত নিকুলেসিল 'কৈফ' (১৯৭৩ খ্রি.) পত্রিকাত গিরকর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধহান 'বরন ভাহানির এলার কালনির্ভর' বারো 'গোধূলি' (প্রথম সংখ্যা, ১৯৭৬ খ্রি.) পত্রিকাত পাকরেসিল 'বিকুপ্রিয়া লোকসাহিত্য'। এ বিবহান লেখাই মোর কলাক মনহানাত রাম দাগ কাটেসিল বারো মোরে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেসিল। কালীপ্রসাদ অজার যে গুণহানে মোরে রাম তার কাদাত কৌকরেসিল উহান গিরকর এলা। কঙালা কণ্ঠর খুমিত-যৌপা শিল্পী মাদুলি সিংহর নারে যেদিন হুনেসিলু- 'বুলুরি মি মানু বিছারেয়া ভালোবাসা দয়া দরদে কঙালা, হৃদির পরশ চেয়া চেয়া ...।' মি বিভূলা অসিলু। মি বিশ্বাস কররি এ এলা এহান না-ঠিকপাকুরা আকগৌ নেরৈতাই বারো এলা এহান বিকুপ্রিয়া মণিপুরী এলার মাস্টারপিস আহান অয়া চিরদিন ছিলকেরা থাইতে। আর আরতা এলারমা- 'যে দুরারহান খুলে দিলে আজি চিরদিন খুলা থাক...', 'মধুর পরশ পানারকা তোর...', 'এ জ্বালার কথা কারে মি মালু আর...'। মোর মনর গোপন কথাহানিয়ে যেমন কালীপ্রসাদ গিরকর কলমগন্ত নিকুলিয়া আহেসিল। এসাদে আরাকৌ রামপারা এলার মোরে মুগ্ধহান আনে দেসিল বারো বিভূলা করেসিল। উহানর কারণ আহান হয়তো মি রবীন্দ্রসঙ্গীত ঠিকপাউরি এহানৌ অইতে পারে। বারো গিরকর প্রত্যেকহান পারেঙে শব্দর নিজস্ব তন্ময়াল সাবলীল গতি আহান পেয়া নিজস্ব মিউজিক আহান সৃষ্টি করে পারেসে বারো এ এলা এভাত পণ্ডিত মতিলাল সিংহ গিরকর সাদে ব্যক্তিভূই সুর-আরোপ করানিয়ে এভার মুগ্ধহান আরাকৌ বপসে বুলিয়া মাঙে কিতিকুরম নাউরি।

কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে 'রামানন্দ সিংহ' ছদ্মনাঙে এলা লেখকেরানির হেইনা আহানৌ করেসিল। 'মালিনী' কাব্যসংকলনে এ নাঙে 'এ জ্বালার কথা...' কবিতা এহান ইভাল গুলয়া আসে। ড. কালীপ্রসাদ অজাগিরকে সমাজ, ভাষা, সাহিত্য বারো সংস্কৃতিরে তার জীবনহানাতৌ জিঙে বানাপেরা গেলগা। এভারকা নিজর

জীবন এহানৰে সুপ পৰোয়া নাকৰিয়া উৎসৰ্গ কৰিয়া গেলগা বুলানি থকৈছে। গিরকে কুমবেদে দৃষ্টি নাদেসেতা? নাদেসে বুলিল কান্দা উগ নেই বুজ্জেও চলৈ। গোকুলানন্দ গীতিৰামীৰ সাহিত্যৰ মূল্যায়ন ভাৱেও পৰলো পেইলাং। আমাৰ সাহিত্যৰ পুৰ্ণাঙ্গ আলোচনা আহান গিরকৰ পাংলাক নান্ধা অকৰানি সম্ভব নাহ। প্ৰাচীন লোকসাহিত্যৰ অকৰিয়া আধুনিক সাহিত্য আলোচনাত আনসে অজাগিৰকে। হয়তো ঠা আলোচনা মূল-ফাতসে বুলানি নাকৰিয়া, কিন্তুমান গিরকে যেহান অকৰাং দেসে ঠা হান সম্পূৰ্ণ নিজৰ সাধনা, ভাগ বান্ধে বুদ্ধিমত্তাৰ কসলহান মাতানি লাগাই। সম্পূৰ্ণ শূন্যত অকৰিয়া মজবুত কাউন্ডেশন আহান হংকৰে দিয়া ভবিষ্যত প্ৰজন্মৰকা থ'দিয়া গেলগা।

আমাৰ সমাজ এহান বৈষ্ণব-দৰ্শনে বিশ্বাসী সমাজহান। বকতে বকতে ব্ৰাহ্মকৃষ্ণৰ যুগলসেবা পান্ধাৰ লু খৌৱাত আহান মাৰেয়ে মাৰেয়ে সিলৰ। এ দৰ্শনৰ গজে লেঙসে বৈষ্ণব-পদ, বিষ্ণুখিৰা মণিপুৰীৰ ধৰ্মীয় বাৰো সংস্কৃতিৰ বাৰো এহানৰে হাপদিয়া প্ৰেমময় ভক্তিৰ মাৰেয়ে আহান খুন্তল দিয়াসে। দৰ্শনৰ ছাত্ৰ তথা সাধকগ অহা অজাগিৰকে নিজে ইমাম্ভাৰে বৈষ্ণব-পদ লেংকৰিয়া ভাষাপ্ৰেমৰ লসে বৈষ্ণব গিৰিগিৰিৰ মনৰ খৌৱাহান মিটাদেনাৰ নাম হ'বা এচোটা আহান কৰিয়া গেলগা। ৰাসলীলা, বাসক, ৰাখুয়াৰ এলা লেংকৰিয়া ঠা প্ৰয়োগ কৰানি সাধেদে কতো মানুহে হেইচা লাকচা কৰিয়া নিজৰ ভাষাপ্ৰেমৰ ফুলত উদাহৰণ ভুলিয়া ধৰল। যদিও গিরকৰ ভিকসন বা শব্দযোজনাৰ গজে বিতৰ্কৰ অবকাশ আসে।

কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিরকৰে যেতাই চিহ্নস্বৰূপীৰ কৰিয়া থাইছে ঠাভাৱমা নাং ধৰে পাৰিয়া- ১. বৰন ভাহানিৰ এলাহান ইকৰিয়া উভাৰ অৰ্থ বাগে দেনা ২. গোকুলানন্দ গীতিৰামীৰ সাহিত্যৰ মূল্যায়ন ৩. এন এটাইমোপজিক্যাল ডিকশনারি অফ বিষ্ণুখিৰা মণিপুৰী ৪. দি বিষ্ণুখিৰা মণিপুৰীজ : দেৱাৰ ল্যাংতয়েজ, লিটাৰেচাৰ অ্যান্ড কালচাৰ ৫. বিষ্ণুখিৰা মণিপুৰীৰ দুই শতাব্দী- ইত্যাদি গ্ৰন্থাবলি। এ তালিকা এহানাত গিরকৰ মূল্যবান দৰ্শনচিন্তাৰ গজে ইকৰা লৈৱিক উত্তা যি বিবেচনাত নানেশু।

ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিরকৰ মূল্যায়ন এ হৰকাং পৰিসৰ এহানাত সম্ভব নাগৈ। সমস্ত বাৰো সুযোগ পেইলে পুৰ্ণাঙ্গ মূল্যায়ন আহান কৰানিৰ খৌৱাং আহান আসে। উহান কৰে পাৰলে অজাগিৰকৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন উহান বখাৰ্থ বাৰো সাৰ্থক অইতে বুলিয়া যি বিশ্বাস কৰরি।

মিল্ লক্ষীপ্ৰ সিংহ : কবি, লেখক, প্ৰবেশক বাৰো সভাপতি, বিষ্ণুখিৰা মণিপুৰী ৱাইটাৰ্স ফোৰাম, নৌহাটি, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ : নিঙে-নিংশিঙে সুধন্য সিংহ

হাবিয়ৌ হারপাসি কথাহান অসেতাই, ঈশ্বরসৃষ্ট জীব এভারমা 'মনুষ্যই জীবশ্রেষ্ঠ'। জীবশ্রেষ্ঠ এভারতা হুন্না খেয়া-পিয়া সাংসারিক কামর ব্যস্ততালো জিংতায়া বানাহানাতেই দারিড্র কর্তব্য লম নার। ঔসাদেভে আর আর জীবৌতে অরেভে খেয়া-পিয়া জিংতায়া যিতারাগানাই। গতিকেই, মানব-জাতিরকা নাইলেউ জরম অসি সমাজ ঔহানরকা নিজর নিজর মাটিক ঔনাগা যৎকিঞ্চিৎ অইলেউ কাম করিয়া বা কামে লাগিয়া মানব-ধর্মর চুটিসৌ আগৌ বালা পালন করিয়া গিয়া পারলেগাহে মনুষ্য-জনমর প্রকৃত সার্থকতাহান বার শ্রেষ্ঠত্বহানৌ। হুন্না খেয়া পিয়া বানারকাই আমার জীবন নাগৈ, জীবন এহান জিংতা করানিরকাই খানা-পিনাহান। নাইলেভে, মালেমর আর আর জীবরাংস্ত মনুষ্যর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর তত্ত্বালহানতে কিহান? শ্রেষ্ঠত্বহানৌ বা কিহান খাইঁতে?

মালেম এহানরমা বিধির বিধান ইলয়া হাবি জীবরতাউ আনা-খানা চলের। এরে আনা বার বানার হাদির সময় এহানিরমা জীবশ্রেষ্ঠ মানু এতাই নিজর নিজর কর্ম-কীর্তি ঔনাগা পরিচয় ধরা যিতারাগা। নিয়াম যাত জনেই নিজর কর্ম-প্রতিভা, কর্ম-কীর্তি, মহৎ আদর্শপূর্ণ কামর মাধ্যমে বার হৌনাবি হুনরলো মানব-সমাজর হাদিৎ গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া মানুর পুংনিঙর লু-ফামে নিঙর আসমে সকল বার সার্থক করিয়া যিতারাগা। মনুষ্য জনম এহানরে সকল বার সার্থক করিয়া যিতারাগা। তামুর সুকর্ম, সুনাম বার আদর্শ-নীতি ঔতাই সমাজ তথা দেশর গৌরব বাড়াদের বার পিসেকার প্রজন্মরে খৌতাল দিয়া যিঙালর পথ দেহ্যা দের।

সমাজ বা দেশ আহানাৎ বিপ্লবী বার মনীষী মানু সময় সময়ে জরম অইতারা বুলিরাই তামুর মহৎ ক্রমতাবলে বার নিরলস কর্মধারার সমাজ বা দেশ ঔহানরে

উন্নতির সঠিক পথগদে আঙুরা দিয়া যিতাৰাণা, উত্তরসূৰিৰে সঠিক দিশাগ বার শিক্ষাহান পেয়া থাইতাৰা।

বিক্ষুপ্তিয়া মণিপুৰী সমাজেউ নিঙে-নিংশিঙে থানার মহৎ তথা যোগ্য ব্যক্তিত্ব মানু মাছি আসি ঔতাবে আমাৰতা নিংশিঙে অনা থকর। তানুর মহৎ আদৰ্শর য়ারি, তানুর দেশ তথা সমাজপ্রেমর কথা, তানুর নিঃস্বার্থ কামর মূল্যায়ন করিয়া নুয়া প্রজন্মৰে হাৰপুৰানি লাগেৰ। আমি আমাৰ আজ্ঞাকার বার দূরদৰ্শিতার অভাবে তানুর কথা, য়ারি, জীবনী কলমগলো ধৰিয়া লেখিক আকাৰে থদেনা য়ুয়ানিয়ে, ঔসাদে মনীষী ঔতাব প্রতি নিঙে-নিংশিঙে, বিক্ষুপ্তিয়া মণিপুৰী সমাজর পুনৰিঙেস্ত সেচে সেচে কালর হুতে বিস্মৃতিৰ আধারে লিম মাঙে বারগা। তানুর মহৎ কর্ম-জীবনর ইতিহাস আমাৰতা হুকৰিয়া নিকালানি লাগটে- নুয়া প্রজন্মৰে মানু অনাৰ পথে ইখৌ দেনাৰ সালে, নিজর দেশ বা সমাজর ঐতিহ্যমর গৌৰবর কথা হাৰপুৰানির সালে।

আজি বিক্ষুপ্তিয়া মণিপুৰী সমাজে এসাদে নিঙে নিংশিঙে থানার ব্যক্তিত্বশূৰ্ণ অমর গিরকগ অসেতাই গবেষক, দার্শনিক তথা ভাষাতত্ত্ববিদ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, য়েগ বাবাইসেনা গিরকর ঔরসে ইমাগো দেখীৰ উরকহান ভালকৰিয়া জন্ম অসে ৩ জানুয়ারি ১৯৩৭ খ্রি. (১৯ পৌৰ, ১৩৪৩ বাংলা), শিলচরর মেহেরপুর পরগণার পশ্চিম কচুধরম গাঙে। গিরকর জেরতাক চাউবা সিংহ বার জেরতাকর পুতক মণিৰাজ সিংহউ ডাকুলাগি আসিলা। এসাদে পরিবার আহানাং জন্ম অস্তা সাংস্কৃতিক পরিবেশ আহানর ভিতরে ভাঙর অনাই গিরকরাঙৌ সমাজপ্রেম জাগরিত অহুৈত ঔহান স্বাভাবিকহান।

চাৰিগ মুনি বেইবুনিরমা গিরক হাবির জেঠাণ। রেইমাপাণ গজেন্দ্রকুমার সিংহ, স্ট্যাটিসটিক্যাল বিভাগে অফিসার পদকামেস্ত অবসর গ্রহণ করিয়া এবাকা শিলচর শহরগং নিজগ গর করিয়া আসে বার শিলচর শহরগং লেখিক-উলাগর দায়িত্ব লয়া কৃষ্টিৰ বাহক-শিল্পী আগ হিসাব কাম চালেয়া বারগা; থাংনাং শ্যামানন্দ সিংহ, হিজাবির নেহের হাইস্কুলর সংস্কৃত বিষয়শিক্ষকগ হিসাবে শিক্ষকতা করিয়া হাদি এহান ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১খ্রি. অবসর গ্রহণ করলো, গিরক এগ কবি-সাহিত্যিক আগ। হাবির খুন্নাগ রাজেন্দ্রকুমার সিংহ, চেংকুড়িবাআর হাইস্কুলে সংস্কৃত বিষয়শিক্ষকগ বার ডাকুলাগ। গিরক ডাকুলাবিদ্যা এহান রক্ষা করিয়া কৃষ্টিৰ বাহক-শিল্পী আগ হিসাবে কাম করিয়া বারগা। ড. গিরকরতা বনক দুগ-রমণী বার তুলসী।

গিরক এগ কল্যাকে গাঙর সোনাখানিক পাঠশালাগং ভৰ্তি অসেগা। কল্যাকঙৌ গিরকর মেধা-বুদ্ধি নিয়াং চৌখাং অসিল। শ্রেনীহান লেহে গিরক এগৈ হাবির গজর কামহান দখল করে করে গিয়া তৃতীয়-মানর পরীক্ষাং বৃত্তিহান পেয়া পাশ কৰেসিল। পাঠশালাগ লমকৰিয়া গিরক শিলচরর পাবলিক হাইস্কুলে ১৯৫১

খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ-মানে ভর্তি অসেগা । ঔপেইতৌ গিরক শ্রেণীহান লেহে হাবির গজে অরা অরা পাশ করে করে গিরা ১৯৫৭ সালর ম্যাট্রিকহান চতুর্দশ কামহান দখল করিয়া পাশ করেসে । গিরক এগ লেরিকর পকগ আসিল উনি । সময় ঔহানাং গিরকর গরর আর্থিক অংতাহান অনুকূল মানাই লেরিক ভামকরামিহান খামনির পথে গেসেগা । কিন্তুমান, গিরকর বিদ্যা ভালকরানির খৌরাডহান প্রবল অনাই লেইরার বেঙ্গা ঔগৈ ভারে আটকেরা থনা মুয়ারেসে । ঔ অংতাভৌ মমর সাহসলো গিরক শিলচরর গুরুচরণ কলেজে ভর্তি অসেগা । ১৯৫৯ সালে আইএ-হান প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া ‘দর্শন’ বিষয়ে অনার্স লয়া বিএ-হান ভামকরামি অকরেসে । কিন্তুমান, দ্বি-তিমমাহা যানার পিসেদে গুরুচরণ কলেজে ক্রিটীশচন্দ্র পাশচৌধুরী মাঙর বিদক্ক সংস্কৃত-অধ্যাপক আগ আহানিয়ে, ঔ গিরকর উৎসাহ, পরামর্শ ইলরা দর্শনর পটা সংস্কৃত অনার্স নেসেগা । ১৯৬১ সালে সংস্কৃত অনার্সে কলেজরমা একমাত্র কালীধসান গিরকে আক্খুলাগৈ প্রথম বিভাগে বিএ-হান পাশ করেসে । এমএ-হান গিরকে দর্শন বিষয়হানলো ভামকরানির ইশা-খৌরাংল গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি অনারকা গেসিলগা । কিন্তুমান, ঔপেইরমা ঔ সময়ং দর্শনলো ভামকরানির কুনো ব্যবস্থা নেয়নিরে অন্য বিষয়লো ভামকরানি না মনেরা গিরক আলখক অরা পরে আহেসিল । আরা কিন্তু গিরক বরা নাখাসে । হিজারির নেহেঙ্ক হাইকুলে শিক্ষকতার কামে যোগদান করেসে । জ্ঞানপিপাসু গিরকর কপালে কভদিন পিসেদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রলো ভামকরানির সুযোগ আহান আহানিয়ে কলিকাতাং গিরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি অরা ১৯৬৩ সালে দর্শনলো এমএ-হান প্রথম শ্রেণিৎ প্রথম অরা পাশ করেসে ।

এপেই কথা আকচুটি উল্লেখ থানা থক যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভামকরানির সুবিধা আহান পাসিল যদিহৌ রূপার অভাবে থানা মুরারিয়া আসিল । রূপা-পরসা যোগার করে মুরারিয়া গিরকর মালক-বাশক ভাড়ালাং পড়েসি ঔপেই তানুর গাঙর সেলকম বেসিয়া সংসারহান চলার গিরক আগৈ নাঙহান শ্যামসুন্দর সিংহ, ঔদিন দিনে রূপা পাচহৌ পাংলাক করানিরে, গরর বি আহান ইজারা দিয়া আরাক পাচহৌ যোগার করিয়া কলিকাতাং উচ্চশিক্ষার সুযোগ এহান লনা পারেসিলগাতা । এমএ ভামকরতে হাদি হাদিৎ রূপার প্রয়োজন দেহা দেসে ঔপেই এ সেলকম- বেসারি মহ্‌মদ গিরক এগৈ রূপা দিয়া গাঙ-সমাজর ভবিষ্যতর এ রত্ন এগরে হুকরানিৎ পাংলাক করে গেসেগা ।

পিসেদে চাকুরিহান পানার ড. গিরকে ঔ শ্যামসুন্দর গিরক ঔগর ঔ রূপা ঔতা কৃতজ্ঞতাগো হুজামিরকা দিয়া দিতেগা গিরক ঔগৈ গ্রহণ মাকরেসে- ‘মা, মা, মি ঔতা ভোরে উদারি দেসিলুতা মাগৈ, ভোর সাদে কৃতী সৌ আগরে মি গাঙর অভিতাবক আগ হিসাবে পাংলাক করেসিলুতা ।’ ড. গিরক ঔপেই গিরক

ঔগর স্মৃতিস্বাক্ষৰ্থে শিসেদে চেংকুড়িবাগান হাইস্কুলে ৰূপায় অনুদান আহান দিয়া 'শ্যামসুন্দৰ মেমোরিয়াল লাইব্ৰেৰি' নামে স্কুলৰ লাইব্ৰেৰি আগ খুলে দিল।

এমএ পৰীক্ষাহান দেনাৰ পিসে ফল নিকুলানিৰ আগেই ১৯৬৩ সালৰ আগষ্ট মাহত শিলচৰৰ কাছাড় কলেজে গিৰক অধ্যাপনাৰ কামে যোগদান কৰে। এ কলেজে দশ-এগারো বসৰ সুনামৰ সহিত অধ্যাপনা কৰিয়া ১৯৭৪ সালৰ জানুৱাৰীত গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেৰা গিৰক যোগদান কৰে। এপেই পনৰো-ষোল বসৰ অধ্যাপনা কৰানিৰ পিসেদে ১৯৮৯ সালে গিৰক জিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া যোগদান কৰে। এপেইয়া পাচ-ছয় বসৰ অধ্যাপনা কৰিয়া ১৯৯৫ সালৰ ১৫ জুলাই গিৰক শিলচৰে আৰা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান কৰে। সংস্কৃত বিভাগে, বিভাগীয় প্ৰধানগ হিচাবে। বাক্য কত বসৰ এপেই দক্ষতাৰ বিভাগীয় প্ৰধানৰ কৰ্তব্য পালন কৰিয়া ভাষা-অনুবদৰ অধ্যক্ষ হিচাবে অবসৰ গ্ৰহণ কৰে ২০০৩ সালে।

ড. গিৰক কাছাড় কলেজে অধ্যাপনাৰ কামে যোগদান কৰানিৰ পিসেদে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সুখতিষ্ঠিত কৰিয়া কুস্তিৰাং জাত এহানৰে দুনিয়াৰ মুখে ফকৰিয়া পৰিচিত কৰানিৰ নিঙে ১৯৬৫ সালে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাতত্ত্বৰ গজে গবেষণা কৰানি অকৰে। তাৰ এ গবেষণা-কামৰ প্ৰয়োজনে গিৰক এগৈ মণিপুৰেস্ত চিনকৰে জিপুরাৰ ৰাঙপানি পেৰা বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী অধ্যুষিত প্ৰায় হাবি লয়াং গিয়া গিয়া তথ্যাদি সংগ্ৰহ কৰিয়া, ঔতাৰ ভিত্তি বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাতত্ত্বৰ গবেষণাৰ লেৰিকহান- 'A Study on the Bishnupriya Manipuri Language' নামে বাদবপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৭ সালে জমা দেনাৰ পিসেদে ১৯৬৮ সালে পিএইচডি উপাধিহান পাৰে। পিসেদে ড. গিৰক তাৰ ঔ গবেষণাৰ লেৰিক (Thesis) ঔহানৰ সংশোধিত ৰূপহান হিচাবে ফকৰেসিল লেৰিকহান আইলতাই- 'The Bishnupriya Manipuri Language'. মূল Thesis ঔহানৰ হাবিতা এ লেৰিক এহানত নেয়নিৰে লেৰিক এহান হৌহানত খানি ততাল। বার এ সংশোধিত লেৰিক এহানৰ গজে ভিত্তি কৰিয়া বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষা ফকৰেসে লেৰিকহান অসেতাই- 'বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাতত্ত্বৰ ৰূপৰেখা' (১৯৭৭ খ্ৰি.)।

ড. গিৰকে তাৰ গবেষণা-লেৰিক ঔহান বাদবপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়া- ১৯৬৭ সালেই ইকৰানি অকৰেসে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাৰ ব্যুৎপত্তিমূলক অভিধানহান- 'An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri,' যেহান ১৯৮৬ সালে কলিকাতাৰ পুঁথিপুস্তক প্ৰকাশনীত নতুন ভট্টাচাৰ্য গিৰকে ফকৰেসে। গিৰকে পাচ-ছয় বসৰ ধৰি গবেষণা কৰিয়া ইকৰিয়া গিয়া ১৯৭৩ সালে লেৰিক এহান নিৰ্মিষ্ট লক্ষ্য আহান পেৰা আন্তৰেয়া সম্পূৰ্ণ কৰে। এ অভিধান এহানত প্ৰায় দশহাজাৰ ওয়াহিৰ ব্যুৎপত্তি বার তুলনামূলক আলোচনা

করিয়া গেসেগা। শব্দৰ ব্যুৎপত্তিৰ যেতা যেতা দেহুয়েয়া গেসেগা ঔতা কতিহান সঠিক অসে বা নাসে ঔহান এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করতারা পণ্ডিত গিরিগিথানিয়ে মাংতাইহান। কিন্তুমান, গিরকর অভিধান এহান বিকুথিয়া মনিপুরী সমাজৰ অমূল্য সম্পদ আহান বার এহানে বিকুথিয়া মনিপুরী ভাষাৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি করে দেসে।

অভিধান এহানৰ কামহান লমকরিয়া গিরক ওয়াই সাওরা বয়া মাখাসে। ভাৰতীয় দৰ্শনলো গিরকে গবেষণা করানি অকরেসে। দৰ্শনৰ গজে সংস্কৃত ভাষাল পয়লাকার লেৱিকহান 'ন্যায়দৰ্শনবিমৰ্শঃ', বেহান ১৯৮০ সালে সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতাত ফুৎসে। এহানৰ পিসেদেই সংস্কৃত ভাষাল ফুৎয়া নিকুলেসে বाराणसीर विश्वविद्यालयৰ প্রকাশনেস্ত ১৯৮২ সালে 'শাক্তবেদান্তে তত্ত্বমীমাংসা' বার বाराणसीर बाराणसेरा संस्कृत संसदेस्त ১৯৮৩ সালে 'শাক্তবেদান্তে জ্ঞানমীমাংসা' লেৱিক ছিয়হানি। দৰ্শনৰ লেৱিক এহানি লেংকরানিৰ পিসেদে ড. গিরকে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ গজে আৱাক খানি বিস্তুতভাবে গবেষণা করিয়া ১৯৮১ সালে বৰ্য়মান বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The Concept of the Absolute in Indian Philosophy' নাঙে গবেষণাৰ লেৱিকহান জমা দেসিল ঔহানৰ গজে ১৯৮২ সালে ডিলিট উপাধিহান পাসিল। এ লেৱিক এহান ১৯৯১ সালে বाराणसीर চৌখাখা ওরিয়েনটালিয়া প্রকাশনী সংস্থা উহানাত ফুৎসে। এসাদে করে ড. গিরকে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ গজে আৱতাউ লেৱিক মাছি ইকরিয়া গেসেগা যেতা বিভিন্ন সময়ৎ বিভিন্ন প্রকাশনীয়ে ফকরেসি।

ড. গিরকৰ অধ্যয়নৰ বিশেষ ক্ষেত্ৰহান আসিলতাই ভাৰতীয় দৰ্শন। গিরকৰ ইকরা ভাৰতীয় দৰ্শন-বিষয়ক লেৱিকৰ চন্ ঔতা সংস্কৃত অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰগৎ গিরকৰ কৃতিত্বৰ স্বাক্ষৰ বহন করেৱ, যেতাৰ দ্বাৰা সংস্কৃত বিষয়ৰ ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক বার পাঠক গিরিগিথানি নিরাম উপকৃত। বিশেষ করে, ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰমা সংস্কৃত অধ্যয়ন তথা অধ্যাপনা জগতে ড. গিরকৰ অবদান অপরিসীম। গিরকৰ সুযোগ্য তত্ত্ববধানে এ অঞ্চলৰ বহু গবেষক পিএইচডি উপাধি পাসি।

১৯৭৫ সালেস্ত ১৯৯১ সাল পেয়া সময়কাল এহানাৎ ড. গিরকে আকবেদে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ গজে গবেষণামূলক লেৱিক ইকরেৱ, আৱাক আকবেদে বিকুথিয়া মনিপুরী ভাষা-সাহিত্য-কৃষ্টিৰ গজে বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, এলা বার রসকীৰ্তনৰ গজে বিকুথিয়া মনিপুরী ঠাৱে লেৱিক মাছি ইকরিয়া গেসেগা। বিকুথিয়া মনিপুরী ঠাৱহানৰ সামাজিকীকরণ অৰ্থাৎ আমাৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ লগে জড়িত হাবি ধরনৰ এলা বিকুথিয়া মনিপুরী ঠাৱে করানিৰ নিঙে গিরকে সন্ধ্যারতি, মঙ্গলারতি, খুশাখিশেই বার রথৰ এলালো 'কীৰ্তনমালা : ১ম খণ্ড'; রাসলীলালো 'কীৰ্তনমালা : ২য় খণ্ড'; রাখুয়াল বার উদুখললো 'কীৰ্তনমালা : ৩য় খণ্ড'; পাশাখেলা, জলকেলি,

বুলন, হোলি, মাখুৰ ইত্যাদি দিনৰ নিতিলো 'কীৰ্তনমালা : ৪ৰ্থ খণ্ড'; বাসকহানলো 'কীৰ্তনমালা : ৫ম খণ্ড'; ৰাতিৰ নিতিলো 'কীৰ্তনমালা : ৬ষ্ঠ খণ্ড'; গৌৰলীলা সংকীৰ্তনলো 'কীৰ্তনমালা : ৭ম খণ্ড'; বার পদাবলি কীৰ্তনলো 'কীৰ্তনমালা : ৮ম খণ্ড' নামে লেখিক ফংকরিয়া গেসেগা। এসাদে কৰে, ড. গিরকে আতা বিষ্ণুখিৰা মণিপুৰী কৃষ্টিহান নিজৰ ঠাৱে পটানিৰ সালে ৰাতি-দিন পৰিশ্ৰম কৰিয়া নিজৰ মাটিক ঠোপা ৰে হংলাহান কৰিয়া গেসেগা অবলাল এহানৰকা আতা সমাজহান গিরকৰাং কৃতজ্ঞ। গিরকৰ হংলা এহান কিতাৰা সাৰ্থক তথা সফল নাসে, কি কি কাৰণে সমাজৰ যামুৰাং বা শিল্পী গিৰিগিধানিৰাং গিরকৰ ইকৰা ঠোতা এহংযোগ্য নাসে বার গিরকৰ ইকৰা এলা ঠোতাৰ গুণগত মানৰ বিচাৰ ঠোহান আৰাক দিক আহান, ঠোতাৰ আলোচনাৰ অবকাশ এপেই নেই। কিন্তুমান ইয়াঠাৱহানৰে সামাজিকীকৰণ কৰানিৰ সালে বেহান বেহান কৰানিৰ ধৰোজন আসে ঠোতা হাবি গিরকে ইকৰিয়া যোগাৰ কৰে সেনাৰমা কুন্মে জুটি কিতা নাখৰা কৰেসে কাম ঠোহানৰে সমাজহানে কৃতজ্ঞতাৰ স্মৰণ কৰতাই।

এতা বাদেউ ড. গিরকে আৰাক অমৰ বার অমূল্য কাম কতহান কৰিয়া সমাজৰ সম্পদ হিসাবে ধদিয়া গেসেগা, যেতাই গিরকৰে সমাজৰ চিন্তাশীল মহলে চিহ্নস্মৰণীৰ কৰিয়া ধদিতে, ঠো অমূল্য সম্পদ ঠোতা অসেতাই- বিষ্ণুখিৰা মণিপুৰী ব্যাকরণ, বিষ্ণুখিৰা মণিপুৰীৰ দুই শতাব্দী, বিষ্ণুখিৰা মণিপুৰীৰ দিকপাল, শ্ৰীশ্ৰীভুবনেন্দৰ সাধুঠাকুৰ, মহাযোগী আখোইবাৰা, শ্ৰীগোকুলানন্দ গীতিস্বামী, গুৰু বিপিন সিংহ, সঙ্গীতগুৰু পণ্ডিত মতিলাল সিংহ লেখিক এহানি।

ড. গিরকে বিষ্ণুখিৰা মণিপুৰী ভাষালো গবেষণা কৰিয়া আকবেদে বিষ্ণুখিৰা মণিপুৰী ভাষা-সাহিত্যৰ মৰ্যাদা বাড়াবদেসে বার আৰাক আকবেদে সমাজৰ চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী মহলৰাং বিদ্যমান সুষ্ঠু জ্ঞান, প্রতিভাৰে হজাক কৰে দিয়া এ বিষয়ে চিন্তাৰ খোৱাক যোগা দেসে বার বিচাৰ-বিশ্লেষণ তথা গবেষণা কৰিল পঞ্চগ ইলকৰে দেনিল বুলিয়াই সমাজৰ চিন্তাশীল, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীয়ে চিন্তা-ভাবনা কৰানি অকৰেসিলা। কলে বানানৰ সুল ব্যবহার কিতাউ ধৰা পড়ানি অকৰেসে, খ্যালে আনা অকৰেসে। বিশেষ কৰে ক্ৰিয়াবিশ্তিৎ 'হ' 'স' ব্যবহারৰ মতভেদ আহান দেখা দেসে। এ ব্যাপাৰে কথা চুটি আগ মাতিয়াই ইকৰানিহানৰ ববনিকা টানতৌ।

টলেমি এগ কতি ভাঙৰ গণিতজ্ঞ, জ্যোতিৰ্বিদ বার বৈজ্ঞানিক আগ। তা পরলা গবেষণা কৰিয়া আবিষ্কাৰ কৰেসিলতাই- পৃথিবীৰ আকশেই উবা অয়া আসে, সূৰ্যৰ বার আর আর এহ এতা পৃথিবীৰ চাৰিওবেদে বুলতারা। এয়ে কথা এহানৰে কত দুগ দুগ ধৰিয়া পৃথিবীৰ মানুৰে ৰাকৰেসিলা, বিশ্বাস কৰেসিলা বার টলেমিৰে সৌৰৰ ডেকি নিহকৰেসিলা। পিসেদে কল্যাণনিকাসে মূৰা কৰে প্রমাণ কৰিয়া দেহরা দেনিলতাই- 'সূৰ্যৰ আকশেই উবা অয়া আসে, পৃথিবীৰ বার আর আর এহ হাবি

সূর্যগর চারিগবেদে বুলতারা।' পুথাকে বিপরীত কথাহান। কপারনিকাসে যেবাঁকা তার মুরা আবিষ্কারর কথাহান ফকরিররা হনুরাদেসিল, ঔবাঁকা তারে জেলহাজতে বরেইলাগা। এতাপারা পৃথিবীবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আগর প্রমাণ-করা কথা আহানর বিরুদ্ধে পুথাকে উল্টা কথাহান মাতেয়তা বুলিরা। পৃথিবীর যেতা যেতা মানুষে কপারনিকাসর কথাহানরে নাকরেসিলা, তামু তারে দুঃখ-লাংলা, তাড়ান্না দেসি, তার বিরুদ্ধে অনেক কিছু করেসি। কিন্তুমান, লমৈতেহাতে কিহান অইল? কপারনিকাসে মাতেসিল প্রামাণিক কথা ঔহানেই আজিতে হাবিরে যাকরতে বাধ্য অইলা। ঔহানেই চিরন্তন সত্যহান অরা থাইল।

আমারতাউ, ভাববিদ আগৈ গবেষণা করিরা মাংল ঔহানেই হারহান, তার কথা ঔহান চিরন্তন সত্যহান, কুনোদিনো ভুল অনাই নুরারের বুললে বা মিৎকরলে আমি ভুল করতাড়াই। টলেমির ডেকি ভাববিদ আগরতাউ ভুল অইতে পারে। সমাজে কপারনিকাসর ডেকি আগ না নিকুলতাড়াই বুলিরা কিসাদেগৈ মাতে পারেরগ?

নুরা জিনিস আহান হংকরতেগা বা ঔহানর সম্বন্ধে মাতেগা, পরলাই কো আওয়ার ঔগরতা ভুল থানার বা অনার সম্ভাবনাও নিরাম থার। তবে, পিসেদে যতগরো নির্ভুলভাবে সংশোধন করিরা নুরা জিনিস ঔহানরে আগ বাড়িরা অর্থাৎ আওয়ারে নেকাগা, পরলার ঔগৈ ভুল করলো বা ভুলভাবে কামহানাং আওয়ারেইলো ঔগর অবদান অপরিসীম বার চিরস্মরণীয় অরা থার। সমাজর কবি-সাহিত্যিক গিরিগিথানিরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার বানানলো চিন্তা-ভাবনাই নাউ করেসি। ড. গিরকে পিএইচডিহান পেয়া লেরিকহান ফকরানির পিসেদে তানুরাং খ্যাল-চেতনা আহানিরে বিষয় এহানর গজে চিন্তা-ভাবনা করানি অকরেসি। এহানো গিরকর অবদান আহান বার তানুর চিন্তা-গবেষণার ফসল ঔহানো ড. গিরকর গবেষণা ঔহানর পরিপূরকহান বুলানি যাকরের। খালকরিরা চেইক, যে কুনো জিনিস আহানো অক, যে কুনো আগৈ হংকরিরা নিকালেরা হুদেইলে ঔগেই জিনিস ঔহানর গজে আর আর চিন্তাশীল মানুষে চিন্তা-ভাবনা করানি অকরতারা ঔহান স্বাভাবিকহান। যে কুনো মানু আগৈ জিনিস আহানর গজে চিন্তা বা গবেষণা করিরা নিরাম হিনপেয়া আবিষ্কার করানির পিসেদে আর আর মানুষে ঔহান দেহিরা জিনিস ঔহানর গজে যেবাঁকা চিন্তা-ভাবনা করানি অকরতাড়াই ঔবাঁকা, তানুরাং সহজভাবেই বরফ, কুনো ক্রটি-বিচ্যুতি থারা থাইলে, ঔতা ধরা পড়তে ঔহান স্বাভাবিকহান। ঔতারে পরিপূরক পাংলাক হিসাবে ধরিরা যাকরিরা নিলেগাই হাবিতাউ, স্বাভাবিক অর। জিনিস আহান আগৈ হংকরিরা নিকালেরা হুদেইলে ঔগেই ঔহান দেহিরা মানুষে চিন্তা করতাড়াই, মন্তব্য করতাড়াই— 'অবার! এহানো আহান বুলিরা। এহানতে এপেই ভুল অসে, এসাদে অনা থকসিল,

এসাদে আইনে ছেবানিল বা আৰুতাউ ছেব আইলেন।' এহান বাতাবিকহান।
এহান কিছ হিংসা নিশা বা ইৰী কৰিয়া মাংতাৱাহান নাই।

ঠিক এসাদে কৰে, ড. গিৰক গিৰকে বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী ঠাৱৰ গজে গৱনা
গবেষণা কৰিয়া এ ঠাৱৰ বাৰানৰ বিবৰে গৱনা ইকৱিয়া প্রকাশ কৰানিয়ে, ঠেহান
শাকৱিয়া সমাজৰ আৰ আৰ চিহ্নাশীল মানুৱাং এ বিবৰে চিহ্না-ভাকনা
স্বাধিকাবেই আহেগহান। ঠেহান হিংসা কৰিয়া নাই, ইৰী কৰিয়া নাই। ড.
গিৰকে তাৰে গবেষণাৰ বিবৰ ঠেহা প্রকাশ কৰানিৰ মাধ্যমে সমাজৰ চিহ্নাশীল
মানুৱে চিহ্নাৰ খুৱাক আহান জুগা দেগেতা আৰ বাৰানৰ এহে বিবৰ এহামাং
সুহিৱজাবে চিহ্না কৰানিৰ দুৱাৱহান বুকা দেনাই ভাষাকিৱাং বিবৰহানৰ গজে
চিহ্না-গবেষণা কৰজে আৰুতাউ সহজ-সৱল অৱা সঠিক পথ ঠেহাদেই বিবৰহান
ইহো বাৰগাভা ৮৬ ঠাৱ

জিৱাবিভক্তি 'স' বা সাকৰ 'ই'-গৰ ব্যবহার অথ বা কৰানিহানো বিষ্ণুধিৱা
মণিপুৰী ভাষাৰ নিজৰ বৈশিষ্ট্য আহান। ঠেহানে, এহানেই ড. গিৰকৰ সাদে
জৱাভুক্তবিদ আগৰ গৌৰৱৰ তথা সৰ্বাদা বুদ্ধিৰ কথাহান, সঠিকেই গিৰকৰ
গবেষণাহানৰ পৱিত্ৰক হিসাবে জিৱা-বিভক্তি, 'স'ৰ ব্যবহার কৰানিৰ
অনিভুক্তভিত্তিক সিদ্ধান্ত বা বুদ্ধি এহামাং একমত অৱা বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী ভাষা-
সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্যৰে ৰক্ষণ কৰানি হাবিৰে পাংলাক কৰিক।

কেতাউ অক, মানু আগৰ জীৱনে দোষ-গুণ, ছোবা-সাক্তি থাৱা ঠেহ। ছোবা-
গুণ ঠেহাই আমাৰ আলোচ্য বিষয়, দুলায়নৰ বিষয়।

বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী ভাষা-সাহিত্য-কৃষ্টিৰ বিকাশ আৰ প্রচাৰৰ সালেদে নিজৰ
জীৱনহান উৎসৰ্গ কৰিয়া গেসেনা প্রছেৱ তলবান গিৰক এণ এ জীৱনে তাৰ আশা-
শোৱাঙ-জাটি, কৰ্তব্য-কৰ্ম হাবিতা থুংকৰে নুৱাৱানিৰ পাঠি আগলো ২ জুন ২০১১
খ্ৰিষ্টাব্দ (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ) সাকলসেলৰ দিনে সেহা পাচ বাজিত ইহমায়
এহে দিয়া তাৰ ইলিত থামে দেলগা। প্রছেৱ গিৰকৰ বিদেহী আজ্ঞাগৈ চিৱ-শান্তি
পাক, সঙ্গতিথাক অক, এহানেই পৱমাজ্জাৱাং কমনাহান থাইল।

সুধক্ট গিৰ : কবি, অনুবাদক বাৱো সম্পাদক, জাজুনি মণিপুৰী, কাছাৰ, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর নিজে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রভাসকান্তি সিংহ

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ এমএ, পিএইচডি, ডিলিট, গীতাচার্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের কৃতী সন্তান আগ। গিরক কাছাড় জেলার মেহেরপুর শহর পশ্চিম কচুখরম গাওঁ শিক্ষার পরিবেশসমৃদ্ধ পরিবার আহানাত জরম অর্য শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে বিরাজ করেসিল। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি শনির ঝাংনাড ১৯৬৩ সনে কলিকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লসিল। ১৯৬৮ সনে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি বারো ১৯৮২ সনে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট উপাধি লসিল। উপাধি এতা হাবি গিরকর গবেষণার ফল। চাকুরিজীবনে গিরক গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, মণিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় বারো শেষ জীবনে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদস্থায় জালকরেসিল এহান আমার জাতর গৌরবর বিষয়হান। উভার গছে গিরকে নানান গবেষণার কামে নিজরে নিয়োজিত করেসিল।

নিজে ডাক্তর শিক্ষাবিদ আগ অন্যর লগে গিরকে নিজর সমাজর উন্নতির নিজে, নিজর ইমার্গারর বিকাশর সালে পোহাক জীবন এহান কাম করিয়া গেলগা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর গছে গবেষণা করানির মাঝেগে গিরক পথিকৃৎগ। ভারতীয় দর্শন, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতির ভাষা, সাহিত্য বারো সংস্কৃতির গছে গিরকর গবেষণার ফল চিরদিন হাবিরে পথ সেহরেইকৈ।

ভাষা-সাহিত্যত লেইরা জাত আহানর ভাণ্ডারে গিরকর ইকরা কবিতা, এলা, প্রবন্ধ, গল্প, ব্যাকরণ আদিল আমাৰে সমৃদ্ধ করিয়া থসেসে। গিরকর 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ', 'An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri', 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা', 'প্রবন্ধমালা', 'The Bishnupriya manipuris : their Language, Literature and Culture' ইত্যাদি লেখিক আমাৰ জাতীয় সম্পত্তি। সমাজে শিক্ষার প্রসারর নিজে গিরকর লিংখাত করা 'দিব্যাপ্রথম'

গিরকৰে চিৱদিন অমৰ কৰিৱা ধৰ্ম্মিভে। গিরকৰ সংগৃহীত লেখকৰ ভাষণৰ পৰৱৰ্ত্ত অমূল্য সম্পদ আহ্বান। গিরক নিজৰ কামৰ সালে চিৱদিন সমাজৰ কুদিত জিহতা অৱা থাইভে।

এতা হাবি গুণৰ সমাহাৰে বে ব্যক্তিত্বহান ঔ ব্যক্তিত্বহানও কোন কোন সময় সমাজৰ মানুৱাং খৌ না হিজেসিল। বিশেষ কৰিৱা গিরকৰ Thesis হানৱে কেন্দ্ৰ কৰিৱা সমাজে নিৰামপাৱা বিতৰ্ক চলেসিল, নিৰামপাৱা অপথচাৰ অসিল। খাঙৌ গিরকৰ কৃতিত্ব কোনপৈ হুৱকাং কৰে দুৱাৱেসি। বিশেষ গোষ্ঠী আহানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঔ Thesis হানৱে কেন্দ্ৰ কৰিৱা বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰেসিলা। যেতাই অপথচাৰে যন্ত অসিলা উতাৱ অধিকাংশ মানু নিজে ঔ Thesis উহান পাকৰিৱা চাৰিলা বুলিৱা নিঙ নাৱ। পৰেষণাকৰ্মত পৰেষকৰ যাছে নানা বিবৰে যন্তভেন ধাৱা ঔনা। প্লেটো অ্যাবিস্টটল পাসিৱ ভিতৰে যন্তভেন অসিল খাঙৌ কাৰৌ কৃতিত্ব হুৱকাং কৰে কোনপৈ নাৱেসি। ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহৰ হাবি যন্তবান যোল আলা সঠিক অইতই এমস কোন কথা নেই। তা থকৱা তাৱ কৃতিত্ব থপুৱ মুখে আনানি থক নেই।

সমাজৰ উন্নতিৰ সালে, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ সালে ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিরক আঞ্জীবন কাম কৰে গেলগাও অজ্ঞান কাৰণে সমাজৰ মুৰুসি সংগঠনেন্ত দুৱেই অৱা অসিল। জীবনসাৱাহ পেরা সমাজৰ মুৰুসি সংগঠনৰ তুল দুৱত্ব বজাৱ থৱা চললেও সমাজেন্ত কুনদিনৌ দুৱেই নাসিল।

সমাজৰ প্ৰতি, সংগঠনৰ প্ৰতি গিরকৰ ৱাৰৌ খাণেসিলগা। সমাজৰতাও গিরকৰ গছে ৱাৰৌ আসে। গিরক নিৰামপাৱা অভিমানী মানু আগ। সমাজৰকা বুলিৱা গিরকে নিজৰ হাবিতা সমৰ্পণ কৰিৱা গেলগা। প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰতা যেনাদে সমাজৰ প্ৰতি কৰ্তব্য বা সাৱবদ্ধতা থাৱ ঠিক উসাদে সমাজৰতাও ব্যক্তিৰ প্ৰতি কৰ্তব্য থানি থাৱ। ব্যক্তিবিশেষৰ কৰ্ম অনুযায়ী মৰ্বাদা দেনি উহান সমাজৰ কৰ্তব্যহান। সমাজৰ কৰ্তব্য উহান দাৱিত্বনীল মুৰুসি সংগঠনৰ মাধ্যমে প্ৰতিফলিত অৱ। কালীপ্ৰসাদ গিরকৰে মূল্যায়ন কৰানিৰ ক্ষেত্ৰে সমাজৰ দাৱিত্বনীল মুৰুসি সংগঠনৰতাও লেইলেক খাণেসিগা বুলিৱা নিঙ অৱ। বিজুজিৱা মণিপুৰী সমাজ-অন্তঃপ্ৰাপ কৃতি সন্তান ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিরকৰে প্ৰজ্ঞাপণি জানেইভেগা কথাচুটি আহান নিৰ্বশিং অউৱি- 'যেখালাই গুৱিৱা থইলেও বেলিহান তাৱ যন্তভে সমহিমায় দীপ্তমান।'

প্ৰভাসকান্তি সিংহ। বিশিষ্ট লেখক, প্ৰকাশক ৱাৰৌ আলাম সরকারৰ উচ্চপদস্থ কৰ্মকৰ্ত্তাল, শিলচৰ, আসাম।

পূজনীয় কালীপ্রসাদ গিরকর নিঃশিঙে সুনীলকুমার সিংহ

সমাজ আন্দোলন ভাঙর জ্ঞানী-তনী মানু খাইলে উহামেই সমাজহানর মূল পরিচয়হান। উতার গজে শিক্ষকতা লাইন এগত খাইলেতে আর কোন কথাই নেই। আমার সমাজর এসাদে তত্ত্বপুরুষ আগ অইলগাতাই ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, বেগর নাঙহান আমার সমাজ বাদেও অন্য সমাজর মানুয়ে চিনেছিলো- ভক্তি করেছিলো।

আমির দশকর প্রথমদিকে মি পাকরানিরকা বুলিরা মুখাইত আহিলুহান, মি হাদি হাদিত সময় পেইলে জুহুহিত ওর দেবেশ্র সিংহর ঘরে গেছিলুগা, গিরক উগরতা লেরিকর প্রতি নিরাম বৌরাঙ আহিল, বিশেষ করে আমার ঠারর বা আমার সমাজ-বিষয়ক লেরিক। উপেই মি ড. কালীপ্রসাদ সিংহর লেডকরা The Bishnupriya Manipuri Language নাঙর মূল্যবান লেরিক উহান খামি পাকরানির সুযোগ পাইলু। লেরিক উহান পাকরানির পিছে গিরকর লগ পানার বৌরাঙ আহান মোর মনহানাত হমেইল, মোর সৌভাগ্য মোর মনর আশাহান ঢালাক অরা পূরণ অইল। গিরক উবাকা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত অরা আছে সময়হান। পরমর বন্ধ আহানাত মি ঘরে আইলু। উবাকা আমি গৌহাটির উলুবারিহিত পুলিশ কোর্টারে আছি সময়হান। গিরকে এলার ক্যাসেট আগ হডকরানির উদ্দেশ্যে হাদি-হাদিত আমার ঘরে আহেছিল। মোর খুন্টা বেরক খ্রীমান সুরজিত কারিগরি বিবর এডাত নিরাম চৌহাত, তার সহযোগে গিরকে আমার সমাজর প্রচলিত এলা বারো তার লেডকরা মনশিক্ষার এলাল 'এলার মালা' বুলিরা পরলা ক্যাসেট দুগ আহান হডকরেছিল, যেগি এবাকাও মি ঠিকপেরা হাদি হাদিত হনৌরি। উহানর পিছে তা আরাকৌ ক্যাসেট মিকালাছিল। যেতা সমাজে সমাদর পাইল, ঐ ক্যাসেট উতা কতগর নাঙ অইলগাতাই- মজলারতি, হোলি, বাসক, সন্ধ্যারতি বারো আধুনিক এলার ক্যাসেট 'বুলুরি মি' ইত্যাদি। পরলা পরলাদে

ক্যাসেট নিকালানির সময় মি বাণিজ্যিক দিক উহান চিন্তা করিরা ক্যাসেট তথা উহানর কভারগ হবা করানিরকা বুলিরা পরামর্শ দেছিলু যদিও গিরকে উহানাত কান নাদেছিল। ঐ কথা উহান এবাকাউ মি নিশ্চিঙ অউরি। আজি তা নিকালাহে ক্যাসেট সমাজে নিরাম দুষ্টাণা। উহানর পিছে পাকরানি লমকরিরা ১৯৮৭ সালর অক্টোবর মাহাত মি গৌহাটিত স্থায়ীভাবে আইলু। মুরা উদ্যমে কর্মজগতে হয়েইলু। উবাকা সমাজর সেবা হিসাবে ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুরর রঙিন পোস্টারশৌ আহান নিকাললু। যেহান কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে শুভ-উন্মোচন করানিত গিরা ভাষণে এহান মাতেছিল- “সুনীল, তি ভবিষ্যতে সমাজর আর আর শুনী মানুর পোস্টার নিকালেয়া সমাজর সেবা করিহ।” কিন্তু দুঃখর কথাহান, মি গিরকর বাক্যহান খনি মূল্যরলু। সাধুধারার পোস্টারহান নিকালানির পিছে আর অন্যগর পোস্টার নিকালানির ইচ্ছা মনহুশাত নুহুগিরা গেলগা। বিভিন্ন সময়ে গিরকর লগে মোর সেহা অছিল। পিছে পিছেদে তা ত্রিপুরা বারো শিলচরর আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করল। শিলচরে গেলগা বেসাদেও তার লগে আকস্মিক সেহা করলু। লেরিক অদে তা অন্য বিষয়র গজে খুব কম কথাই টুটরাছিল। আরতা মোর লগে আপনত্ব উহান অছিল হাতে সমাজর দুঃ-আগর গজে অভিমান তথা মালিশ করিরা ভরি রন উহান পাতল করেছিল। পিছে বিভিন্ন কারণে সমাজর বিশেষ ধ্রুপি আহানে তারে বেসেপ করে বয়কট করেছিল, যেহানরকা বুলিরা তা হামসিক অশান্তিত নিরাম কুসেছিল। উতার দেখদেহি নিজর এলাকাগর প্রার মানুরে তারে বয়কট করিরা চলল।

শের বয়সে তা প্রার-পাখালগর ডেকি অছিল। মানু দেখলেউ থক চিনে বুঝরল। উহান লেহিরা মি শিঙান দুঃখ পাহিলু। খালকরেছিলু- জ্ঞানী-শুনী মানু এভারতাই এসাদে দশা অরতাক’। ঐ বেলতাম উহানাত লেরিক দুহান নিকলেছিল। উহানি আইলগাতাই তার নিজর লেঙকর ‘মোর জীবন-কাহিনী’ বারো তার ৭০তম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলনহান ‘কালীপ্রসাদ সমীক্ষ’। কিন্তু লেরিক উহানিরে সমাজর ভিতরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

১৯৯৭ সালে মোর সম্পাদনাত ‘সেলপুঙ’ সংস্কার তরকেন্ত স্মৃতিস্ম আহান কঙছিল। যেহানাত আমার সমাজ তথা অন্য সমাজর বিভিন্ন লেখকরাও লেখারকা বুলিরা আমি অনুরোধ করেছিলাও, পরলা লেখাহান আমি কালীপ্রসাদ গিরকরাংত পাহিলাও। লেখা উহান প্রকাশিত অনার পিছে গিরকরে সম্মান জানেয়া আমি সামান্য রূপার Gift Cheque আহান দিরাপেঠানিলে গিরকে হারৌ অরা পুনরার সংস্কার হবা কামে রূপা উহানি খরচ করিরা বুলিরা কিরেয়া দেছিল। গিরক উসাদে হবা চিন্তাধারার খানুগ, যেহানে পরবর্তী সময়ে আমারে উৎসাহিত করেছিল। গিরকে দেছিল চিঠি উহানাত এসাদে ইকরেছিল-

মোহর সুনীল

তুমার সৃষ্টিমহোৎসবের স্বপ্না, Get-up হাবি অতি চমৎকার আছে।
তুমার এ সকল উদ্যোগেরকা তুমারে ঘুরে ঘুরে ধন্যবাদ জানাউরি। লগে
সেহে Gift Cheque উহান দেহিরা অত্যন্ত খুশি আইলু এ কারণে যে,
তুমি আধুনিক যুগের তালে ভাল মিলেরা চলে পারেরেছো। তুমার এ
সাকল্য বারো চিন্তাধারার উন্নত মানেরকা তুমারে আরতাউ ধন্যবাদ।
তুমার এ সাকল্যের স্বীকৃতিররূপ Gift Cheque উহান বারো তুমারে
দিলু, সমাজের হক কামে লাগেরো। মোর স্নেহময়তা থাইল।

ইতি-

ভাসকাভনী

শ্রীকালীপ্রদান

মি হারপাছু মতে আমার ঠার বারো ইংরেজিভ গিরকরতা ছি-কুড়িহানর গজে
লেরিক মুকুলেছে উতা বিশেষ করে ভাবাত্তর, দর্শনশাস্ত্র, জীবনী, জন্মকাহিনি,
প্রবন্ধ, ব্যাকরণ, এলা, শৌর কবিতা ইত্যাদি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গিরকর হারিত
ভাঙর দানহান আইলগাতাই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অভিধান। আরাক ভাঙর কলেবরর
অভিধান আহান ইকরিয়া গেহেগা যেহান প্রকাশর উদ্যোগ সেয়া আছে বুলিরা
হারপেইলু। গিরকর লেরিক বারো লেখার গজে সমালোচনা করানির ধৃষ্টতা উহান
মোরাও সেই। মোর মতে তার ভেঁকি সমাজহানরে দেকুরা দুগ সুন্নয়া মেই।
গিরকর লেখকরা জীবনীগ্রন্থ আইলগাতাই- শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর সমধুঠাকুর, বহুবোণী
আখোইকাবা, ভরু বিপিন সিংহ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর মিকশাল, সঙ্গীতভরু পণ্ডিত
মতিলাল সিংহ, শহীদ সুদেবী সিংহ আদি লেরিকে মোরে নিয়াম উৎসাহিত
করেছিল। পরবর্তী সময়ে মি 'মণিপুরী দর্শনশাস্ত্র বারো ভরু বিপিন সিংহ' লেরিক
উহান ইকরানিত্ত বিভেগা বিশেষ করে ভরু বিপিন সিংহর জীবনী উহান তার
লেরিকহানর গজে সকল করিয়া ইকরেছ। দর্শনশাস্ত্রর গজে গিরকর প্রকাশিত
লেরিক আইলগাতাই- মায়দর্শনবিশ্বর্ষ (সংস্কৃত), শাকরবেগাভে তত্ত্বমীমাংসা
(সংস্কৃত), শাকরবেগাভে জ্ঞানমীমাংসা (সংস্কৃত), Nairatmyavada 'The
Buddhist Theory of Not self' আদি। দর্শনশাস্ত্রর গজে এমটিক মূল্যবান
লেরিক ইকরানি সত্তেও উতার আসল মূল্যায়ন উহান করানি নাউ আছে। গিরকর
লেখা 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ' বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর ইতিহাসে ভাঙর
সংযোজন আহান বুলিরা নিউকরোরি। জন্মকাহিনি বুলতে গিরকর একমাত্র
লেরিকহান আইলগাতাই- 'তিন দিনর বাংলাদেশ জন্ম'। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত
লেরিক উহানর ভূমিকাহানাত গিরকে এসাদে লিখেছে-

“এখানেই মোর এ-ধরমর প্রথম রচনাহান। মি ভারতর বিষ্ণুপ্রিয়া
মণিপুরী সমাজর প্রাচ হাবি অঞ্চল বুলেছ... ভারতর বাহিরেউ হল্যাক...

অস্ত্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ সেখেছ। কিন্তু যোর ঔ ভ্রমণকাহিনী উতা
মি না ইকরেছ, ইকরানির ইচ্ছাউ মোরাও নাহেছে। অথচ তিনদিনর
বাংলাদেশ ভ্রমণর কথা মি ইকরাও বহেছ এহানর কারণ দুহান-
প্রথমতঃ বাংলাদেশর মানুসাতো মি বে প্রীতি-ভালবাসা পেইলু, উহানর
ভুলনা মেই। উহানর স্বীকৃতি সেনা উহান মি নিজর কর্তব্যহান বুলিয়া
‘নিউকররি। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশর হাবি কামে- সভাহলে বা সভাহলর
বাহিরে উপেইর গিরিগিধানীয়ে কাক কাক প্রশ্ন উঠেইলা; উতান্ত তানুর
মানসিকতা বারো চিন্তাধারা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ের। ভারতর বিক্ষুধিয়ার
মুণ্ডে তানুর ঔ মানসিকতা বারো চিন্তাধারা উতা ভুলিয়া ধরানি উহানো
মি নিরাম প্রয়োজনীয়হান বুলিয়া নিউকররি...।”

লেরিকহানর লমইলগা চুটি উগ গিরকে এসাদে ইকরেছিল- “বাংলাদেশর এ
স্মৃতিরে মোরে চিরদিন আমন্দ দিতই। বিশেষ করিয়া বে যুবকগিরে খানাপিনা
পাহরিয়া হাসিমুখে মোর লগে লগে আছিল। তানুর কথা মি কোসদিন না
পাহরতো।” কালীপ্রসাদ সিংহর লেরিকর আরাক ভাঙর বিষয় আহান আছেতা
এলার গজে ভিত্তি করিয়া ইকরা লেরিক ‘কীর্তনমালা’। লেরিক উহানরতা মোট
হরহান খণ্ড আছে। পরলাকার খণ্ডত আছেতা- ফিরা-গোষ্ঠ, সেন্দ্রা-আরতি,
জাগরণর এলা, মঙ্গল আরতি, খুপাক-ইশেই আদি। দ্বিতীয় খণ্ডত আছেতা-
সম্পূর্ণ রাসলীলাহান। তৃতীয় খণ্ডত- রাবুরাণ বারো উদ্বল, চতুর্থ খণ্ডত-
নিতিলীলা (দিনর নিতি)। এহানর লগে পরিপূরক ভাগ আহানো নুকুলেছিল।
পঞ্চম খণ্ডত- রাসকলীলা বারো ষষ্ঠ খণ্ডত আছেতাই- রাতির নিতিলীলা। লেরিক
এতা হাবির প্রকাশকাল ১৯৮৮ সালেস ১৯৯২ সাল পেরা।

‘প্রবন্ধমালা’ মোট তিনহান খণ্ডত নুকুলেছিল। প্রথম খণ্ডত বিক্ষুধিয়া মণিপুরী
সাহিত্য বারো ভাষা-সম্পর্কীয় প্রবন্ধ, লগে ভাষণ কতহান প্রকাশ পাইল। দ্বিতীয়
খণ্ডত বিক্ষুধিয়া মণিপুরী সমাজ-সম্পর্কীয় প্রবন্ধ বারো তৃতীয় খণ্ডত বিক্ষুধিয়া
মণিপুরী সংস্কৃতি-সম্পর্কীয় প্রবন্ধ, লগে ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর, গীতিস্বামী আদির
গজে লেঙকরা প্রবন্ধ বারো ভাষণ প্রকাশ পাইল। ১৯৯৫ সালে ড. সিংহই ‘এলার
মালা’ (সম্পূর্ণ) বুলিয়া লেরিক আহান কর্তকরেছিল। উহানাও আছেতাই উদ্বোধনী
সঙ্গীত : গনসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, ভজন : ভক্তিমূলক
সঙ্গীত, রামপ্রধান ভজন, শিবসঙ্গীত, যাত্ৰাসঙ্গীত বারো আধুনিক সঙ্গীত হাবিতা
মিলেয়া মোট আটহান খণ্ড আছে। ড. সিংহই শৌর গজে উসাদে লেরিক মাউ
ইকরেছে। ১৯৯৪ সালে দিব্যাত্মর মারকতে ‘শৌর কবিতা’ বুলিয়া সংকলন
আহান সম্পাদনা করেছিল। উহানাও বিশেষ করে গোকুলানন্দ গীতিস্বামী,
মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, সেনারূপ সিংহ, জগতমোহন সিংহ, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ,
গোপীনাথ সিংহ, শশীকুমার সিংহ, নিরুপমা সিংহ, রেণুকাবালা সিংহ, সন্ধ্যা সিংহ,

শশীমোহন সিংহ, অমর সিংহ, শ্যামানন্দ সিংহ, চন্দ্রবদন সিংহ আদি সমাজের নাটকরা লেখকর কবিতা কাম পাছিল।

‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী’ ২০০২ সালে প্রকাশিত অছিল। মূল্যবান লেখিক এখানে পুরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের ধূল-মূল ইতিহাস আহানর স্বাক্ষর বহন করেন। লেখিক উহান সম্পর্কে গিরকে ভূমিকাহানাত এসাদে মাতিয়া গেছেগা—

“মণিপুরে বসবাস করানির সময় আমার সামাজিক ইতিহাস উতা হারপানি আমারাও এবাকা কঠিন অইলেউ, মণিপুরেস্ত আহানির শিছ এহানর ইতিহাসহান হারপানিতে অমাটিক কঠিন নাইব। খানি কঠিন অইলেউ বেহানি আমি বর্তমানে হারপানি পারিয়ার, অন্তত উহানি খদিয়া গেলেগাউ ভবিষ্যৎ প্রজন্মরাও আমি অমাটিক দোষী সাব্যস্ত নাইতাত্তাই।”

আকদিন হনলু ড. কালীপ্রসাদ গৌহাটিত আছে। আর সময় না মাঙকরিয়া নির্দিষ্ট ঠিকানাত গিয়া ফৌঅইলুগা। হাদিত বহুদিন নাদেহানির ফলে ডাডে মোরে নাউ চিনের। পিছে হারপেইলু, তা মানসিক বহুপাত খানি আহান হিমপাসে। যেহানউ অক, দেবযানীরে মোর পরিচয়হান দিয়া দিল আরো চিনল। সমাজর এসাদে মানু আগর আছে পরিস্থিতি উহান দেহিয়া মনহানাত নিরাম হিনপেইলু। খালকরলু, দিনে পরলেতে এসাদে অরতাক! আরতা বারো খালকরউরি ভগবানে দিয়া গেছেগা জীবনর হাবি নিত্যকর্ম এতা পুরা নাইলে টেইপাও মানুরতা আলখক বরসে এসাদে অবস্থা অরতাক! যেহানও অক, উদিন খানি-মানি আহান য়ারি দিয়া বারো চলাক্করে আয়া লগ খরতউগা বুলিয়া কথা দিয়া উদিনকার মতো বিদায় লইলু। পিছে তানু কাদাতেই আরাক ঘর আগ বদলেরা উশেই বাক্সা কতমাহা আছিল। মি সময় পেইলেই গিয়া লগ খরিয়া বৎসামান্য বেহানি পারউরি উহানি সাহায্য করউরি, নাইলেউ মানসিক শান্তি দেনির চেষ্টা করউরি। মি যিতউগা বুলিয়া খৌরাঙ অরা বাহেরা খার উহান দেহিয়া মনহানাত ভেতনেই হারৌ আহান পাছিলু। যেহান মি কথাল কুকারা মুরারউরি। পিছে পিছে তার সুস্থতা উহান দেহিয়া মোরতাউ মনহানাত হারৌ আহান লাগিল। আরাক কথা আহান-মাতানিতে থক নেই, আজির বুগে নিজর জিপুত কইগই মালক বাপকরে অন্তর দিয়া সেবা করতারাডা! এ ক্ষেত্রে তা নিরাম ভাগ্যবানল। জিলক দেবযানী বারো জাত্রকে তারে নিরাম বদল করিয়া থছিল, তাউ তানুরে উসাদে জামহান দিয়া বানা পাছিল। ঔ খেলতামে মিউ সুযোগহান চেয়া তার মনর কথাহানি ভিডিও ক্যামেরাগল অতি সাধারণভাবে তুলিয়া থছিলু। যেতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মরকা বুলিয়া ডাঙর সম্পদ আহান বুলিয়া নিকরউরি। কনাক কালেক্ত অকরিয়া জীবনর অন্তিমকাল পেয়া জীবন এহান বিভিন্ন সংঘর্ষর ভিতরে লালকরিয়া গেছেগা ড.

কালীপ্রসাদর ঋণ সমাজে কোনদিনই হচ্ছে মুরারতাই। কিরা বুয়ে, এ সর্বস্বর ভিতরে থায়াউ তা যে সমগ্র বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে কাম করিরা গৈছেনা ও কার উতা। অন্য কোন মানু আগই মনেয়াউ কোনদিন করে। দুসরেছি, আরতা ভবিষ্যতেউ কোনদিন করে পারতাই বুগিয়া যি নিঙ মাকরউরি। এসাদে শুণী মানু আগরে আমি সবাজে উসাদে উপবৃত্ত সম্মান উদ্বাস-সেনি নুয়াইছি। উপরন্ত সুযোগ পেইলে কটুতি করতে কিন্তু পিছপা নাছি। কালী-ইমার প্রসাদ-কালীপ্রসাদ হারতাই নাগইতাই ইকরিয়া সমাজহুন্সে ডুবেইল বুগিয়া উপহাস করতে দেখেছি। কিন্তু মাততারা উহান নাই, জ্ঞানী মানুয়েহে জ্ঞানী মানুর বাদর হারপেইতারা। গিরক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুস আছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কৃষ্টিরে জিৎস করিয়া থমির উদ্দেশ্যে 'সিদ্ধান্তম'র লিঙখাত করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধার কারণে তা তার উদ্দেশ্যে উহান বাস্তবে রূপায়ণ করানি মুরারল। এ ব্যর্থতা এহানে তারে মনে নিরাম জ্বালা দেখিল। উহান তা এসাদেউ লেখার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিল।

“সিদ্ধান্তম’ করে মুরারলু এহান মোরকা কড়ি ভাঙর জ্বালাহান, উহান একমাত্র যি জানু কিন্তু যি নিশ্চিত- বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজর বে সমাজধেমিক মহান নিরিসিধানীয়ে সারাজীকন মোরে জীবন্ত ডহেইলা। তানুরকা এহান অত্যন্ত সুবদারকহান আইতাই। মহান এ বিষ্ণুপ্রিয়া জাতর সমাজধেমিকর প্রতি মোর শেব অনুরোধহান- এ জীবনে বেজা-জ্বালেইলাইতা জ্বালেয়াউ নাই, মোর দেহাতরর পিছে কিন্তু শোকসজ্জ করিয়া ২/৩ মিনিট উবারা মৌমতা অবলম্বন করিরা পরলোকগত কালীপ্রসাদরে আর জ্বালা নদিরো।”

আজি স্ত্র. কালীপ্রসাদ সিংহ নেয়ইলা। কিন্তু ইতিহাসে মাতিনা বিতইগা তা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর পরন্ত সিএইচডি, ডিলিট উপাধি-পাকুরা বিষ্ণুপ্রিয়া ইমার সুযোগ্য পুতকন। এবাকা কম কথাত তার জীবনীহান লিখিয়া যানা মানে চুঙসজ ঠেলেয়া আভিগ করানি উহান পারা আইতাই। আজি তা যেতা কাম করিরা গেলগা উতার স্ফায়ন শৈলেনই ভবিষ্যতে আইতাই। লমইতেগা যি করণায়ন ভগবানরাও এহাখেই প্রার্থনা করউরি, তার বিদেহী আত্মা গরুর চরণখরা পাক।

সুনীলকুমার সিংহ। চিত্রশিল্পী বারো লেখক, গৌহাটি, আসাম।

কালীপ্রসাদ অজার নিঃশিঙে বিমল সিংহ

বিশ্বখ্যাত মণিপুরীৰ দিকপাল, বিশ্বখ্যাত মণিপুরীৰ পঞ্চদশদৰ্শক, দার্শনিক, মহামনীষী ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, এমএ, পিএইচডি, ডিপিট গিৰকৰ দৌ অনিৰ পৌহান ভাৰতৰ মাটিত থাৱা বাংলাদেশেৰে গৈছিল। মোৰ কপালহান। তবে মোৰ যাযাবৰ বাৰো ঠিকানাবিহীন সৈনিকৰ চাকুৰি এহানো এহানৰকা দায়ী। যি ইককুৰি হাৰহান, কিন্তু সমাজৰ সাহিত্যবিষয়ক বা সামাজিক অন্যান্য অনুষ্ঠান কিতাত নিয়ামপাৰা ইচ্ছা থাইলেও মোৰ চাকুৰি এহানৰ সালেদে যি কোনো আহানাত শামিল অ' নুহাকুৰিগা। যি নিয়াম দুঃখ পাউৰি কিন্তু উপায় নাপেৰা নিজৰ কপালহানৰে পৰখেৰা ভূমিলগো অয়া বহুৰি। নিজৰে সাক্ষ্য দেউৰি ২০১৭ সালৰ মে মাহৰ (মোৰ ৱিটাৱাৰমেণ্টৰ বছৰহান) পিছেদে এতাত ৱৌঅইতৌগা বুলিয়া।

১৯৭৭ সালে হাইলাকান্দিত অজা ব্ৰজেন্দ্ৰকুমাৰ সিংহৰ চৌৱাঙে অনুষ্ঠিত অছিল কবিসন্মেলনে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিৰকৰে দেহানিৰ পইলা সুযোগ পাইলু। সৌম্যমূৰ্তিৰ অধিকাৰী আগো, কেইচম-পাৰ্জাবি পিদিয়া বহেছিল। যি যোন্ত বছৰৰ শৌ আগো। ব্ৰজেন্দ্ৰ অজাৰ ৰূপক উপমা-আদি অলঙ্কাৰ-সম্বলিত ভাষা খানি হাৰপাউৰি, খানি হাৰনাপাউৰি। ইয়ে লালস আহানলো বহেছোতা-আজি মিও স্বৰচিত কবিতা আহান পাঠ কৰতোগ বুলিয়া। ঠিক ঠ সময়ত ব্ৰজেন্দ্ৰ অজাৰ-

এতা হাবি জিনিজিনি আমি থাইতেগা,
জোনাকহানউ কিয়া গজে কাইতেগা?
আমাৰেলো মাইলেতে আখাৰ অয়া থাক,
হাদিত ভি গজে কাৰা নাঙ পানা নাক।

মাইকলোত কবিতা এহান পাঠ কৰল। যি জোনাক এহানৰে বিসাৰাত লাগলু। পেইৱাক দেখলু, মকলোত বয়া গিৰক আগো যুকসি যুকসি দেৱ। হাৰপেইলু অক নাক, আজিকার এ 'জিনিজিনি' কবিতা এহানৰ লগে নিচৰ গিৰক

এগোর কোনো যোগসূত্র আহান আছে। খানি পিছেপে গিরক ঔগোই ড. কালীপ্রসাদ নাঙে আরা ভাষণ দিরা গেলগা।

ঔদিন পইলা দেখলু বিশ্বর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর উজ্জ্বল নক্সা আগোরে। হুন্দা দেখলুতা- গিরকর লগে মোর সাদানে অজ্ঞাতপরিচর শৌ আইগ গিয়া পরিচর অমার মত সুযোগৌ নেয়ছিল।

ঔবাকা ড. কালীপ্রসাদরেলো সমাজর কংকেই আহানাত নিরামপারা বিরূপ সমালোচনা চলেছে সময়হান। যি মিলেরা চেইলু- এরে সৌম্যমূর্তি, মৃদুভাষী পণ্ডিতপ্রবর গিরক এগই সমাজহানরে বেছে পারেরতা? এতা মোর অবান্তর ওয়াখাল- সমাজে চলেছিল সমালোচনার মাজুঙ ইলরা মোর মনহানাত আহেছিলতা। ঔবাকাও গিরকে আর আর রারির লগে নিজর গবেষণার বিবরণকর বিশদ আলোচনা করিরা সমাজর লগে কোনো অন্যর নাকরেন্দু বুলিরা সাক্ষাই দিল। খানি হারপেইলু, খানি হারনাপেইলু।

ঔদিন যি 'মনাউরি যি' বুলিরা কবিতা আহান পাঠ করতৌগা বুলিরা নেছিলুগা কিন্তু কবিতা ঔহান মাজে পরিরা নিখশিঙর বেরাগাইনিঙ মুকা মুকা ইকরাত যিতৌগা ঔদিনকারকা আর কালীপ্রসাদরেলো স্মৃতি মছন করে নুয়ারলু।

১৯৮০ সালে মোর পইলাকার কবিতা সঙ্কলন 'অপরাজিতা' এহান কুংগোই নিকালি দিতৈতা বুলিরা আংকরতে অজা ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ গিরকে শিলচরর কচুধরমর 'অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী'র নাঙহান দিরা নিকালানির বৃত্তি দিরা চিঠি আহান দেছিল। ঔবাকা আসামর গোয়ালপাড়ার গৌরীপুরে 'অপরাজিতা'র ছাপার কাম চলেরতা। ত্রিপুরার সাপ্তাহিক 'আমার পৌ' (অধুনালুত) পত্রিকাং 'অপরাজিতা' তেহাম ফুগুয়া আহানির বিজ্ঞাপন আহান নিকুলেছিল, অথচ ঔবাকা পেয়া 'অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী'র স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ কিংবা তার খুলা বেরক প্রখ্যাত কবি শ্যামানন্দ সিংহ গিরকর লগে এ ব্যাপারে মোর কোনো আলোচনাও নাছে। যেহানে মাস্তে গেলগা তানু মোরে পরখনিরকা দাত দারেয়া আছি। কারণ, বহু আগে নিকুলেছিল বিজ্ঞাপনহান, অথচ লেরিকহানর নাঙ-সাত নেই।

১৯৮০ সালর আগস্ট মাহার খামঙলেদে আকদিন সিঙ্গারির নেহেরু হাইকুলর মুঙে ডাঙর খৌ আগোলো ভরিগো অরা ফৌঅইলুগা, যেপেই শ্যামানন্দ সংস্কৃতর শিক্ষকগো। মোরে দেহিরা মাতলো- 'অ বিমল, তি আমার প্রকাশনীন্ত 'অপরাজিতা' বুলিরা কবিতা সঙ্কলন আহান নিকালার বুলিরা বিজ্ঞাপন আহান দেছিলে। অথচ এবাকা পেয়া লেরিকহানারৌ কোনো পৌ নেই।' সুপ হিন নাপেই দাদা, লেরিকহানলোহে আহেছু নাই বুলিরা খৌগন্ত লেরিক আহান নিকালেরা দিরাইতে লেরিকহান ধরিয়া হারৌর সীমা দেয়রা মোরে মাতলো- 'এসাদে ব্রকর মলাটলোতে 'মালিনী' কবিতা সঙ্কলন ছাড়া আর না নিকুলেছে।' বারো মাতলো-

‘হাইল বিমল, দাদাও (ড. কালীপ্রসাদ) ঘরে আছেছেগো- পরিচর আহান অইবেগাতা বিকলা।’ ধরমে গিরা অজাগিরকরে হমা দিলু। অকুতোবিদ্যাভিভূষিত পণ্ডিতধবর বিষ্ণুধিরা মণিপুৰীৰ শিরোচুড়াযণি ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর মুঙে গিরা ভার লগে টটরা পারানির সৌভাগ্যই মোরে রোমাঞ্চিত করলো। অজাগিরকে আংকরলো- ‘অ, তি বিমল, অপরাজিতা বুলিরা...।’ ‘দাদা ঔহানলোহে আছেছে নাই’ বুলিরা শ্যামানন্দদার মাতলো। কইতে চেইং বুলিরা লেরিক আহান ধরিয়া চেইলো বারো আপাতদৃষ্টিত ঔ হাকতাকর লেরিকহানর মলাটহানর অঙ্গসজ্জাহান দেহিরা অজাগিরকে নিরাম থাকাত দেছিল বারো পিছে পিছেদে তার নিরামপারা লেরিকরমা মোর কাচা আভর পইলাকার এ লেরিক এহানর কথা উল্লেখ করে গেছিলগা। অজাগিরকে শ্যামানন্দদারে তানুর প্রকাশনীৰ হাবি লেরিকর কপি দেনারকা মাতলো। অজাগিরকে দেছিল লেরিক উতা মোর ঘরে এবাকাউ সুরক্ষিত অরা আছে।

খানা-পিনা লমনির পিছে অজাগিরকে তেত নেয়রা ইকরে যানার উপদেশ দিল বারো সমাজরকা অবিরত কাম করিরা যানার প্রেরণা দিল। অজাগিরকে দেখলো, মি তার অনুসৃত বানানপদ্ধতিৰ মাতুঙ ইলরা ইকররি, যেহান এবাকা আসাম সরকার তথা বিজ্ঞান-সমাদৃত বানানপদ্ধতিহান। ঔহানে বানানর (ক্রিয়াবিভক্তি ‘ছ’গো ব্যবহার করানির ব্যাপারে) গজে কিস্তও না মাতলো।

১৯৮৫ সালে মি মণিপুৰেস্ত বদলি অরা মেঘালয়ৰ তুরাত গেলুগা। যেপেইন্ত ১৯৮৬ সালে মোর ‘এ কবিতার পারেঙে’র করপেকলো গৌহাটি ইউনিভার্সিটিত অজার কোয়ার্টারে গিরা ফৌঅইলুগা ভূমিকাহান লনারকা। এহান অজার লগে দ্বিতীয় দেহাহান। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ ডাঙর খানু আগো, কিস্ত ডাঙর সানি ঔহান তারাঙ মি কুনোদিন নাদেহেছ। ঔদিনো ব্যতিক্রম নেই। ঔদিনো মি সাদরে আপ্যায়িত অছিলু। সৌভাগ্যক্রমে ঔদিনো কবি শ্যামানন্দ তার উপেই এমএ পরীক্ষা দেনারকা আছেগা। মি নিরাম হারো অইলু।

কালীপ্রসাদ অজার কাদার কোয়ার্টার ঔগো ইউনিভার্সিটিৰ মেইতেই বিভাগর প্রফেসর আলোর কোয়ার্টারগো। খানি পিছেদে ঔ প্রফেসর গিরকর মালক গিধানক ঘরে হুমেইভেগা বহানিরকা মাতিরা মোরে পেছয়েয়া মাতলো ‘মিতেই নি।’ মি মেইতেই ঠারহান টটরাউরি এহান অজাগিরকে হারপাছে, ঔহানলো মোরে মেইতেইগো বুলিরা পরিচরহান দিতে হাঁচ নাইলতা। মি হমা দিলু। অজাউ মোরে ইশারালো মেইতেই ঠারলো টটরানিরকা মাতলো। অবশ্য নামাতলেও টটরলুইছ। মোর আগে ঔ গিধানক ঔগোই মোরে আংকরলো- কদোওরাইদগিনো ইবুঙো? (কুরাংকারগো খাং বাবাত?)

- ঐ জাপিরবনদগিনি (মি জাপিরবনরগো না)

- কাছাড়গি জাপিরবন? (কাছাড়র জাপিরবন?)

-যেই! বুলিয়া আরাকৌ পারিপার্শ্বিক 'রারি-পরি' দেখান নিচ্ছেন' ও
 সিধানকরাও মোর পরিবহন দিয়া অজাই মাতলো- দেখলেতা বিকুপ্রিয়ানো অরাও
 কতি ইকা করে মেইতেই ঠারহান টটরারতা। এসাথে সরল মন আহান আহিন
 অজাগিরকরাং। ডাঙর ঠেক বুলিন অনুভূতি এহান অজাগিরকর পারিনোত
 নেরছিল। কপি-কারাঙর ব্যাপারে তা হাবির লগে লেকাগোর ঠৌন্য ব্যবহার
 করলো।

ভুৱান্ত মোর পোস্টিং গৌহাটিত আইল। কিন্তু মোর দুৰ্ভাগ্যবান, গৌহাটিত
 আয়া কালীধাস অজারে পা নুৱারলুগা। ইতিমধ্যে অজার পোস্টিং ত্রিপুরা
 ইউনিভার্সিটিত আছে।

মি গৌহাটিত আহানির পিছেনে গৌহাটি ইউনিভার্সিটিত নিয়াহ উদাসী হাত
 কতগো উচ্চশিক্ষারকা আছেছিল। তানুৱা বারপোৱাৰ গোপীকান্তৰ কথা মি
 নিয়াহ হাদিগো রৌঅয়া নিংশিও অউরি। 'প্ৰেৰণা' পত্রিকা মূৰ্তি পালককানিত ভাৱ
 ভেতনেই হুমা অবিস্ময়দীৰ। তাৱেলো আমি বহু কিছু করে পাৱলাওইহ যদি তা
 আমাৱে অকালে বেলেয়া মাংগলমাইহ। ভাৱ আত্মার শান্তি কামনা কররি।
 ষাণ্ডিত্যৰ মা ধরমর শিবু, ভগতপুৱর রূপক, প্রভাপগড়র মানস, হিঙ্গলার রানু।
 বেতাৱেলো টিম আহান হংকরিয়া মোর ব্যস্ততম সৈনিকজীবনর হাদিত সময়
 নিকালেলো 'প্ৰেৰণা' বুলিয়া ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা ঔহান নিকালানির হুমা
 করেছিল। যেহান দুহান সংখ্যার পিছেনে আর টেইপাঙে বা নুৱারলো। ঔহানরকা
 মোর পোৱালিয়ৱে পোস্টিং অনা, মাতলু শৌ ঔতা হাবি পাশ করিয়া নিকুশিয়া
 জাগার জাগার মিলনি, হাবির গছে সাহিত্যর প্রতি সমাজর উদাসীন মনোভাব
 দায়ী।

বেতাউ অক, ঔভার হাদিত ১৯৯০ সালে অজাগিরক ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিত
 গৌহাটি ইউনিভার্সিটিত কুনো কাম আহানলো আছেছিল। মোৱে গোপীকান্তই
 নিয়া শৌ দিলনা ইউনিভার্সিটিৰ মিটিং হলে অজাই ইউনিভার্সিটিৰ আমাৰ শৌ
 উসির লগে বয়া সমাজর বিভিন্ন সমস্যার গছে আলোচনা করতই। মোৱেও অজাই
 বাসারকা মাতেছে। মি গৌহান পানাই করিয়া ফৌঅইলুগা। আগেকার মাংলু শৌ-
 উসি ছাড়াও আরাকৌ শৌহান বাহি গৌহাটি ইউনিভার্সিটিত ফৌঅহিগা: বেতাউ
 নিঙলশৌৱৌ শৌঅছি। মি নিয়াহ হুৱৌ অইলু উচ্চশিক্ষার প্রতি সমাজর
 আগমনহান সেহিরা ফাৱো সমাজর এৱে ভাবি কর্ণখার এতাৱে সেহিরা। লগে
 অস্তরর অন্তহলেভৌ দুখর চেউ আগৌ উঠিল। পাকরলু সময়ত মন-পৱসা
 থাইলইহুঙে মিও তানুর সাদানে উচ্চশিক্ষা লইলুইহ। মন-পৱসা নেরছিল হুঙে
 কনকত রুজি-রুটি বিসাৱেলো মিলিটারিও আয়া হমেইলুহ। সমাজেত, সামাজিক
 ত্রিৱাকলাপেত নিয়ামনাৱা দূৱেইর ডিপার্টমেন্ট আগোত। মন এহান বিবাদিত
 আইল। তবে এহানৌ হাৱহান, মি এসাদে ডিপার্টমেন্ট আগোত থাৱাও হামেনা

চলেনা খুউরিগানো। ঠুনিকা আহান কেনেয়া ভিতরে হমেইলুহা। অজাগিরক আগন্তু বহেছে, যি খানি ভিল পরলুগা। অজারে হমাদিরা মিও বহলুগা।

পুলছি শৌ হাবি বেতা সমাজর ভবিষ্যত কর্ণধার, আকেইগো আকেইগোই সমাজর উন্নতির তরু, সমাজসেবার মূলমন্ত্র হাবি আকেইহান আকেইহানলো আদার করলা। উপসংহারে অজাগিরকে মহামুনি বেদব্যাসর ঠৌনা মাতলো- সমাজরকা বুনিয়া বে হবা কামহান করভারাই ঠৌনোই পুন্যহান, বারো বে কামহানে সমাজর মুর নঙতই ঠৌহান পাপহান। সমাজরে হাবির গজর থাকে থায়া কাম করানি এ গুরুমন্ত্র এহান হাবিরে দিল। হুদা মূলমন্ত্র নাগে। জীবনর যথাসবর্ণ সমাজরে দিরা মহামোক্ষতুর পথে ইলো গেলগা সমাজর তেতনেই সেবারি ড. কালীধনাদ সিংহ।

নিখিও অউরি মিরে শ্যামানন্দাই অজার লগে বহেছিলঙ ঔপেইত দিব্যাপ্রমরকা চেংকুড়ি ধরমর তিনমুখীর চকলা ঔগর চারিয়বরাদে নারিকলর গাছ রুরেয়া বারো জিপগাড়ি দুহান আহান খদিলে রিটার্নমেন্টর পিছেদেও ইমে আশ্রমহান চলে যিতইগা। মোরকাতে কিতা? শেষকালে বদনরাহ (কবি শ্যামানন্দর বরর নাঙহান) গিরা পরভৌগালো। ১৯৮৬ সালে মাতেলিল কথা উলুন বর্ণে-বর্ণে ফলপ্রসূ করিয়া পচিশ বছর পিছেদে ২০১১ সালে শ্যামানন্দর ঔপেইত তার দিব্যদৃষ্টিলা লেংকরা দিব্যজ্যোতির মিঙালে কল্পিত অপূর্ণ হৌপনর 'দিব্যাপ্রম'র কাদাত গিরা দেহরক্ষা করলগা। যেহানর পৌহান মোরে মোর দিহির বরো চারিখিল পিছেদে দিলতা সুনীলে কাংলাদেবেত্ত। মন এহান বারো আকস্মিক বিধানিত আইল।

ইহুদিম এহান হুদা অজাগিরকর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া গেলুগা। আজি অজাগিরকর সেবা পানার সুবর্ণ সুযোগ পেইলু। যি রাতি মোর ঔপেইত পদধূলি বেলাদেনারকা অনুরোধ করলু। অজাই বিরক্তি নাকরলো। অটো আহান ভাড়া করিয়া রাতি গৌহাটি ইউনিভার্সিটি কমপ্লেক্সেত্ত থার মরদম কিলোমিটার দূরেইর গৌহাটি বিমানবন্দরর কাদাত মোর আজারার ভাড়াঘরে গিরা ফৌঅইলগা 'ধোয়লা'র সম্পাদক মানসরেলো। মোর শ্রীমতী ঔগরে গাঙর মিঙলগো হাতে চিনলো। হবাবালা শৌ আংকরামির পিছেদে ভাতর সেবা লক্ষ্যকরিয়া রাতি থার এগারোটর সমরত অজাগিরক ঔপেইত রওরানা দিল। যি চেয়া আইলু ঔ সৌম্যমূর্তি অজাগিরকরে: বিশ্বর বিফুপ্রিয়া মনিপুরীর শিরোচূড়ামনি, সমাজর পবপ্রদর্শক, সমাজদরদি ড. কালীধনাদ সিংহর হাতে হাতে পুরেই অ'বারলা গাড়িহানানে। গিরকর সেবা পেয়া থনা আইলু। নিয়ামপারা কর্ণব্যক্তার হাদিরৌ সময় নিকালোয়া মোর ঘরে আরা আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়া যানাই যি কৃতার্থ আইলু।

১৯৯২-ত বারো গৌহাটিত্ত গোরালিয়রে ট্রালকর 'অরা' গেলুগা। পিছেদে কাশীর। ১৯৯৭ সালে আইলু পশ্চিমবঙ্গর মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদে আহানির আগ

এহান পেয়া মোর সাহিত্য-সৃষ্টির কাল। যুগ আহান বুলিয়া মাততৌ কারণ- এ সময় এহানিত বিষ্ণুধিরা মণিপুরী সান্নিধ্য বারো বাংলাৰ আবর্তত নূৰেই অরা খানাই বারো পরিস্থিতিৰ পৰিধেষ্টিতে সাহিত্যত থাৱ সন্মাসজীবন আহান অতিবাহিত কৰলু। 'গোৱালিয়ৱৰ পথে' বুলিয়া ভ্ৰমণকাহিনি আহান পচিশ-ত্ৰিশ পাতা ইকৰিয়া হাতিত মাংকৰিয়া বহিলু।

১৯৯৮-ৰ খামতলেদে অজ্ঞাৱে পৌ দিলু মোৰ ভ্ৰমণকাহিনিৰ সঙ্কলন 'দেশ-দেশান্তৰে' নিকালিউৰি বুলিয়া। অজাই হাৰৌ অরা মাথলো- 'নিকালি, মি তাংখা খানি দিয়া পেঠাদিউৰি।' এখুৱমকাৰ লেৱিক এহান 'দিব্যাপ্ৰম' প্রকাশনীত নিকালানিৱকা মোৱে অজাগিৱকে মাতলো। ১৯৯৮ সালে 'দেশ-দেশান্তৰে' পশ্চিমবঙ্গৰ মুৰ্শিদাবাদেস্ত মুদ্ৰিত অরা দিব্যাপ্ৰমৰ নাঙে ফুটিল। আকদিন লেৱিকৰ পুৰুষপুজা আগোলো অজাৰ শিলচৰৰ মেহেৰপুৱৰ ভাড়াৰে গিয়া কৌঅইলুগা। অজাগিৱক ঠুৱাকা ত্ৰিপুৱা ইউনিভাৰ্চিটিত টোলফাৰ অরা শিলচৰৰ আসাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত সংকৃতৰ হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেন্টগো। হমাদিয়া বহিলু। অজাই জিলক (পোষ্যকন্যা) দেবযানীৱে ভাহিয়া মাতলো- 'বিমল আহিল-এ ইমা।' বহু আগেস্টি চিনেছেগোৱ সাদানে দেবযানীৱে মোৱে ওক্ৰলো, মাতলো- 'দাদাৰ ৱাৰি বাবাই মোৱাঙ নিৱামপাৱা দেছেগো।' মি ভাৱগদগদ অইলু, মোৰ সাদে তুছে আগোৱে অজাগিৱকে নিংখিঙে ধদেছেতা শিচিল নাগৈ, মানুৱাঙৌ ৱাৰি দেৱহান ধকছেতা বুলিয়া হাৰৌৰ নুখি হেফ আগো হমেইল। অজাগিৱকৰ বেদে প্ৰজাৰ আহি আকখমলো চেইলু।

১৯৯৮-ৰ খামতলেদে আকদিন বারো অজাৱাংতো টেলিফোন আহান পেইলু, মাতলো- "বিমল এমাৱিকৰ দিব্যাপ্ৰমৰ 'সাহিত্যপ্ৰী' পুৰস্কাৱকণ পুৰস্কাৰ চয়ন-সমিতিৱে ভোৱ নাঙহান বনেনীত কৰল। তি সময়ত আৱা শিলচৰে কৌঅইলুগা, ভাৱিখহান মি বাগেইতৌ।" মুৰ্শিদাবাদেস্ত শিলচৰ পেয়া আহানি বানৱ গাড়িৰ ভাড়াও নেনা অইতই বুলিয়া অজাই বাগেইলো।

মি শিলচৰৰ চন্দ্ৰপুৰে পুৰস্কাৰ-বিতৰণ সমাৱোহত যথাসময়ত গিয়া কৌঅইলুগা। বিষ্ণুধিৱা মণিপুরী সাহিত্যৰ সেৱাৰি আগোৱে ঠুদিন অজাগিৱকে সাহিত্যিক আগো বুলিয়া স্বীকৃতি দিয়া সন্মানিত কৰিয়া মোৱে মিমাঙে কাকৱেছিল। মি বারো আকখুৱম ভাৱগদগদ অইলু।

সভাহান লমনিৰ খানিল্লাৱা পিছে মাতলো- 'বিমল, মোৱতা পাখাৱকান্দিতৌ অনুষ্ঠান আহানাত বানা লাগেৱ। পিছেদে ফোনে টটৱতৌ।' উহান মাতিয়া আগেস্টি ৱিজাৰ্ড কৰিয়া থেছে ট্যাক্সিহানাত কাৱা পেলগা বিষ্ণুধিৱা মণিপুরী সমাজ-অন্তঃস্থান ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ পাখাৱকান্দিৰ সভাহান নাঙনিত। মি চেৱা থাইলু নূৰেই অ'ৱাৱনা ট্যাক্সিৱূপী ৱখহানাদে- বে ৱখহানাত সমাসীন সমাজৰ সাৱথি ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ। ৰাসে গেলোনা নাঙ মাইতইগা বুলিয়া ট্যাক্সি ভাড়া কৰিয়া শিলচৰেস্ত পাখাৱকান্দিত সভা আহান নাঙনিত বাৱগাত। অজাগিৱকৰ কথা থনাৱ নিৱম বারো নীতি এহানে শুককৰি তুলসীদাসকৃত ৱায়াপৰ মোহা- 'ৱযুকুল ৱীত

সদা চলি আয়ে/ প্রাণ জাই পর বচন না জাই' উহান নিঃশিঙ অইলু। কথা ধনারকা মোর বরে গাড়ি ভাড়া করিয়া ভাতর সেবাত গৌহাটিৰ জালুকবারিষ্ঠ আজ্ঞারাত যানা; কথা ধনারকা গাড়ি ভাড়া করিয়া শিলচরেস্ত পাখারকাশিত সভা নাঙনিত যানা এহান একমাত্র ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে পারেৱতা।

মোর বাৰাবরি জীবনৰ পিছেকার বাজা সুদূৰ ভাৱত-পাক সীমান্তৰ পাঞ্জাবৰ গুৰুদাসপুৰৰ 'ডেৱা-বাবা-নানকে'। ২০০০ সালে বাৱো আকখুৰুম বাংলাৰ আবৰ্ত বেলোৱা হিন্দি-পাঞ্জাবি আবৰ্তত হমেইলুগা। মোৰ সাহিত্য-সাধনাৰ দ্বিতীয় কৃষ্ণযুগৰ আৰম্ভহান। ঔপেন্দ্ৰ দিৱি। দিৱিঙ চাৰি বছৰ ধাৱা ২০০৮ সালে আৱা হমেইলুহা বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰীৰ জুৰ্গ কৈলাশহৰে। য়েপেন্দ্ৰ সেকেরে মোৰ সাহিত্যযাজাৰ ত্তাৱন্ত অইল। ২০১০-ৰ আগৱতলা বইমেলাত প্ৰকাশিত অইল মোৰ কাব্যগ্রন্থ 'মহাপ্ৰয়াণৰ ঔ সীমাহীন পথেদে'। যেহান মি অজাগিৱকৰ নাঙে উৎসৰ্গ কৱলু। কিন্তু নিয়াম দুঃখলো আজি ইকৱানি নামনা-নামনাও ইকৱৌৱি যে 'মহাপ্ৰয়াণৰ ঔ সীমাহীন পথেদে'ৰ প্ৰকাশকালে সমাজদৱদি ড. কালীপ্রসাদ সিংহ জাগতিক সুখ-দুঃখৰ উৰ্ধে ধাৱা ভাববিহ্বল জগৎ আহানাত বিচরণ কৱেৰ সময়হান। কবি শিবেন্দ্ৰ সিংহই মোৰ 'মহাপ্ৰয়াণৰ ঔ সীমাহীন পথেদে' ২০১০-ৰ 'কাব্যপ্ৰী' পুৰস্কাৱৰকা মনোনীত অছে বুলিয়া বাগেইলো। পুৰস্কাৱহান গ্ৰহণ কৱাত যিতেগা হনলু অজা ধৰমে আছে। উনা অনিত লেনুগা। অজাৱে নাপেইলু। বাৱো গৌহাটিত পেছেগা বুলিয়া হনলু।

পিছেদে সুশীলৱাত পেইলু অজাগিৱকৰ অনন্তযাজাপথে মহাপ্ৰহানৰ পৌহান। পঞ্চভূতে বিনীন অইল বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰীৰ দৱদিপ্ৰাণ। সমাজৰ বেলিহান অন্তমিত অইল। কালীপ্রসাদ-মুগৰ অবসানে সমাজৰ অধ্যাত্ত আহান লমইল।

বিমল সিংহ : কবি, অনুবাদক, ভাৱতীয় সীমান্তৰক্ষীবাহিনীৰ পদস্থ কৰ্মকৰ্তা, হাইলাকান্দি, আসাম।

মোর নিঃশিঙে কীর্তিমান ড. কালীপ্রসাদ সিংহ মণিলাল সিংহ

বাংলাদেশ মণিপুরী যুবকল্যাণ সমিতির ঠোঁরাঙে ‘মণিপুরী যুব মহাসম্মেলন’ আহান হাজানি অছিলতা ১৯৯২ সালে। ১৭ বারো ১৮ এপ্রিল, ষিদিনকার অনুষ্ঠানহান। ঔ অনুষ্ঠানে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকরে প্রধান অতিথিগ হিসাবে বার্তন করানির সিদ্ধান্ত নিলাংগা। উদ্দেশ্যহান, গিরকর সাদে লেখক শিক্ষাবিদ আগরে আনিয়া বাংলাদেশর বিষ্কুপ্রিয়া মণিপুরী যুবসমাজরে উৎসাহিত করানি। অজাগিরক ঔবাকা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেছে সময়হান। ভালুয়ার একিন সমাজকর্মী অভিরামরে দিয়াপেঠেইলাং অজার বার্তনহানল। অভিরামে আগরতলাং নাপেরা অজাগাহির ঘরে কচুখরমে গিয়া অজারাং বার্তনহান ফৌকরে দেছিলগা। এগদে বারো অনিবার্য কারণে সম্মেলনহান কতদিন পিছেইলাং, কিন্তু তারিখ পিছেইলাং পৌ উহান অজারে বাগা নারলাং, ঔ সমেইং টেলিফোনউ সহজলভ্য নাছিল। অজা বার্তনহান পেরা যথারীতি ১৭ এপ্রিল তারিখে ফৌঅইলহা। অজা ফৌরনিরে আশি বিব্রতকর অবস্থা আহানাং পড়লাং। অজারে তারিখহান পিছানির কারণহান যাতানির পিছে অজা নিজে প্রস্তাব আহান দিল আমার সমাজর যুবকরেল মরোরা সিটিং আহান দেনারকা। অজার প্রস্তাব উহান যাকরিয়া মাধবপুরে ললিতকলা একাডেমীগং ১৯ এপ্রিল তারিখে সভা আহানর ব্যবস্থা করলাং।

কালীপ্রসাদ অজার লগে এহান মোর পইলা উনা অনিহান নাগই। অজার লগে মোর পইলা দেহা ত্রিপুরার হালানিং, ১৯৯০ সালে। ত্রিপুরার বিষ্কুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য রুহিবৃতি শিংলুপে ষিদিনকার সম্মেলন আহান ডাহেসিলা হালানিং। যেহানর মূল উদ্যোক্তাগ আছিল প্রমোদ বিমলদা। রুহিবৃতি শিংলুপর ঔ অনুষ্ঠানে কালীপ্রসাদ অজা অতিথিগ অরা আহেছিল। ঔদিন অজাই আমার সংকৃতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যে মূল্যবান ভাষণহান দেছিল ঔহান এবাকাউ মোর মনহানাং ঝাইলে ঝাইলে বাহের। সুবক্তা আগ হিসাবে অজার পরিচরহান ঔদিন পেইলু।

অনুষ্ঠান লম্বনির পিছেকার দিনে হালালির ঘর আগৎ বাংলাদেশর প্রতিনিধি দলর লগের বৈঠক আহান অছিল, যে বৈঠকহানর মধ্যমণিগ অজাগিরক। বৈঠক উহানাৎ বিমলদাও আছিল। ঔ বৈঠকে যি অজারাৎ প্রশ্ন আহান থছিলুতা- আমার মাঝে রাজারগাও বারো মাদইগাও দুহান ঠার চলু আছে, সাহিত্যর ভাষাহান হিসাবে আমি কোন ঠারহান ব্যবহার করতাওইতা? অজার সুচিন্তিত মতহান- বিরো ভাষার মিশ্রণ করিয়া সাহিত্য ইকরানি থক। যে কথাহান মান্য করিয়া অজাই তার রচনাৎ নিয়ামপারা মাদইগাও শব্দ প্রয়োগ করেছে। বারো যুব মহাসম্মেলনর প্রসঙ্গ অছিল। ১৯ এপ্রিল মাদান ৪ বাজির উগদে সভাহান আরান্ত অইল ললিতকলা একাডেমীগর ভিতরে। মানু নিয়াম না পুলসি, কারণ সভাহানর খবরহান হবা করে প্রচার করানির সময় নাপাছি। ঔ সভাৎ অজাগিরকে আমার সংস্কৃতির মবজাগরণ বারো আমার অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে ডিগল বক্তব্য আহান থছিল। বক্তব্য লম্বনির পিছে নানান বিষয়ল অজারাৎ প্রশ্ন করলা উপস্থিত সুধিবৃন্দই। তিলকপুর, ঘোড়ামারা, ভানুবিলা, ভালুয়া বারো শ্রীপুরেউ অজারেল মিটিং হাঞ্জানি অছিল। ২১ এপ্রিলর দিন উহান শ্রীপুরে মিটিংহান লম্বকরিয়া অজারে কমলপুরে খিলকরে দিলাৎ। যি নুংপাৎ অরা চিন্তা করলুতা- এতাপারা বিশ্ববিদ্যালয়র প্রফেসার মানু আগ পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া বাংলাদেশে অছিল! তার দার্শনিকসুলভ উদাসীনতা বারো নিতুসুলভ মন আহান অছিল বুনিয়াই পাসপোর্ট ভিসার পরোরা নাকরিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমারে কৃতার্থ করেছিল। অজাগিরকর লগে মোর লম্বইলগা দেহহান ২০০০ সালর জানুয়ারি মাহাৎ তিলকপুরে, পৌরির গীতিস্বামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে। ঔপেইতৌ ভিসা ছাড়া আহানিহান। অনুষ্ঠানর দ্বিতীয় দিনে 'বিস্মৃতিয়া মণিপুরী ভাষার উৎপত্তি বারো বিকাশ' এ বিষয় এহানর গজে সারগর্ভ বক্তব্য থছিল।

গেলগা বছর ছুন মাহার ২ তারিখে সেক্সার উগদে সিলেটে মণিপুরী সমাজকল্যাণ সমিতির মিটিং আহানাৎ অংশগ্রহণ করিকগা বুনিয়া যিয়ারগা ঔপেই খাংতা সুশীলর কোন আহান অছিল। বাগেইল ঔদিন মাদান ৫টার দিকে কালীপ্রসাদ অজা দৌর খয়া পানার পৌহান। পৌহান হুনিয়া গারিগর রকড বরফর সাদে ইঙইল পারা। এসাদে পৌ আহান হুন্তৌ আশা নাকরেছিলু। মোর নিশ্চিতে অছিল ঋষিভূলা সৌম্যমূর্তি অজাগিরকর মেইখংহান। বিস্মৃতিয়া মণিপুরী ভাষাহান যতদিন জিংতা অরা থাইতই ততদিন কালীপ্রসাদ অজা সমাজর মানুর অন্তরে জিংতা অরা থাইতই। কীর্তিমানর কোনদিন মরণ নার।

মণিলাল সিংহ : সমাজকর্মী, প্রধান লিঙ্ক, ইসলামপুর পিএমসি উচ্চ বিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

জড়িয়া পড়িল ধ্রুবতেরাগ রাজকুমার অনিলকৃষ্ণ সিংহ

স্বামী বিবেকানন্দই কথা আহান যাতেছিল তা— ‘আরে! এসেছিস তো একটা দাগ রেখে যা।’ অর্থাৎ পৃথিবী এহানাত জরম অছিলে উহানর প্রমাণ আহান থরা যাগা। ভাষাতত্ত্ববিদ বারো দার্শনিক ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে এমনো দাগ থরা গেলগা যেতা হাজার মনোরাও কোনদিন কোনগই মুছে নুয়ারতাই, তাহে নিহশিং নারা নুয়ারতাই।

বিশ্বপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ এহানাত ড. কালীপ্রসাদ সিংহ সূর্যগর সাদানে উদয় অছিলগ। সূর্যগ উদয় অরা যেসাদে আধারহান সেচাদের উসাদে কালীপ্রসাদ অজ্ঞা উদয় অরা সমাজর অন্যায়, ভ্রষ্টাচার, অজ্ঞানতা হাবি দূরেই করানির হুন্না করেছিল। বিশ্বজগতে বিশ্বপ্রিয়া মণিপুরী জাত এহানরে পরিচয় করেদেনার যে মহৎ প্রচেষ্টা আহান চলাছিল উহানাত অজ্ঞাগিরক সকল অছে বুলিয়া মাতানি হাকরের। বিশ্বপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর গবেষণার মাধ্যমে অজ্ঞা কালীপ্রসাদে বিশ্বর মানুহাং আমারে পরিচয় করেদিল। দুহান অভিধানসহ প্রায় ১০০হানর চুয়া লেরিক লেংকরিয়া সারস্বত সমাজে নিজর সম্মানজনক আসন আহান অধিকার করল। এহান আমার সমাজরকা নাপাল করানির বিষয় আহান। অজ্ঞা ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবীগ অছিল, কিন্তু উহান বুলিয়া হাবিতা বেলেয়া শেরিকে জাবুর দিয়া অছিলগ নাগই। বিশ্বপ্রিয়া মণিপুরী স্টুডেন্টস ইউনিয়নর সারিত্বশীল গদে থারা আমার পররা বেইবুনিরে সংগঠিত করানিত তার নিয়ামশারা ভূমিকা অছিল। শিচ্ছে মোর নেতৃত্বে স্টুডেন্টস ইউনিয়নে ইয়াঠাররকম বে রক্তকরী আন্দোলন চালেয়া গেছিলগা ও আন্দোলনর ছিল ইহন দিতে অজ্ঞার গ্রহসভারর ডাঙর অবদান আহান অছিল। বিশ্বপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর জাগরণে যেসাদে গোকুলানন্দ নীতিনামী, আধ্যাত্মিকতাত যেসাদে ভুবনেশ্বর সাধুবাবা, ভাষা-আন্দোলনে যেসাদে শহিদ সুদেবী, মণিপুরী নাছাত যেসাদে সেনারিক রাজকুমার, বিপিন সিংহ— ঠিক

উসাদে সাহিত্য বাবো ভাষা-গবেষণাত ড. কালীপ্রসাদ আমাৰাং চিৰস্মৰণীয় অৱা
থাইতই। আমাৰে 'বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী' বুলিয়া OBC কমিশনে সিদ্ধান্ত দেখিতা ড.
কালীপ্রসাদৰ লেখিকৰ গজে ভিত্তি কৰিয়া। আমাৰ সমাজৰ পুৰানা ইতিহাস,
আন্দোলনৰ যথার্থ ইতিহাস, সাহিত্যৰ ইতিহাস, পত্ৰিকাৰ ইতিহাস, সমাজৰ
অহংগতিৰ ইতিহাস, সমাজৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ ইতিহাস তুলিয়া ধৰিয়া আমাৰ
পৰবৰ্তী প্রজন্মৰ শৌৰ প্রতি পূৰ্বসূৰিৰ যথার্থ দায়িত্বহান পালন কৰিয়া গেলগা।
আমাৰ সমগ্র সংস্কৃতিৰ এলা আমাৰ ঠাৱে ইকৰিয়া প্রচার করেছে গিরকে। ৱাস,
ৱাখুৱাল, উদুখল, সন্ধ্যাৱতি, মন্মথৱতি, দিনৰ নিতি, ৱাতিৰ নিতি, ৱাসক, হোলি,
সংকীৰ্তন-আদিৰ এলা লেখকৰিয়া, এলাৰ ক্যাসেট প্রকাশ কৰিয়া আমাৰ
সংস্কৃতিহানৰে সংৰক্ষণ বাবো বিকাশ সাধনৰ চেষ্টা কৰেছিল। সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰ
এগত তাৰ সাদে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আগই ভূমিকা ধ'নুৱাৰেছি। সৰ্বভাৱতীয়
শিক্ষাক্ষেত্ৰে আসামেস্ত ডিলিট উপাধি পাছিতা তিনগ; উতাৰ ভিতৰে ড.
কালীপ্রসাদ গিরক আগ। এহান আমাৰ সমাজৰ অন্যতম গৌৰৱজনক ইতিহাস
আহান।

এসাদে বিভিন্ন দিক দিয়া শ্ৰেষ্ঠত্বৰ অধিকাৰী মানু আগৰে; বহুমুখী প্রতিভাৰ
অধিকাৰী মানু আগৰে সমাজৰ কতিপয় মানুৰে ইৰাপৱাৰণ অৱা বিৰোধিতা
কৰলা, বিভিন্নভাবে হৱৱানি কৰলা, অপবাদ ৱটেইলা। এসাদে লাঞ্ছনা গল্পনা পানা
আকৱা অৱা শেষজীবন উহান অশান্তিৰ ছি আগই তুলিয়া পুড়িয়া মালেম এহানান্ত
বিদায় লৱা চিৰশান্তিৰ জগতে গেলগা। আমাৰকা বেতা থদিয়া গেলগা উতাল
আমি অনাগত দিন উহানি ভালৱা পালৱা থা পাৱতাতাই বুলিয়া আমি বিশ্বাস
কৰিয়াৰ।

ৰাজকুমাৰ অনিলকৃষ্ণ সিংহ : সভাপতি, নিৰ্বিল বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, কাছাৰ,
আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ বার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ চন্দ্রকুমার সিংহ

জরম ইলে মরানি লাগে— এহাম জগত এহার নিয়মহান, পৃথিবী এহার অধিকাংশ মানু ভোগ অহানরে প্রধান্য দিভারা। মানু পৃথিবী এহাত জরম ইয়া আহাৰ বিহাৰ করিয়া মরিয়া বিভারাগা। অন্য কোন বারাদে মনোবোগ দেনার সময় তাড়রাং নেই। বার খুব কম মানুয়েই আহাৰ বিহাৰ রমণ এতা বাদে আরাকৌ কাম-কাজ খানি আছে বুলিয়া নিংকরতারা। নিংকরতারা বুলিয়া নিজর সাধ্যমতো সমাজরে, জাতিরে বারো দেশরে খানি দেনা মনেইতারা। দেনার মানসিকতা অহান সৃষ্টি অর বুলিরাই তাতি নিজর অমূল্য সময় মাংকরিয়া, হিন ভাকরিয়া দেশ, জাতি বারো সমাজর উন্নতির সালে কাম করিয়া বিভারাগা। ঠিক এসাদে মানু অতার মাঝে আগ ইলতা ড. কালীপ্রসাদ সিংহ।

ড. কালীপ্রসাদ গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবকচা অবদান থইলেউ গিরকর কোন কোন বক্তব্য সমাজে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করিছিল। তার ডুম-চাৱাল ধিয়োরি, ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর আগে মণিপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠারহান না হউসে, বর্তমান মণিপুর অহান মহাভারতর মণিপুর নামে— এসারে কথাবার্তা আত্মঘাতী বুলিয়া সমাজর বহু মানুৱাঙ গিরক থায় অপাহঙের ইয়া আছিল। যেতাউ অক, গিরকর লগে পয়লা মোর দেখা ইছিলতাই ত্রিপুরার হালালিত। ত্রিপুরার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য রুহিবুত্তি শিংলুপর হিদিনর কুমেইত। সময়হান ইছিলতা ১৯৯০ সালর ডিসেম্বর ২৫-২৬ তারিখে। বাংলাদেশে নৈরাচরী এরশাদ সরকার পতনর আন্দোলনর চি যৌপা সময়হান। গিরকর লেখার লগে আগেই পরিচয় আছিল। অনুষ্ঠানে সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে গিরকর লগে বপ আলাপ নাইছিল। এর পরে গিরকে বাংলাদেশে আহেছিল ডিমাউ। পয়লাকা আহেছিল ১৯৯২ সালর এপ্রিল মাহাত। দ্বিতীয়বার আহেছিলতা ২০০০ সালে পৌরির নীতিবামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে। পয়লা যেপাগা আহেছিল অহাত শিববাজারর মণিপুরী ললিতকলা একাডেমিগত বিষ্ণুপ্রিয়া

মণিপুরী যুবকর লগে গিরকর দীর্ঘ আলোচনা আহান ইছিল। বক্তাগ ইমে ড. কালীপ্রসাদ গিরক। ঔদিনর বক্তব্যর প্রধান বিষয়হান ইছিলতা আমার সমাজর অবস্থান, ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর আগে মণিপুৰে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠারর অস্তিত্ব নাথানি বার আমার রকতে আর আর জাতর রকতর মিশ্রণ। গিরকর পর্যবেক্ষণর আরাক দিক আহান ইলতাই- আমার মানুৰ ভাঙর ওপ আহান, বেগই বে অকিসগতউ চাকুরি করক, পদকমহান বেহনউ অক, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষরে ভাঙি হবা করে কমন্তিল করে পারতারা। আর আর জাতর রকত বপিয়া হমানিরে আমার জাতে দলাপলি এতা বপিহেতা বুলিয়া আলোচনা সভাত গিরকে স্পষ্ট মাতেছিল। যেতাউ অক, গিরক বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে পরলাকার ভট্টরেট-ডিমিধারীগ, খিসিসর বিষয়হানউ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে। গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে পবেকনা করিয়া ভট্টরেট করানিরে গিরকরেল বহু আলোচনা সমালোচনা অছিল। আরাক লক্ষ্মীর বিষয় আহান ইলতাই, আমার মানু এতার রক্তমাংসে পাঠান্ত্যাস নেইতা। মেইতেইরে যেপাণা জাঠিল বিদা বিদা মাতলা বিষ্ণুপ্রিয়া এতা মণিপুরী নাবে- অহাত এসারে বক্তব্য হমানির পিছেউ আমার শিক্ষিত মানুৰাং বিষয় এতাল খানি লেরিক চনা বার লেখালেখি করানি থক এসারে কোন মানসিকতা সৃষ্টি ইতে নাদেখলাং। ইমে ভারতে কতগ, এগদে বাংলাদেশে গনলে আত বারা আহুর আমুনি পাচগ সু নাইব। লেখালেখি নাকরলেউ বিষয় এতা সম্পর্কে মতামত দেনা বার অযোগ্য ইলেউ যে দুগ আগই লেখালেখির হুনা করতারা ভাঙরে উৎসাহ দেনাতে থাক কুংগই কতিহান পরখানি এতা আলোচনার বিষয় অছিল। এহান জাতিসত্তার প্রতি ভাঙর দারিদ্র্যজনহীনতা বার জাতহান রসাতলে বাকগা মি জিহতা ইলে লমিল- এসারে চরম স্বার্থপর মানসিকতার পরিচয় আহান পারাঙ। যেহান জাতি আহান হুতকরতে বার আগেদে কাকেই করতে জ্বর বাখাহান হিসাবে এপাণাউ কাম করের। এসারে জাতি আহান প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি, ঠারর প্রতি চরম উদাসীনতা জাত আহানর কাজে এতা হবা লক্ষ্য নাবে। এসারে অবস্থাত কালীপ্রসাদ গিরকর বক্তব্য অর্থাৎ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর আগে মণিপুৰে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠারর না হস্তিসে; বর্তমান মণিপুৰ এহান মহাভারতে ইকরিছি মণিপুৰ অহান নাবে- ইত্যাদি বিতর্কিত বিষয় অতার রেকারেল দিয়া মেইতেইরে আমার বিকল্পে কলম চালিতারা। ২০০২ সালে ভারতর শিলচরে International Bishnupriya Manipuri History Seminar খৌরাঙ করেছিল। নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভার। অরে ইতিহাসর সেমিনার অহাত মি প্রবন্ধ আহান উপস্থাপন করানির সুযোগ পাহিলু। মোর প্রবন্ধহান শিরোনাতহান অছিলতাই 'মণিপুৰ : আৰ্যীয় সংস্কৃতির লীলাভূমি'। বিভিন্ন তথ্য বার উপাত্তল মি মোর প্রবন্ধহাত উপস্থাপন করলু, উত্তর-পূর্ব ভারতর বর্তমান মণিপুৰ এহানেই মহাভারতে উল্লেখ আছে মণিপুৰ অহান। অরে প্রবন্ধ অহান গজে মুক্ত আলোচনা করানির সুযোগ দিয়াছিল। পরলাই আলোচনা করলগ ড. কালীপ্রসাদ গিরকে। গিরকে বক্তব্যর অকরাগত মাতল, গত থায় ৩০ বছর বাক্ গিরকে সমাজর

এসারে কোরামে আহ্বানির সেপ মাগাছে। এরে সেপ এহান করেদিগপ বাংলাদেশর সমাজসেবী ডাঙরিয়া পদ্মসেন গিরকে। পদ্মসেন গিরকর বার্তানে ভ. কালীপ্রসাদ গিরক এরে ইতিহাসর সেমিনারে আহেছেতা। যেতাউ অক, মোর প্রবন্ধর বিষয়বস্তু অতা প্রায় হাবি মানুর হৃদয় কথা, কিন্তু তথ্যভিত্তিক অন্য কোন উপস্থাপনা নেইছিল। অহামে সেমিনারে আহিলা হাবি মানু উদয়ীব ইয়া বাসেয়া আহিলা ভ. কালীপ্রসাদ গিরকে কিহান মাতের অহান হুমানির কাজে। অবশ্য সেমিনারর আগর দিনে রাতি মোর প্রবন্ধ অহান শিলচরর ডাঙরিয়া সুশীল গিরকে (নাগাল্যান্ডর শিক্ষা বিভাগর প্রাক্তন পরিচালক) পাকরিয়া যুক্তিপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত ইছে বুলিয়া মত দিয়াছিল। আচমকর বিষয়হান, ভ. কালীপ্রসাদ গিরকে অরে প্রবন্ধ অহানর গজে কোন আলোচনা বা প্রতিবাদ না করল। অন্য কোন আগরৌ কোন বিষয়ে প্রতিবাদ না করলা। রবীন্দ্রনাথর 'চিহ্নাঙ্গদা'ত যে মণিপুরর কথাহান মাতানি ইছে ঐ মণিপুর অহান উড়িয়ায় মণিপুরহান বুলিয়া উল্লেখ করিয়া কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ গিরকে মোর বক্তব্যর লগে বিমত পোষণ করিছিল। মোর উপস্থাপিত প্রবন্ধ অহাত যে তথ্য সন্নিবেশিত অছিল অরে তথ্য অতা শ্রোতা হাবিরে সাদরে গ্রহণ করেছিল। সেশনর সভাপাণু প্রক্টর সুশীল সিংহ গিরকে ঘোষণা করেদিগ যুক্তি খণ্ডন বা তথ্যবিব্রান্তির কোন বিষয় থাইলে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ আছে বুলিয়া। কালীপ্রসাদ গিরকে ইতিহাসর বিভিন্ন উপাদান নিয়া আলোচনা করলেউ 'মহাভারতর মণিপুর' সম্পর্কে কোন আলোচনা শাকরেছিল।

এহাত বিষয় আহান উল্লেখ করানি একরের, যে কোন কারণেউ অক কোন বিষয় আহান মাতে বেলে বা লিখে বেলে বিষয় অহার পক্ষে যুক্তি উত্থ করানি অহানই নিরমহান। কিন্তু লাল-চুম হারনেই, থকিছে না-থকিছে হারনেই, সেত্যা-মিথ্যা হারনেই মাতলু অহান মাতলুহান। অহান পিছে নানা অজুহাত, যুক্তি, কটকল্পিত কাহিনি এতা মাততে দেখরাং, যেহান আধুনিক মানসিকতাহান নাবে। দশ বছর আগে মাতেছ কথাহান এপাণা প্রাপ্ত তথ্যল বিবেচনা করিয়া চেইতে অহান চুম লাইছেহান ধরা পড়ের। এসারে কাফামে লগে লগে বক্তব্যহান চুমকরিয়া মাতানি থকর, অহান কোন অপরাধহান নাবে, দোষর বিষয়হান নাবে। ভ. কালীপ্রসাদ গিরকে বিষয় এতা সেঙকরেদিয়া যানা থকিছিল। অহান ইলে তারে নিয়া বিভর্ক সৃষ্টি ইছিল অতাউ অবসান ইল অইস। যেতাউ অক, গিরকর কর্মকাণ্ডই মাততই সমাজে গিরকর অবস্থানহান কুরাও। লমিতেগা বার মাতুরি গিরকে আবকচ আবকচ সমাজরে দিয়া গেছেগা, যেতা সহরক্ষণ বার চর্চা করানি জবর দরকার।

চন্দ্রকুমার সিংহ : প্রাবন্ধিক, গবেষক বারো প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, মণিপুরী সমাজকল্যাণ সমিতি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

কাদান্ত কালীপ্রসাদদারে অনিতা সিংহ

মানু প্রতিভা আকেইহানলো জরম লইতারা পৃথিবী এহানাত, কোটি কোটি মানুর
হাদিত কোন আকেইগো। জরম লইতারা বোগী-ঝি, মুনি, মহাপুরুষ
আকেইগো- বেলিহানর সাদে হাবি বারা ভালকরিয়া। উসাদে জরম লছিল
কালীপ্রসাদদা, এ টেইপাঙে। বেলিহানর সাদে ভালছিল সমাজ এহানাত। ভারতর
উত্তরপূর্বাঞ্চল এগোত গিরকর সাদে শিক্ষিত শুনী বিরল বুলানি য়াকরের। উহানে
হরতো অংশ আহান মানুরে গিরকর উগোদে চা' নুয়ারল্যাত। চা' নুয়ারানির কলে
এতাপারা শুনী মানু আগোর সমালোচনাউ করলা কোন কোন গিরিগিছানিরে। দিন
আহান মাতেছিল, “অনিতা, লেরিক না তামকরিয়া গাঙে দোকান আগো দিয়া
বহেছি উতাই পেয়া মোর গবেষণার লেরিক উতার সমালোচনা করে পারতারা,
মাস্তুরাতা মি উনি আমার ভাষা এহানরে বাংলার উপভাষাহান বুলেছ। কোশ
লেরিকে কোনগোই এসাদে অন্ধর আগো দেহাদে নুয়ারতাই যে মি আমার
ভাষাহানরে বাংলার উপভাষাহান বুলেছ বুলিরা।” এ মিথ্যা অপবাদর দুঃখ এহান
তার অন্তরে চিরদিন থা গেলগা।

দাদাগিরকর লগে মোর পরলাকার দেহা গৌহাটিত। ১৯৮৭ সালে গৌহাটি
ইউনিভার্সিটির কোয়ারটারে। ‘কাকেই’ পত্রিকার পাংলাকরকা গিরিগিছানির দুরারে
দুরারে বিভেগা দাদাগিরকর লগে উনা অনির সুযোগ পাছিল। কালীপ্রসাদদার লগে
ভাতিজি আগোউ আছিল লেরিক তামকরিয়া। কালীপ্রসাদদাই বহু উপদেশ জ্ঞান
দেছিল, চলার পথে পথ দেহাছিল। তার ঠে পথ উগো ইলরা আজি পেয়া ‘কাকেই’
চলিরা আছে। তুবে কুং হেরেদে দাদার লগে আমার সম্পর্ক এহান অন্ত বনিষ্ঠ
অছিল মাতানি চিলছে। গৌহাটিত উনা অনির ধ্যানান্ত আমার বরে আমা বান্দা
চলিল। পিছেদে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিত যোগ দিয়া আহিল আগরতলাত। নুয়ারা
অইলেই পৌ দিলো যানারকা। দাপদিয়া গেলাংগা। একইবারে নিজরগোর সাদে

চললো। এতাপারা ডাক্তরিয়া শুণী মানু আগো আমার সাদে লেইরা ধরে আহে আহে ধাইলগা। আমি তার চরণধূলি পানার খৌরাঙলো ধাইলো। পিছেদে বারো জিপুয়া ইউনিভার্সিটি এরেদিয়া গেলগা আসাম ইউনিভার্সিটিত, শিলচরে ধাইলগা। আমার লগে আনা খানা বনছিলতা তার লেরিক কস্তহান আমার থেসগোত ছাপানি অছিল, প্রফ কিতা চানার দরকারে, উহানৌ কারণ আহান। লেরিক ছাপেইল উত্তমতা কোনদিন কোন হিসাব আমি নাকরেছি। তা হিসাব করে করে দিলো।

কালীপ্রসাদসাই যেতা যেতা মাতেছিল হাবি অকরে অকরে ফলিয়া গেলগা। মাতেছিল- নিজর থেস আগো মাথাইলে পত্রিকাহান চলানি নুয়ারতাই। থেসগো করানির পিছে মাতের নিজর ঘর আগো ছাড়া ভাড়া ঘরে থেসগো চালানি হিনপেইতাই। পিছেদে থেসগোরকা নিজর ভিটালৌ আগো করানি অইল। দুগো আগোই বদনাম করলা কালীপ্রসাদ গিরকে থেসগোর ভিটা কিতা নুয়াদিলো বুলিয়া। কালীপ্রসাদদা জ্বর হিসাবি মানু আগো আছিলগো। গিরকে বিনাশে কোন পরসা আহান খরচ নাকরলো। লেরিকর পরসা ছাড়া গিরকে কোন তাংখা মাউ দেছে। তবে তিন বছর আহান 'কাকেই' পত্রিকার কাগজর পরসা চলেইলো। পত্রিকাহান তাঙখার সালে বন্ধ অনার পথে আছিল উবাকা। গিরকর চিন্তা আহান আছিল কিসাদে লেরিক ছাপানি বারো আশ্রম করানি। চলিতাউ সাধারণভাবে। দেবঘানীরে জিলকগো করে আনানির আগ পেয়া জ্বর সাধারণভাবে চলিল। বাংলাদেশি কম দামি ফুতি পিদলো। ডাক্তর অনুষ্ঠান ছাড়া ইন্তরি ফুতি নাউ পিদলো। হামেশা নিরাশিবে বইলো। উতার মাঝে ভাতর লগে বে কোন আকতা ভাতর গজে দিয়া রাখলো। হৌ কিতা কিতা আহান না। উহানে ব্লাডপ্রেসার কিতা নেয়ছিল। আগরতলাত ধাইতে ১০৮ ডিম্বি তাপহান কায়াউ কিতা আহান নাছিল। দেবঘানী আহানির পিছেদে খানার চাকচার আমূল পরিবর্তন অইল, ফলে ব্লাডপ্রেসার, ভায়াবেটিসে কিতাই পেইলোতা।

দেবঘানীরে আনানির পিঠিত তার ভাতর হৌপন আহান আছিল- গিরকে নামী বিবেকানন্দর জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়া তার সাদে খানি অনা। আরাকৌ খৌরাঙ আহান আছিলহানে রবীন্দ্রনাথর সাদে কবি আগো অনা, বারো শান্তিনিকেতনর সাদে আশ্রম আহান করানি। উসাদে কারণ উতাই গিরকে সংসারধর্ম নাকরিয়া চিরকুমারগো অরা আছিল। সংসারধর্ম করলে বিভিন্ন বাধাবিল্ল ঘটতই, ফলে তার খৌরাঙ বাস্তবে পালকরে নুয়ারতই, উসাদে চিন্তা করিয়া গিরকে শিলচরে 'দিব্যাপ্রম' বুলিয়া আশ্রম আহানর লিংখাত করেছিলতা। আনা করেছিলতা ঐ দিব্যাপ্রমর প্রাকৃতিক পরিবেশে রাস রাখোরাল করানি। আশ্রমে কুল থানা, হাসপাতাল থানা, ডাকুলা ইশালপার এলা হিকানির কেন্দ্র আগো থানা, উতার লগে কুল, লগে সমাজর ছাত্রছাত্রী থানার হোস্টেল। ধর্মলগরে শনিছড়াত আশ্রম আহান ধাইতই, ঐ আশ্রম উহানেই হেডকোয়ারটারগো। গাড়ি আহান

থাইতই, ঐ গাড়ি উঠানলো হাবি আশ্রমে বুলে বুলে তত্ত্বাবধান করতইগা। আশ্রম করানিরকা কৈলাশহরে রেডিও সেন্টারগোর কাদার মহাদেবর খনি উগোর কাদার বি উতা চেইলোগা, কমলপুরে দেবীছড়াত আশ্রম আহান আছে উহানৌ চেইলোগা। ঐ দেবীছড়ার আশ্রম উহানর ঘর উগোরকাতে খানি তাংখা-নিকলৌ পাংলাক করেছিল। এসাদে আশালো বুকগো বাধিরা সমাজ এহানর ভিতরে চলেছিলতা কালীপ্রসাদনা। হর নাপেইলা সমাজর মানুরে। শনিছড়াত আশ্রমর হেড অফিসগো করানির কারণহানতে আমার ঘর শনিছড়ার টিকার গাঙে, উহানর কাদাত, উহানে।

১৯৯৮ সালর মাপা উগোদে কালীপ্রসাদনা খানি খানি নিরাশ আহান অনা অকরলো। কিরা বুয়ে শেষ জীবনে কুংপই চেইতাই। দাদাগিরকর মিরাম উহান দেহিরা মাতেছিলো— আমার লগে থাইতেই, আমি চেইতাতাই। ‘কাকেই’ পত্রিকার বর্তমান অফিসগো হুঙকরলাং উবাকা কোঠা আগো ভারকা হুঙকরেছিলো। খালকরেছিলো আমার গজে বাবাউ (মোর হৌরক) নেয়ইল, তা বাবা সাকয়া থাইলেতে জবর হবা। জবর হারৌ অছিল হনিরা। মাতেছিল শেষ জীবনে আহিরা থাইতইগা। পিছেদে দেবযানীরে জিলকগো করে গ্রহন করানির পিছেদে হাবিগোদে পরিবর্তন আহান বৌবরনহানর সাদে তার জীবনে আহিল। তার বেইবুনিরাংত আরাকৌ দূরেই অইল। খরচর স্বাধীনতা খানি নাপেইলো। ফলে ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর এতাত আশ্রম করানির হৌপন হৌপন অরা থাংগেলগা, টেইপাঙে রূপ দিয়া নুয়ারলো। জিপুৱাস্ত শিলচরে যানার পিছেদে দেবযানী আছিলি উবাকা, ঘন ঘন টেলিফোন করিরা মাতলো, চালাক করে আহো। যেহান অইলেউ আমারে আগে হুয়েইলো, বাগেইলো। আমিযৌ গেলোংগা। খানি তাপ উঠেছে। মনহান নিরাশাই বুজেছে। দেবযানীরে কিসাদে লোহঙ দেনা, তা কিসাদে থাইতই এতা এতা। আমি যানাই বালা অইল তাপে কিতাই। হাঙা আহান থাইলাং। বুঝেইলাং, আমি থাইতে কিসা আহান না খালকরিছ। আমার কথা হনিরা হারৌ অরা কাদলো। মাতলো আশ্রম কিতা ভারত সেবাশ্রমরাং দিরাদিতৌ। উবাকা হয়তো নিজর বেইবুনি কিতারে নিহশিং অরা পতেইলো পাউরি, পিছে মতহান পরিবর্তন করলো। যেতাউ অক, কথা দিয়া আইলাং তা আমার লগে থাইতই। পিছেদে দেবযানীর লোহঙ অইল। তা জিলকর লগে থাইলগা। আমারাং আহানি কিতা কমইল। তার অন্তরর নিরাশার জ্বি উগো দেখলাং দাউ দাউ করিরা জ্বলিল। বিফলে গেলগা তার হৌপন।

গিরক দৌ অনার ৬-৭ মাহা আগে মানুৱাংত হুংলাংতা কালীপ্রসাদনা কচুধরমে তার দিব্যাশ্রমে আহিরা আছিলগা। জবর হিনপেরা আছিল উমি, দেবযানীর হেইমাক গৌহাটিত থাইতারা। উপেই পানিগো মাছি অর বুলিরা তা শিলচরর আশ্রমে আহিরা আছিলগা। হনিরা ঘরে আলোচনা করিরা ঠিক করলাং

কালীপ্রসাদদাৱে দেহিলাং কথা উহান থইক বুলিয়া, অৰ্থাৎ আমাৰ লগে থানি। মোৰ পতিদেব কৃষ্ণমণি গেলগা কালীপ্রসাদদাৱে আনাভ, কচুখৰমৰ দিব্যাপ্ৰমে। গিয়া দেহেৰগা কালীপ্রসাদদা চেয়াৰ আহানাভ বৰা আছে। বেৰকে বহকে ভালবি কৰতারা। আমাৰ ঘৰে আনাৰিৰ প্ৰস্তাবলন দেনাই বহকৰে বাৰো বেৰকৰে ডাহিয়া হুয়েয়া হক চেলায়া কাদেছে উনি এহান যাতে যাতে— কৃষ্ণমণি আহেছে মোৰে মেনাত, ডামুৱাং মি ৰাইভৌগা।

কিন্তু নাহিল। ডা ৫-৬ দিন ঘাৱা জিলক দেবযানীৰ ঘৰে গৌহাটিভ বাৰো গেছিলগা। মোৰ পতিদেব কৃষ্ণমণিয়ে জবৰ অনুরোধ কৰেছে আমাৱাং আহানিৰকা, কিন্তু নাকৰেছে। ঋতা আকদিন কালীপ্রসাদদাৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পৌহান পেইলাং। কালীপ্রসাদদাৰ নশ্বৰ দেহগো দৌ অইলৌ তাৰ আত্মাগো অনশ্বৰ অৱা আছে তাৰ শেৰিকো, তাৰ এলাভ, তাৰ দিব্যাপ্ৰমৰ গাছৰ ছেৱাত, বুলে বুলে...।

অনিভা সিংহ : সম্পাদিকা, কাকৈই পত্ৰিকা, ধৰ্মলগৰ, ত্ৰিপুৰা।

স্বর্গীয় অজা কালীপ্রসাদ গিরকর নিঃশিঃ-তর্পণ

ড. ভরনকুমার সিংহ

বিকুপ্রিয়া মনিপুরী সমাজের হাগহানাত ইডাল ডালয়া বে বে শ্রেষ্ঠ মণি কতগ
আহেছিল। উভার মা ড. কালীপ্রসাদ অজা আগ। সময় বাতালি জাত এহানরে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে যেসাদে বিশ্বর দরবারে উবা করে দিল ঠিক উসাদে বিকুপ্রিয়া
মনিপুরী জাত এহানরেউ ড. কালীপ্রসাদ অজাগিরকে বিশ্বর আঙর ধংচিলে উবা
করেদেছেগ। অজাগিরক আজি আমার হাদিত নেই- এহান মি কোনমতেই
বিশ্বাস নাকররি। যদিও দেহাগ জাগতিক নিয়মে ইহখাম এরা দিল, তবুও তার
অমরকীর্তি, করপেক, অক-লৌকরে করেগেছেগ। কামর মা তা হামেসাই জিতা
অরা ধাইঁতে। বিকুপ্রিয়া ইমার এরে পুতক এগর মরণ কোন দিনও অ'নারের।

অজাগিরকর লগে মোর পরলা দেহা অছিল স্বর্গীয় অজা ধসন্ন সিংহর
প্রাক্করমা। তার সংস্পর্শে অরা মি জিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতলো এমএ ভর্তি
অইলু। অজা উবাকা জিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলো। গিরক বে কতি
মহান গুণী মানুষ তার কাদাত নাগেলগ। হার মাপেইলুইস। তার জ্ঞানর ভাণ্ডার
উপ দেহিরা মি মুগ্ধ অইলু বারো খাঙও লাগলু- তার জীবনর ত্যাগ বারো ভপস্যার
অংতা দেহিরা। গিরক সংসারধর্মন্ত বিরত থারা সমাজধর্ম সংস্কার বারো রক্ষার মা
আজীবন সেবারিত খেঙছে। মরে তথা আর পররালকেইরে নানান উৎসাহ দিয়া
উচকম ভালকরানির হামেসা খৌঁতাল দিল। যেহানাত মি নিজে নিয়াম অনুপ্রাণিত
অরা আঙরাছিলু- খানি আহান সকলও অ পারলু বুগিয়া মিরকররি। অজাগিরকর
টানে আগরতলাত তার কোরাটাে মি মিকা গেলুগ। লেরিকর যারি-পরি দেমারকা,
সমাজর মানাব সমস্যার যারিও দিল, লগে উভার সমাধান দেহা দিল। অকখুরুম
বিবর আহান বুঝাশিলে আর লেরিক চনা না লাগিল, বে কোম ঐশ্বর তারায়
আকরলে নিয়াম হারৌ অরা উভার উত্তর ব্যাখ্যাসহকারে মধু ডালিয়া বুঝা দিল।
আজি কপে কপে মোর নিঃশিঙে আহের তার বাচনভজি, তার বাগাদেনার অংতা-

হাসিত দিল মুকসি উতা- পিঠির যা দিল মাঠিয়া উতা। এসাদে করে মি এমএ
 দ্বিতীয় বর্ষে কাইলু উপেইত অজাগিরক আসাম বিশ্ববিদ্যালয়রমা অধ্যাপনারকা
 আকুৰলা গেলগা। মি জবর মনে হিনপেইলু। বুজিল বরা অয়া আহিলুগ হুদালা
 আইলু পাৰা। কিন্তু অজাগিরকরে মরাংত দুৱেই অনি নাদলু- সবসময় তার লগে
 যোগাযোগ থাইলু। তার ইলকরা পথগাই মর পথগ বুলিয়া নিংকরলু। ফলস্বৰূপ
 ত্ৰিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত সংকৃতলো এমএ পরীক্ষাত প্রথম শ্রেণিত প্রথম স্থান
 পেইলু। মর পরীক্ষার কলর পৌহান পেয়া অজাগিরক জবর হারৌ অছিল-
 উহানরকা নিয়াম থাকাত জানেইল। পরবর্তী সময়ত তার পাংকালপা অনুপ্রেরণা
 পেয়া তার ঠৌনা গবেষণা করানিত মনোনিবেশ করলু। তার অধীনে চারিবছর
 তেথেনেই হংনা করিয়া মর গবেষণার কামহান সম্পূর্ণ করলু। এহানাত অজার
 অবদান মি চিরদিন স্মরণ করতৌ।

বিকুপ্ৰিয়া মনিপুরী জাতর উচ্চশিক্ষার আধার লেইকামে পয়লাবার বর্তিগ
 ভালকরেছিল অজা ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক। তার কীর্তির সীমাসংখ্যা নেই-
 গবেষণার বিষয়হান যদিও ভাষাতত্ত্ব তবুও কাকেই কাৱেছে হাবি ক্ষেত্ৰর যা। এৱে
 জাতৱে মিমাঙে কাকরানির কাজে অজাগিরকর হংনা দেহিয়া মি নুংপাং আইলু।
 অজার করণেক হংকরিয়া বে তথ্য পেইলু উতা মৱে নিয়াম উপকার করল- মনে
 কররি বিকুপ্ৰিয়া মনিপুরী সমাজৱেও শইনেই চাংখল কৱে থাইব। এৱে ঠই সুনারা
 আহি হুং জাত এহানর ভাষা-সাহিত্য-রুহিবৃন্তির নিয়ামপারা ঐতিহাসিক তথ্য
 পুলকরিয়া অজাগিরকে আমাৱে লাহল মুঙেদে আশুৱান কৱে দিয়াছে। তার রচনা
 সজার আমাৱ সমাজর অমূল্য সম্পদ- তার রচনাৱ আমাৱে পদে পদে নিংশিং
 করুৱার জাতীৱ সজ্জহানৱে, নিংশিং করুৱার জিৎতাৱা থানার যাহাঅ্যহানৱে। তার
 বহুমুখী প্রতিভাৱ সালেদে আজি বিকুপ্ৰিয়া মনিপুরী জাত এহান আৱ আৱ জাতর
 লগে মান্না অনিৱ হংনা কৱে পাৱেৱ। অজাগিরক মনে-প্রাণে আমাৱ হাবিতা
 আমাৱ ঠাৱে অক এহান জবর বনাছিল। উহানে আমাৱ হাবি পৰ্যায়র এলা
 অনুবাদে খেঙছিল। নিয়ামপারা মৌলিক এলাও লেঙকৱেছে যেতা
 'কালীপ্রসাদীসদীত' নাঙে পরিচিতি পাছে। রাসলীলা বাৱো রাখোৱাল আমাৱ ঠাৱে
 লেংকরিয়া রাসধাৱী গুৱ শ্রীমতী গিথামকর পাংলাকে কলাসৱ বাৱো আগরন্তলা
 মাটিত পরিবেশন করুৱাছিল।

অজাগিরক তি ধন্য এৱে বিকুপ্ৰিয়া ইমাৱ আৱৌপা পুতক আগ হিসাবে। তৱ
 মিহল বুজা পাংকাল আমাৱ সিংলেৱে বকত অলরা দাপদক- এৱে পঞ্চবিকুপ্ৰিয়াৱ
 ফিৱাল বিশ্বমিমাঙে করদক। এৱে অকনেই বাজুমাৱা ভাংখুলা তৰ্পণ এহানি মোৱ
 হুদিৱ কনুঙেস্ত অজাৱ নিঙে কাতকররি।

ড. তরুণকুমাৱ সিংহ। সহকাৱী অধ্যাপক, আবেদকর কলেজ, ফটিকৱাৱ, উত্তৱ ত্ৰিপুরা।

দিকদর্শক লালফামি ড. কালীপ্রসাদ শিবেন্দ্র সিংহ

২০০৭ খ্রিস্টাব্দে মি কি চিন্তা আহানল ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর গজে
বিকুপ্রিয়া মণিপূরী শায়েরি আহান এসাদে ইকরেসিনুতা-

বহু নাকরি ড. কালী খুলেসিলে ডি বে দুয়ারহান...৩

দূরেই নাকরি কলকরানি হিক ডাঙর কর ডর মনহান...২

বহু নাকরি ড. কালী খুলেসিলে ডি বে দুয়ারহান।

‘কি চিন্তা আহানল’ বুলেসু উহান এহানল বে, পত্রিকাং ড. গিরকর
সাক্ষাৎকার আহান কলকরানির ব্যাপারে মোর ইকরা চিঠির উত্তর দিতেগা ড. সিংহ
গিরকে তার চিঠি মোরে মাতেসিল- ‘মি নিরুদ্দেশ যাত্রা কররি, কুমপেই থাইতৌ
কুন ঠাই ঠিকানা নেই...।’ ড. কালীপ্রসাদ গিরকে কুন দুঃখল ইকরেসে মি
বৌনেই, পাকরিয়া মোরতাও দুঃখ লাগিল, কিয়াকা এ বয়সে নিরুদ্দেশ যাত্রা
করতইতা এ চিন্তা করতে করতে মি গজে ইকরা শায়েরি এহান গিরকর উদ্দেশে
ইকরেসিলু। ‘বে দুয়ারহান খুলেসিলে আজি চিরদিন খুলা থাক’- এ অমর এলার
গীতিকার ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক আজি হুজুমৌ তার লব্ধ জ্ঞানর ভাণ্ডারগ থসে
ফামর হাবি দুয়ার খিড়কি খুলেদিয়া গেলগা চিরদিনরকা। হাবি চিরদিনরকা। কবি,
সাহিত্যিক, গীতিকার, গবেষক বার বিকুপ্রিয়া মণিপূরী ঠারর একনিষ্ঠ লালফামি ড.
কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক ২ জুন ২০১১খ্রি. সাকলসেলর দিনে ৭৭ বসর বয়সে
তারই হকরা কাছাড়র মেহেরপুর লয়ার পশ্চিম কচুধরমর দিব্যাশ্রমে দৌ অইলেও
তার লালফামর হাবি চিন্তা দিব্যাশ্রম, সরকারগর বার সমাজর কামে ফামে থরা
গেলগা। জাত আহানর উল্লতিত, অস্তিত্ব রক্ষাত বার নাপাল করতে বে বে দিক
লাগের ঠোতা হাবি থদেনারকা গিরক আমার সমাজর দিকদর্শক আগ। গিরক যে
লালফামি আগ ঠোতর প্রমাণ মাতেগে গেলগা মোরতা মনে পরের, মোর
সম্পাদনাত কলসিল ‘বিশল্যকরণী’ হর মাহিরা সাহিত্য পত্রিকার ২২ বসর পইলা

সংখ্যার সম্পাদকীয়র এৱে লাইন এহানি “মনে থনা হবা, আমি আমার ঠাৱন টটৱেৱাৱ এহানই আমার ঠাৱন জিহতা কৱানিৱ পইলা লালফামহান, ঠিক উসাদে আমার ঠাৱে ইকৱানি বাৱ পাকৱানি এহানই আমার ঠাৱন জিহতা কৱানিৱ পইলা বাৱ অন্তিম লালফামহান। মানে আমার ঠাৱে টটৱানি, ইকৱানি বাৱ পাকৱানি এহানই আমার ঠাৱন জিহতা কৱানিৱ স্ববিস্ত ভাঙৱ পাউকালুপা লালফামহান।” এ লালফাম বতদিন থাইতে আমার ঠাৱন ততদিন থাইতে বাৱ এ লালফামৰ পতি বত বাৱা পাৱতাজাই তত আমার ঠাৱন প্রচৰ বাৱ প্রসাৱ কৱে পাৱতাজাই। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিৱক আমার ঠাৱৰ একনিষ্ঠ লালফামি আগ। আমার শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ৰাষ্ট্ৰনীতি, অৰ্থনীতি বাৱ সামাজিক সংস্কাৰৰ লগে ভাষাতত্ত্বৰ গজে ইকৱা গিৱকৰ লেৱিককুচই আমার সাহিত্যৰ ভাঙৱণ বাৱ প্রাৱ ত্ৰিশহাজাৰ শব্দ-সমলিত গিৱকৰ আমার ঠাৱৰ অভিধান উহানই আমার ঠাৱৰ শব্দৰ ভাঙৱণ। গিৱকে আমার ঠাৱৰ শব্দ, বেঙাল টটৱেৱাৱ ঔ শব্দ ঔজা বিশ্বৰ কুন কুন ঠাৱেস্ত আহেনে উতাও হিসাব থদিয়া গেসেগা। গিৱকৰ কথাই আমার ঠাৱে সংস্কৃত, বাংলা, অসমিয়া, হিন্দি, নেপালি, গুড়িৱা, মাৱাঠি, আৱবি, পাৱলি, মেইতেই বাৱ ইংৱেজি শব্দও হমেনা আমার ঠাৱনৰ ভাঙৱণ চাংখল অসেতা।

এ সাহিত্যিক বাৱ গবেষক গিৱক এগ বিংশ শতাব্দীৰ আমার সমাজৰ উল্লেখেযোগ্য মানুৰমা ৰামপাৱা উল্লেখেযোগ্য গিৱক আগ। বেদ-বেদান্ত বাৱ ভাৱতীৱ দৰ্শনৰ গজে হবা মিষ্টেঙ থকুৱা ড. সিংহ গিৱকৱতা ইংৱেজি, অসমিয়া বাৱ আমার ঠাৱৰ প্রাৱ ৭২হান লেৱিক ইকৱিয়া গেসেগা বাৱ আৱতাও কৱপেথ আজিও না কঙুৱা আসে। গিৱকৰ ভাষাতত্ত্বৰ লেৱিকহান বেহান সমাজে বহু বসৱ থৱিয়া বিতৰ্কিত অৱা আসে ঔ লেৱিকহান The Bishnupriya Manipuri Language আজি নুৱা কৱে মিষ্টেঙ সেনাৱ দৱকাৱ আসে বুলিয়া মনে অৱ।

আজি এ গিৱকৰ ইকৱাৱ গজে নুৱা মিষ্টেঙ দিয়া আলোচনা কৱানিৱ সময় অইল। গিৱকৰ লেৱিক সংগ্ৰহ কৱিয়া গিৱকৰ চিন্তাধাৱাৱে বাস্তৱাৱন কৱানি এহানই আমার সাহিত্যিক বাৱ পাঠকৰ একান্ত দাৱিত্ব বাৱ কৰ্তব্যহান।

শিৱেন্দ্ৰ সিংহ : কবি বাৱো সম্পাদক, বিশাল্যকৱণী, শিলচৰ, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ অজার নিঙে দ্বি-আকচুটি ডা. সুকুমার সিংহ বিমল

‘ড. কালীপ্রসাদ সিংহ’ নাঙ এহানর লগে মোর পরিচয় ১৯৮৭ সালে An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri লেখিক এহানর মাধ্যমে। পিছেদে তার অন্যান্য লেখিকৌ পাকরানির সুযোগ ইছিল। লেখিক অতা পাকরিয়া অজাগিরকর লগে মুভামুভি সাক্ষাৎ অনাৰ খৌরাং আহন মনহাত জাগেছিল। অজাগিরকর লগে সশরীৰে পরিচয় ইলুতা ২০০০ সালে, পৌরিয়ে খৌরাঙ করিছিল। গোকুলানন্দ গীতিস্বামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানহান আরাঙ অনাৰ খানি পিছে অজা অনুষ্ঠানস্থলে আহিরা উপস্থিত ইলগা। জাৱর পরহান, চিতাৱা-মাকারা নাগা চাদর আহন উরিয়া আহিছিল। অজারেউ অতিথিগ করিয়া মঞ্চগত কাকরানি ইল। মঞ্চগত অজাই মিয়ে কাদাকাপি বহানির সুবাদে বাক্সা কথা তত্ভারানির সুযোগ ইছিল। বিশ্ববিদ্যালয়র অধ্যাপক তথা বিভাগীয় প্রধান আগ ইছে বুলিয়া গাৱিগত বিন্দুমাত্র গৱিমা আহন নাদেখলু। অনুষ্ঠানর বিনিন পিছে ডালুৱাত গিয়াছিলগা অজা। অহাত পৌৱির সম্পাদক সুশীলে মিয়ে অজার লগে গাৱিপরি দিকগা বুলিয়া গেলাংগা। মোর খুলি বনক বিমলা আহিরাং আহিলাগা অজা। গিৱা দেখলাংগা অজা ছুইংৱমগত বহিয়া আছে, তাৱে কুইকরিয়া আৱাকৌ মানু। অজাই কথাপ্রসঙ্গে ঔদিন মাতিছিলতা- মিতে আমাৰ সমাজর জীবন্ত এনসাইক্লোপেডিয়াহান নাই। কথা এহান হনিয়া খানি অৱাক ইছিলু, নিজরে নিজে এসাৱে দাবি করানি অহাৰ কতিহান চুনা অৱতা! পিছে অবশ্য মি উপইলু অজাই কথা অহান মাতিয়া খুব বেশি ভুল নাকরিছে। ভাষাতত্ত্ব, সমাজ, সংস্কৃতি, ভাৱতীৱ দৰ্শন ইত্যাদি বিষয়ে অজার অগাধ পাণ্ডিত্য অহানর পরিচয় তার রচনাসম্ভাৱর মাৰ্কে থৱা গিয়াছেগা। হাঙে এসাদে ব্যক্তি আগই নিজরে এনসাইক্লোপেডিয়াহান বুলিয়া দাবি করলে লাল নাইতই বুলিয়া নিহকররি।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উৎপত্তি বারো সাহিত্য ইকরতে গিরা জিয়াপদে 'হ' ব্যবহার করানি এতা বিষয়ল সমাজে অজ্ঞা বিতর্কিত অরা আছিল। সমাজর ভাঙর অংশ আহানে অজ্ঞারে ধার বয়কট করিছিল। অনুষ্ঠানে অজ্ঞারে বার্তন নাদনা, তার অনুষ্ঠানেউ মানু নাহিলা। কোন কোন ক্ষেত্রে তারে লাঙ্ঘিতউ করানি অছিল বুলিয়া ছনলাং। সমাজর বরোণ্য ব্যক্তি আগর প্রতি এসাদে আচরণ কোনমতেই কামাছান নাবে। তার মতর লগে হাবিয়ে সহমত পোষণ করতাই বা তার মতর বিরোধিতা করানিয়েই লাগতই এসাদে কোন নিয়ম নেই। শত বিতর্কিত অইলেউ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-গবেষণার ক্ষেত্রে কালীপ্রসাদ অজ্ঞা পশ্চিকুংগ- এহান হাবিয়ে স্বীকার করানি লাগতই। সমাজ নিয়া তার চিন্তাভাবনা তার 'প্রবন্ধমালা'র মাঝে মেরেক সেঙরা ফঙিছে। সমাজ এহানরে শিমাঙে কাকরতে গেলেগা কিতা করানি থক, কিতা করানি থকনেই অতা হাবির দিকনির্দেশনা 'প্রবন্ধমালা'র মাঝে পারাং।

বাংলাদেশে পইলা যে গিরকলকেয়ে পত্র-পত্রিকা নিকাশিয়া ইমার ঠায়ে সাহিত্যচর্চা করানির টেংখা আহান আরাষ্ট করিছিল। ভাঙরে চিঠি লেখিয়া, লেখিক পত্র-পত্রিকা দিয়াপেঠুয়িয়া কালীপ্রসাদ অজ্ঞাই আবোকচা উৎসাহিত করিছিল। এসাদে বিরল প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আগরে সমাজে যেসারে সম্মান দেনার কথা ঠে সম্মান অহান আমি সমাজর মানুয়ে দিরা নুয়ারাং। এ ব্যর্থতা এহানর কাজে পরবর্তী প্রজন্মর শৌয়ে আমারে কোনদিন ক্ষমা নাকরতাই। অজ্ঞাগিরকর রচনাসম্ভার আমার সমাজর জাতীয় সম্পদ। এরে জাতীয় সম্পদ এতা সংরক্ষণ করানি বারো পরবর্তী প্রজন্মরাং সিলকরানি জরুরি। অজ্ঞার অপ্রকাশিত করপেক আবোকচা আছে বুলিয়া ছনলাং। সমাজর জাতীয় স্বার্থে তার অপ্রকাশিত লেখা প্রকাশ করানির খৌরাং নেনা অহান সমরয় দাবিছন। অজ্ঞাগিরকরে মোর লিপিং হমা।

ডা. সুকুমার সিংহ বিমল : মেডিক্যাল অফিসার, সরকারি প্রথমকল্যাণ কেন্দ্র, শমশেরনগর বারো সন্তাপতি, পৌরি।

অমৃতস্য পুত্রা সুশীলকুমার সিংহ

পৃথিবী এহং সময় সময়ে এমন মানুষ জন্ম ইতারা যেতাই কোন মহৎ আদর্শ আহান গ্রহণ করিয়া আদর্শ অহানরে মুণ্ডে ধরা কাকেই কারতারা। তাতি আদর্শ অহানরে এমনৌ চেষ্টকরে ধরিতা ধইতারা বুললে শত আসুলা-পিসুলি দিলেউ আদর্শ অহনাংত ব্যক্তি অগ খেয়রা খানার কোন ডর নাথার। প্রখ্যাত দার্শনিক, গবেষক, লেখক বারো ভারততত্ত্ববিদ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ ঠিক অসারে ব্যক্তিত্ব আগ, কোই জীবনর অন্তিম খেলতামহান পেয়া মহৎ আদর্শ আহানরে কলকরিতা জিত্তা ইয়া আসিল। তার আপাত গম্ভীর মেইখণ্ড অহানর আকুমে আসিল শৌর সাদে সারল্য, আসিল মানুর প্রতি দরদ-বুজা মন আহান। তার চরম শত্রু অতাউ মুণ্ডে আহিলে তারে সমীহ সন্তম নাকরিতা নুরারনা।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ। যি ৬ষ্ঠ শ্রেণিৎ পাকরুরি সময়হান। আমার (গল্পকার সুরেন্দ্রকুমার সিংহ) লেরিকর আলমারিগৎ আকদিন খান্দা আমার ঠারর লেরিক আহান বিসারিতা পেইলু। বাংলা ব্যাকরণর কারক-বিত্তি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ ইত্যাদি বিষয় অতা আমার ঠারে লিখিসি। লেরিকহানর নাঙহান ইসেতা 'বিকুণ্ঠিতা মণিপুত্রী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা'। কনাক মনে হিসাব আহান মিলানি নুয়ারলু, ব্যাকরণর লেরিকহানর নাঙহান ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা ইসেতা কিপিতা। যেতাউ অক, হারৌ আহান লাগিল আমার ঠারেউ ব্যাকরণ আসে বুলিতা। লেখক ড. কালীপ্রসাদ সিংহর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আহান মনহাং সৃষ্টি ইল। পিছেদে এলার মালা, কবিতামালা, প্রবন্ধমালা পাকরানির সুযোগ পেইলু। ঐ লেরিক অতাই মোরে আমার সাহিত্যর প্রতি কতিহান আকর্ষণ করল বুললে বছরহান লেহে আকমাউ ইত্তিয়াং গিতা লেরিক সংগ্রহ নাকরিতা থা নুয়ারুরি।

কালীপ্রসাদ অজ্ঞারে পইলা দেখলুতা ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে আহিসিল অহাং। এ দিন এহানর কথা যি কোনদিন পাহরে নুয়ারুরি। দুঃখজনক ঘটনা

আহান ষটিসিল দিন এহাং। মোর খির লেখক আগরে কুলাগা দেখতৌতা খৌরাং আহানল বাসিয়া আসিলু। মাধবপুরে ললিতকলা একাডেমিগং অজ্ঞারেল মিটিং আহান করতাই বুলিয়া খবর পেয়া মারুশ অসীম, রণজিৎদা (ঘোড়ামারার অকালপ্রয়াত সমাজকর্মী) বারো মি সালুইলাং। কালীপ্রসাদ অজ্ঞার ভাষণহান ছনিয়া ডিনগি ঘরে আলয়া আহিলাং। ঘরে আহিয়া পড়ানিরে চুগুগ ডালিয়া বরন পড়ানি অকরল। ভাত খানাং বহিসু অহাং খাংদা লৌদালৌদি আহান ছনিয়া বারে নুকুলিয়া আহিলু। ছনলু রণজিৎদা বিদ্যুৎলুপ্ট ইয়া দৌ ইয়া পড়িসেগা। মোর গারিগর রম হাবি উবা ইল। এহান কি কথাখন! একাকা মাধবপুরেংত আহিল মানু অগ কিসাদে মরিলতা? আতহান ধরা দাবদিলু রণজিৎদাগাসিরাং। রণজিৎদারে মাংকলহাং নিকালিয়া জাতাজাতি করতারা জিৎতা করে পারবাতা না কিতা বুলিয়া। কিন্তু হাবির ধচেট্টা ব্যর্থ করেদিয়া রণজিৎদা অনন্তপথেদে যাত্রা করল।

পিছর দিন অহান বিরামে ঘোড়ামারার দক্ষিণ মাগুশে অজ্ঞারেল মিটিং আহান আরোজন করলাং ঘোড়ামারার বুকে তিলয়া। মিটিঙে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অম্বার উৎপত্তি, আমার প্রাচীন লোকসাহিত্যর নিদর্শন, আমার ঠারে সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞাই ডিগল বক্তৃতা আহান দিল। বক্তৃতার পিছে প্রশ্নোত্তরপর্ব আহানৌ আসিল। ঐ দিন মি অজ্ঞার সাক্ষাৎকার আহানৌ শুরাসিলু যেহান অজ্ঞার “তিন দিনর বাংলাদেশ ভ্রমণ” লেরিক অহাং আসে।

অজ্ঞার লগে দ্বিতীয় দেখাহান শিলচরে, ১৯৯৯ সালে। পৌরির পঞ্চমত পূর্ণিমায়াসর দিনে আমার ঠারর লেরিকর প্রদর্শনী আহান করিক বুলিয়া লেরিক সংগ্রহ করানির কাজে মি শিলচরে গেলুগা। পইলাই দেখা করলুগা কালীপ্রসাদ অজ্ঞার লগে। ঐ সময়ং অজ্ঞা শিলচর টাউনে ভাড়া ঘর আগং আসিল। অজ্ঞারে মোর আহানির উদ্দেশ্যহান মাতলু বারো অজ্ঞাই আমার উদ্যোগ অহনরে স্বাগত জানুয়িল। পিছে মাতল, মোর লেরিকতে এপেই নেই, গাঙে আমার ঘরে বানা লাগতই। শিছর দিনে মাদানে ট্যাক্সি আহান বিজার্ভ করিয়া জানুর ঘর তালকরে সালুইলাং। ঘরে গিয়া অজ্ঞার খুলা বেরক শ্যামানন্দ কাকার লগে পরিচর ইল। অজ্ঞার লাইব্রেরি অগ দেখিয়া মিঙে হতবাক। ভারতীয় দর্শনর গজে অজ্ঞার সংগ্রহ অহান বীতিমত ইংরাজী বিনয় আহান। দর্শনর গজে অজ্ঞার লেংকরা লেরিক অভাউ ধারিয়াং হাজা হাজা ধুরাসি। মি কল্পনাউ নাকরিসু এতা হাবি দর্শনর লেরিক অজ্ঞাই লিখিসে বুলিয়া। অজ্ঞাই লিখিসে আমার ঠারর হাবি লেরিকর দ্বি তিন কপি করে আনলু, লগে Etymological Dictionary অহানৌ তিন কপি আনলু। শিলচরে বাসাহাং আহিয়া হিসাব করিয়া প্রায় চরহাজার টাকার লেরিক লইলু। মি ছনিসিলু আমার ঠারর পুরান পত্র পত্রিকার দুর্লভ সংগ্রহ অজ্ঞারাং আসে বুলিয়া। মি অজ্ঞারে আংকরলু বারো অজ্ঞাই পুরান পত্রিকার বক্তৃতাহান নিকালিয়া

আনলগা। মনিপুরী, মেখলী, বিষ্ণুপ্রিয়া, পাঞ্চজন্য আত্মনী, ফাণ্ড ইত্যাদি পত্রিকা দেখলু। উলুরে খেরা খানি নষ্টই ইসে। পত্রিকা অতা কটোকপি করিয়া আনং বুলিয়া কটোকপির দোকান আগং গেলাংগা। প্রতি কপি দেড় টাকা করিয়া জেরক্স করতারা। দামহান হুনিয়া অজারে মাতলু- অজা নাইল, এতা হাবি পত্রিকা জেরক্স করানির রূপা এবাকা মোরাং নেই। বারো আমার উপেই আরতাউ কম পরসাই আমি কটোকপি করিয়ার। অজাই সুযোগ মিলেতে পত্রিকা এতা বাংলাদেশে নিয়া কটোকপি করিয়া বারো আলখক করে দিতৌ। অজাই খানি আহান চিত্তা করল। বাক্স সময় লিখে মাতল- “হাই, তিরৌ হারপার নাই এতার মূল্যহানতে। উহামল মি হাতছাড়া করানি না মনাউরিতা। কিতাপারা মাত’ পড়লেগাতে লমইল নাই, মোর সারাজীবনর পরিশ্রমহান ধ্বংস অইতই। মি হারপাসু কতিহান হিন্দুপেয়া বিভিন্ন আগাংত এতা পুলকরেসুতা।” মিরৌ মনে মনে বন্ধপরিবর বেসারেউ এতা নিতৌগা বুলিয়া। অজারে মাতলু- অজা মি নিচরতা দেউরি কটোকপির কামহান লমইলেই মি ডাকযোগে দিয়াপেঠেইতৌ। শেষ পর্যন্ত মেনার অনুমতি দিল। মিরৌ আনলু। বেহানি বেহানি দরকার অহানি কটোকপি করিয়া ডাকযোগে দিয়াপেঠারাদে বুলিয়া সিদ্ধান্ত নিলুগা অহাং খাংদা চিত্তা আহান হমিল- ফাইলগ মিসিং ইলেতে কিহান? পোস্টাল ডিপার্টমেন্টর গজে কোন বিশ্বাস নেই। অজারে টেলিফোন করিয়া মাতলু- ডাকযোগে দিয়াপেঠানি অহান ভরসা না পাউরি। হাতে আহিব মারি দুর্গাপূজার সময় মি নিজে নিয়া আহিতৌ। অজাই হাই না কিস্তাউ না মাতল। ভিক সৌরিল অহান হারপেইলু। সাত আট মাহা পিছে চিঠি আহান পেইলু। মি হতভম্ব, কালীপ্রসাদ অজাই এসারে চিঠি লিখে পারলতা। মনহান জ্বর খারাপ ইল। আকদিন পৌরির সভাপতি সুকুমারদাই মোরে মাতের, কালীপ্রসাদ অজার পত্রিকা অতা কিংং নাদিসং থাং? শ্রীপুরর মণিলালদা বারো ভালুয়ার শিলিকাকা ছিরগিরৌ আংকরতারা, কালীপ্রসাদ অজারাংত কাগজপত্র কিতা আনিসংগা থাং? হাবিরে বিষয় এহান হারপাসি। পিসে হারপিলু মোরে দিয়াসিল চিঠি অহানর ছপ্লিকেট কপি তাতুরাঙৌ দিয়াপেঠারালে। অজার মনে বন্ধমূল ধরনা আহান সৃষ্টি ইসে মি পত্রিকার ফাইল অগ আরতা আলখক করে নাদিয়াইতৌ। দুর্গাপূজার সময় শিলচরে গেলুগা। ঔপেরৌ রক্ষা মেই। কস্তগই আংকরলা কালীপ্রসাদ অজার পত্রিকা উতা দিরা দিলু কিনা। এর মানে ইন্ডিয়ার মামুরাঙৌ মাতিসে। বারমুনির কনাক গবেষক আগ গবেষণার কামে অজারাং গিয়াসিলগা বারো ভারাঙৌ মাতিসে- মি চরম বোকামি আহান করে বেহু। বিশ্বাস করিয়া বাংলাদেশর সুশীল বুলিয়া গিরক আগরাং মোর পুরানা পত্রিকার ফাইল উগো দিরা দে বেহু। লমইল, উতা আর কিংং পানার আশা মেই। শিলচরর শিলিকান্তদাই (‘চিত্তা’ পত্রিকার সম্পাদক) প্রায় ভর্ৎসনার সুরে মাতল, তি করলে এহানতে ঠিক নাসে। এসারে কথা হনতে হনতে মোরতাউ ধৈর্যর বাধগ বাগিল।

নিংকরলু পত্রিকার ফাইল অগ আরতা নামিয়াদিভৌ। হাইলাকান্দিং ফোন করিয়া
 জেস্ত্র অজ্জাই (কবি ব্রজেন্দ্র) মাতল, হাবির আগে কানীপ্রসাদরাং ফাইল অগ
 ফৌকরে দেগা। আদেশহান নিরোধার্ব নিংকরিয়া কবি লক্ষ্মীপ্রদারে লগে লগা
 অজ্জার বাসাহাং গেলুগা। অবশ্য বাসাহাং যানার আগে লক্ষ্মীপ্রদাই হাবি
 পত্রিকাহানি জেরুল করল। লক্ষ্মীপ্রদাই মাভের, তোর সালেদে এতা পানার সুযোগ
 অইল। আমি কত অনুনর বিনর করিয়াউ অজ্জাই আমারে চান পেয়া নাদেসে। তি
 ভাঙর উপকার আহান করলে। যেতাউ অক, বাসাহাং গেলুগা। লক্ষ্মীপ্রদাই
 ইজিত দিল, নিঙইস, বারয়ার লংলৈইগ আজি তোর গজে বেলতইগ! মিয়ৌ মনে
 মনে থন্তত ইলু। গিয়াই অজ্জারে হমদিয় আংকরলু- অজ্জা, বলি ইরা আসংতা।
 কোন উত্তর নেই। হারপেইলু হাকহান কালা করে আনের। একাকাই বৌবরনহান
 অকরতইগ। 'মি তোরে বিশ্বাস করিয়া মোর অমূল্য সম্পদ আহান তোরাং
 সেসিলু। তি চরমভাবে বিশ্বাস ভঙ্গ করলে। বাংলাদেশর মানুর প্রতি শ্রদ্ধা বানা
 আসিল উতা হাবি তি নষ্ট করে দিলে। তোরাং খানি তথ্য চসিলু উহানিরৌ
 নামলে। এবাকা কোন মেইংহানল আহেসংতা?' অজ্জাই কথা এহানি মাততে
 মাততে নিকরানি অকরল। মোরতা ভর আহান হমিল। বাংদা পড়িয়া কিতা আহান
 অ'পড়লোগাতে লমিলু। মোরে দেবীগ সাব্যস্ত করতাই। মোরে অপার সমুদ্রং
 উদ্ধার করে দিল দেবযানীদিরে। অজ্জারে তেমজেরা বহুয়াদিল। অজ্জা খানি তাপ্খা
 ইল অহাং মি চিঠি আহান রেজিস্টার্ড করিসিলু অহাং রসিদহান দেহাদিয়া মাতলু,
 অজ্জাই যেতা যেতা তথ্য চসিলে অতা হাবি ফটোকপি করিয়া মি দিয়াপেঠাসিলু
 উহানর প্রমাণহান এহান। অজ্জাই নাপাসং ধাং? অজ্জাই নাপাসু বুলিয়া মাততেই
 দেবযানীদিরে 'মি দিয়াপেঠাসিলু চিঠি বারো কাগজপত্র নিকালিয়া অজ্জারাং
 দিয়াদিয়া মাতল' সুশীলে দিয়াপেঠানেগতে, তোরে মাতলুগ নাগই? তি নাউ চেয়া
 তারে পরখানিং লাগেসং। অজ্জাই অহানি চেয়া লাঙ্গপেইল সাং ইন্দানি ইল।
 পিছে পত্রিকার ফাইলগ নিকালিয়া দিয়াদিলু। অজ্জা ফাইলগ পেয়া ওয়াই সাঙুইল
 অহান অনুভব করিয়া ভুঁপ্তি পেইলু। মাতলু, অজ্জা মি কনাক কালেংত সামাজিক
 কর্মকাণ্ডে জড়িত আসুগ। মানুর জিনিস আত্মসাৎ করতৌ এসাদে চিন্তা মনহানাং
 নাহেসে কোনদিন। অজ্জাই ভরপাসিলে উহান অমূলক। ভাত খেয়া যানার কাজে
 দেবযানীদিরে খামকরল, আমি জরুরি কাম আসে বুলিয়া নিকুলাং বাসাহাংত।
 নিংশিং ইলু, অজ্জাই তার লেরিকে মোরে অমর করিয়া খদিতই বুলিয়া চিঠিহাং
 লিখিসিল। "...তোর নাঙহানৌ মোর 'লজ্জা' গ্রন্থ বারো 'পত্রাবলী'ত স্থান পানার
 উপযুক্ত অইল" বুলিসিল। 'লজ্জা' নিকুলানির পিছে জবর খৌরাঙ ইরা চেইলু মোর
 নাঙহান আসে সাং বুলিয়া। দুর্ভাগ্যহান না সৌভাগ্যহান উপ' নুয়ারলু মোর নাঙহান
 নেই। 'অমর' ইরা খাইতৌ বুলিয়া যে হপনহান দেখিসিলু অহান মিকুপে সুরাইকো
 মাঙরা গেলগা। চিঠি এহানর তত্তাল গুরুত্ব আহান আসে নিংকরিয়া বর্তমান

সংকলন এহাং দিলু। চিঠিহাং উল্লেখ করিসে “অর্জুনর এ ডাঙর বংশ এহানে সারাজীবন মোরে এসাদে প্রবঞ্চনা করতারাগো। হুন্না অনুশোচনাহান এহান যে, এ বৃদ্ধকালে পেয়া মোর এ মানুৰে বিশ্বাস করানির মূৰ্খতা এহান নাগেলগা।” অর্জুনর বংশধর বুলিয়া দাবি করতারা অহানল অজাই বিকুছিয়া মনিপুরীয়ে উপহাস করল। বারো কথা এহানিহুত হারপানি একরের অজা কতিহান প্রবঞ্চিত বারো প্রভাৱিত ইসে অহান। মি পিছে খালকরিয়া আশৰ্চ অউরি, কোন বিশ্বাসে অজাই আৱাক দেশ আহানর স্বল্পপরিচিত মানু আগরাং পুরানা পত্রিকাৰ কাইলগ দিয়াদিলতা।

ডাঙরিয়া সুশীল নিবর,

চেইতে চেইতে ৬/১১ মজা শেলগা। তি খতাই বাতা চিঠিৰ মাৱফুত ৬/৭ হান ডাঙাব দেহুত ইটা আৱহাংল নাথহৈল। উতাৱহা অৱশ্যই তি আশ্চৰ্য্য নাউরি, জাৱন অৰ্জুনৰ এ ডাঙর বংশ এহান সারাজীবন মোরে এসাদে প্রবঞ্চনা করতারাগো। হুন্না অনুশোচনাহান এহান যে, এ বৃদ্ধকালে পেয়া মোর এ মানুৰে বিশ্বাস করানির মূৰ্খতা এহান নাগেলগা। তুথ এলাই এবাকত বিশ্বাস কৰুৱি যে, সুশীল মোৰ হৰা শোণিত মোৰ ১৯০০-১৯০১ খ্রিঃ আন্থি মোৰ চাৰে জেঁকাৰে দিহৈল।

লাল আৱাক কথা আহান—মোৰ এআম প্রবঞ্চনা-নাচুনা ইতিহাস ইটা হাবিৱ তি মোৰ স্মৃতি অমৰ কৰিয়া থাউরি। মোৰ নাচুনা মোৰ ‘মজু’ অনু বাতা ‘নন্দামিতি স্মৃতি’ নামৰ ইতিহাস অহা। মোৰ মোৰ মতানি মোৰ বচন বহে; এ অৰ্জুনবংশ সম্বন্ধি মোৰ মতানি জাল। মি অস্বীকাৰ কৰি—এ ডাঙরিয়া জাতৰ ‘জৈব মানসিকতা’ এটা খুজি কৰিয়া থায়া; ই পৃথিবীৰ নীচ জাতৰ জিহাৰ হুইল শৌধুত অস্বীকাৰ কৰিয়া থায়া। ইতি

কালীপ্রসাদ ॥ ৬২৫

অজাৰ কামে মি ইলু অইসতে নাউ দিয়াদিলু অইস। চিঠিহানৰ লমিতেগা অজাই আশীৰ্বাদ দিয়াসে—‘ডাঙরিয়া’ জাতৰ ‘ডাঙর মানসিকতা’ এটা জিহতা কৰিয়া থায়া পৃথিবীৰ নীচ জাতৰ ভিতরে আমি শ্ৰেষ্ঠ স্থান অধিকার কৰিয়া থানা পারিক বুলিয়া। তবে এহান খালকরিয়া মি নুঙেই মাণাউরি, আমাৰ সাদে ‘নীচ’ জাত আহাং অজাউ জৱম ইসিল। বেতাউ অক, লক্ষীপ্ৰসাদই মিলে ডাঙর ঘৰে গিয়া ভাত কিতা

খেয়া মাদানে বারো নিকুলনাং। রাতি ঘরে আহিরা পড়তেগাই রক্তিতা বোজিরে (লক্ষীন্দ্রদার স্বরগিধানক) মাতিরি মোরে ফোন করিয়া কালীপ্রসাদ অজ্জাই তিন চারিমাউ বিসারাসে বুলিয়া। মি আহিলে তারে ফোন আহান বেসামেউ করানি বুলিয়া মাতিসে। ফোন করতে দেবযানীদিরে ধরল। মাতিরি, ভোরে হাংকা খানি সৌরয়া শুজুরা-শুজুরি করিয়া বাবা জবর নুঙেই নাপেয়া আসেগ। উহানল তিন চারিখুরম ফোন করিয়া তারে বিসারলগ। পিছে অজ্জাই ফোনহান ধরিয়া মাতের-সুশীল, মনহান জবর নুঙেই নায়া আসুগ। তি একাকারগাই আই, ভোর ভাতৌ ধমসি। মি মাতলু- অজ্জা এবাকাতে রাতিহান ডিলইল নাই, কালি বেসামেউ আহিতৌ। পিছর দিন অহান তাওরাং গিয়া থাইলুগা।

পিছেকার দেহাহান ২০০০ সালে। পৌরির উদ্যোগে ফেব্রুয়ারি মাহার ২৩ বারো ২৪ তারিখ গীতিস্বামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান উপলক্ষে বিনদিনকার অনুষ্ঠান আহান হাজ্জাসিলাং। অনুষ্ঠানে আহানির কাজে টেলিফোনে বার্তন করিসিলু। অজ্জাও বার্তনহান লইল। অনুষ্ঠানর দ্বিতীয় দিনে আসিল ‘শহিদ সুদেবর স্মারক বক্তৃতা’। বক্তাগ ভ. কালীপ্রসাদ সিংহ। বিষয়হান- ‘বিকুপ্রিয়া মণিপুরী জ্বার উৎপত্তি বারো বিকাশ’। অনুষ্ঠানর ১০/১২ দিন আগে অজ্জারে ফোন করতে মাতের পাসপোর্টহান রিনিউ করানি মুয়ারিসে। হারপেইলু আহানিহান অনিচ্চিত। অনুষ্ঠানর তিনদিন আগে আরাক আকমাউ ফোন করলু, মাতল ভিসা ছাড়া লাগনির চেষ্টা করতই। পিছর দিন অহান শিলচরেস্ত রওয়ানা দিতই বুলিয়া মাতল। লগে থাইতাই দেবযানী বারো শুবলাবাদক গোপীনাথ। অনুষ্ঠানর দিন অহান অনুষ্ঠানহান অকরানির প্রায় দেড় ঘণ্টা পিছে মঞ্চগর মুঙে সড়কগং গাড়ি আহান দক্ষিণেদেহত আহিয়া থামিলগা। লগে লগে কমলপুরর কালাসেনাদা আহিয়া মাতেরগা কালীপ্রসাদ অজ্জা আহিয়া ফৌরিলগা। তারে শুকরিয়া আনানি। লগে লগে মণিলালদাসহ পৌরির কতগ কর্মী দাবসে গিরা অজ্জাগিরকরে শুকরিয়া আনিয়া মঞ্চগং বহরিলাং। অজ্জা আহানিরে প্রশান্তির নিংশা আগ বেললু। কিয়া বুললে নিমন্ত্রণপত্র অজ্জার মাঙহান ছাপানি ইসেগ, অজ্জা আহিতই বুলিয়া অনেক মানু ঘৌরাঙহানল বাসিয়া আসিলা। প্রথম দিনে অজ্জাই বক্তব্য আহান দিল। দ্বিতীয় দিনে সেকাং অনুষ্ঠিত ইল ‘শহিদ সুদেবর স্মারক বক্তৃতা’। ‘বিকুপ্রিয়া মণিপুরী জ্বার উৎপত্তি বারো বিকাশ’ বিষয় এহানর গজে অজ্জাই আগেস প্রস্তত করিয়া আনিসিল ভাবহান দিল। প্রোভাদর্শকে অনেক হার-নাপেইল বিষয় অজ্জার ভাষণ অহাংত হারপেইলা। ভাবহান লমানির পিছে প্রলোভনপর্ব আহানৌ আসিল। বক্তব্যর হাঙ্গি শহিদ সুদেবরর প্রতি শ্রদ্ধা জানেয়া দেবযানীরেল এলা আহান দেউয়িল অজ্জাই।

বাংলার দেহাহান ২০০৩ সালর নভেম্বর মাহাং, শিলচরে অনুষ্ঠিত ইসিল মহাসভার বিশ্বসম্মেলনে। বাংলাদেশেহত প্রতিনিধি দল আহান গিরাসিলাংগা।

সুযোগ অর্থাৎ অজ্ঞারে চেয়ে আহিকগা বুলিয়া সেজার সময় মি, সুনীতি বারো মারুপ সনজিৎ ভিনোনি অজ্ঞার বাসাহাৎ গেলাংগা। দেববানীদিরে আমারে ওকরিয়া নিলগা। বাসাহাৎ আমার মানু তাত্তিক আগ আহিসে। তাত্তিক অগর মুঙহাৎ অজ্ঞা পল্লাসনে বহিসে। সুনীতি আহিসে বুলানিরে মিকুপ আহানর কাজে উঠিয়া আহিয়া সুনীতিরে মাঠিয়েয়া কাদানি অকরল। তাত্তিক অগই তাড়া দেনাই অজ্ঞা বারো গিয়া বহিলগা। তাত্তিক অগই স্টিলর খুপাং আহান অজ্ঞার গারিগৎ নাপকরে নাপকরে বিড়বিড় করিয়া মন্ত সলকরের। অজ্ঞারে নানান প্রশ্ন করের, অজ্ঞাউ উত্তর দেব। পর্যায় আহাৎ তাত্তিক অগই অজ্ঞার উদ্দেশে মাভেরতা- কত নাপ করিয়া জরম অসৎক' বাবা। আতা গারিগ পাগে চপকো বুজেসে। কথা এহান হুনানিরে মোর মুরগর ভারগাস ছিড়িল। কতি উচিৎ মাকরিয়া মূর্খ অসভ্য তাত্তিক এগই এসারে মন্তব্য করেরতা। পুণ্যচেল্পা কালীপ্রসাদ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ এহানরে উদ্ধার করানির কাজে জাত এহাৎ জরম ইসেগ কথা এহান হারপেইলে মূর্খ তাত্তিক অগই এসারে নামাতল অইস। মোর তিকহান অজ্ঞার গজে। কালতু বিখর এতা বিশ্বাস করিয়া তাত্তিক তাহিয়া আনিয়া অপমানজনক কথাবার্তা হজম করাৎ লাগিসে। মি অজ্ঞারে বিজ্ঞানমনস্ক মানু আগ বুলিয়া ধারণা করিসিলুগ, মোর ধারণা অহান চাউরিতা অমূলকহান। অজ্ঞারে না বাগাদিরা ইম্পানি ইরা বাসাহাৎত নিকুলিয়া আহিলাং। ২০০৪ সালর ফেব্রুয়ারি মাহাৎ বারো দেহা অজ্ঞার লগে, ধর্মনগরে। 'কাকেই' পত্রিকার উদ্যোগে 'জরত-বাংলা মৈত্রী উৎসব' নাঙে ছিদিনর অনুষ্ঠান আহান ইসিল ধর্মনগর টাউন হলে। ঐ অনুষ্ঠানে অজ্ঞারে সংবর্ধনা দেনা ইসিল। ঐ অনুষ্ঠানর দ্বিতীয় দিনে কতগ বক্তাই অভিযোগ করলা কালীপ্রসাদে আমার ঠারহানরে বাংলার উপভাষাহান মাতিসে বুলিয়া। মিয়ৌ অনুষ্ঠানে অতিথি আগ ইরা মঞ্চগৎ বহিসুগ। মি মোর বক্তব্যৎ মাতলু, কথা অহান অপপ্রচারহান। অজ্ঞাই কোম লেরিকে আমার ঠারহানরে বাংলার উপভাষাহান মাবুলিসে বরং আমার ঠারহানর মৌলিক স্বাভাব্যতা দেখুয়েয়া প্রমাণ করানির চেষ্টা করিসে আমার ঠারহান বাংলার উপভাষাহান নাগই, স্বতন্ত্র ভাষা আহান। অনুষ্ঠানে অতিথির আসনে বহিসিল ত্রিপুরার আমার মানু ডাঙরিয়া সরকারি কর্মকর্তা আগই মোর বক্তব্যহান হবা নাপেইল। মোর বক্তব্য অহান অজ্ঞতাপ্রসূত- এহান গিরক অগই তার বক্তব্যৎ হারপুয়ানি মনেইল।

শিসেকার দেহাহান ২০০৫ সালে। দুর্গাপূজার সময় মোর খরগিখানকরে লগে করিয়া শিলচরে গিরাসিলুগা। অজ্ঞা দিব্যাত্মমে আসে খবরহান পেয়া অজ্ঞার লগে দেহা করাৎ সাজইলাং। গিয়া হমাদিয়া আংকরলু- অজ্ঞা, কিমে অরা আসৎতা? অজ্ঞাই চিনে নুয়ারল, মাভের- ভোর কথাৎ মাদইগাওর টিউন আগ আসে, ভি বাংলাদেশর সুশীল? খারাপ নাপেইস, এবাকা মানু চিনে নুয়ারকরি। হারপেইলু সর্বনাশা স্মৃতিভ্রংশ মুরারাহানে লাগাল পাসেতা। অজ্ঞার গারিগউ জবরে দুর্বল

ইসে। দেবযানীদি লগে নেই। কাদার বেয়াপা আগই ভাত রাখেদিরি, দেখাশোনা করিদি। দিব্যাক্ষর বেহাল দশা অতার যারি দিয়া আহির পানি বেলায়। মোর কইনাগরে পরিচয়হান দেনাই চিনল। অজ্ঞা বাংলাদেশে পইলা আহিসিল অহাং তাক্তরাং আসিলগাগ ভেইর জেরতাক দেবকুমার গিরকর লগে। পূর্ণান ডিকশনারিহানর পরিমার্জনর কাম করের সময়হান, ৮০% কাম লমিল বুলিয়া অজ্ঞাই মাতল। এপাগা চিত্তাহান কিসারে ছাপানি। কলকাতার প্রকাশক অতারাং ধর্মা দিয়া চেইতই বুলল। মি মাতলু- অজ্ঞা, প্রকাশক নাপেইলে আমি পৌরিংত ছাপেইতাই। হুনিয়া অজ্ঞা হারৌ ইল। অজ্ঞার লগে মোর সর্বশেষ দেহা ২০০৬ সালে গৌহাটিং। অজ্ঞারে শিলচরে নাপেয়া গৌহাটিং গেলুগা, উদ্দেশ্যহান ডিকশনারিহানর পাণ্ডুলিপিহান আনানি। পৌরির প্রতিষ্ঠাতা উত্তম গিরকে পৌরিংত ডিকশনারিহান ছাপানির উদ্যোগ দেমার কাজে মাতানিরে মি আনাং গিয়াসিলুগা। গৌহাটির হেত্তরাবারির কনস্টে গেইটে ভাড়া বাসা আহাং আসিল দেবযানীর পরিবারর লগে। মোর লগে আসিল কবি সন্তোষ সিংহ। বাসাহাং হমানির আগে পথগাং অজ্ঞারে পাবেহাং। গারিগাং মৎপা ফিজেত। সাকতাহাং বাক্স কতদিনর বাসি দাড়ি। দেহিয়া কুংগরৌ বিশ্বাস নাকরতাই খ্যাতকীর্তি দার্শনিক, গবেষক বারো বিশ্ববিদ্যালয়র প্রফেসর আগ বুলিয়া। মাতানি বাহুলা, এখুরমৌ মোরে চিনে নুয়ারল। দেবযানীদিরে পরিচর করে দিল বারো মোরে কলকরিয়া কাদানি অকরল। দেবযানীদিরে কি কথা আহান মাতানিরে বারো ফাক ফাক আহানি অকরল। হারপেইলু মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত ইয়া আসে। পেনসন পানার কাজে গৌহাটি হাইকোর্টে পেয়া কেইস করিসিল অজ্ঞাই, কিন্তু ফলাফল শূন্য। আর্থিক সংকটহানৌ চরম। দুগ রুমর খিঞ্জি বাসাহান। দেবযানীদির হেরকর উপার্জনল চরতারা বুলিয়া হুনলু। এ অবস্থা অহান দেহিয়া মনহান জ্বর বরি ইয়া পড়িলগা। স্মৃতিভ্রংশতাহান আরাকৌ বাড়িসে, কথা তত্তারারতাই অসংলগ্ন। ডিকশনারিহানর কথাহান আংকরলু বারো দেবযানীদিরে মাতল গৌহাটির 'আনন্দরাম বরুয়া ইনস্টিটিউট অফ ল্যান্ডুয়েজ, আর্ট অ্যান্ড কালচার' বুলিয়া প্রতিষ্ঠান আহানে ছাপানির কাজে বাক্স কতমাহা আগে নিয়াসিগা পাণ্ডুলিপিহান। কিন্তু ছাপানির কোন লক্ষণ নেই। মি অজ্ঞারে মাতলু, বাংলাদেশেংত ছাপিক বুলিয়া সিদ্ধান্ত নিলাংগা, উহানল পাণ্ডুলিপিহান নেনাং আহেসুতা। অজ্ঞাই মাতল, ঠিক আসে- আজি মাদানে মি আনন্দরাম বরুয়া ইনস্টিটিউটে গিয়া খবর লইতৌগা। তামু ছাপানিহান ভিলকরলে আনিয়া আহিতৌ। তুমি ছাপেইতারাই, মিরৌ মনাউরি বাংলাদেশেংত মোর লেরিক আহান ছাপক। পিছর দিন অহান খবর লরা হারপিলু, অজ্ঞাগাসি গিয়াসিলা কিন্তু প্রতিষ্ঠানর প্রধান অগ দিহিৎ না কুরাং গিয়াসেগা উনি, অহানে বিফল ইয়া আহিসি। মিরৌ বিফল মনোরথ ইয়া গৌহাটিংত আলয়া আহিলু। মনহাং আশকা আহান হমিল, আদৌ লেরিকহান ছাপা ইয়া নিকুলতইতাপ?

অজ্ঞার অবস্থা এহান খালকরুরি মাহি মনহান খারাপ ইয়া আহের। কুংগই হারপাসিলখাং, এ দেহা অহানই অজ্ঞার লগে শেষ দেহাহান। দৌ অনার কত মাহা আগে গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করিয়া জখম ইসিল বুলিয়া হুন্সিল। অজ্ঞার কোন কনটাক্ট মাঝার নেইখাংতে তার লগে যোগাযোগউ করে নুয়ারিসু। কুনো মানু আগরৌ অজ্ঞা বা দেবযানীদির কোন মাঝার দিয়া নুয়ারণা মোরে। অজ্ঞার এ শেচ্ছানির্বাসন অহান কোনমতেই মানিয়া নেনা নুয়ারুরি।

বিকুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষার অরিজিন সম্পর্কে অজ্ঞার গবেষণা বা মতবাদ অতাল সমাজে নংসাংদিন খরিয়া বিতর্ক চলিয়া আহেরহান। অজ্ঞার বিপক্ষে দল আহান মানু অবহান নিয়াসিলাগা। কিন্তু আমার সাহিত্যে অজ্ঞার অবদান অহানরে ভাঙি অনীকার নাউ করিসি। তবুও অজ্ঞারে বতহান মর্যাদা সেনা থকিসিল ততহান সম্মান আমি অজ্ঞারে দিয়া নুয়ারিসি বুলিয়া মনে অর। তবে এহানর নিহনে অজ্ঞাগিরকর ব্যক্তি আচরণউ খানি দায়ী বুলিয়া মি নিংকরুরি। মি যতমাউ অজ্ঞার লগে দেহা করলু ততমাউ অজ্ঞাই মহাসভার প্রয়াত বারো জীবিত নেতা কতগর নাও উল্লেখ করিয়া আনিকা ঠার ব্যবহার করিয়া গালিগালাজ করল। অনেক মানুরাও অজ্ঞাই এসাদে গালিগালাজ করে থাইব শৈ নেই। কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহর লগে কালীপ্রসাদ অজ্ঞার বন্ধুত্ব অহান নিরাম গভীর বুলিয়া হুন্সিল। ভাঙি ছিয়গি সময় আহাং হরিহর আত্মা ইয়া আসিলা বুলিয়া কবি ব্রজেন্দ্র গিরকে মাতিসিল। কিন্তু তুচ্ছ বিষয় অহানরে কেন্দ্র করিয়া ছিয়গির সম্পর্কহান অজ্ঞার দৌ অনা পেয়া সাপে-নেউলে ইসিল। কালীপ্রসাদ অজ্ঞাই যে ভাষাল ভিগল চিঠি আহান ব্রজেন্দ্র অজ্ঞারে লিখিসিল ভাগ্যক্রমে চিঠি অহান মি পাকরিসিল। মারুপ আগই আরাক মারুপ আগর প্রতি এসারে লিখে পারতারা বুলিয়া মি কল্পনাউ নাকরিসু। ছিয়গি একই মতাদর্শর অনুসারী ইলেউ তাতুর এ শত্রুতা অহান আমার সাহিত্যতো খানি মানি প্রভাব বিস্তার করিসে। ছিয়গিরে বাংলাদেশে আনিয়া তাতুর হাদির শীতল সম্পর্কর বরফ খানি গলানির চেষ্টা করিসিলু কিন্তু বরফ অতা উত্তর দক্ষিণ মেরুর বরফর সাপে দরা, গ্রিন হাউস ইফেক্টউ বরফ অতা গলা নুয়ারিসে। কালীপ্রসাদ অজ্ঞাই যে ভাষাল মোরে চিঠি লিখিসিল ও ভাষাল নিশ্চর আরাকৌ মানুরে লিখে থাইব। এসারে চিঠি পেয়া হাবিরে হজম করানি নুয়ারতাই অহানই শ্রাব্যবিকহান। আসলে মানুরে কাদাং চেপকরানির ওপ অহানর খানি উমতা আসিল অন্তর্মুখী চরিত্রর ভ। কালীপ্রসাদ অজ্ঞারাং। ডক্টরেট ডিগ্রি পানার পিছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কতগ মানুরে অজ্ঞার বিরোধিতাং লিঙ ইসিলা। এ বিরোধিতা এহান সংক্রামক ব্যাধিহার অসারে আত্ম সমাজহান হাবদিল। জীবনে যেতাই কালীপ্রসাদর লেখিক আহান পেয়া না পাকরিসি অতাউ সভা-সমিতিং, পত্র-পত্রিকাং কালীপ্রসাদরে জাতহান বেছিয়া ডক্টরেট পাসেগ, বিকুপ্রিয়ারে ডোম-চাড়া বুলিসেগ, বিকুপ্রিয়া ভাষাহানরে

বাংলার উপভাষাহীন বুলিয়ে এসারে নামান অপবাদ দিরা আত্মতৃপ্তি পেইলা। এসারে দুহান আহান ঘটনার সাক্ষী মি নিজে। কালীপ্রসাদ অজ্ঞারাত্ত লেরিক লয়া ঘরে আলইতে কমলপুর ঢেকপোস্টে জিপুয়ার আমার মানু অফিসার আগ আসিল অগই অজ্ঞার লেরিক লয়া আনিসু বুলিয়া মোর পরখিরা মাভল- সমাজর মানুরে ডোম চাড়া বুলের উগর লেরিকতে কিতারকা লয়া আনেসৎতা? মি সবিনরে আংকরলু- কুন লেরিকে মাভেসেতা? গিরক অগই মাংল- উহানতে মাভে নারতৌ, তবে মি ছেনসু উসাদে মাভেসে বুলিয়া। ঔ অফিসার গিরক অগই কালীপ্রসাদ অজ্ঞার নাঙহান চুমকরে মাভে নুরারিসে, মাংলতা কালীপ্রসন্ন। আরা ক ঘটনা আহান, মনিপুরী সমাজকল্যাণ সমিতির ধৌরাতে প্ররাত পজাসেন সিন্হা গিরকগাসির ঘরে ছিদিনর ওয়ার্কশপ আহান ইসিলতা। ঔ ওয়ার্কশপ অধিবেশন আহং কমলপুরর কবিগিরক আগই বক্তব্য দিতে কালীপ্রসাদ অজ্ঞার সমালোচনা করলতা, বাংলা অতিথির ফালুং বহিসে কবি ব্রজেন্দ্র অজ্ঞাই ধমকেয়া বক্তব্যহান বক্ত করে দিয়া মাংল- কালীপ্রসাদর সমালোচনা করাং লাসেসৎতা, তার লেরিক পাকরেসৎগ? মাংতা লেরিক আহানর নাঙহান। কমলপুরর কবিগিরক অগই মাংল- হাই, 'এ নোট অন দি টিম (টার্ন'র ফামে টিম) বিকুপ্রিয়া মনিপুরী' উহান পাকরেসু। ব্রজেন্দ্র অজ্ঞা ফিগ পারা ইয়া সৌয়িরা মাংল- লেরিকহানর নাঙহানৌ তক্ত করে মাভে নুরারর উগই- কালীপ্রসাদর সমালোচনা কররতা? পিসে খবর পেইলু, কবিগিরক অগ নুঙেই নাপেরা বা লাকপেরা লগে লগে ঘরে আলয়া গিয়াসেগা। এতা নাই কালীপ্রসাদ অজ্ঞার বিরোধিতা করানির নখুনা।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর এলা, কবিতা বারো প্রবন্ধে তৎসম বা বাংলা শব্দ যতহান প্রাধান্য আসে ততহান অবহেলিত ইসে অতৎসম প্রাচীন বিকুপ্রিয়া বারো মেইতেই শব্দ। বাংলার উপভাষাহীন বুলিয়া অপবাদ আহান আসে অহানরে সেচিত্তে গেরা অন্য লেখকে পুরান শব্দ অতারে জিৎতা করানির হুন্না করন্তে কালীপ্রসাদ গিরকে বাংলাবেষা লেখা লেখের। বেহানে গিরকর ভাষাশৈলী অহান কুনগয়ৌ হবা নাপেইলা, এহন না করলা। কোন গবেষক আগই বিকুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষাহানরে বাংলার উপভাষাহীন বুলিয়া প্রতিপন্ন করানির চেষ্টা করলে 'স্পেসিমেণ' হিসাবে গবেষক অগই যেসারেউ কালীপ্রসাদ গিরকর রচনা বাছিয়া নিতইগা। 'মালতীর মালা বৃকে কানে মকরকুণ্ডল...' অজ্ঞাগিরকর এলা এহান ছনিয়া মৌলভীবাজারর বাংলার অধ্যাপক আগই মোরে মাভেরতা- এহান কিসারে করিয়া মনিপুরী ভাষাহান ইলতা? হাবি শব্দইতে বাংলা বা সংস্কৃত ইসে। মি অকম অগই জুংপা উত্তর আহান দিরা নুরারলু। মোর অসারে অকম মানুর সংখ্যাহান বল বুলিয়া মনে কররি। অহানে অজ্ঞাগিরকর প্রতি বিদ্রোহমূলক মনোভাব পোষণ করলা অনেকগই। ড. কালীপ্রসাদ গিরকে মনিপুরী রাসলীলার পোষাক আকতা হংকরিসিল। রাজস্থানি যাগরার অনুকরণে হংকরিসিল পোষাক এতাল আসাম

ত্রিপুরার মানান কামে রাস করুয়াসিল। কোন কোন কামে পোষাক এতা মন্দির ইলেক্টে অধিকাংশ কামে নিম্নিতউ ইসিল। অজ্ঞার বক্তব্যহান, 'রাসর প্রথাগত পট্টেই উতা শিদলে গোপী বহে নুরারতারা, ফ্রি ব্রুভমেন্ট করে নুরারতারা। কাকালিহানাং টাইট করে বাধেদিলাক' উরি ক্যানিরৌ কত্তারা, উহানে আরাম করে পারবা উসাদে সহজ পোষাক আহান চিত্তা করিয়া নিকাললুতা।' কিন্তু বাস্তব কথাহান ইলতা, আমার পট্টেই অহানে বেসারে গুরুগভীর ভক্তিরসাম্রিত পরিবেশ আহান হংকরে পারের, অজ্ঞার বাগরা অহানে অহান নুরারের। হানতে মানুরে কিসারে গ্রহণ করতাইতা? অজ্ঞার খৌরাং আহান আসিলতা তার বাগরা অতাল বাংলাদেশে রাস আহান করুয়ানির। বৃন্দাগৌ মনে মনে লেপকরিয়া থুয়াসিল, ভালুরার শিহর-পাণ্ডর নিশিকান্ত গিরকর ভাতিজি স্মৃতি। উদ্যোগ মেনার কাজে বাক্স কতগ মানুরে অনুরোধ করিসিল। কিন্তু অজ্ঞার খৌরাং অহান আমি পূরণ করেদে নুরারলাং।

ভাবশৈলীহান বেসারে ইয়াউ থাক, অজ্ঞার 'প্রবন্ধমালা' পাঠকরে চিরদিন চিত্তার খোরাক জুগিতই। অজ্ঞার সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি ভাবনা অতা পাঠক পরম্পরায় সিল' সিল' বিতইগা। পাঠকরে পথগ নির্দেশ করেদিতই। কবিত্তর শান্তিনিকেতনের সাদে আশ্রম আহান করানির মহৎ হৌপন আহান মুণ্ডে থরা 'দিব্যাপ্রম' লিখাং করিসিল, যেহাং এলা নাছা হিকানির ইঙ্কুল থাইতই; সাহিত্য-অনুষ্ঠান করানির হল থাইতই; হাসপাতাল থাইতই; লাইব্রেরি থাইতই। হারপাসিল, হৌপন অহান কোনদিন মূর্তি না পালইতই অহান, তবুও আশাল বুকগ বাধিয়া আসিল রূপা-পইসা হাবি খরচ করিয়া দিব্যাপ্রম হংকরল। অজ্ঞার এরে মহৎ হৌপন অহান পূরণ করেদেনার দায়িত্ব সমাজর হাবি সচেতন মানুরাং বর্তার। আমি অহান অস্বীকার করামি নুরারতাঙাই। আহিক হাবিয়ে তিলরা অজ্ঞার খৌরাং অহান পুরাদিরা অমৃতলোকে গেলগা অজ্ঞাগিরকরে সম্মান জানেইক।

সুশীলকুমার সিংহ : সাধারণ সম্পাদক, নৌরি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বাংলাদেশ।

ড. কালীপ্রসাদ অজার নিংশিঙে আন্তকান্তি সিংহ

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ নাঙ এহানেই প্রতিষ্ঠান আহান বা আন্দোলন আহান যাতে পারিয়ার। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে আজি পেয়া অজা ছড়া কোনগরেল এমটিক আলোচনা-সমালোচনা অইতে নাঙ নাছি। অজাগিরক আজি নেই বুগিয়া বিশ্বাস করতে হিন লাগের। অজাগিরক সাক্ষাত নেইলেউ কালীপ্রসাদচৰ্চাত চিদিন নিংশিঙে থাইতই ঔহান সৈনেই। গুণযুক্ত বা নিম্নুক যে রূপেই অক এ সমাজৰ হাবি মানুৱে অজাগিরকৰ নাঙহান বাৱে বাৱে লইতে বাধ্য।

অজাগিরকৰ উদ্বেগ্ৰযোগ্য কঠিন যত কাম-কাজ, অবদানৰ কথা সচেতন মানু হাবিয়ে হাবিপাহি। গিরকৰ চিন্তা-যতৰ লগে হাবি মানু একমত নাইলেউ ইমাঠাৰ-সমাজ-সংস্কৃতি, কলা-কৃষ্টি আদিৰ ক্ষেত্ৰে গিরকৰ লু বানা-নুংশি-দরদর কথা কোনগই অস্বীকাৰ কৰিল উপাৰ নেই। একেত্ৰে কনাককালৰ আবছা স্মৃতি খানি মোৰ মনহানাত এবাকাউ আহেৰ। ঔবাকা মি পাঠশালাত তামকরৌরি সময়হান। আমাৰ বাবা ব্রজলাল সিংহ ঔবাকা মেহেরপুর লয়াৰ প্রধান ইশালপাশ। সময় ঔহানাত অজাগিরকে টেপ ৰেকৰ্ডাৰ আহান বাৱ খাতা-লৈৱিক চপ আহানল নিকা বিয়াত বাবাৱাং আহিল। ছিৱগিয়ে বস্টাৰ পৰ বস্টা বইলা। ইশালপাৰ খল্লিক বাৱ এলা ঔতা আমাৰ ঠাৱে কৰলে কিসাদে অইব ঔতা অৱেইলা। সমাজৰ আৱ আৱ ফামে বুলে বুলে গিরকে সংগ্ৰহ কৰেছে ঔতাউ বাবাৱে হুয়েইল বাৱ বাবাৱাংতউ অনেকতা অজাগিরকে লেখল, ৰেকৰ্ড কৰল। এসাদে আকদিন-ছিদিন নাগই, বহুদিন চলেছিল। মোৰ কনাককালে আমাৰ ঘৰে এসাদে দেহিয়া অজাগিরকৰে পয়লা চিনেছিল। পিছ এহানাত অজাগিরকৱেল ছনে গেলুগা কত চৰ্চা, আলাপ-আলোচনা ঔতাৰ কোনদিন অন্ত নাইতই।

মি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দৰ্শন বিভাগে ভৰ্তি অইলু ঔপেইত অজা সংস্কৃত বিভাগৰ হেডগ অয়া আছিল। দৰ্শন বিভাগেউ গেট লেকচাৱাৰগ অয়া অজা

হামেশা ক্লাসে আৰেছিল। ভাৰতীয় দৰ্শনৰ গৰ্জে অজ্ঞাৰ ইকরা পেরিক বেকাৰেল বুক হিসাবে ভাৰকরানি অর, ঔতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লাইব্রেরিত আছে। শিক্ষার বিষয়গত আলোচনাকালে অজ্ঞাৰ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য বার শিক্ষকসুলভ যে ভাবমূর্তিগ মি দেহেহু, ঔগ কিন্তু সমাজে এড এড সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু মানু আগরাংত সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হাবি বিভাগৰ অধ্যাপক, এমনকি উপাচার্যই পেয়া স্যার বুলিয়া পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বার সেমিনার কিতাত উপাচার্যই কাদাত বয়া অজ্ঞাৰেল সভাপতিত্ব কররেইতে দেহিয়া মুক্ত অছিল। উপাচার্যসহ বহু অধ্যাপক অজ্ঞাৰ এককালর ছাত্র আছিল। বুলিয়া পিছেদে হারপেইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মোর ঘটনা কতহানর লগে অজ্ঞাৰ স্মৃতি ভিলয়া আছে। কলেজে ভাৰকরানির কালেই ছাত্রসংগঠন বার আন্দোলনর লগে বিশেষভাবে জড়িত থানার ফলে ছাত্রসমাজর বার হাবি ছাত্রসংগঠনর লগে বিশেষ পরিচিতি আহান হুছিল বুলিয়া যেকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি অইলু ঔপেইত নবাগত ছাত্ররাংত খামি আহান ততাল অছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস অকরানির লগে লগে হাবি বিভাগে সিনিয়র ছাত্র ঔতার র্যাগিং শুরু অইল। কোন বিভাগেই নবাগত ছাত্র ঔতার কোন টু-শব্দ আহান নেই, হাবিতা মুর নঙেরা মানিয়া বিতারাণা। কিন্তু দর্শন বিভাগে আমার সিনিয়র ছাত্র ঔতাই পয়লা ধাক্কাহান খেইলা। তামু নিঙ নাকরেছিল। এসাদে টাটকা ছাত্র আগ তানুর কপালে জুটতই বুলিয়া। পরিচিতিপর্ব পেয়া শুদ্ধভাবে করিয়া যানারকা সিনিয়র ছাত্র ঔতারে বহু অনুরোধ করানির পিছেউ উল্টা নানান হুমকি দিয়া তামু ইচ্ছামত আচরণ করানি অকরলা ঔপেইত সুপ্রিম কোর্টর কড়া নির্দেশ আছিলতা থকরা আমার ক্লাসর হাবি ছাত্রেরে একজোটে করিয়া র্যাগিংর বিরুদ্ধে ভিসি বার রেজিস্ট্রারেরে অ্যাড্রেস করিয়া লিখিত দরখাস্ত দেবার লগে লগে বিশ্ববিদ্যালয়ে হলুহুল আহান দেহা দিল। কয়েক ঘটনার ভিতরে আমার সিনিয়র ছাত্র হাবিরে শো-কজ করিয়া নোটিশ আহিল। ছাত্র-কতগতে রাস্টিকেট অনার পথে। হাবি বিভাগে কর্তৃপক্ষ সতর্কতামূলক নোটিশ দিলা। সিনিয়র ছাত্র হাবি আয়া আমারাং কাকুতি-মিনতি করানি অকরলা। আমিউ তানুরে হবা করে আনাংসা আহান দিয়া ইউনিভার্সিটিত র্যাগিং বন্ধ করানির সংকল্প আহান নিলাংগা। ধাপে ধাপে মানা চাপ আমারাং আহানি অকরল। কোনতাই কানা নাইলহান দেহিয়া সিনিয়র ছাত্র ঔতাই নানান উপারে আমারে প্রভাবিত করানিরকা অজ্ঞারাং পেয়া গেছিল। অজ্ঞাই তানুরে উচিত জবাব দিয়া বিদায় করে দেছিল। ঔতাল আরো কত হইচই! ছাত্র ঔতার ভবিষ্যৎ ক্ষতি অইতে পারে বুলিয়া অজ্ঞাই পিছেদে আশংকা প্রকাশ করেছিল আরো ততহান হাবি নাইতই বুলিয়া আমি অজ্ঞারে কথা দেছিল। ছাত্র-শিক্ষক যৌথ সভাত প্রকাশ্য প্রতিকারর মাধ্যমে বিষয় ঔহানর নিষ্পত্তি করানি অছিল। ঔ সভাত অজ্ঞাই সভাপতিত্ব করেছিল। ঔতার পিছে বহু বছর ধরিয়া আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে র্যাগিংর ঘটনা নাছিল।

আরাক ঘটনা আহান অছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে। ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ইলেকশনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংসদ-সদস্য অনার পরে সংসদের নির্বাচনে এআইডিএসও ছাত্রসংগঠনের মোরে ভিপি পদে নমিনেশন দেছিল। ঔবাকা শাসকদলের ছাত্রসংগঠনে নানান চিন্তার বশবর্তী অরা অজ্ঞারাং শেরা প্রত্যাব দেছিগা যে ভিপি পদে নমিনেশন তুলিয়া মি ম্যাগাজিন, ক্রীড়া বা সংস্কৃতি যে কোন পদে ঔবা অইলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোরে নির্বাচিত করানি অইতই। অজ্ঞাই তানুরে উচিত জবাব দিয়া আলখক করেদেছিল, ঔতাল পিছে মানাম সমস্যা দেহা দেছিল। ঔ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে শাসকদলের ছাত্রসংগঠন হারতাইহান দেহিয়া ভোট অনার পরেঔ বাক্সবন্দি ভোট ঔতা তিন মাস শেরা মানাম ফন্সিল কাউন্টিং নারা ঔাইল, প্রশাসন-শাসকদলের গোপন বোঝাপড়া-কারসাজির বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ অইলেঔ অন্যরভাবে ঔ নির্বাচন বাতিল অছিল। বহু সিনিয়র প্রফেসারর লগে অজ্ঞাঔ ঔবাকা বলিষ্ঠ ভূমিকা নেছিলগা। ঔহান ঔবাকার প্রগতিশীল ছাত্র-ছাত্রীরে কোনদিন পাহরে নুরারতাই।

আসলে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তামকরানির সময়তেই অজ্ঞারে একেবারে ঘনিষ্ঠ করে পানার সুযোগ অছিল। চিন্তা-আদর্শর মতভেদ অনা সত্ত্বেও ভাবর আদান-প্রদান শুরু অছিল, বানা-নুংশি হৃদয়তার বন্ধন আহান হওছিল। কিন্তু এতদিনে অজ্ঞার কর্মক্ষমতা প্রায় নেরনির পথে। পিছ এহানাত চেইতে চেইতে হতাশাপ্রস্তু অজ্ঞার চিন্তাশক্তিরৌ মাঙনি অকরল পারা। এতার হৃদিগতেই অজ্ঞা বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত অবসর নিলগা। চারিরবারার বে সমাজ-বাস্তবতার মুণ্ডামুণ্ডি অরা অজ্ঞার কর্মজীবন বিস্তৃত অছে, ঔগদে মিলেও দিলে দেহিয়ার, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আত্মবিকাশর আকাক্ষ আশানুরূপ প্রতিকলিত নানির ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির চিন্তাত ঔতার দুঃখ-ব্যথা-বেদনার মর্মাস্তিক প্রকাশ অছে। সারা বিশ্বব্যাপী নবজাগরণর ঢেউগত নানান হৌপন বুকে রমকরিয়া এ-দেশেঔ স্বাধীনতা আন্দোলনর বিপ্লবাত্মক ধারারে আরম্ভ করিয়া কুটনীতিবাজ ব্রিটিশে আন্দোলনর নেতৃবর্গর একাংশর লগে গোপন হল-চাতুরি করিয়া দেশহান খণ্ড-বিখণ্ড করেদেছি বার পুঁজিবাদী শাসনব্যবহার অর্থনৈতিক বুনিনাদ হওকরেদেছি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে আর্থ-সামাজিক ব্যবহার আজিকার চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদ বার ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা হুনা যে মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করেদেহগাহামেই নাগই, সমাজ-জীবনে হাতে হাতে তার কুপ্রভাব দেহা দেছে। বিকৃতিরা মলিপূরী সমাজেঔ বর্তমান অবকর দেহা দেছে এতার মূলে এ কুপ্রভাব। চরম স্বার্থপরতা, ভোগবিলাস, নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা, পুঁজিবাদী অর্থনীতি বার সমাজব্যবহার নিকৃষ্ট সাংস্কৃতিক রূপহান। এ ব্যবহৃত ব্যক্তির আত্ম-উন্নয়নর মান জনমানত উন্নততর নাইলে ব্যক্তিচেতনা বার সমাজচেতনার অগ্রগতি সম্ভবহান নাগই। এ ব্যবস্থা বহাল থরা সমাজর সামগ্রিক বিকাশঔ মোটের

উপৰ সন্মতহান নাগই। সমসাময়িক আৰু আৰু সমাজৰ হাদিত বিৰুদ্ধিত্ৰা মণিপুৰী সমাজে এত এত গুণৰ অধিকাৰী বিৰল প্ৰতিভাধৰ অজাগিৰক ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ তাত্ত্বিক-দাৰ্শনিক আত্ম-উপলব্ধিৰ নানাম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেওঁ তাৰ কৰ্মময় সংগ্ৰাম, আশা-আকাঙক্ষা পূৰণে অসম্পূৰ্ণ জীৱন-ইতিহাস আহান। পৰবৰ্তী প্ৰজন্মৱাং বৰ্খাৰ্থ প্ৰজ্ঞাবশত অজাৰ জীৱন-ইতিহাসৰ সঠিক মূল্যায়ন অইলৈ সমাজৰ প্ৰীবৃদ্ধি অইতই, অগ্ৰগতিৰ সহায়ক অইতই।

অতকম্ভি সিংহ : লেখক; ৰামধামাৰ ৰাজনৈতিক কৰ্মী, লিলচৰ, আসাম।

আ গ্রেট অ্যাকাডেমিশিয়ান !

ভাণিস সিনহা

‘আ গ্রেট অ্যাকাডেমিশিয়ান’ সম্বোধনবাক্য অহানর ভলেই মোর নাঙহান আছে বুলিরা কুংগরৌ না খালকরবাং কথা অহান মোরে মি মাতিচুহান বুলিরা। মি একদম নন-অ্যাকাডেমিক মানু আগ। অ্যাকাডেমিক চিন্তা দেখলে ডরপাউরি, বারো কিসাদে এডান্ট করানি, ঔহাংর পথ নাপেয়া দাবদানি চাউরিগ।

আমার সমাজ এহান নন-অ্যাকাডেমিক সমাজহান। আমার চিন্তার থিওরিটিক্যাল বা একাডেমিক কিবাম হংকরানির হুনা করিছি মানুরৌ নেই। কিন্তু ঠার, সমাজ, সংস্কৃতিচিন্তা অতারে বর্তমান জমানাং অ্যাকাডেমিক পথ ইলুয়া শাকরেন্দে নুয়ারলে জ্ঞাত আহাংর ঠার বারো ভাবর কামহান শক্ত অন্য নুয়ারব। অ্যাকাডেমিক চিন্তাপদ্ধতিরে প্রশ্ন করানি বা অস্বীকার করানির আগেউ অহানরেই হুকরে আত্মসাৎ করানি লাগেয়।

আমার ঠারে সাহিত্য অন্য একরকম- ‘আধুনিক সাহিত্য’, (‘আধুনিক’ শব্দ এহান খানি স্পেশাল করিরা হারপানি লাগতই, নেগেটিভলি মানিরা, পুঁজিবাদী বাখান অহাং নাগিরা আমার এবাকার যে বিশেষ প্রকাশভঙ্গি আহান আছে অহানরে) কল্পনাউ করে নুয়ারিছিলোং ; যেদিন ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ বা ধনঞ্জয় রাজকুমারর কবিতা পেইলু, পাকরলু, পুরা ভাবনাবিশ্বহান বইচালহার দেকি নিকদিল। এহানৌ সম্ভব?

যেদিন বারো কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর ইকরা গবেষণাধর্মী শেরিক অতা আতে পেইলু, অহাং তেল্লামৌ অরে প্রশ্ন অহান বিশ্বগ্রবোধকহান ইল- কিসাদে সম্ভব! আমার ঠারর ডিকশনারিহান! পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যে পারে, খানি ত্রুটি বিচ্যুতি থাইতে পারে, অতাউ ডিকশনারি অহান পেয়া খাঙু নারা নুয়ারলু। চাতু অহান হিনপা, চিন্তাশীল বারো মেইকখু ইয়া ধানার কর্ম এহান আমার মানু আগই করিছেতা। সুশীলদা (পৌরি পত্রিকা’র সম্পাদক সুশীলকুমার সিংহ)-র পাংলাকে

গিরকর ব্যাকরণ, প্রবন্ধমালাসহ আবোকচা লেরিক পেইলু। এসাদে অ্যাকাডেমিক পদ্ব ইলুয়া ভাষাচিন্তা করানির ধারা অহান আমার ভাবকসমাজে গিরকর বৈশ্ববিক অবসানহান। গিরকর হিন্দু ফিলোসফির গজে ইংরেজিনো ইকরিছে লেরিকর লিস্টহান দেহিরা নুয়াকরে খাঙু ইছিলু।

অহাৎ রারিহান লম নাইল। বিসারতে বিসারতে পেইলু সৃজনশীল লেখার মারল, যেতারে 'ক্রিয়েটিভ ইকরা' বুলরাং। বৈজ্ঞানিক পদাবলির রস-ভাবরে খালগ দিরা আমার ঠারর পদাবলি, এলা, কবিতা। পারফেকশনিস্ট মানু যে কোনো কাফায় অহাৎ ইমে লেশুয়া বারো আতহান ঙ্খি করিরা আত দিতাইতা। হানতে অজা (গিরক এগরে অজা বুলানি এহানই চুমহান) গিরকে এলা কবিতা ইকরানিৎ আহিরাউ হন্দ, মাত্রা, উপমা, উৎপেক্ষা হাবিতা রঙ করিরাই কবিতার মণলীগৎ হমাছিল। কুংগই মাততইতা এতা কোনো গবেষক আগর ইকরা কবিতার পদ বুলিরা !

'মনাছত সখা অতীতর কথা
হাবি পাহরিয়া আছু
জীবনবীণার তারগাহ মোর
ছিড়িয়া বেলেয়া থছু।
নীরব রাতির আধার ভবনে
একা মোরে পেয়া গোপনে গোপনে
যে মধুর কথা মাতেছিলে, সখা
মনে আছে- হাবি আছে :
প্রতি পলে পলে তোর মধু-বাণী
হৃদিগো ধরিয়া থছে...'
(আধারর অবসান)

শিরিক্যাল মেলোডির কী রোমান্টিক পদহানি! শব্দচরন অহানৌ আচানক করেদের। কিয়া বুললে আমার ঠারহাননো গবেষণা করেয় মানু আগউ কবিতা ইকরতে গিরা ঠারর স্বার্থহান চেয়া পারিন মাছি আমার নিজর শব্দ বরিয়া কবিতার স্বার্থহান নষ্ট নাকরে দিয়াছে, কাব্যিক স্বার্থ অহানরেই ডাঙর করিয়া দেহে পারিছে বুলিরাই বাংলা শব্দগর মাছি থরাছে, বা থইতে বাধ্য ইছে।

কালীপ্রসাদ সিংহ অজাগিরকে করিছে কর্ম অতার গঠনমূলক ত্রুটি বিচ্যুতি ধরানি হবা, কর্মশপা অহার আরতাউ নুয়া নুয়া ডেঙ-মারা সালকরানির কাজে, কিন্তু গিরকর বিস্ময়কর কর্মজীবন অহানরে সম্মান জানুয়িতে না পাহরবাং। এরে হুকাং জাত এহার, চিন্তা-ভাবর কালুং জুং করে বহেদেনার মানু নেয়ো আহিতারা সময় অহাৎ কালীপ্রসাদ সিংহ নাঙ অহান আমার কাজে ডাঙর প্রেরণা আহান ইরা থাক।

আরতাউ আবোকচা জ্ঞানকর্মলিপি পানারতা আছিল অজ্ঞাগিরকরাংত । কিন্তু
মাইল ।

‘এ মোর ললাট-দেশে
যে এলয়-কিণো আছে
জ্বালাময় তার পুলিনর স্পর্শে
ধূলিসাং আইতই হাবি আহির নিমেয়ে
সুদূর দেশর যাত্রীগ মি
চলেছ অসীম দেশে ।’

(সুদূর দেশর যাত্রী)

নিজর ললাট-দেশর ছি অগৎ আধাবাকি খৌরাঙ-হপনহানি ভন্দ্য করিয়া
অসীম দেশে যাত্রা করল মহাত্মা কালীপ্রসাদ । কিন্তু গিরকে যে তত্তালনা উপলকি
আহান কহকরিছিল পইলা-জীবনেই, যাতিছিল - ‘পইলা যেদিন / অমৃতর সন্ধান
পাছিনু / উদিন মি ভাবেছিনু- / হাবি মিহা- হাবিতা কণিক’ (অমৃতর সন্ধান)- ও
আত্ম-অনুসন্ধানর ভাব-অমৃত আমারেউ ভুঙ করক, নুয়া নুয়া মহৎকর্মর বারাদে
জীবন এহানরে সালকরেদেক ।

জগদীশ সিনহা : লেখক, নাট্যকার বারো নাট্যনির্দেশক, ঘোড়ামারা, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার ।

মোর দেহা আচানক প্রতিভা আহান সন্তোষ সিংহ

এতা হাবি জিনজিনি আমি থাইভেগা,
জোমাকহানৌ কিয়া গজে কাইভেগা।
আমারেল নাইলেভে আখার অয়া থাক,
হানিং তি গজে কারা নাঙ পানা নাক।

-ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ

প্রফেসর কালীপ্রসাদ সিংহ (১৯৩৭-২০১১) আমার সমাজের হাবিঙ
ঋদ্ধপ্রজন্মহানর অন্যতম প্রধান সিবাই আগ। গিরকর অ্যাকাডেমিক কামদুমর
কাদাত চেপরা মি 'বুদ্ধিজীবী' ওয়াহিগর প্রকৃত ভাংপর্ষহান উপসিলু। প্রফেসর
আগর জনমহান সার্থক অরতা গবেষণামূলক কাম সম্পাদনাং। এবারাদেও গিরকর
জনম এহান মোরাং ভাল স্টাডহান অয়া থাইতই। গিরকর ইকরা-ইকরির লগে
নংসারদিনর পরিচর থাইলেও গিরকর তুলো উনাউনি অইলুতাতে আসাম
বিশ্ববিদ্যালয়ং এমএ পাকরানিং গিরা। ২০০১ মারি। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে
বাংলাভাষা বার সাহিত্যর ছাত্রপ মি। গিরক সংস্কৃত বিভাগর অধ্যাপকগ ঔবাক।
ভাষা-অনুবদর দিনগ হিসাবেও গিরক ঔবাক ভাং দারিত্ব পালন করল। সমের
পেইলেই সংস্কৃত বিভাগে গেলুগা। ভাষাতত্ত্ব, ফোকলোর বার সমাজর য়ারিপরিচ
গৈল অইলাংক পুরি কুংগদে সমের গেলগাতাও হার নাশেইলাং। গিরকর তুলো
পইলা পরিচরর মিকুপ ঔহানি এবাকাও মনে আসে, ঔদিন যাতেসিল-
'সমাজেতে মোরে নাও য়াকরতারানাই।' মি মাতলু, হাবিয়েও য়াকরিয়ার।
য়রিহান অইলতাই ইমে আকতাই দুরাদে য়াকরিয়ার, আকতাই বিতরেদে।
অবাবহান হনিয়া মোরে খানি আহান চেরা থাইল। পিসেদে মাতল- 'আতা সমাজ
এহানং শিক্ষিত মানু আগ মেরইলাতা? অমাটিক সহজ ইংরেজিল ইকরেসু লেরিক

ঔহানি পাকরে মুয়ারলাতা? বাহা, তিতে পাকরেসততা? মি পাকরেসু বুলিয়া মাভলু।

২০০১-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা ভালকরলা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পররাষ্ট্রকেইর ইকরাল 'নুয়া আগতি' নাঙে কুস্তিরাং চে আহান ফংকরেসিলু। মগল্য চে ঔহানাং গিরকে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর ইতিহাসচর্চা' নাঙর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'আহান হাপানিরকা' দেসিল। গিরক ঔবাকা শিলচরর কাঠাল রোডে মা কলেজ রোডে ভাড়া ঘরে আসিল সাং। গিরকরে প্রবন্ধ আহান দেনিরকা হেইচা জানেইলু আর গিরকে ফাইল আগ নিকালল। ফাইল ঔগর বিভরে গিরকে চিহ্নার ছত ঔভারে খেই-খেইক' নিবন্ধর আকার দিরা চশ চশ করিয়া খসে। কুনো সাহিত্য-পত্রিকার আমন্ত্রণ রক্ষারকা নাগই; ইকরা আঘার আগ নিবন্ধই গিরকর বহুপ্রজ বার পরিশ্রমী সম্ভ্রাহনর বারাদেই আমার মিত্তেও আসুলের। গিরক চাকুরিজীবনেও অবসর লইল ঔপেই আসাম বিশ্ববিদ্যালয়র বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পররাষ্ট্রকেইরে গিরকরে বিদ্যার সংবর্ধনা জানানির ব্যবস্থা করেসিলা। শিলচর শহরর গাকীভবনে হাওয়াসিলা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ঔহানাং মোর সম্পাদনাং 'কালীপ্রসাদ সমীক্ষা' নাঙর লেখিক আহান ফংকসিল। শেববরসে মুঙে গেলেগা গিরকে মাও চিনল। দেবযানীদি'য়ে ঔপেই অতীত স্মৃতি ঔতা নিখশিং করেদিগলপুৰি খানি-মানি চিনল। দৌ অনির আগে গাড়ি দুর্ঘটনাং গুরুতরভাবে জখম অরা শ্যামানন্দকাকার ঘরে আসিল ঔবাকা গিরকর তুলো দেহা আসিল। ঔহানেই শেষ দেহাহান। এবাকা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা সাহিত্যং ড. কালীপ্রসাদ সিংহর অবদান সম্পর্কে খামি আলোকপাত করিং।

কিতালো মি তোরে পূজা দেছ/হান তি নাপেইলে

'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী' (২০০২) লেখিকহানর ভূমিকাং ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে প্রসঙ্গক্রমে নিজর সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে মাতেসে-

"নিরমমাত্মিক শিক্ষা লমনির পিছেস্ত অ'করিয়া সারা জীবন এহান ইমে ইকরতে আছ; আজি মোর ৬৭ বছর অ'ইলতা পেরা মোর আ'ত এহান সুপ জিরানির অবসর আহান নাপাছে। এসাদে করে ভাঙর ভাঙর গ্রন্থ ২০ হানর চুয়া প্রকাশ করলু, ইকীও গ্রন্থ ২৫/৩০ হানর চুয়া, এক আরতাউ ১৪/১৫ হান গ্রন্থ অপ্রকাশিত অবস্থাত আছে; আরাকৌ ভিন-চারিহান গ্রন্থর কাম চলের।"

গাঙ-ঘরে সাধারণ পরিবেশে জন্ম অরাও জ্ঞান-পিপাসা, পরিশ্রম বার মেধার জোরে মানু আগ বিশ্বনন্দিত অ'পারেয় ঔহানর অন্যতম গুণ দৃষ্টান্তহান পণ্ডিত কালীপ্রসাদ সিংহ। জ্ঞানজগতর চূড়ান্ত সম্মানজনক উপাধি ঔতা গিরকে আহানর পিসে আহান করায়ত্ত করেসিল। ডক্টর অব ফিলোসফি, ডক্টর অব লিটারেচার-জ্ঞানজগতর চূড়ান্ত সম্মান ঔতার লগে 'নীতাচার্য' উপাধিতও গিরক ভূষিত।

গিরকর সাফল্য এতদূর মূল চাবিগ এতিভা বার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমন্বয়। সংস্কৃত, ইংরেজি, অসমিয়া, বাংলা বার বিষ্ণুধিরা মণিপুৰী ঠারে ধার ৮০হামর সাদে লেরিক লেংকরেসে বেতার বিষয়বস্তু ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, এলা, কবিতা, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্যর ইতিহাস, মহাপুরুষর জীবনী, ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি। ১৯৬৮ সালে গিরকে 'A study in the Bishnupriya Manipuri Language' গবেষণাসম্পর্ক (Thesis) ঔহামরকা লিএইচডি ডিগ্রি পাসে পশ্চিমবঙ্গর বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। Thesis ঔহামাং গিরকে প্রথমত ভাষাতত্ত্বর সূত্র ইলরা বিষ্ণুধিরা মণিপুৰী ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, বাক্যতত্ত্ব বার শব্দার্থতত্ত্বর গজে বিস্তারিত আলোচনা করেসে। গবেষণাসম্পর্ক এহানেই পাজালেয়া লেরিকহাম আকারে মিকুলিলতা ১৯৮০ সালে। এহামর পিসে 'The Concept of the Absolute in Indian Philosophy' নাঙে গবেষণামহু আহাম বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়র জমা দিরা ডিগ্রিট উপাধি পেইল ১৯৮২ সালে। ভারতীর দর্শনর হাবি মার্গং ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বর বরূপহাম কিসাদে ফুটিয়া উঠেসে ঔহামর বিশদ আলোচনা আসে গবেষণামহু এহামাং। প্রফেসর গিরকে নিজর গবেষণাকর্ম সম্পর্কে মাতেসেতা-

“মি মূলতঃ দর্শনশাস্ত্রর মানুগো। ঔহামে অধ্যাপনা পানার পিছে পইলা দর্শনশাস্ত্রলো গবেষণা অ'করেছিলু। কিন্তু ঔ সময়ত পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জাতর মুখে আমার জাতর ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য বারো অপমানজনক সিদ্ধান্ত হুনানিরে এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আহান পানারকা একর আমার ভাষা-সংস্কৃতিরে পৃথিবীর মুণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করানিরকা বিষ্ণুধিরা মণিপুৰী ভাষাতত্ত্বলো গবেষণা অ'করলু।” (মোর জীবনকাহিনী)

ধেদেহু তোরকা মালা মি বানেরা

বিষ্ণুধিরা মণিপুৰী ঠার এহান আমারাং ইমার সেলকমর সাদে ঠুম, নুংশি বার দরকারিহাম। সচেতনভাবে অক বা অসচেতনভাবেও অক সমাজর হাবিত্তরর মানুরে তিলরা ইমাঠার এহান জিহতা করিরা ধরার ঠার এহানল টটরেয়া বার শব্দ সংরক্ষণ করিরা। ঠার এহানল টটরানির কাম এহান বিষ্ণুধিরা মণিপুৰী সমাজর হাবিত্তরর মানুরে করিয়ার কিন্তু ঠার এহানর শব্দ সংরক্ষণ করিরা ধনার কাম ঔহাম হাবিগই করে নারিয়ার। ঠার এতা বিবর্তনধর্মী বস্তু। কালর হুতে অনেক পুরানা শব্দ মাঙরা বারগা। ঔতার ফামে মুরা শব্দই কাম কাড়লর। এসাদে ঠার আহামর মাঙরা বারগা শব্দ বার প্রচলিত শব্দ দ্বিতাও লিখিতভাবে সংরক্ষণ করিরা ধনা লাগের। সংরক্ষণর কামে আত দিতই মানু ঔগর জ্ঞান, মেধা, ধৈর্য প্রচুর থান্ন লাগের। লগে পরিশ্রম করানির মতো দৈহিক বার মানসিক সামর্থ্যও

খানা লাগে। বিদ্যা এহানৰ নাও শব্দকোষ বা অভিধানখনবিদ্যা (Lexicography)। অভিধান সংকলনৰ পইলা ধাপহান শব্দ পুলকৰানি। বিশেষ ঠাৱ আহানৰ টটোৱাৰা মানু ঔতা বে ভৌগোলিক লয়াৰ লয়াৰ সিভাৱেয়া আসি ঔ লয়াৰ গিয়া শব্দ খমকৰানি। খমকৰানিৰ কাম এহানৰে ক্ষেত্ৰসমীক্ষা (fieldwork) বুলানি অৱ। কাম এহানাং দৈহিক সামৰ্থ্যৰ ঝাৱি আহেৰ। কাম এহানাং আত দিতই মানু ঔগৱতা অভিধানতত্ত্ব (Lexicology) সম্পৰ্কে জ্ঞান খানা লাগেৰ। কাৱণ কিন্তুওৱাকোঁন্ত পাসি শব্দ ঔগৱ বানান, উচ্চাৰণভঙ্গি, অৰ্থ, শব্দ ঔগৱ ব্যাকৰণগত অবস্থান, শব্দ ঔগৱ উৎস বা ব্যুৎপত্তি, বাক্যাং শব্দ ঔগৱ কত কিসিমৰ ব্যবহাৰ অ'পাৱেৰ ঔতাৰ দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধৰানি লাগেৰ অভিধানহানাং কাম এহানাং আত দেখাৰ আগে নিৰ্দিষ্ট জ্ঞান ঔহানৰ ব্যাকৰণহান পুত্ৰাপ হাৱপানি লাগেৰ, লগে কাদাবাৱাৰ বিভিন্ন ভাৱাৰ শব্দ সম্বন্ধেও জ্ঞান খানা লাগেৰ। বপ জ্ঞান, মেধা, ধৈৰ্য, দৈহিক-মানসিক পৰিশ্ৰম কৰানিৰ সামৰ্থ্য, একাত্মতা, সময়, সংকল্প, সাধনাৰ সময়ৰে এজাত কাম এতা সফল অ'পাৱেৰ।

ভাষা ব্যবহাৰৰ বাৱাদেস্ত অভিধান তিন ধৰনৰ অ'পাৱেৰ- একভাষিক (Monolingual), দ্বিভাষিক (Bi-lingual) বাৰ বহুভাষিক (Multilingual)। একভাষিক অভিধানে ভাষা আকহানৰ ব্যবহাৰ অৱ, দ্বিভাষিক অভিধানে দুহান বাৰ বহুভাষিক অভিধানে দুহানৰ গজে ঠাৱৰ ব্যবহাৰ অৱ।

প্ৰফেচৰ কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিৱকে দ্বিভাষিক অভিধান (বিশ্বপ্ৰিয়া মণিপুৰী-ইংৰেজি) দুহান লেঙকৱেজে-

১. পূৰ্ণাঙ্গ অভিধান (A Comprehensive Dictionary)

২. উৎস বা ব্যুৎপত্তিমূলক অভিধান (An Etymological Dictionary)

পূৰ্ণাঙ্গ অভিধানহানাং আসেতা ৩০,০০০ শব্দ বাৰ উৎস-অভিধানহানাং ১০,০০০ শব্দ। ১৯৮৬ সালে গিৱকৰ ব্যুৎপত্তিমূলক অভিধান ঔহান ফণ্ডসেতা 'An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri' শাঙে। গিৱক ঔবাকা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ ৱিভাৱণ। সময় ভাৱতবৰ্ষ উৎস-অভিধান ফণ্ডনিৰ বাৱাদে গিৱকৰ অভিধান এহান দ্বিতীয় স্থানে। গিৱকৰ পৱাদে কুস্তিয়াং জাত এহান এ সৌভাগ্যৰ অধিকাৰী অইলাং। ব্যুৎপত্তিমূলক অভিধানহানৰ ভূমিকাং গিৱকে তাৰ সাধনা সম্পৰ্কে মাভেসে-

"After working out the thesis, I collected more words of this language from its speakers through the constant labour of six years. And, for finding out the etymological explanation of those words, I made a comparative study of the corresponding and cognate forms found in languages like Bangali, Assamese, Hindi, Nepali, Naga, Lushei, Meitei, and others and also consulted persons of these language groups. In all, I collected about 30,000 words of BPM, and with than I prepared an

etymological dictionary of this language. In the present work, I have entered only about 10,000 words of philological interest selected out of the original dictionary."

প্রফেসর গিরকর পূর্ণাঙ্গ অভিধান ঔহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীৰ জাতীয় সম্পদহান। ১৯৭৪ সালৰ আগেই গিরকে অভিধান এহানৰ কাম লমকরেসে কিন্তু কোনো প্রকাশকে ঔহান কংকরানিৰ আহহ প্রকাশ নাকরেসি। শেষ পর্যন্ত অভিধান ঔহান কঙনিৰ পথ আগ ধৰল বুলতে উচ্চশিক্ষিত কতগ মানুহ তলপা কটনীতিৰ বে নিৰ্ভৰ খেলাহান দেখলাং ঔহান জীবনে না পাহুৰতাতাই। কিন্তু মহৎ কাম কুনোদিন লেমেদে না মাওৰ। আমাৰ সৌভাগ্যহান, জাতীয় সম্পদ এহান যন্তুহু অসে। দুৰ্ভাগ্যহান, জীবনৰ হাবিত 'জায়ান্ট' কাম এহান মূৰ্তি পালইতে গিরকে দেহিয়া গিয়া নারলগা।

পিদাদেহু অলকার

মানুহে টেটরেয়াৰ ঠাৱ এতাৰ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বা বিশ্লেষণ সম্ভব। যে বিদ্যাশাখা এজাত আলোচনা অৱ বিদ্যা ঔহানৰে ভাষাবিজ্ঞান বা ভাষাতত্ত্ব (Linguistics or Philology) বুলিয়া মাতানি অৱ। ভাষাবিজ্ঞানে আলোচিত ভাষা বা আমি টেটরেয়াৰ ঠাৱ ঔতা হুওৱতা উপাদান কতহানল- ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যতত্ত্ব (Syntax) বাৰ অর্থবিজ্ঞান বা শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)। ধ্বনিবিজ্ঞানে (Phonetics) পুত্ৰাপ হাবি ভাষাভাষী মানুহ থতাস্ত নিকুলেৰ ধ্বনি ঔতাৰ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা অৱ। কোনো বিশেষ ভাষা আহানৰ উচ্চারণ বা ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনাৰ বাধ্যবাধকতা এপেই নাথার। ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) মূলত বিশেষ ভাষা আহানৰ উচ্চারণতত্ত্বৰ গজে আলোচনা থার। রূপতত্ত্ব বা শব্দগঠনপ্রণালি (Morphology) ভাষা আহানৰ শব্দৰ নানান দিক যেমন শব্দৰ গঠন, শ্রেণিবিভাগ, রূপবৈচিত্র্য বাৰ এ বৈচিত্র্য-সাধন বেতাৰ মাধ্যমে অৱ ঔ প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা অৱ।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহৰ ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক লেখিক ঔহানৰ নাম 'The Bishnupriya Manipuri Language' (১৯৮১)। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাৰ গজে বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নৰ ফসলহান লেখিক এহান। এহান গিরকৰ পিএইচডি থিসিসৰ লেখিক-সংকরণহান। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাৰ গজে প্রবন্ধ অনেক পত্র-পত্রিকাং নিকুলেসে। কিন্তু পদ্ধতিগত দিক দিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাৰ গজে বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনা পইলা গিরকেই কৱল। ইতিহাসমূলক পদ্ধতি, বর্ণনামূলক পদ্ধতি বাৰ তুলনামূলক পদ্ধতি- ভাষাতত্ত্বৰ প্রধান পদ্ধতি তিনোহান প্রয়োগ করিয়া গিরকে 'The Bishnupriya Manipuri Language' নামৰ

লৈরিক এহানাং Bishnupriya Manipuri Phonology, Bishnupriya Manipuri Morphology, Bishnupriya Manipuri Syntax বারো Bishnupriya Manipuri Semantics-অর বিজ্ঞানসন্মত বিস্তারিত আলোচনা করেসে।

পনরোহান অধ্যায়ল হাজাসে গবেষণাসম্বৰ্ণ এহানাং গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উৎস, মাসখী-শ্রাকৃতজাত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার বৈশিষ্ট্য, মণিপুরে ‘আৰ্যভাষাহান হিসেবে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উপস্থিতির ত্রিতত্ত্ব বার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য সম্পর্কে পইলাই পাঠকরে সচেতন করেদেসে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উপভাষা লেপকরানিরকা গিরকে তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নেলেগা। রাজারগাও বার মাদইগাওর শব্দভাণ্ডার, শব্দবিভক্তি, সর্বনাম, ধাতু-বিভক্তি বার ধ্বনিতত্ত্বর তুলনামূলক আলোচনা করিয়া উপভাষাতত্ত্বর বিচার করেসে। লগে মেইতেই ধ্বনিতত্ত্ব, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ধ্বনিতত্ত্ব, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ধ্বনিতত্ত্ব মেইতেই উপাদান, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, নির্দেশক প্রত্যয়, ধাতু, ক্রিয়ার ভাব বার রূপ, শব্দার্থতত্ত্ব, বাক্যগঠনরীতির গজে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিস্তৃত আলোচনা খসে গিরকে।

‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা’ (১৯৭৭) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাং লেখা ভাষাতত্ত্বর লৈরিকহান। লৈরিক এহানরে ‘The Bishnupriya Manipuri Language’ লৈরিক ঔহানর সহস্কিষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সংস্করণহান বুলানি যাকরের মোটামুটি।

এপেই উল্লেখ করে পারিয়ার ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ’ (১৯৯৮) লৈরিক ঔহানর কথাও। লৈরিক এহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণহান। ‘লৈরিক এহানাং শব্দগঠনপ্রণালি, বাক্যগঠনরীতি, ধ্বনি পরিবর্তনসহ ঐতিহ্যগত ব্যাকরণর হাবি বারা সকনি আসে।

লমইতেগা এহান মাতানি মনেরার বে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর ক্ষেত্র করিল কাম নিয়ামপারা আসে। ড. কালীপ্রসাদ গিরকে Historical, Descriptive, Comparative বার Contrastive Linguistics-অর মিজালে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার স্বরূপহান ধরানির হন্না করেসে। গিরকর পিসেদে এক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ কাম করেসেতা হাইলাকান্দির ড. নাজরিন শঙ্কর গিধানকে। ঔতার পিসেও মাতে পারিয়ার, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বচর্চাং য় গিরিগিধানির উত্তরসূরিরকা করিল কামগ মাহেই আসে।

খদেহু সাজেয়া উপচার

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে কথা আকচুটি আসে-

তরবোহপি হি জীবন্তি জীবন্তি যুগপক্ষিণঃ।

স জীবন্তি যমো যস্য মননেন হি জীবন্তি ॥

অর্থাৎ, গাছবিরূপ জিহ্বায়া খাইতারা, খাইতারা অরিং পাহিয়াপনিও। কিন্তু মনমধর্মই অইলতা ঔ বারহান যেখানে মানুষে পণ্ডধর্ম উদ্ধার করের বার চেতনার উর্ধ্বতর স্তর আহানাৎ নিরা কৌকরেদের। এ চেতনার স্তর দুহান খুলিয়া ধরানি অর- রসচেতনা বার জ্ঞানচেতনা। আমল সন্ধ্যার রসতত্ত্বর চূড়ান্ত কথাহান। সরস মন আহান কল্পরতা কবিতা, নাটক বার কথাসাহিত্যৎ। জ্ঞানচেতনার লগে চিন্তার সম্পর্ক। চিন্তা ঔতারে মূলত গদ্যৎ কণ্ডকরানি অর। মনমশীল গদ্যর বিশেষ রূপ আহান প্রবন্ধ। প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনারে সংকুচে প্রবন্ধ বুলতারা। প্রকৃষ্ট বন্ধন বুলতে বুঝার- ভাবর বন্ধন, চিন্তার বন্ধন বার উপযুক্ত ভাষার বন্ধন। তথ্য, পরিকল্পনা, বুদ্ধি, তর্ক বারো তত্ত্বর উপযুক্ত মিলনে প্রবন্ধসাহিত্য ঔই পালর। বক্তব্যহান পরিবেশনর ক্ষেত্রং দেখিয়ার প্রকাশভঙ্গিহান বিষয়ানুসারে কুনোপেইং গুরুগভীর, কুনোপেইং লঘু, কুনো বার বিদ্রুপ-বক্রোক্তির তিব্বক লেখাল সমৃদ্ধ অর। তবে প্রবন্ধর মূল ভিত্তি মনমশীলতা অইলেও মীরস মনমশীলতা প্রবন্ধৎ কাম্য নাগই।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর ইকরা প্রবন্ধ ঔতা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর অমূল্য সম্পদ। গিরকর প্রবন্ধ ঔতার নিবিড় পাঠ বরলে যে কুনো মানু নুপাও অইতাই গিরকর চিন্তা, জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বা বিশ্লেষণী ক্ষমতা ঔতা উপলব্ধি করিয়া। আচমনকর কথাহান, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতির কুনো বারা গিরকর পর্যবেক্ষণেন্ত বাদ না পড়েসে। গিরকর ইকরা এতা রসাত্মরী গদ্যরচনা বা ব্যক্তিগত নিবন্ধ নাগই- কারণ এপেই গিরক রসাত্মা, রূপদক্ষ বারো কল্পনাপ্রবণ লেখকগ নাগই। গিরকর প্রবন্ধ এতা formal বা objective বা impersonal essay-র পর্যায়ে পড়ের যদিও চোরাহুতগর সাদে ব্যক্তিবর আগও লগে আমি পেরার। গিরকর চিন্তাশীল প্রবন্ধ এতাৎ বিষয়বস্ত বা বক্তব্য ঔতা তত্ত্ব বার তথ্যর আধারে যৌক্তিক পারস্পর্যর আভ ধরিতা ফত্তর। গিরকে বক্তব্য উপস্থাপনর চতুহানরে প্রাধান্য নাদেসে তার প্রবন্ধৎ। তার প্রবন্ধৎ বাককৌশলর চমৎকারিত্ব ধরা না পড়লেও শ্লেষপ্রবণতা তার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য আহান। গিরকে সমালোচনার মানদণ্ডগরে উচ থাক আহানাৎ কাকরেদিন তার প্রবন্ধসাহিত্যর মাধ্যমে- এহান আমার নাপাল করিল বিষয়হান।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লিখিত সাহিত্যর মূল্যায়ন বা এ সাহিত্যর বিবর্তনর চিত্র ঔপ সম্পর্কে আমার আহি খুলিলতা গিরকর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া। 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য সাধনা' বার 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য' নাঙর ভাষণ বা নিবন্ধ ছিয়হানি পাকরান্নি অভিজ্ঞতা ঔহান আযারাৎ রোমাঞ্চকর অমুভূতি আহান। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর সুস্বভাসজন বার প্রত্যেক যুগর সাহিত্যপ্রবণতার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আহান গিরকে প্রবন্ধ ছিয়হানিং হাজাসে। ভাষণ বা প্রবন্ধ আহানাৎ সাহিত্যর ইতিহাসর আলোচনা পূর্ণাঙ্গ রূপ নাপার। এ কথা এহান মনে

ধরা আমি মাতে পারিয়ার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর ইতিহাস লেখকরানির সূত্রধারগ গিরক। গিরকর নৈব্যক্তিক বারো বহুগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেরার এ নিবন্ধ এহানিৎ।

‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোকসাহিত্য’ নামর প্রবন্ধ ঔহান আপা-বপার লেখকরা মৌখিক সাহিত্যর ঐতিহাসিক দলিলহান। সিতারেয়া আসে মৌখিক সাহিত্যর উপাদান ঔতা ঝমকরানি বার সম্পাদনা করানির দায়িত্ব নেসেগা গিরকে। প্রবন্ধহানাং তথ্য বার স্তর মিলন সাধন অসে।

সংখ্যাত্তর বারাদেসে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী শব্দর অবস্থাহান নির্ধারণ করতে গিয়া অভিধান আহানর প্রয়োজনীয়তার কথা ঔহান উল্লেখ করেসে ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী শব্দভাণ্ডার’ প্রবন্ধ ঔহানাত। গিরকে হবাক’ হারপাসে আস্তির কানে বেলা বেয়া লাভ নেই। ঔহানে নিজে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার ত্রিশহাজার শব্দ সংগ্রহ করেসে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী শব্দভাণ্ডারে রঙসে অপরিবি শব্দ বার নিজস্ব শব্দ ঔতা গিরকে খেই-খেইক’ দেহ্যাসে প্রবন্ধ এহানাং। প্রসঙ্গত, ১৯৮৩ সালে গ্রহিত প্রবন্ধ এহানাং গিরকে ত্রিশহাজার শব্দ খানা ঔহানে আমার ভাষাহানর প্রাচুর্যহান বুলিয়া মাতেসে—

“বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী শব্দভাণ্ডার বর্তমানেউ ত্রিশ হাজার, অথচ এ সাহিত্য বহুগে উন্নত মেইতেই ভাষার শব্দভাণ্ডার মাত্র পচিশ হাজারর চুয়া।”

‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর ভাষা’ প্রবন্ধং গিরকে রসতত্ত্বর গজে আলোচনা করেসে। রস বার ভাব অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারর গজেই মূলত ওরুত্ব দেসে এপেই।

‘বানান’ বার ‘আমার ঠারর বানান সম্পর্কে’ প্রবন্ধ ঔহানিৎ গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বানান-পদ্ধতির গজে সিরিয়াস আলোচনা করেসে। ত্রিমাং ‘ছ’(s) ব্যবহারর গকে ধ্বনিতত্ত্বগত বার ব্যুৎপত্তিগত বুক্তি বুলিয়া ধরেসে ‘বানান’ শীর্ষক প্রবন্ধং। এ সম্পর্কে ‘আমার ঠারর বানান সম্পর্কে’ প্রবন্ধং গিরকে মাতেসে—

“আমার ‘ছ’কার পশ্চিমবঙ্গর ‘জ’কারর সাদে নাগই, International Phonetic Symbol-অর S- বর্ণর সাদে।”

‘আমার ঠারর বানান সম্পর্কে’ প্রবন্ধং গিরকে দীর্ঘ বর্ণ, ‘ৎ’-র ব্যবহার, চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার, ‘ই’ বার ‘ঈ’-র প্রয়োগ— এসাদে বানানর বিভিন্ন সমস্যা বার সম্ভাব্য সমাধানর পথ দেহ্যাদেসে। দৃষ্টান্তরূপ, চন্দ্রবিন্দু (̣)-র প্রয়োগ সম্পর্কে গিরকর সুচিস্তিত মতামত ঔহান উল্লেখ করে পারিয়ার—

“এ অনুনাসিক বর্ণ এগো আমারাং একেবারেই নেই। এমন কি চেষ্টা করিয়াও উচ্চারণ করানি হিন্দপেয়ার। সুতরাং, ভৎসন শব্দ ছাড়া

হাবি ক্ষেত্ৰ ()- এগো বৰ্জন করানি থকর: যেমন- কাদানি, পূজ, গভ, বাধ (কাঁদানি, পূজ, গভ, বাধ নাগই)।”

বিকৃষ্টিয়া মণিপুৰী ঠাৱে সাহিত্যচৰ্চা করতারা গিরিগিথানিৱে থবন্ধ হ্যহানি পাঠ করে পারতারা। এপেই বানাম সম্পৰ্কে গিরকর আৱাক শুৱত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আহান উল্লেখ করে পাৱিৱার-

“উচ্চারণে তফাত মাইলে মূল অনুৱাৰী বা উচ্চারণ অনুৱাৰী বানাম দিলেও অসুবিধা নেই: যেমন- দি বা দি, দ্যহান বা হ্যহান। মূল বিচাৰ ঠিক মাইলে বানামহান অৰ্থৌক্তিক অমার সম্ভাবনা, যেমন- সংস্কৃত ‘দ্যৌ’ (বৰ্গ) শব্দৰ লগে সম্বন্ধ থৱা অনেকে ‘দ্যৌ’ ইকরতারা কিন্তু থকতপক্ষে শব্দ এহান আহেছেতা ‘দেব’ শব্দত (দেব>দেও>দউ/দৌ)।”

উচ্চারণ-বিকৃতি বা তুল বানাম সম্পৰ্কে গিরকর আৱাক মন্তব্য আহান থবন্ধ এহানত আসে-

“বে শব্দ আমাৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব, বাৱো বে শব্দ সংস্কৃত বা অন্যান্য ভাষাত আৱা আমাৱাং সম্পূৰ্ণ তুল্যৰূপ নেহেগা, উতাৱ বানামৰ ক্ষেত্ৰ শব্দ উতাৱ মূল এক উচ্চারণপদ্ধতি- এ হিৱহানিৱ বখাথখ বিচাৰ কৱিৱা বানান সেনা থকর। যেমন- মইব (সংস্কৃত ‘মহিব’ শব্দৰ অনুকরণে ‘ব’), দীঘল (দীৰ্ঘ শব্দৰ অনুকরণে দীৰ্ঘ ইকর), যেপেই মূলৰ লগে সম্বন্ধ থইলে উচ্চারণ বিকৃত অৱ, উৱাকা আমাৰ উচ্চারণ উহানৱেই গ্রহণ করানি থকর, যেমন- বাতেদে (ভাতেদে নাগই), বেইবুনি (ভেইবুনি নাগই) ইত্যাদি।”

ভাষা বা উপভাষা আলোচনাং গিরকে তুলনামূলক পদ্ধতিৰ ব্যবহাৰ কৱেসে। বিকৃষ্টিয়া মণিপুৰী ভাষা বাৱ চকমা ভাষাৰ তুলনা, ৱাজাৱগাও বাৱ মাদইগাওৰ তুলনা হ্যহানি এ পদ্ধতিৰ ব্যবহাৰ দেখিৱাৱ।

থকেসৱ কাশীধসাদ সিংহ গিরকর সমাজ-সংস্কৃতিবিষয়ক থবন্ধ ঔতাৱমা থাৱক্ষিক সম্ভাহানৰ লগে সমাজ-সংস্কাৰক আগৱেও বিসাৱেৱা পেয়াৱ। এ থসদে ‘চতুৰ্থমঙ্গল সম্পৰ্কে’, ‘সাংস্কৃতিক আন্দোলন’, ‘ৱাসানুষ্ঠান সম্পৰ্কে’ ইত্যাদি থবন্ধ ঔতাৱ উল্লেখ করে পাৱিৱাৱ। ‘চতুৰ্থমঙ্গল সম্পৰ্কে’ থবন্ধত বিকৃষ্টিয়া মণিপুৰীৰ ব্যৰ্থ অনুকরণথবৃন্তিৱে বিক্ৰপ কৱিৱা মাতেসে-

“হাবিস্ত হাস্যকর বাৱো লজ্জাজনক ব্যাপাৱহান অইলতাই এহান বে, চতুৰ্থমঙ্গল এহান ৱাজালীৰ ধৰ্মীৱ আচাৰমূলক অনুষ্ঠান আহান; উদিন বৱকন্যাই সুৰ্বপূজা বাৱো অম্যান্য আচাৰ অনুষ্ঠান করতারা। নিমন্ত্ৰিত মানুৱে মিটি খৌৱানি এহান ঔ অনুষ্ঠানৰ আনুৱাদিক ব্যাপাৱহান। বিকৃষ্টিৱাই বাৱো আসল অনুষ্ঠান উহানতে মাদেহিৱা ‘ইমে

মিষ্টি খৌয়ানি এহানরেই চতুৰ্থমঙ্গল বুলভাৰা পাউরি' বুলিয়া ইমে মিষ্টি খৌয়ানিলো গইগো অছি।”

‘সংস্কৃতিক আন্দোলন’ এবন্ধং বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী নাছা, এলা বার বান্দ্যবন্ধ আলোচনাৰ লগে খেচুৱিশালি বা বৰখায়া, কাৰ্তিকৰ পালি, ফাওৱা খেলা বার বিষ্ণু জাতীয় উৎসব চাৰিয়হানিৰ বসয়াহী আলোচনা কৰেলে। এসকলমে লোকমৃত্যুৰ মধ্যগমনৰ গুরুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাবও দেলে। তবে ‘বাসানুষ্ঠান সম্পৰ্কে’ এবন্ধং ৱাসৰ পোষাক সংস্কাৰৰ বে প্ৰস্তাবহান দেলে ঔহানৰ বাস্তবায়ন সম্ভব নাগই।

গিৱকৰ এবন্ধ সমাজ-সংস্কৃতি সম্পৰ্কে বিস্তৃত অনুধ্যানৰ কসল। এবন্ধ এতা পাকৰিৱা আমল পোৱাৰ, লগে সমাজ-সংস্কৃতিৰ গতি-প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে ধাৰণা অৱ। ‘বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী সংস্কৃতি’, ‘বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী এলাৰ সূৰ’, ‘বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী মৃত্যু’, ‘বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী লোকসংস্কৃতি’, ‘বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰীৰ ইতিহাসচৰ্চা’ প্ৰভৃতি এবন্ধ ঔতাই বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী সমাজৰ আত্মাগৰ তুলো প্ৰাৱন্ধিকৰ মিহলৰ সম্পৰ্কহান বে কতি গভীৰ ঔহানৰ পৰিচয় দেৱ। লগে বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী সম্পৰ্কিত বে কুনো বিষয়ে গিৱকৰ ব্যুৎপত্তি দেহিৱা আমি নুংপাও অৱাৱ। এসকলত, ‘বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰীৰ ইতিহাসচৰ্চা’ এবন্ধং জাতীয় ইতিহাস ইকৱানিৰ আগে প্ৰস্ততিপৰ্বৰ যে প্ৰয়োজনীয়তা আসে ঔহান সম্পৰ্কে গিৱকে মূল্যবান মন্তব্য দেলে—

“বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী ইতিহাস-চিত্তাৰ তৃতীয় লক্ষণহান এহান— বিষ্ণুধিৱা মণিপুৰী ইতিহাস গবেষণা কৰতে গেলগো কিতা কিতা অধ্যয়ন কৰানি লগেৱ, উবেলে কাৰো দৃষ্টি নেই। এ গবেষণাত অধ্যয়ন কৰানি লাগেৱতা— ব্যাসৰ মহাভাৱত, জৈমিনি মহাভাৱত, পুৰাণ, দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিৱাৰ ইতিহাস, ব্ৰহ্মদেশৰ ইতিহাস, বঙ্গদেশ, ত্ৰিপুৱা বাৰো আসামৰ ইতিহাস, নাগা-মিজোৰ ইতিহাস, মণিপুৰৰ ইতিহাস (যেমল— চেইখাৱোল কুমাৰা, নিংখৌৱোল লামুৰা, বামোন কুংছোক, নোঙপোকহাৱাম-নোঙচুপহাৱাম ইত্যাদি)। এতাৰ লগে লাগেৱতা এ জাতৰ Physical এবং Cultural Anthropology-ৰ চৰ্চা এবং অন্যান্য ভাষা বাৰো কৃষ্টিৰ লগে আমাৰ ভাষা বাৰো কৃষ্টিৰ তুলনামূলক অধ্যয়ন। এতা কিতা অধ্যয়ন নাকৰিয়া যেতাই হুন্দা আগেকাৰ বুজন কতোগোৱ কথা হুনিৱা জাতৰ ইতিহাস লেপকৰাত যিতাৱগা, তানুৰ ইতিহাস-চৰ্চা কুনোদিন সকল মাইতই, আমি তানুৰে ঐতিহাসিকৰ কুঠাত লেহানিয়েই নুৱাৱিৱাৱ। (পাঠক গিৱিগিখানীৱে সাবধান কৰেদিৱাৱ যে, মি নিছে এতা পুথানুপুথকৰূপে অধ্যয়ন না কৰেহু; ঔহানলো মি নিছৰে ঐতিহাসিকগো বুলিয়া কুনোদিন দাৰি না কৰেহু। ইতিহাসৰ বিশেষ কুনো বিন্দু (point) আগোলো আলোচনা কৰিয়া কুনোগো ঐতিহাসিক

অ'না মূৱাৱতাৱা; ইতিহাসহানৱ সামগ্ৰিক ধাৱনা আহান থাইলে তৰে
ঐতিহাসিক অ'ইতাৱতা)"

বিকুপ্ৰিয়া মণিপুৰী প্ৰবন্ধ-সাহিত্যৱ ইতিহাসে গিৱক ডাল ব্যক্তিত্ব আহান।
মনননীল সাহিত্যসাধনাৱ ইতিহাসে গিৱক অধিতীৱ। জ্ঞানজগতৱ প্ৰাৱ হাবি দিক
সকৱা গেসেগা তাৱ প্ৰবন্ধই। সমালোচনা-সাহিত্যৱ উচ মানদণ্ড আগ গিৱকে
নিৰ্ধাৱণ কৱেদিৱা গেলগা আমাৱ মুণ্ডে। বিকুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সংস্কৃতিৱ বে বাৱহানি
মেইমুত মাঙৱা বাৱগা ঔতাৱ প্ৰতি গিৱকৱ মনে ৰোমাণ্টিক বিবগ্নতা আহান কাম
কৱেসে, গিৱক মণ্টালজিক অসে ঔ কামে বাৱ য়েগেই সমাজ-সংস্কৃতিৱ পাৱিগত
ময়লা জমতে দেহেসে ঔগেই গিৱক কঠোৱ অৱা সংস্কাৱকৰ্ম আত দেসে। গিৱক
ঔগেই ছকা সাহিত্যিকণ নাগই, আমাৱ দোষ-গুণ দেহাদিৱা আমাৱে সংস্কৃত অনিৱ
সুযোগ দিৱাদেসে; গিৱক আমাৱ ডাঙৱ সমালোচক আগ, পথপ্ৰদৰ্শক আগ।
গিৱকৱ ইকৱা প্ৰস্থিত বাৱ অস্থিত প্ৰবন্ধ ঔতাৱে বিকুপ্ৰিয়া মণিপুৰীৱ
এনসাইক্লোপিডিয়া বুলানি ৱাকৱেৱ। এ সুযোগে অজ্ঞা বাবাইসেনা প্ৰকাশনীৱেও
থাকাত জানেৱাৱ গিৱকৱ প্ৰবন্ধমহু ফকৱেদিৱা বিকুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সাহিত্যৱে বৱা
কৱেদেনিৱকা বুলিৱা। গিৱকৱ প্ৰবন্ধসমগ্ৰ ফকৱানিৱ উপযুক্ত সময়হান এহান।
গিৱকৱ প্ৰবন্ধসাহিত্যৱ পুনঃপাঠ কৱিৱা আমি নিজৱে নুৱা কৱে চিনতাঙাই;
সমাজপ্ৰেমে উষুধ অইতাঙাই; বিকুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ঠাৱে সাহিত্যচৰ্চা কৱানিৱ প্ৰেৰণা
গেইতাঙাই; আত্মবলে বলীৱান অইতাঙাই; হীনমন্ত্যতাৰত মুক্তি গেইতাঙাই।
প্ৰকাশনাৱ দাৱিত্বহানডে কুংগই নিতাঙাইগা?

গজৱ আলোচনাৎ ব্যক্তি কালীপ্ৰসাদ, প্ৰফেসৱ কালীপ্ৰসাদ, গবেষক
কালীপ্ৰসাদ, অভিধানকাৱ কালীপ্ৰসাদ, ভাষাতাত্ত্বিক কালীপ্ৰসাদ বাৱ প্ৰাবন্ধিক
কালীপ্ৰসাদৱে চিনানিৱ হুনা আহান কৱলাৎ। মূলত এ পৱিচিতি এহানিয়ে
কালীপ্ৰসাদৱ প্ৰতিভাহানৱে, বিৰাট ব্যক্তিত্বহানৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৱেৱ- এহান মোৱ
ব্যক্তিগত অভিমতহান। এতা বাদেও গিৱকৱ প্ৰতিভাৱ অন্যান্য দিক ঔতাও
পাহুৱিলতা নাগই। গিৱক একাধাৱে কবি, গীতিকাৱ, জীবনীলেখক,
আত্মজীবনীলেখক, ভ্ৰমণসাহিত্যৱ লেখক, পত্ৰসাহিত্যৱ লেখক বাৱ সকলক
আগও। কিন্তু নিবন্ধহানৱ কলেবৰগ ডাঙৱ অনিৱ ডৱে বাৱা এহানি না সকইলাৎ।
লগে গিৱক 'The Bishnupriya Manipuris' বাৱ 'বিকুপ্ৰিয়া মণিপুৰীৱ দুই
শতাব্দী' নাঙৱ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ লেৱিক দুহানৱ লেখকগও; যে বইহানিৱাং আমাৱতা
প্ৰয়োজনে-অপ্ৰয়োজনে আত পাতানি লাগেৱ, ভবিষ্যতেও লাগতই।

সন্তোষ সিংহ : কবি, গবেষক বাৱো প্ৰধান সমবয়ক, পৌৱি আসাৱ কাৰ্যালয়।

পাঠক আগর মূল্যায়ন আকচুটি কাঞ্চনবরণ সিংহ

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। ঔতা পুরানা পত্র-পত্রিকা ধমকরিয়া পাকররি সমরহান। ১৯৭২-এ হিঙ্গালাহত 'কৈক' নাঙর প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা আহান ফুঙসিল। ঔহানাত 'বরন ভাহানির এলার কালনির্ঘর' শিরোনামে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর প্রবন্ধ আগ নিকুলেসিল। অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধ ঔগই মোরে শতাব্দীপ্রাচীন পটভূমি আহানাত নিয়া উবা করে দেসিলগা। ইতিহাসর ঔ পথেদে কাকেই কারিয়া ১৫শ শতাব্দীহত বর্তমান শতাব্দীত আগমক অসিলু। প্রবন্ধ ঔগত গিরকর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাত্মক অনুসন্ধানী মনহানর পরিচয় পাসিলু। আমার এরে প্রাথমিক পরিচয়পর্ব এহানাত তৃতীয় আগ নেরোসিল্যা। ঔদিনেহত পাঠক আগ হিসাবে গিরকর রচনার অনুগত অসিলু।

গিরকরে আহিত দেহানির বা লগ পানির সৌজগ্য মি কুনদিন নাপাসু। গিরকর ইকরা প্রবন্ধ বা লেরিক পেইলেই পাকরলু। ঔতা পাকরিয়া রামপারা মানুর সাদে মিঙ উপকৃত অসিলু। দিন বিতেগা থাইল, পাকরতে পাকরতে আকদিন হরপেইলু গিরক 'বিতর্কিত' মানু আগ। বিতর্কর মূল বিষয়হান আজি পেয়া মোরাং পুরা স্পষ্ট নাগই। সত্য আহানরে প্রতিষ্ঠা করানির সালে গিরকে চেৎকরে দরিয়া থসিল। প্রতিপক্ষর মুণ্ডে এরে দেসিল কঠিন চ্যালেঞ্জ আহান। প্রতিপক্ষরৌ গিরকর মুণ্ডে এরে দেসিলা আরাক প্রতি চ্যালেঞ্জ আহান। প্রতিপক্ষর মুণ্ডে উবা অরা গিরকে প্রকারান্তরে প্রতিপক্ষরে আদাকৌ ধৌতাল দেসিল। গিরকর সখকে ভাঙর অভিযোগহান আসিলতাই, বিকুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাহানরে গিরকে বাংলার উপভাষাহান বুলিরা সিদ্ধান্তে উপনীত অরা থিসিস পেপারহান সাবমিট করিয়া পিএইচডি ডিগ্রিহান অর্জন করেসে। জনগোষ্ঠী আহানর ছিন্নাসার বার সত্য প্রতিষ্ঠার সালে অরিজিনাল থিসিস পেপারহান দেহুয়েয়া গিরকে নিজেই সমাধানর পথগ সামকরানি হাকরেসিল। কিন্তু কিসাদে অভিমান আহানে ঔহান নাকরল।

গিৰকে পাঠক-সমাজৰে বেতা দিল ঔতা খিসিসহানৰ অনুশিখন। মূল খিসিসহান
বাৰ অনুশিখনৰ হাদিত আসিলতাই পাঠকৰ নৈতিক অৰিশ্বাস আহান। অৰ্ধচ
গিৰকৰ নিজৰ আতহানাতেই আসিল অৱ বাৰ পানি খেইকৰে সেনাৰ গুণ
ৰহস্যহান।

মোৱে আকৃষ্ট কৰেসিলতাই গিৰকৰ দুৰ্দমনীয় উদ্যম উহানে। জ্ঞানী মানুহ
উদাসীনতাৰত আমি উদ্যমী মানু আগৰ ভুল কাকেই ঔহানৰে খানি সমৰ্থন
কৰিয়াৰ। উদ্যমী মানু আগইহে লাল চুম পথেদে আটোৱতানাই। তা দেহ্যাসে
পথগদে আটোনি বা না আটোনি নিৰ্ভৰ কৰেৱতা পাঠকৰ জ্ঞান বাৰ চেতনাৰ গছে।
ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিৰক উদ্যমী মানু আগ আসিল। উদ্যমী মানু আগ হাবিৰ
সম্মানৰ বাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পাৱণ। উদ্যমী আগইহে সত্যৰ কাদাত চেপ'
পাৱেৱগাতানাই। হাইহান হাইহান-নাগই ঔতা আপেক্ষিক। তৰ্ক-বিতৰ্ক, মন্ত-
অমন্ত ঔতা পণ্ডিত বাৰ গবেষকৰ বিষয়। শ্ৰদ্ধেৱ গবেষক ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ
আমাৱাং ৰামপাৱাদিন জিহতা অৱা থাইতই।

কালীপ্ৰসাদ সিংহ : কবি; অন্যতম সম্পাদক, কবিপক্ষ, শিলচৰ, অসম।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পদাবলি-সাহিত্যৰ বিবৰ্তন :
গীতিস্বামীজী কালীপ্রসাদ
হেমন্তকুমাৰ সিংহ

'পদাবলি' শব্দ এহান পুৰাতন শ্রীলক্ষ্মণদেৱ কবিরাজ গোস্বামীৰ 'শ্রীগীতগোবিন্দম' কাব্যত। গীতগোবিন্দম এটা অতীত শ্রীলক্ষ্মণদেৱে 'কোমলকান্ত পদাবলি' বুলিয়া মাতিসে। গীতগোবিন্দম এটা সমাজে জৰণ পৰিচিত, যেমন—

শ্রীলক্ষ্মণপদে ধৃতবানসিবেদং
বিহিত বহিঃ চৰিত্ৰমখেনং
কেশবধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

কিংবা
বেদানুধ্বরেতে জগন্তি বহতে...
দশাকৃতি কৃতে শ্রীকৃষ্ণায়তুভ্যং নমঃ ॥

কিংবা
শ্রিত কমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিত ললিত বনমালা
জয় জয়দেব হরে...

এটা প্ৰত্যক্ষ শ্রীলক্ষ্মণদেৱৰ প্ৰিয়তা বুলিয়া বোধ পালিৰ নৱোদয়ৰ মুখ্য অংশ হৈছে। আমাৰ সমাজে এয়ে এটা এটা 'দশাবতার বন্দনা' বুলিও বুলিও। শ্রীকৃষ্ণৰ দশ-অবতার ধাৰণাহীন মূৰ্তি পালুইসেতা জয়দেৱ গোস্বামীৰ 'শ্রীগীতগোবিন্দম' কাব্যত। শ্রীমদ্ভাগবতে কিন্তু অবতার অসংখ্য— সংখ্যা দিলে ষাৰিংশ বা চতুৰ্বিংশ। জয়দেৱ-প্ৰণীত দশাবতার বন্দনা নামেৰে পালি নামেৰে বাকিৰা বোধ পালিৰে জয়দেৱ বা জয়দেৱৰ পালি বুলিও। পিছলৈ এহাও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্ৰভৃতি মহাজনে কৃষ্ণলীলাগীতি লেখকৰা যেতা পদাবলি বুলিয়া নাও পালুইল। এটা অতীত পদ বা পদাবলি (বহুবচনে) বাকি লেখকসি গিৰকগাসিৰে পদকৰ্তা বা মহাজন বুলিসি। শ্রীগীতগোবিন্দম শ্রীলক্ষ্মণদেৱে শ্রীমদ্ভাগবতম-অৰ আধৰে বসন্তৰাস বাকি বাসকসজ্জা বৰ্ণনা কৰিসিল। কিন্তু বড়চণ্ডীদাসৰ শ্রীকৃষ্ণসন্দৰ্ভ

(আবিষ্কর্তা বসন্তরত্নে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বুলানিরে নাঙ এহাননো পরিচিত ইসে) পদাবলির মূল ভক্তি বারো প্রেম বেলিয়া ইমে আদিরসাত্মকহান ইসিল। রসভাসদুষ্ট গ্রাম্য কাব্য এহান কতিহান অবহেলিত ইসিল বুললেভে মূল পাণ্ডুলিপিহান পেইলাতা গুরুসং আগোর চালর খুমেইগোস্ত। অংতাহান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু য়েবাকা 'উজ্জ্বল উন্নতরস' প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণর অপ্রাকৃত প্রেমলীলা সুখতিষ্ঠিত করেদিল ঔবাকা সহজিয়া ভাবর কাব্য এহান অহাতি মিমুত ইয়া পড়িসেগা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ভাবাদর্শী বাসুদেব, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস এসারে মহাজন গিরকগাসিরে সংকৃত বারো ব্রজবুলিনো পদাবলির ভাণ্ডারগো পূর্ণ করে দিলা। এরে পদাবলি এতাই বাংলা ভাষাহানরে লৌকিক পর্যায় লাগকরে দিয়া সাহিত্যিক পর্যায়ে (গীতিকবিতা) ধুওকরেদিল। অহাননো বাংলাসাহিত্যর গবেষকে বাংলাসাহিত্যর ইতিহাসর মধ্যযুগ (১২০০খ্রি.-১৮০০ খ্রি. / ১৩৫০ খ্রি.-১৮০০ খ্রি.) অহানরে ভাগ করিসি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরে ভিত্তি করিয়া- ১. প্রাক-চৈতন্য যুগ ২. চৈতন্য যুগ ৩. চৈতন্য-উত্তর যুগ।

পদাবলির ভূমিকা এহান শিচিল বাংলাসাহিত্যত নাবে, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যতৌ সমান গুরুত্ববাহী। বাংলার সাদে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর কালুহাতৌ ডাঙর আসন আহান কালকরিসে পদাবলি।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর জীবনে পদাবলি

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতাদর্শী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর ঠৈগো সাকুইসে পদাবলি-সাহিত্য। জরম, মরণ, লোহং বারো মাহার হাবি পার্বনে চপকো বুজিসে বৈষ্ণব পদকর্তা মহাজনর পদাবলি। মণিপুরী ধর্মীর অনুষ্ঠানর দুহাম অপরিহার্য অংশ- ১. লেরিক দেনা (শান্ত্যালোচনা) ২. সংকীর্তন। মহাপ্রভুরে সংকীর্তন এহানরে কলির মূল যুগধর্মহান বুলিয়া মাতিসিল। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদই মহাপ্রভুর শিক্ষা এহান লিখিত রূপ দিরাসে- 'বদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তিঃ সংযোগেনৈব।' অর্থাৎ কলিয়ুগে বত ধর্মকর্ম করিক সংকীর্তন রৌকরিয়া অবশ্যই করানি থক। এরে শিক্ষানো সংকীর্তনভিত্তিক ধর্মীর অবকাঠামোনো হঙিসে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ, অহানে সংকীর্তন নারা নার। অহানে লোহঙে যেহাতি স্মৃতিশাস্ত্রমতে অগ্নিস্বাক্ষী, হোম বারো সন্তপদী অপরিহার্য। আমি ঔ স্মার্তকর্ম বেলিয়া সংকীর্তনহাননো বিজ্ঞর কররাং। আমার সমাজে হোম কররাংতা হুদা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাত। কিন্তু ঔ হোমেউ পুরোহিতগোই নবদ্বীপর ভাবনো জরখনি দিয়া পঞ্চতন্ত্রেরনো সংকীর্তনহান অকরিয়া পিসে হোমহান অকরের। অর্থাৎ সংকীর্তনাখ্যা ভক্তিনো হোম কররাং। এসারে বিধান আর সমাজে নেই। অহানে আমি প্রকৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অনুসারী। হাবি সংকীর্তন ইলতা মহাজনর পদ।

বিকুপ্রিয়া মণিপুৰী পদাবলি

শান্তালোচনা (লৈরিক দেনা) বারো সংকীৰ্তন ঘিয়োহানি বিকুপ্রিয়া মণিপুৰী সমাজৰ খইতুগি ইলেউ মাতৃভাষা বিকুপ্রিয়া মণিপুৰী ঠাৱহান এতাত সুপ চেপো নুয়ারিসিল। আমাৰ সমাজৰ পণ্ডিতে মেইতেই ভাষাহানৰে গাৰ্ভৰ ভাষাহান বুলিয়া হাজাসহকাৰে মেইতেই ভাষানো লৈরিক দিলা। সংকীৰ্তনতে ব্ৰজবুলি, সংস্কৃত বারো বাংলামনাই। অহানে গীতিস্বামীৰ বিলাপ হনরাং-

কতিয়উ তলইলাংতা-

ততারাণি অহান পেয়া গৰে আকতা বারে আকতা

এলা দিলেউ মিয়াডৰ ঠাৱলো, লৈরিক দিলে খাইৰতা ॥

গিয়কর টেংখা লেমুৰা না মাঙুইসে। ভিলরা ইলেউ পণ্ডিতলকৈয়ে ইমাঠাৱনো লৈরিক দেনা অকরলা। অহানে বিকুপ্রিয়া মণিপুৰী ঠাৱৰ মৌখিক কাব্যিক ৰূপ আহান হঙিল। তাতুৱ আতে সাধাৱণ ঠাৱহান শক্তিশালী ইল। কাৱণ পণ্ডিত এতা মেইতেই বারো সংস্কৃত ঘিয়োভাষাত পাৱমণী ইসিলা। সাংস্কৃতিক পৰ্য্যবে ইমাঠাৱ প্ৰতিষ্ঠাৰ সালে গীতিস্বামীয়ে তাৰ জাগৰণী এলা, লগে বৈষ্ণৱ পদাবলিৰ অনুবাদ বারো মৌলিক বৈষ্ণৱ পদাবলি লেংকৱানি অকরল। বুজানি অকরল বিকুপ্রিয়া মণিপুৰী ঠাৱৰ সাহিত্যভাণ্ডাৰগো। তাৰ এলা ঘেসাদে হৃদিসকপা অসাৰে নুশি ইসিল-

হরি হরি বুলেই, হৰিনাম সলকৰেই

এসাৰে দিন আৰ না পেইতেই।

এলা এহান এবাকাউ ততুৱ হৃদিস্থান্শালে ইঙাল ডালরা আসে।

বিবুলা চুপাৱ দৌগই ধমল...

তুৱা অং বুন্তেতে ধকর তাপনি...

আৰ আশা নেয়ইল মুংবাৱা ডালইল

সিঙ্গাৰেই পড়িল শাতয়া...

এলাতুপ এতা এবাকাউ মানুৰ ধতাত অমর ইয়া আসে। বিকুপ্রিয়া মণিপুৰী ভাষাত গীতিস্বামী পইলাকাৱ পদকৰ্তাগো, তাৰ অনুবাদ বিশেষত শ্ৰীল নরোত্তমদাস ঠাকুৱৰ প্ৰাৰ্থনাৰ অনুবাদ ধাৰাত-দিন আদৰ্শ পদ। কিন্তু অধিকাংশ মৌলিক পালা বিশেষ কৰে পালার ঋত্বা (ধাৱাবিবৰণীসূচক সংলাপ) জবৰে কাচ, গ্ৰাম্যদোবে দুষ্ট। ফাগিৰ কুমেইৰ উপযোগী ইলেউ সংকীৰ্তনে লানার মতো বাংলা, সংস্কৃত, ব্ৰজবুলিৰ সাদে মাধুৰ্য গাৰ্ভৰ নেইসিল। কাৱণহান সংকীৰ্তন-উপযোগী সংস্কৃত ৰেপিয়া গ্ৰাম্য হালকা শব্দৰ ব্যবহাৱ। তথাপি নেই লেইরা ধাৰ্মিক মৌখিক পৰ্যায়ৰ ভাষাহানৰে সাহিত্যৰ ভাষা কৱানিৰ হুলা কৱিলে। হাবিৰ গজৰ কথাহান, শত সীমাবদ্ধতা থাইলেউ বিকুপ্রিয়া মণিপুৰী পদাবলিৰ পৱনাকার চিংপাগো হিসাবে গীতিস্বামীৰ নাঙহান নিঘনিং অনা লাগেৰ।

গীতিশ্রমীর পদাঙ্ক অনুসরণে পিস এহাত ইমাঠারে পদাবলির অনুবাদ বারো মৌলিক এলা রচনা করিসি আমার সমাজর ইশালপা অজারেলে। ভাঙর আভে আহিরা পদাবলি রসাতাসমুজ্ঞ তহু ভক্তিমাধুর্যমণ্ডিত অনা অকরল।

পদকর্তা কালীপ্রসাদ

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্যর হকহাত ইডাল ভালপা সক্ষম আগো। গীতিশ্রমীর ধৌরাঙে ততারহু ইসিল কর্মবজ্ঞ অহানর বোগ্য ঋত্বিক আগো গিরক। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যত ভারে সব্যসাচী বুললে না আকুইব।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারে ব্যাকরণ, অভিধান, ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ, এলা, ভাষাতত্ত্বর আবচ্চ এহু লেংকরিয়া গিরকে সমাজরে হুজে নুরারিন ঋণে ঋণী করে গিরাসেগা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর মূল সম্পদহান বে রাসকীর্তন অহান হারপা পারিসিলতা ঋকিয়া এরে সম্পদর প্রতি গিরকর আন্তরিক আকর্ষণ আহান আসিল। গিরকে সুস্পষ্টভাবে মাতিসিল- ‘মি জাত এহানরে প্রাণহান দিয়া বানা পাতুতা হুদা জাত এহানর রাস কীর্তনর মাধুর্য এহানাস্ত বে দিব্য আনন্দ পাউরি উহানরকা।’ গিরকে সংস্কৃতমুখী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারে ‘কীর্তনমালা’ চহান ঋণ লেংকরিয়া প্রকাশ করিসিল। মূলত গীতিশ্রমীর চিংকরা পঞ্চহান আরাকৌ সেংকরে দেনার কাছে তার এরে প্রচেষ্টা। গীতিশ্রমীর লেংকরা নুংশিপা, সুললিত পদ অতা নিজর পালাত কৃতজ্ঞতা সহকারে যৌকরিয়া নিজর ঔদার্য প্রকাশ করিসে। যেমন ‘কীর্তনমালা’ পঞ্চম ঋণ্ড (বাসকলীলাত) উৎকর্ষা বর্ণনে-

(সবী) আজি কিয়া কুঞ্জবনে নাহিল কালিয়া
আহিঁতে বুলিয়া থুঁ কুঁ মি হাজেয়া
অন্য পথে আজি কিয়া গেছেগা বেলেয়া।

শয্যা উজার বর্ণনে

শয্যা পুণ্যবতী আজি এ দুর্গতি
মিলুনাই তোরে হাজিয়া
মনে মনে কতো আশা করেছিলু
প্রাণবন্তু আইহঁতে বুলিয়া ॥
আর আনা নেয়ইল মুণ্ডবারা ভালৈল
সিঙ্গারেই পড়িল শাতয়া।

মূলত গীতিশ্রমীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বারো তার বিস্মৃত এলা এতার পুনরুজ্জীবন অহান তার কীর্তন রচনার আরাক কারণ আহান ইসিল।

গিরকর নিজর পদ আহান চেইক-
জয় শ্রীরাধা মদনমোহন
দুর্জয় মানিনী মান অইলে ভজন।

নয়ানে নয়ান চেঁরা
 দিতারা শ্রীঅঙ্গে চেঁই
 বহের নয়ন ধারা
 প্রেমর জুয়ার কার
 শুকসারীয়ে দিতারা
 'কুহ কুহ কুহ ধনি

আতে আত লরা
 শ্রীঅঙ্গ ঢালিয়া
 বিরো গওহলে
 উথলে উথলে
 এলা বৃকডালে
 দিতারা কোকিলে ।

তথ্যপত্র

১. শ্রীমহাগবতম্ : (২য় খণ্ড)
২. শ্রীল জীবগোবামীপাদকৃত শ্রীমহাগবতম্
৩. মোর জীবনকাহিনী : শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ
৪. কীর্তনমালা (পঞ্চম খণ্ড) : বাসকলীলা- শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

হেমন্তকুমার সিংহ : প্রাবন্ধিক; ব্যাংক কর্মকর্তা, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার ।

পরিশিষ্ট-১

ড. কালীপ্রসাদ সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

- ১৯৩৭ : ৩ জানুয়ারি (১৯ পৌষ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) তারিখে ভারতের আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলার শিলচর শহর থেকে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে কচুখরম গ্রামে জন্ম। বাবার নাম বাবাইসেনা সিংহ, মাতার নাম ইমাতো সেবী। চার ভাই ও দু'বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়ার অভাব-অনটনের মধ্যে শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।
- ১৯৪৬ : গ্রামের ৮৭নং সোনামানিক পাঠশালার ভর্তি। পাঠশালার প্রত্যেক শ্রেণির পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার।
- ১৯৫১ : বৃত্তিসহ তৃতীয় মান পাশ করার পর শিলচর পাবলিক স্কুলে চতুর্থ মানে ভর্তি।
- ১৯৫৭ : সংস্কৃত ও গণিতে লেটার মার্কস পেয়ে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্দশ স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ।
- ১৯৫৯ : শিলচর গুরুচরণ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাশ।
: 'শিলচর বিজ্ঞপ্তিরা মণিপুরী স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ। পরবর্তীতে এই ছাত্র সংগঠনটি 'নিখিল বিজ্ঞপ্তিরা মণিপুরী স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' নাম ধারণ করে বিজ্ঞপ্তিরা মণিপুরী সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
- ১৯৬১ : একই কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে সমগ্র গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন। গুরুচরণ কলেজে সমগ্র কলা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে 'বলাই স্মৃতি পুরস্কার' প্রাপ্তি।
- ১৯৬৩ : ঝাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্র কলা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে 'সতীশচন্দ্র দে বর্নপদক' প্রাপ্তি। অতঃপর কাছাড় কলেজে প্রবক্তা হিসেবে বোণদান।
- ১৯৬৫ : বিজ্ঞপ্তিরা মণিপুরী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর নিবিড় গবেষণা শুরু। আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বিজ্ঞপ্তিরা মণিপুরী লোকপ্রবাদ, সংস্কৃতির লুপ্তধার উপাদান, শব্দভান্ডার ইত্যাদি সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু।

- ১৯৬৭ : An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri গ্রন্থের কাজ শুরু। ১৯৭৩ সালে এই গ্রন্থের কাজ সমাপ্তি।
- ১৯৬৮ : 'A Study on the Bishnupriya Manipuri Language' শীর্ষক গবেষণাসম্বন্ধেৰ জন্য কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃক পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান।
- : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে প্রথম পিএইডি ডিগ্রি অর্জন করার নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, শিলচর শাখা কৰ্তৃক সংবৰ্ধনা প্রদান।
- ১৯৭৪ : গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে প্রবক্তা পদে যোগদান।
- ১৯৭৫ : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য প্রকাশনার জন্য স্বীয় পিতৃদেবের নামে 'অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী' প্রতিষ্ঠা।
- : দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সৰ্বভাৰতীৰ পৰ্যায়ে অনুষ্ঠিত Conference of Linguistics-এ অংশগ্রহণ করে 'An Introduction to the Bishnupriya Manipuri Language' শিরোনামের প্রবন্ধ উপস্থাপন।
- ১৯৮২ : The Concept of the Absolute in Indian Philosophy নামের গবেষণাগ্রন্থের জন্য বৰ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃক ডিপিট উপাধি প্রদান।
- : ডিপিট ডিগ্রি অর্জন করার গৌহাটিৰ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী যুব ছাত্র সংস্থা কৰ্তৃক সংবৰ্ধনা প্রদান।
- : গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার পদে পদোন্নতি।
- ১৯৮৬ : হল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সম্মেলনে যোগদান। 'Is Siva a non-vedic good?' শিরোনামের প্রবন্ধ উপস্থাপন।
- ১৯৮৭ : অসমিয়া ভাষাৰ লেখা 'শ্রীমত্তগবদগীতাৰ দৰ্শন' বইটিৰ অন্য আসামের বোরহাট গীতাৰ্থী সমাজ কৰ্তৃক 'গীতাচাৰ্য' উপাধি প্রদান।
- ১৯৮৯ : ত্ৰিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান।
- ১৯৯১ : ইতালিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে 'The problem of Ishvara in yoga' শিরোনামের প্রবন্ধ উপস্থাপন।
- : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ চৰ্চা ও বিকাশের লক্ষ্যে শিলচরের নিজ গ্রামে 'দিব্যাত্ম সংস্কৃতি কেন্দ্ৰ' স্থাপন।
- ১৯৯২ : বাংলাদেশ মণিপুরী যুব মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশে প্রথম আগমন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় যোগদান।

- ১৯৯৫ : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক তথা বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগ লাভ।
- ১৯৯৭ : An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri গ্রন্থের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভা কর্তৃক 'নীতিশ্রামী শতবার্ষিকী পুরস্কার' প্রদান।
: মুম্বাইয়ের ধামেতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সম্মেলনে যোগদান।
- ১৯৯৯ : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা অনুবাদের ডিন হিসেবে পদোন্নতি।
- ২০০০ : পৌরি আরোজিত 'শহিদ সুদেবী স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠানে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' শীর্ষক বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশে আগমন।
- ২০০৩ : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা অনুবাদের ডিন থাকাকালীন অবস্থায় ঢাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ।
- ২০০৭ : আসাম সরকারের সাহিত্যিক পেনসন লাভ।
- ২০০৯ : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকার জন্য দিব্যাপ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক 'ভাষাচার্য' উপাধি প্রদান।
: শিক্কর দিবসে গৌহাটীর কলাসঙ্গম কালচারাল সোসাইটি কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান।
: বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী রাইটার্স ফোরাম, গৌহাটি কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান।
- ২০১১ : ২ জুন বিকেল ৫-১০ মিনিটে নিজবাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ।

গ্রন্থনা : উত্তম সিংহ

উত্তম সিংহ : প্রতিষ্ঠাতা, পৌরি, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহেৰ প্ৰকাশিত ও অপ্ৰকাশিত গ্ৰন্থেৰ তালিকা
দৰ্শনবিষয়ক

১. ন্যায়দৰ্শন বিমৰ্শঃ (সংস্কৃত), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৯৮০
২. **Nairatmyavada : The Buddhist Theory of Not-self**, Sanskrit Book Depot, Calcutta, 1980
৩. শাক্তবৈদান্তে তত্ত্বমীমাংসা (সংস্কৃত), বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰকাশন, বाराणसी, ১৯৮২
৪. শাক্তবৈদান্তে জ্ঞানমীমাংসা (সংস্কৃত), বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰকাশন, বाराणसी, ১৯৮৩
৫. **Reflexions on Indian Philosophy**, Chaukhambha Orientalia, Varanasi, 1985
৬. **Indian Theories of Creation**, Chaukhambha Orientalia, Varanasi, 1985
৭. শ্ৰীমত্তত্ত্ববদগীতাৰ দৰ্শন (অসমীয়া), গীতাৰ্থী সমাজ, বোম্বাই, ১৯৮৭
৮. **The Philosophy of Jainism**, Punthi Pustak, Calcutta, 1990
৯. **The Self in Indian Philosophy**, Punthi Pustak, Calcutta, 1991
১০. **The Absolute in Indian Philosophy**, Chaukhambha Orientalia, Varanasi, 1991
১১. **Thoughts on Tantra and Vaisnavism**, Punthi Pustak, Calcutta, 1993
১২. **A Critique of A. C. Bhaktivedanta**, Punthi Pustak, Calcutta, 1997
১৩. **Sri Caitanya's Vaisnavism & its Sources**, Matilal Banarasi Das, Baranasi
১৪. বেদ, উপনিষদ, গীতা আৰু চাৰ্বাক (অসমীয়া), অপ্ৰকাশিত
১৫. সাংখ্যবোধ দৰ্শন (অসমীয়া), অপ্ৰকাশিত
১৬. মীমাংসা আৰু বৈদান্তদৰ্শন (অসমীয়া), অপ্ৰকাশিত
১৭. ন্যায়দৰ্শন (অসমীয়া), অপ্ৰকাশিত
১৮. অৰ্শৈতবৈদান্ত (অসমীয়া), অপ্ৰকাশিত

১৯. জৈনদৰ্শন (অসমিয়া), অপ্রকাশিত
২০. বৌদ্ধদৰ্শন (অসমিয়া), অপ্রকাশিত
২১. বৈষ্ণবদৰ্শন (অসমিয়া), অপ্রকাশিত

সাধাৰণ

১. On the need of Sanskrit, Alok Prakasan Trust, Guwahati, 1989
২. বেদ পরিচিতি, বরাক উপত্যকা বৈদিক সমিতি, শিলচর, ১৯৯৯

স্বকীয় সাহিত্য

১. কবিতামালা, অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৮৪
২. এলার মালা : ১ম ভাগ, অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৭৬
৩. এলার মালা : ২য় ভাগ, অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৮৪
৪. এলার মালা : (সম্পূর্ণ), অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯৫
৫. কীর্তনমালা : ১ম খণ্ড (সন্ধ্যারতি, মঙ্গলারতি, খুপাইছি, রথর এলা), অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৮৭
৬. কীর্তনমালা : ১ম খণ্ড পরিপূরক (রথবাত্সার উপযোগী পদ), অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর
৭. কীর্তনমালা : ২য় খণ্ড (রাসলীলা), অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৮৮
৮. কীর্তনমালা : ৩য় খণ্ড (রাধুয়াল, উদুখল), অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৮৮
৯. কীর্তনমালা : ৪র্থ খণ্ড (দিনর নিতি), অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৮৮
১০. কীর্তনমালা : ৪র্থ খণ্ড পরিপূরক (দিনর নিতি : পাশাখেলা, জলকেলি, বুলন, হোলি, পুষ্পযুদ্ধ, মাধুর), অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯২
১১. কীর্তনমালা : ৫ম খণ্ড (বাসক), অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯১

১২. কীর্তনমালা : ৬ষ্ঠ খণ্ড (রাতির নিতি), অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯২
১৩. কীর্তনমালা : ৭ম খণ্ড (গৌরলীলা সঙ্কীৰ্তন), অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯২
১৪. কীর্তনমালা : ৮ম খণ্ড পদাবলি কীর্তন (মাধুর, নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন, নিমাইসন্ন্যাস), অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯৪

ভাষা-ভাষাতত্ত্ব-সাহিত্য-কৃষ্টি-সমাজবিষয়ক রচনা

১. The Bishnupriya Manipuri Language, Firma KLM Private Ltd., Calcutta, 1981.
২. The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature & Culture, Dr. K. P. Sinha, Gauhati University, 1984.
৩. An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri, Punthi Pustak, Calcutta, 1986.
৪. বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বের রূপরেখা, অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৭৭
৫. বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ, দিব্যপ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর, ১৯৯৮
৬. প্রবন্ধমালা : প্রথম খণ্ড, অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর
৭. প্রবন্ধমালা : প্রথম খণ্ড: পরিশিষ্ট-১, অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর
৮. প্রবন্ধমালা : দ্বিতীয় খণ্ড, অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৮৩
৯. প্রবন্ধমালা : দ্বিতীয় খণ্ড: পরিশিষ্ট-১, অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর
১০. প্রবন্ধমালা : দ্বিতীয় খণ্ড: পরিশিষ্ট-২, অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯৪
১১. প্রবন্ধমালা : তৃতীয় খণ্ড, অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর
১২. বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী, দিব্যপ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর, ২০০২
১৩. লজ্জা, দিব্যপ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর
১৪. Bishnupriya Manipuri-English Dictionary, ABILAT, Gauhati (Ready to publication)

জীবনীগ্রন্থ

১. শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর সামুগ্ঠাকুর, দিব্যপ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর
২. মহাবোণী আখোইবাবা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভা, শিলচর, ১৯৯০

৩. শ্রীসোকলানন্দ গীতিশাসী, দিব্যাপ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর, ১৯৯৬
৪. তরু বিপিন সিংহ, বিষ্ণুধিরা মনিপুরী সাহিত্যসভা, শিলচর, ১৯৮৮
৫. সঙ্গীততরু পণ্ডিত মতিলাল সিংহ (অপ্রকাশিত)
৬. শহীদ সুদেবী সিংহ, শহীদ সুদেবী জন্মদিবস উদ্‌যাপন সমিতি, শিলচর, ১৯৯৭
৭. বিষ্ণুধিরা মনিপুরীৰ দিক্‌শাল, দিব্যাপ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর, ১৯৯৬
৮. মোর জীবনকাহিনী, দিব্যাপ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর, ২০০২

সম্পাদিত গ্রন্থ

১. শৌর কবিতা, অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯৩
২. গীতিশাসীর এলা, অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৮৮
৩. স্মৃতিকুমারর ছোটগল্প, বিষ্ণুধিরা মনিপুরী সাহিত্যসভা, ১৯৮৮

অন্যান্য রচনাবলি

১. তিন দিনর বাংলাদেশ ভ্রমণ, দিব্যাপ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর, ১৯৯২
২. To the Meiteis & the Bishnupriyas, Shymananda Sinha, Silchar, 1996
৩. পত্রাবলি (অপ্রকাশিত)।

বিভিন্ন জার্নাল এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ড. কালীপ্রসাদ সিংহের প্রবন্ধসমূহ

১. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অহিংসা (বাংলা), Souvenir : Gandhi Peace Foundation Silchar, 1970.
২. Bishnupriya Manipuri : A Descriptive Sketch, Indian Linguistics, Deccan College, 1974.
৩. Problem of Ishvara in Sangkhya Philosophy, Journal of the University of Gauhati.
৪. Buddha's Concept of the Absolute, Proceedings of the All India Oriental Conference, 1976.
৫. Relation between substance & attributes in Indian Philosophy., Bharat- Manisha, Varanasi, 1977.

৬. বেদে ইন্দ্ররহস্য (সংস্কৃত), Souvenir, Vedic Sammelan, Gauhati, 1979.
৭. Theory of Momentariness and its Defence, Journal of the University of Gauhati.
৮. শাকর-বেদান্তে মোক্ষতত্ত্ব (সংস্কৃত), প্রাচ্যভারতী, গৌহাটি, ১৯৭৯
৯. শাকর-বেদান্তে জীবনমুক্তি : বিদেহ যুক্তিবাদ (সংস্কৃত), প্রাচ্যভারতী, ১৯৮০
১০. শাকর-বেদান্তে জগৎতত্ত্ব (সংস্কৃত), প্রাচ্যভারতী, ১৯৮১
১১. The Conception of Nirvana in Buddhism, Journal of the Assam Research Society, 1981-82.
১২. New light on the Apauruseyatva, Nityatva and Abhyanatva of the Vedas, Abhinandana- Bharati, Prof. K.K. Handique Felicitation Volume, Kamrup Anusandhana Samiti, Gauhati, 1982
১৩. The Buddhist Theory of Not Self, Prof. K.K. Handique Felicitation Volume, Gauhati, 1983
১৪. তত্ত্বত মকর সাধনা (অসমিয়া), নবদূত, গৌহাটি, ১৯৮৫
১৫. শাক্ততত্ত্বত মুক্তি আৰু সাধনা (অসমিয়া), গীতাঞ্জোতি, বোকাখাট, ১৯৮৬
১৬. Is Siva Non-Vedic God?, Journal of the Assam Sanskrit College, 1986.
১৭. The Jaina Conception of Upayoga, Benudhar Sharma commemoration Volume, Guahati, 1987
১৮. পরম্পরাপেক্ষবাদ (সংস্কৃত), প্রাচ্যভারতী, গৌহাটি, ১৯৮৭
১৯. On The Concept of Advaita, Gauhati University, Journal of Arts, 1987
২০. পূজাত পতঙ্গী সম্পর্কে, বর্ষব্য স্মৃতি, যেনপাড়া, অসাম, ১৯৮৮
২১. Kavya as a means for Liberation, Svarna Bharati, Souvenir of the Golden Jubilee, Nalbari Sanskrit College, Assam, 1988
২২. জীৱবিন্দ দৰ্শনে মহামানৱ, প্রাচ্যভারতী, গৌহাটি, ১৯৮৯

২৩. Vedic Origin of Shakti, the Mother of Goddess, Prof. Gopikamohan Bhattacharya Commemoration Volume, Kuruksetra University, 1990
২৪. On the love between Sri Krishna and the Gopis, Assam Research Socceity Journal, Gauhati, 1990
২৫. The Concept of Bhakti, শংকরদেব সমাজ স্মৃতিগ্রন্থ, আসাম
২৬. On the Jaina Theory of Syadvada, Journal of the University of Gauhati
২৭. The Absolute in Shankara-Vedanta and Pratyabhijna, Debananda Bharali Commemoration volume, Gauhati
২৮. The Problem of Ishvara in Yoga, Gauhati University Journal of Arts, 1991
২৯. On Animal Sacrifice, Trinata, Tripura University, 1992
৩০. Shaktism in early Assam, Journal of the Assam Research Socceity, 1992
৩১. Matter of a form of Conciousness, Oriental Joural, Sri Venkateswar University, 1993
৩২. Vedic Origin of the Tantrik Practices, The Annals, BORI, Pune, 1991,92,93
৩৩. Realisation as a Field Of Science, Oriental Journal, Sri Venkateswara University, 1994
৩৪. Reality as a synthesis Substance and Qualities, সংস্কৃত-বিযর্শঃ রত্নীর সংস্কৃত সম্মেলন, নিউদিল্লি ১৯৯১-৯৪
৩৫. On the Vaishnavite Concepts of Brahman, Paramatman and Bhagabat, Prof. B.N. Shastri Felicitation Volume, Gauhati, 1995
৩৬. Spiritual Interpretaion of the Vedas, Prof. M. M. Sharma Felicitation Volume, 1996
৩৭. On the term Darshana in Jainism, Oriental Journal, S. V. University, 1992
৩৮. বেদের স্বরূপ ব্যাখ্যার স্বামীজী (বাংলা), জেলানাথ গিরি আশ্রম পত্রিকা, আগরতলা, ১৯৯৬

৩৯. পঞ্চরাত্র দর্শন (বাংলা), ভোলানাথ গিরি আশ্রম পত্রিকা, আগরতলা, ১৯৯৬
৪০. The Absolute in Pancharatra Philosophy, Journal of Assam University, 1996
৪১. Concept of Liberation in Sri Chaitanya's Philosophy, Journal of Assam University, 1997
৪২. Shankara's Conception of the Personal Absolute, Indio Studies, Prof. S. Goswami Felicitation Volume, Calcutta, 1997
৪৩. জৈনদর্শনত কৰ্মবাদ (অসমিয়া), Rupali Jayanti Smriti Somnath Chatuspathi, Majuli, 1997
৪৪. Immigration of the Manipuris, Cachar College Journal, Silchar, 1976
৪৫. The Bishnupriyas are certainly Manipuris, পত্রিকার নাম অজ্ঞাত

এছাড়াও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার অনেক পত্রপত্রিকায় ড. কালীপ্রসাদ সিংহের অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অপ্রস্তুত রয়েছে আরো অনেক প্রবন্ধ।

আলোকচিত্র



ড. কালীপ্রসাদ সিংহ

জন্ম : ৩ জানুয়ারি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২ জুন ২০১১ খ্রিস্টাব্দ



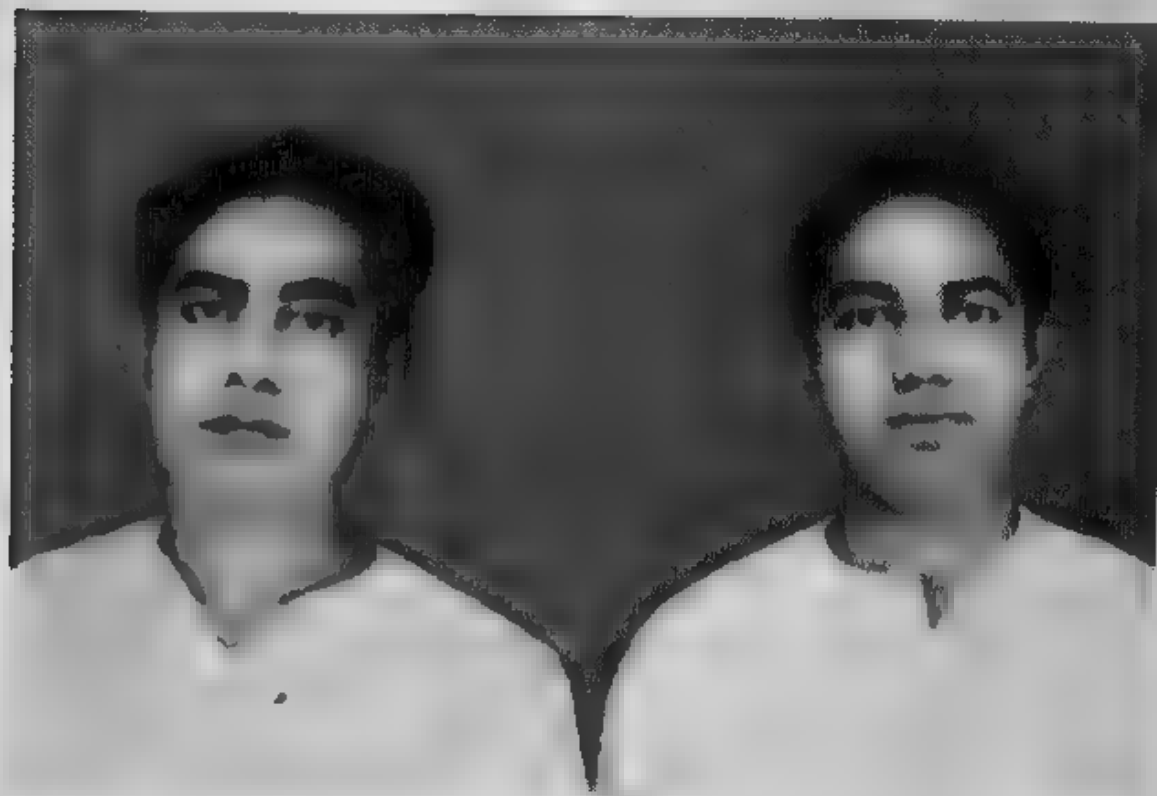
অধ্যক্ষ ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সিংহের সঙ্গে ড. কালীপ্রসাদ (বাঁদে)।



শিলচরস্থ জেলা গ্রন্থাগার ভবনে বিষ্ণুখিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভাই আয়োজন করেছিল। কবি ব্রজেন্দ্রনাথ সর্বেশ্বর অনুষ্ঠানে ড. কালীপ্রসাদ (বাঁদে), অধ্যক্ষ প্রমথকুমার সিংহ (বামে), কবি ব্রজেন্দ্রনাথ সিংহ (মাঝে)।



যথাক্রমে ড. কালীপ্রসাদ ।



মারুপ কবি ব্রজেনকুমার সিংহের সঙ্গে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ (বামে), ১৯৬৭ সালে ফুলেনি কটোয়াম



শৌহাদি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ ছাত্রছাত্রীৰ লগে ড. কালীপ্রসাদ।



হল্যাণ্ডৰ সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রীমত আপৰ লগে ড. কালীপ্রসাদ, হল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সন্মেলনে যোগ
দেখিলা উপেই তুলেছি ফটোছন।



১৯৯০ সালে কমলপুরে হালালিং অনুষ্ঠিত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য রুহিবৃত্তি শিখরপর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ড. কালীপ্রসাদ (হম্বুকে), বাতেদেবত দ্বিতীয়- উত্তম সিংহ, তৃতীয়- চন্দ্রকুমার সিংহ, চতুর্থ- শিল্পী সুনীতি সিনহা, বাতেদেবত দ্বিতীয়- নৃপেন্দ্রকুমার সিংহ, তৃতীয়- শিল্পী গৌরহরি চ্যাটার্জি।



মিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতর ক্লাস নেওয়া ড. কালীপ্রসাদ।



গৌহাটীৰ নিমিৰা বিজুৱিয়া মণিশূৰী স্টুডেণ্টস ইউনিয়নৰ অনুষ্ঠানে প্ৰধান অতিথিৰ আসনস্থান কালকৱলৈ ড. কালীপ্ৰসাদ (খাৰঙেনখত প্ৰথম)।



ভাৰতীয় গুৰীৰ সন্মুখ সৈকতে মণিপুৰৰ ককল নিৰিদিখানিৰ লগে ড. কালীপ্ৰসাদ।



কন্যাকুমারিকার সমুদ্র সৈকতে 'বিলেকান্স বক' পর মুখে ড. কালীপ্রসাদ ।



দুর্ভাইং অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংকট সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী চিহ্নিগিহানির লগে ড. কালীপ্রসাদ বারো
মাসকন্যা দেবদাসী (বাঁদেমেতে তৃতীয়) ।



খুলাবেয়ক শ্যামানন্দ সিংহর পরিবারর লগে ড. কাশীপ্রসাদ



বাংলাদেশর ভাণ্ডারর ডিলকগুরে বিচারপতি এস. কে. সিনহার ঘরে, বাউসেংত রাজকান্ত সিংহ, অবিভ্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, ড. যশজিত সিংহ, ড. কাশীপ্রসাদ সিংহ, শলিতমোহন সিংহ (বিচারপতি এস. কে. সিনহার বাপক), নিকাইচাঁদ সিংহ, চন্দ্রকুমার সিংহ, প্রকৌশলী পদ্মসেন সিনহা বারো পৌরির সভাপতি ডা. সুকুমার সিংহবিজ্ঞ। (২০০০ সালে)



বাংলাদেশের লেখক বারো সমাজকর্মীর সঙ্গে ড. কালীপ্রসাদ বারো কবি ব্রজেন্দ্র। বাঁহেদেবত: পৌরির কর্মী রবি সিংহ, পৌরির সভাপতি ডা. সুকুমার সিংহ বিমল, গল্পকার সুরেন্দ্রকুমার সিংহ, বঙালি সম্পাদক কৃষ্ণকুমার সিংহ, পাতকাল মাকুল সভাপতি নিশিকান্ত সিংহ, ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, শিক্ষক ফুলমোহন সিংহ, কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, কবি রাধাকান্ত সিংহ, লেখক ড. রণজিত সিংহ, কবি সোনার্ণি সিংহ। (২০০০ সালে)



পৌরির পীতিব্যয়ী আওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে দর্শকসনে ড. কালীপ্রসাদ বারো মানসকন্যা দেবধানী। (২০০০ সালে)



পৌৰি শীতিধাৰ্মী অ্যাওয়ার্ড প্ৰদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিচাবে মঞ্চদলত আসন্ন গ্ৰহণ কৰেছে ড. কালীপ্ৰসাদ (বাঁহেমেহত দ্বিতীয়ত), বাঁহেমেহত: লেখক মহম্মদুল হক, কবি, অধ্যাপক নূৰেদ্দীন দাশ, কবি ব্ৰজেন্দ্ৰকুমাৰ সিংহ, প্ৰধান অতিথি অধ্যাপক ড. মুক্তাৰ নূৰ-উল ইছলাম, পৌৰি সভাপতি ড. সুকুম'ৰ সিংহ বিমল, কালীপ্ৰসাদ সিংহ বাবো প্ৰদায়ত প্ৰকাশনী প্ৰদায়ন সিন্ধা।



পৌৰি আয়োজিত 'শহিদ সূদেহা' শব্দক বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ হাৰিৎ শহিদ সূদেহাৰ নিধিৰে দেবদানীয়ে নিজৰ শেহকৰা এল আহাৰ পৰিবেশন কৰুৱাৰ ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ, তৰল বাজাৰ গোপীনাথ সিংহ।



পৌরীৰ দীতিস্বামী অ্যাণ্ডৱাৰ্ড প্ৰদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিৰ ভাৱে দেৱ ড. কালীপ্ৰসাদ ।



দিব্যপ্ৰসন্নৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানে দেখাৰীৰ মাছহান মুখ অৱতা চাৱ ড. কালীপ্ৰসাদ ।



মানসকন্যা দেবযানীর পোহেঙে দান দেস ড, কালীপ্রসাদ।



দেবযানীর পোহেঙে মণ্ডলীপং ড, কালীপ্রসাদ।



শিলচৰৰ কুল আগৰ বাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্ৰধান অতিথিগ অয়া পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰেৰ ড. কালীপ্ৰসাদ



দিব্যালয়ৰ গ্ৰহণাৱগণ ড. কালীপ্ৰসাদ



শিলচৰৰ প্ৰখ্যাত গিটাকবানক দিলীপ সিংহৰ গিটাক প্ৰশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটত উদ্বোধন কৰে ড. কালীপ্ৰসাদ ।



গৌহাটীৰ বিশ্বশ্ৰীয়া মণিপুৰী ৱাইটাৰ্স কোৱামে দিলা সংবৰ্ধনাৰ জবাবে বক্তৃতা দেৱ ড. কালীপ্ৰসাদ । (বাওঁদে)
 ত্ৰিপুৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ পত্ৰিকা উন্মোচনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেৱ ড. কালীপ্ৰসাদ । (বাওঁদে)



পৌরটিব্ব কলসভ্য কালচাৰাল সোসাইটিয়ে শিক্ক দিবসে ড কালীপ্ৰসাদৰে সৰ্ব্বৰ্ণনা জানেইতাৰা, গিৰকৰে
কৰুংহান পিলামেৰ নৃত্যশিল্পী বিভুলকান্তি সিংহ গিৰকে (২০০৯ সালে)



দিব্যপ্ৰভে ড, কালীপ্ৰসাদ গিৰকৰ লগে পৌৰিৰ সম্পাদক সুশীলকুমাৰ সিংহ।



ড. কালীপ্রসাদ দৌ অনির পিমে দিব্যপ্রমে বহালি গিরকর আরক মূর্তিগ।



দিব্যপ্রমে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর মূর্তিগর কাদাহ বাংলাদেশ-ভারতর কতগ শিষ্টী লেখক গিরগিথানি



